# পানাম সোনারগাঁয়ের ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের গাত্রালংকার
# (Ornamentation of Panam Sonargaon Architecture in the Colonial Period)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

নূর-উন-নেসা

ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতি বিভাগ, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

মার্চ, ২০১৪

# পানাম সোনারগাঁয়ের ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের গাত্রালংকার

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত**
**অভিসন্দর্ভ**


গবেষক
নূর-উন-নেসা
পিএইচ. ডি. প্রোগ্রাম ফেলো
ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. হাবিবা খাতুন
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



**ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতি বিভাগ, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০**

# ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, পানাম সোনারগাঁয়ের ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের গাত্রালংকার শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজেস্ব ও একক গবেষণা। এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

তারিখঃ

**(নূর-উন-নেসা)**
পিএইচ. ডি. প্রোগ্রাম ফেলো
রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ
শিক্ষাবর্ষঃ
ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের গবেষক নূর-উন-নেসা পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত 'পানাম সোনারগাঁয়ের ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের গাত্রালংকার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্ন গবেষণাকর্ম নয়। গবেষণাকর্মটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

এ অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ গবেষক ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন করেনি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং মৌলিকত্ব বিচার করে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

**(ড. হাবিবা খাতুন)**
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া যিনি গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে দিয়েছেন।

চির কৃতজ্ঞতা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন, ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। তাঁর তত্ত্বাবধানে, নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও সাহস প্রদানে নানা প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে এ গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া গবেষণা কর্মে যিনি সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন, যার সাহায্য ও দিকনির্দেশনা না পেলে এ গবেষণা কর্ম সমাপ্ত বা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতোনা, তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ স্যার। তাঁর মহামূল্যবান সময় থেকে সময় দিয়ে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. তৌফিকুল হায়দার, অধ্যাপক ড. আকতারুজ্জামান ও অন্যান্য স্যারদের প্রতি। বিশেষ করে অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক অধাপক ড.ইব্রাহীম স্যারের প্রতি। স্যার বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

বিডাগের ছোট ভাই বর্তমানে বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হুমায়ূনকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তার সর্বাত্নক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য। এ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খাদেমুল হকের প্রতিও কৃতজ্ঞ, প্রথম সেমিনার উপস্থাপনের সময় তিনি আলোক চিত্র প্রদর্শনে সাহায্য করেছেন।

এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমি ও বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জরী কমিশন গ্রন্থাগার, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গ্রন্থাগার, আর্কাইভস গ্রন্থাগার, ম্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সাহায্য নিয়েছি।

স্বামী ড. মোহাম্মদ হামিদুর রহমান খানের প্রতিও কৃতজ্ঞ এবং ঋণী। তাঁর সর্বাত্বক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা না হলে গবেষণা কর্মটি চালিয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত করা সম্ভব হতনা।

পুত্র নূমাইয়ির আরহাম খান (নাজিব) তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র, গবেষণা কর্মের সাথেই বেড়ে উঠেছে। এ
গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে সন্তানের প্রতি অনেক সময়ই দায়িত্বশীল মা হয়ে উঠতে পারিনি। সেও বানান সংশোধনের ক্ষেত্রে, কম্পিউটার চালনায় সাহায্য করেছে। ওর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো অফুরন্ত ভালবাসা ও দোয়া। আল্লাহ ওকে অনেক বড় মাপের মানষ, সেরাদের সেরা ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা করুন।

দাদা আব্দুর রশিদের (বাবার চাচা), নিকট কৃতজ্ঞ ঋণী কারণ তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অংশবিশেষ অনুবাদে সাহায্য করে গবেষণা কাজকে ত্বরান্নিত করেছেন।

ভাগ্নে ইয়াকুব আলী খানের প্রতি কৃতজ্ঞতা এই জন্য যে তাকে সাথে নিয়ে বাস্তব পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায় প্রতিবারই পানাম নগরে যাওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনের সময় সে সহযোগিতা করেছে।

সর্বশেষ যাঁর কথা উল্লেখ না করলে অপূর্ণতা থেকে যাবে, তিঁনি মা। তিনি সব সময় কাজের জন্য দোয়া, সর্বপ্রকার সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে কাজটি সমাপ্ত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর দোয়া এবং অনুপ্রেরণা চলার পথের পাথেয়।

সবশেষে আবারও পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া প্রকাশ করছি।

**(নূর-উন-নেসা)**

# সারসংক্ষেপ (এ্যাবস্ট্রাক্ট)

বর্তমান সোনারগাঁ একটি উপজেলা শহর। ঢাকা থেকে ২৭ কি: মি: দক্ষিণ পূর্বে ঢাকা চট্রগ্রাম রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত একটি এলাকার সব দিক দিয়ে নদী দিয়ে ঘেরা। মুঘল শাসনামলে সোনারগাঁ এর পরিধি ছিল ২৪ বর্গমাইল। আজও উপজেলা সোনারগাঁয়ের পরিধি একই পরিমান আছে। এ স্থানে সর্বমোট তিনটি নগর বা শহর এলাকার নাম পাওয়া যায়। 'বড় নগর, খাসনগর (ইছাপুর) পানাম নগর (আমিনপুর)।

সোনারগাঁ উপজেলার অর্ন্তগত আমিনপুর ইউনিয়নে পানাম একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। গ্রামটি এক সময় সুতি কাপড় বিশেষ করে মসলিন কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। এ গ্রামের একটি অংশ পানাম নগর নামে পরিচিত। ঢাকা চট্রগ্রাম রাস্তার বাদিকের যে রাস্তাটি লোক শিল্প যাদুঘর পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসে পুরাতন স্মৃতি চিহ্ন বহনকারী পানাম সেতু পার হয়ে আমিনপুর দুলালপুর পর্যন্ত চলে গেছে। এই রাস্ত াটি পানাম সেতু পার হওয়ার আগেই পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে। এই রাস্তাটি পানাম নগরের শেষ সীমা পর্যন্ত চলে গেছে। ছোট একটি খালের উপর একটি কুজু আকৃতির এক খিলান বিশিষ্ট সেতু পার হয়ে পানাম নগরে প্রবেশ করতে হয়। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট এবং প্রস্থ ১৫.৫ ফুট। ছোট খালটি পঙ্খিরাজ খালের সাথে যুক্ত। পানাম প্রাকৃতিক ভাবে জলধারা বেষ্টিত এবং কৃত্রিম পরিখা বা খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। এর ফলে প্রবেশ মুখে সেতু ও ফটকের প্রয়োজন হয়েছিল। সে কারণেই এ ছোট আকৃতির সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে সেতুটি নেই। মাটি দিয়ে ভরাট করে সমান করা হয়েছে।

একটি মাত্র রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ ও জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে নির্মিত দালান-কোঠা নিয়ে পানাম নগর গঠিত। বর্তমানে ছোট বড় তিনটি শ্রেণি (মধ্যবর্তী উঠান সম্বিলিত, কেন্দ্রীয় হলঘরকেন্দ্রীক, সমন্বিত ধরনের ৫২টি ইমারত ধবংস প্রায় অবস্থায় বিদ্যামান।

এ গবেষণার মূল স্থান পানাম নগর। পানাম নগরের সারিবদ্ধ দালান-কোঠার গাত্রালংকার (অলংকরণ শৈলী) নিয়ে আলোচনা এ অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়।

সোনারগাঁয়ের অন্যত্র বিদ্যামান স্থাপত্য সমূহ থেকে পানাম নগরের স্থাপত্য সমূহ স্বাতন্দ্র সূচক বৈশিষ্ট্যের জন্য চিহ্নিত। এগুলো ইন্দো-ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক স্থাপত্যধারার ইমারতরূপে আখ্যায়িত।

মসলিন কাপড়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত দেশীয় ও বর্হিদেশীয় বণিক ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন উন্নত নাগরিক সুবিধা সম্বলিত পানামকে নগর বা শহর নামে আখায়িত করলেও একটি মাত্র রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ দালান-কোঠা নিয়ে গঠিত এই স্থানটিকে নগর বলা যায় না। 'আবাসিক এলাকা' হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা যায়।

স্থাপনাসমূহের অলংকরণ পর্যাবেক্ষণ করে এবং স্থাপত্য গাত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন সন তারিখ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে পানাম নগর স্থাপনা সমূহের কোন্ কোনটি প্রাক-ঔপনিবেশিক বা নবাবী আমলের। বিশেষ করে ৫ নম্বর ইমারতটিকে পানাম নগরের বিদ্যমান ইমারত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের বলা চলে। এছাড়া ১০ নম্বর, ২৮ ও ৩৬ নম্বর ইমারত সমূহের বর্তমান অবস্থান পর্যবেক্ষণে এবং স্থাপত্যিক এবং অলংকারিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিধায়- ইমারতসমূহ সমসাময়িক বলা যায়। এছাড়া অন্য স্থাপনা সমূহের বিশেষ করে স্থাপত্যের গাত্রে প্রাপ্ত- তারিখ অনুযায়ী ঔপনিবেশিক আমলের।

এ ছাড়া এ গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে বড় সর্দারবাড়ির ইমারত গাত্রে মলিন ও বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া নির্মাণ তারিখটির প্রাপ্তি। বড় সর্দার বাড়ির ইমারত গাত্রের পশ্চিম সদরে প্যারাপেটের উপর উল্লিখিত নির্মাণ তারিখটি হল ১৩৩০ বাংলা। এ যাবত ইমারত গাত্রে প্রাপ্ত সন তারিখ এভাবেই উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই নির্মাণ তারিখ অনুযায়ী ইংরেজী সাল ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ বলা যায় এই ইমারতটির নির্মিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে।

আমিনপুরের স্থাপত্য পর্যবেক্ষন করতে গিয়ে দেখা গেছে বিছিন্ন কয়েকটি বাড়ি ধবংসপ্রায় অবস্থায় বিদ্যমান আছে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানাগেছে পানাম নগরের মত এসব বাড়ি বণিকদের নির্মিত। এসব বণিকেরা

বেশির ভাগ সময় কলকাতায় বসবাস করতেন। পূজা পার্বনে এখানে আসতেন। অর্থাৎ এটাই প্রতীয়মান হয় যে পানামের আশে পাশেও বণিকরা বসবাস করতেন। তারা দেশীয় কিংবা বর্হিদেশীয়ও হতে পারে। উল্লেখ্য এসব স্থাপত্যের অল্প বিস্তর অলংকরণ পানাম নগর স্থাপনার অলংকণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পানাম নগর স্থাপনার স্থানীয় এবং ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে বিশেষ করে গাত্রালংকার অলংকরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় অলংকরণ দ্বারা ইমারত সজ্জিত করলে নারী,শিশু, মানব, পশু, পাখি, সর্প মুতি ভাষ্কর্য ব্যবহার করে স্থানীয় ও বর্হিদেশীয় ফুললতাপাতার অ্যারাবেস্ক নকশা, জ্যামিতিক নকশা, আলপনা নকশা, স্টাকো অলংকরণ, চিনির টিকরী নকশা, পোরসেলেইন মিনা করা রঙিন মোজাইক নকশা, দন্ত নকশা, লাল ইট, রঙিন কাচ, লোহার গ্রিল, স্থানীয় এবং পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যের সাথে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের সমন্নয়ে ইমারত সমূহ জাঁকজমক পূর্ণভাবে অলংকৃত হয়েছে।

ইমারত সমূহের মধ্যে ৩ নম্বর ইমারতটি পানাম নগরের ইমারত সমূহের মধ্যে বর্হিভাগে এবং অভ্যন্তরীণ ভাগে জৌলসপূর্ণ ও জাকঁজমকপূর্ণ ভাবে অলংকৃত ছিল। বিভিন্ন সময় সংস্কারও করা এবং সময়ের পরিক্রমায় ইমারতটির আসল রূপ ঢাকা পড়ে গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না পানাম নগরের গৌরবময় অধ্যায়ে ইমারতটি জৌলুসপূর্ণ ছিল।

এছাড়া ৩৯ নম্বর বাড়িটির জাকঁজমক পূর্ন অলংকরনের অধিকাংশই খসে পড়েছে। তারপরও এর বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন অলংকরণ পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এছাড়া ৩৩ নম্বর কাশিনাথ বর্হিভাগের অলংকরণ এবং ৪৩ নম্বর লাল ইটের বাড়িটির হল ঘরের অলংকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রাক ঔপনিবেশিক ইমারত হিসেবে বিবেচিত ৫ নম্বর, ১০ নম্বর এছাড়াও এ'দুটি ইমারতের সমসাময়িক ২৮ ও ৩৬ নম্বর ইমারত দু'টিতে স্টাকো অলংকরণ দেখা যায়। চিনির টিকরী ও রঙিন কাঁচ ও লোহার নকশাকৃত গ্রিল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিদ্যমান অন্যান্য অক্ষত ইমারত সমূহের মধ্যে লাল ইটের ৩৪ নম্বর, ৩২ নম্বর ইমারত দু'টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অলংকরণের প্রভাব ও মৌলিকত্ব বিশ্লেষন করতে গিয়ে দেখা যায় পূর্ববর্তী সুলতানী ও মুঘল বৈশিষ্ট্যের সাথে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের এবং ইউরোপীয় (রোমান, গ্রিক, গোথিক) বৈশিষ্ট্যের সমন্নয়ে মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী কওে ইমারতসমূহা অলংকৃত হয়েছে।

পানাম নগর স্থাপত্যের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের সমসাময়িক কয়েকটি নির্বাচিত স্থাপনার (ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদ, ময়মনসিংহের শাশিলজ, নাটরের রাজবাড়ি বড় তরফ ও ছোট তরফ, রূপলাল হাউজের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় পানাম নগর স্থাপনার সাথে উক্ত স্থাপনা সমূহের স্থাপত্যিক এবং অলংকারিক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জমিদার শ্রেণির মধ্যে জমিদারদের বাড়ি সমূহ ছিল আয়তকার ও একতলা। একাধিক ভবন, বিশাল চত্বরবিশিষ্ট্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হল ঘর কেন্দ্রিক। পিছনে বা সামনে বড় পুকুর কিংবা পরিখা।

আর্থিক স্বছলতার তারতম্য ভেদে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদেও বাড়ি সমূহের বেশির ভাগই দ্বি-তল এবং তি-তল বিশিষ্ট একাধিক ভবন হতো না। মধ্যবর্তী হল কেন্দ্রীক এবং হল ঘরকে কেন্দ্র করে কক্ষের বিন্যাস এবং মধ্যবর্তী উঠান কেন্দ্রীক এবং উঠানকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বারান্দা এবং কক্ষের বিন্ন্যাস বিভিন্ন পূজা ও ঝুলন যাত্রার সময় এই উঠা কে কেন্দ্র করে চারিদিকে সবাই বসত। পানামের অধিবাসীরা ধর্মীয় দিক থেকে বৈষ্ণব মতাদর্শে বিশ্বাসী বলেই প্রতীয়মান হয়।

পানাম নগর স্থাপনা সমূহের গাত্রালংকার ও সমসাময়িক স্থাপনা সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করা গেছে যে প্রশাসন সম্পকিত ব্রিটিশ শাসকদের নির্দেশে নির্মিত স্থাপনাসমূহে অলংকরণ খুব কম। ব্রিটিশরা ইউরোপীয় এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সম্বন্নয়ে তাদের ইমারত নির্মাণ করেছে।

তবে উজ্জল ও আকর্ষণীয় ইমারত সমূহে দেশীয় জমিদার, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণি ব্রিটিশ চিন্তায় ও প্রাচ্য অলংকরণ রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে অলংকরণের দেশীয় এবং বর্হিদেশীয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে বৈচিত্র এনেছে। বর্তমানে টিকে থাকা স্থাপনাসমূহে এরই প্রমাণ মেলে।

ঔপনিবেশিক প্রভাবে প্রভাবিত পানাম নগরের স্থাপনাসমূহের মালিকেরা ঔপনিবেশিক সম্ভ্রান্ত রীতির সাথে তাদের শৈল্পিক, রোমান্টিক, শিল্পবোধ সহ ইমারত অলংকৃত করে রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয়

দিয়েছেন। বিশ্বময়তার আবেশ তৈরি হয়েছে সেখানে। তাদের নির্মিত স্থাপনাসমূহ ছিল তাদেও ধর্মচিন্তা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, ক্ষমতা ও মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রকাশের মাধ্যম।

পরিশেষে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, অভিসন্দর্ভটি পাঠ করলে পানাম নগরের স্থাপত্য, স্থাপত্যসমূহের গাত্রালংকার (অলংকরণ শৈলী) সম্পর্কে জানা যায়। ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে যে সকল অলংকরণ মোটিভ, প্রয়োগবিধি বাংলার স্থাপত্যে সংযোজিত ও ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝা যায়। পানাম বণিক গোষ্ঠির বাণিজ্যিক সুবিধাদি পাবার সাথে সাথে ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠির রুচিবোধ ও চিন্তা ধারার এক গভীর সমন্বয় দেখা দেয় পানাম স্থাপত্যে ও তাদের সমাজে। পানাম নগরীর স্থাপত্যে গাত্রালংকার ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে ইউরোপীয় বণিকদের পানাম আগমন, স্থানীয় বণিক গোষ্ঠির উন্মেষ ও বিকাশ এবং স্থানীয় ও বর্হিদেশীয় স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

এসব স্থানীয় ও বর্হিদেশীয় বণিক গোষ্ঠির আবাসিক এলাকার স্থাপত্যিক গাত্রালংকার পাঠ ও পর্যবেক্ষণে স্থাপত্য গাত্রে প্রাপ্ত তারিখ থেকে পানাম নগরের সর্বপ্রাচীন ইমারতটি চিহ্নত হয়। ইমারতটি ৫ নম্বর বাড়ি এবং নির্মাণ তারিখ ১২০২বাংলা (১৭৯৪ইং)। পানামের বাড়িসমূহের গাত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখটি হচ্ছে ১৩৩৫ বাং (১৯২৭ ইং)। ১৬ নম্বর বাড়ির সম্মুখ ফলকে তারিখটি দেখা যায়। সে সূত্র ধরে পানাম নগরের স্থাপত্যের বয়স সীমা প্রাক ঔপনিবেশিক আমল বা দেশ বিভাগ (১৯৪৭) পর্যন্ত। পানাম নগর নির্মাণ সূচনার তারিখ প্রাক ঔপনিবেশিক আমল। অতএব এগুলো সযত্নে দলিলভূক্ত ও সংরক্ষণ করা দরকার। এগুলো হারিয়ে গেলে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না। এগুলো সোনারগাঁ পানাম এলাকার শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন।

# সূচিপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| **ঘোষণাপত্র** | | iii |
| **প্রত্যয়নপত্র** | | iv |
| **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** | | v |
| **সারসংক্ষেপ** | | vi |
| **সূচিপত্র** | | ix |
| **মানচিত্র** | | xvi |
| | **প্রথম অধ্যায়** | |
| | **ভূমিকা** | ১ |
| | **তথ্য নির্দেশিকা** | ৮ |
| | মানচিত্র-১ | ৯ |
| | **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| ২.১ | **পানাম নগরের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য** | ১০ |
| | তথ্য নির্দেশিকাঃ | ১৫ |
| | মানচিত্র-২ | ১৭ |
| ২.২ | পানাম নগরের নামকরণ | ১৮ |
| | তথ্য নির্দেশিকা | ২১ |
| | **তৃতীয় অধ্যায়** | |
| | ইমারতসমূহের সাধারণ বর্ণনা ও শিল্পশৈলী (গাত্রালংকার) | ২৩ |
| ৩.১ | বৈশিষ্ট্য | ২৩ |
| ৩.২ | বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ | ২৫ |
| ৩.৩ | নির্মাণ উপকরণঃ | ২৬ |
| ৩.৪ | পানাম নগরের বিদ্যমান স্থাপত্যের বিবরণ | ২৭ |
| ৩.৫ | পানাম নগরের অন্যান্য ইমারত সমূহ | ৫৬ |
| | তথ্য নির্দেশিকা | ৬৮ |
| | **চতুর্থ অধ্যায়** | |
| | **অলংকরণ শৈলীর (গাত্রালংকার) মৌলিকত্ব ও প্রভাব** | |
| ৪.১ | নারী ও শিশু মূর্তি (ভাস্কর্য) | ১১৪ |
| ৪.২ | মানব বা নর মূর্তি (ভাস্কর্য) | ১১৫ |
| ৪.৩ | পশু পাখির আকৃতিঃ টিয়া (তোতা) পাখি, কাকাতুয়া ময়ূর আকৃতির অলংকরণ নকশা | ১১৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ৪.৪ | ফনা তোলা সাপ | ১১৬ |
| ৪.৫ | ফুল লতাপাতার নকশা, জ্যামিতিক নকশা এবং আলপনা নকশার ব্যবহার | ১১৬ |
| ৪.৬ | আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি | ১১৭ |
| ৪.৭ | মসলিন ও জামদানী শাড়ীর অলংকরণের প্রভাব | ১১৮ |
| ৪.৮ | চিরন্তন  সহজাত উপকরণ (নকশী কাঁথা) | ১১৮ |
| ৪.৯ | বিভিন্ন ধরনের খিলান এবং খিলানের উপরের অংশ এবং দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশের অলংকরণ নকশা | ১১৯ |
| ৪.১০ | কি-স্টোন (খিলান চূড়া) | ১১৯ |
| ৪.১১ | বিভিন্ন ধরনের স্তম্ভ এবং স্তম্ভমূল | ১২০ |
| ৪.১২ | মোজাইক ও চিনিটিকরী | ১২০ |
| ৪.১৩ | লোহার স্তম্ভ | ১২০ |
| ৪.১৪ | কলসী ও ফুলদানী, পাতিল আকৃতির স্তম্ভ মূল | ১২১ |
| ৪.১৫ | সম্মুখ দেওয়ালের প্লাস্টারে, বর্গাকৃতির, আয়তাকৃতির, যোগ বা গুণ চিহ্নের মত আকৃতির নকশা এবং বাড়ির ছাদ ও কার্ণিশে ছন বা বাঁশের ঘরের মত বাঁকা কার্ণিশের ব্যবহার ঃ | ১২২ |
| ৪.১৬ | প্লিন্থ (Plinth) এবং ড্যাডো (dado) তে জ্যামিতিক নকশা | ১২৩ |
| ৪.১৭ | কুলঙ্গী নকশা | ১২৪ |
| ৪.১৮ | স্টাকো অলংকরণ | ১২৫ |
| ৪.১৯ | চিনিটিকরী নকশা | ১২৬ |
| ৪.২০ | ফুলের গুচ্ছ নকশা | ১২৬ |
| ৪.২১ | শাড়ীর পাড়ের মত বর্ডার নকশা | ১২৬ |
| ৪.২২ | রঙ্গীন কাঁচ ও টালির জানালা | ১২৬ |
| ৪.২৩ | লাল ইটের বাড়ি | ১২৭ |
| ৪.২৪ | **বারান্দা** | ১২৭ |
| ৪.২৫ | লোহার গ্রিল (বিভিন্ন নকশা সম্বলিত) দ্বারা সজ্জিত করণ | ১২৮ |
| ৪.২৬ | মহিলাদের অলংকার সদৃশ নকশা | ১২৮ |
| ৪.২৭ | দেয়ালের কোণায় অলংকরণ | ১২৯ |
| ৪.২৮ | দন্ত নকশা | ১২৯ |
| ৪.২৯ | পিয়াট্রাডুরা | ১২৯ |
| ৪.৩০ | অলংকরণবিহীন কিছু বাড়ি | ১৩০ |
| ৪.৩১ | ইমারত নির্মাণে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা নকশা অনুসরণ ও অনুকরণ | ১৩০ |
| ৪.৩২ | কেন্দ্রীয় হল ঘর সম্বলিত বাড়ি | ১৩০ |
| ৪.৩৩ | কেন্দ্রীয় উঠান (অঙ্গন) | ১৩০ |
| ৪.৩৪ | মিশ্রশৈলীর বাড়ি | ১৩১ |
| | তথ্য নির্দেশিকা | |


## পঞ্চম অধ্যায়

## পানাম নগর স্থাপনার সাথে কয়েকটি সমসাময়িক নির্বাচিত স্থাপনার তুলনামূলক আলোচনা


| | | |
|---|---|---|
| ৫.১ | ঔপনিবেশিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য | ১৪২ |

| | | |
|---|---|---|
| ৫.২ | পানাম নগরের স্থাপনার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য | ১৪৩ |
| ৫.৩.১ | ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদ | ১৪৫ |
| ৫.৩.২ | ময়মনসিংহের রাজবাড়ি | ১৪৭ |
| ৫.৩.৩ | নাটোরের রাজবাড়ি | ১৪৯ |
| ৫.৩.৩.১ | নাটোর রাজবাড়ি (বড় তরফ) | ১৪৯ |
| ৫.৩.৩.২ | ছোট তরফ | ১৫১ |
| ৫.৩.৪ | রূপপলাল হাউজ | ১৫২ |

**ষষ্ঠ অধ্যায়**
**উপসংহার** ১৬৭


## তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য
## আলোক চিত্রসূচি


| চিত্র নং | চিত্র বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৩.১ | ১ নম্বর বাড়িতে ছাদের উপর ত্রিভূজাকৃতির পেডিমেন্ট | ১০০ |
| ৩.২ | কাশিনাথ ভবনের খিলানের উপর ব্রিটিশ ক্রাউনআকৃতির নকশা | |
| ৩.৩ | এক নম্বর ইমারতের প্রধান প্রবেশ পথ এবং প্রবেশ পথের অর্ধবৃত্তাকার অংশে গ্রিল নকশা | |
| ৩.৪ | ১ নম্বর বাড়ির ইটের কাজ,ঝুল বারান্দা | |
| ৩.৫ | রঙ্গিন মিনা করা মোজাইক নকশা ও কৌণিক ত্রি-পত্রিক খিলান, স্তম্ভ শীর্ষ চিনামাটির পাত্রের মত | |
| ৩.৬ | ভ্যানিসিয়ান খিলান সম্মলিত ২ নম্বর দ্বিতল বাড়ি,ডোরিক করেন্থিয় স্তম্ভ | ৭৭ |
| ৩.৭ | উপর তলার খিলানের উপর ফুল পাতার নকশার উভয় পার্শ্বে একটি করে দুটি মানব মূর্তি | ৭৮ |
| ৩.৮ | খিলানটির কি-স্টোনের উপর নারিকেল পাতার মত নকশা এবং উভয় দিকে ফুল লতাপাতা অ্যাকান্থাস স্ক্রল | ৭৮ |
| ৩.৯ | তিন নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশ | ৭৮ |
| ৩.১০ | পদ্ম ফুলের পাপড়ি বিশিষ্ট স্তম্ভ মূল | ৭৮ |
| ৩.১১ | দেয়াল গাত্রে ঐতিহ্যবাহি ঢাকাই জামদানীর নকশা | ৭৯ |
| ৩.১২ | হল ঘরে মূল প্রবেশ দ্বারের খিলানের বিভিন্ন অংশের নকশা | ৭৯ |
| ৩.১৩ | (ক) পুস্পিত মালার মাঝে হল ঘরে ব্রিটিশ ক্রাউন সদৃশ নকশা (খ) খিলানের উপর প্লাস্টার করা কি-স্টোন নকশা | ৭৯ |
| ৩.১৪ | সারিবদ্ধ ভাবে নির্মিত বাড়ি | ৮০ |
| ৩.১৫ | (ক) ৫ নম্বর বাড়ির নীচ তলার সম্মুখ অংশে গ্রামীণ বাংলার বাঁশের বেড়ার মত নকশা (খ) ৫ নম্বর বাড়ির দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান (গ) ৫ নম্বর বাড়ির খিলানের | ৮০ |

| | | |
|---|---|---|
| | মধ্যবৃত্তটির ঠিক উপরে আয়তাকার অংশে লেখা আছে। "হরে কৃষ্ণ হরে হরে... ..." | |
| ৩.১৬ | পূজার ঘরে পূজার মঞ্চ (খ) মেঝেতে সাদাকালোর বর্গাকৃতির অংশে পাঁচপাপড়ি বিশিষ্ট ফুল ও দেয়ালের ড্যাডোতে রঙ্গিন টাইলস | ৮০ |
| ৩.১৭ | (ক) শাড়ীর পাড়ের মত নকশা (খ) গোল বৃত্তের মধ্যে ফুল পাতার জ্যামিতিক নকশা | ৮১ |
| ৩.১৮ | ৮ নম্বর বাড়ি (ঝুল বারান্দা সহ) | ৮১ |
| ৩.১৯ | খিলানের উপর ঠিক মাঝখানে একটি মানব মূর্তি এবং এর দু'পাশে রয়েছে ফুলেল নকশা | ৮১ |
| ৩.২০ | ১০ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে জ্যামিতিক ফুলেল ও জামদানী শাড়ীর নকশা | ৮১ |
| ৩.২১ | ১৩ নম্বর বাড়িতে দোচালা কূড়ে ঘর আকৃতির স্থাপত্য | ৮২ |
| ৩.২২ | ১৬ নম্বর বাড়ির ফলকের মধ্যে লেখা 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে -----' ১৩৩৫ বাংলা সন | ৮২ |
| ৩.২৩ | ব্যতিক্রম ধর্মী ১৬ নম্বর বাড়ি | ৮২ |
| ৩.২৪ | ত্রি-স্তর খিলানবিশিষ্ট প্রবেশ পথ বহুখাজ বিশিষ্ট ও চার কেন্দ্রিক খিলানের উপর ফুলের গুচ্ছ নকশা | ৮৩ |
| ৩.২৫ | ২১ নম্বর ইমারত | ৮৩ |
| ৩.২৬ | ২২ নম্বর ইমারত | ৮৩ |
| ৩.২৭ | ২৭ নম্বর বাড়ি | ৮৪ |
| ৩.২৮ | খিলান শীর্ষে ফুলদানীতে রাখা ৬টি গাদা ফুল, ফুলের সাথে পাতা নকশা (২৭ নম্বর বাড়ি) | ৮৪ |
| ৩.২৯ | ২৭ নম্বর বাড়ির প্রথম খিলানটি বাহু খাজবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয় খিলানটি কৌণিক চারকেন্দ্রিক এবং উভয় পাশে কুলঙ্গী নকশা উপরে, ফুলের গুচ্ছ নকশার অবশিষ্টাংশ | ৮৪ |
| ৩.৩০ | দোচালা কুঁড়ে ঘরের আকৃতির স্থাপত্য (৩১ নম্বর বাড়ি) | ৮৪ |
| ৩.৩১ | লাল ইটের ৩২ নম্বর বাড়ি | ৮৫ |
| ৩.৩২ | কাশিনাথ ভবনে খোদাই করে লেখা ১৩০৫ অর্থাৎ ১৮৯৭ সন, নীচে কি-স্টোনে একটি গোলাপ ও দুটি কলি মোটিভ | ৮৫ |
| ৩.৩৩ | (ক) বাড়িটির অলংকৃত উঁচু ভিটা ও তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি (খ) কাশিনাথ ভবনের সামনে দড়ির মত পেঁচিয়ে উঠা স্তম্ভ | ৮৫ |
| ৩.৩৪ | কার্ণিশের নীচে ফুলের গুচ্ছ সম্বিলিত ব্রাকেট, ছয় ও আটপাপড়ি বিশিষ্ট ফুলেল মোটিভ, নীচে জ্যামিতিক নকশার বর্ডার স্টাকো অলংকরণ | ৮৬ |
| ৩.৩৫ | (ক) ৩৪ নম্বর বাড়ি (খ) প্যারাপেটে মার্লন নকশা ও আট পাপড়ী বিশিষ্ট সূর্যমূখী ফুলেল নকশা | ৮৬ |
| ৩.৩৬ | ৩৬ নম্বর বাড়ি | ৮৬ |
| ৩.৩৭ | খিলানের স্প্যানড্রিলে ফুলের গুচ্ছ নকশা এবং খিলানের উভয় পাশে কুলঙ্গি সদৃশ অংশে ফুলদানীতে ফুল সজ্জিত নকশা (৩৬ নম্বর বাড়ির উপর তলায়) | ৮৭ |
| ৩.৩৮ | ৩৭ নম্বর বাড়ি | ৮৭ |
| ৩.৩৯ | ৩৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের চিত্র | ৮৭ |
| ৩.৪০ | ৩৯ নম্বর বাড়ির বিভিন্ন অংশ এবং বিভিন্ন নকশার চিত্র (ক) বাড়ির ডোয়া প্লিন্থ এর জ্যামিতিক নকশা (খ) উপর তলার আয়তকার স্তম্ভ ভিতে স্থানীয় সন্ধ্যামালতি ফুলের নকশা (গ) নীচ তলার স্তম্ভ ভিত (ঘ) উপর তলার কার্ণিশ, ফুলেল মোটিভ নীচে জ্যামিতিক নকশার উপর বর্ডার (ঙ) নীচ তলার কার্ণিশে ফুলেল মোটিভ ও জ্যামিতিক নকশা (চ) অর্ধবৃত্তাকার খিলান, গ্রিল ও দড়ি নকশা ও কি-স্টোন (ছ) অর্ধবৃত্তাকার খিলানের টিম্পিনামে তারের মত নকশা, উপরে ফুল লতাপাতার স্টাকো অলংকরণ (জ) কারন্থীয়ান শীর্ষ ও মহিলাদের গলার নেকলেস ও কানের দুলের নকশা (ঝ) জ্যামিতিক নকশায় অলংকৃত দেয়াল (ঞ) লোহার ব্রাকেটের ধ্বংস প্রায় | ৮৮ |

| | | |
|---|---|---|
| | অংশ, পূর্ব দিকে উপরে দেয়ালের কোণায় জ্যামিতিক নকশা (ট) ডোরিক স্তম্ভ ও দেয়ালের কোণায় অলংকরণ | |
| ৩.৪১ | ৪০ নম্বর বাড়ি | ৮৯ |
| ৩.৪২ | ৪১ নম্বর বাড়ি | ৮৯ |
| ৩.৪৩ | ৪১ক নম্বর বাড়ি | ৮৯ |
| ৩.৪৪ | ৪২ নম্বর বাড়ি | ৮৯ |
| ৩.৪৫ | ৪৩ নম্বর বাড়ি | ৮৯ |
| ৩.৪৬ | ৪৩ নম্বর বাড়ির প্রধান প্রবেশ পথের খিলানে টিম্পেনামের উপর ফুল লতাপাতায় অলংকৃত বৃত্তাকার ফলক | ৯০ |
| ৩.৪৭ | ৪৪ নম্বর বাড়ির সিলিং এর মধ্যবর্তী অংশ বৃত্তাকার আলপনা নকশা ও সিলিং এর পাশে নারিকেল গাছের পাতার মত চিরল বর্ডার নকশা | ৯০ |
| ৩.৪৮ | ইট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ তোরণ (পুরাতন) | ৯০ |
| ৩.৪৯ | আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির অভ্যন্তরীণ অংশ এবং মূল ভবনের পাশে ভগ্ন সিঁড়ি | ৯১ |
| ৩.৫০ | কার্ণিশের নীচে দু'সারি শাড়ির পাড় (বর্ডার) নকশা | ৯১ |
| ৩.৫১ | নীচ তলার অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উপর ফুলদানিতে সাজানো ফুল | ৯১ |
| ৩.৫২ | আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির উপর তলার খিলান গুলোর অর্ধবৃত্তাকার অংশে ছোট ছোট ফুল পাতার জড়ানো নকশা, অর্ধবৃত্তের উপর মোটা স্পাকো/দড়ি নকশার মোল্ডিং, অর্ধবৃত্তের ভিতরে গ্রিল নকশা | ৯১ |
| ৩.৫৩ | স্তম্ভমূলে ফুলদানি সদৃশ নকশা | ৯২ |
| ৩.৫৪ | বড় সর্দার বাড়ি | ৯২ |
| ৩.৫৫ | বড় সর্দার বাড়ির প্রধান ফটক | ৯২ |
| ৩.৫৬ | স্তম্ভে সাদাকালো প্যাচানো চিনি টিকরী নকশা, স্তম্ভ মূলে কলসির মত এবং দেয়ালের কোণে চিনি টিকরীর জ্যামিতিক নকশা | ৯২ |
| ৩.৫৭ | বড় সর্দার বাড়ির প্রধান ফটকের খিলানের উপর বিভিন্ন অংশের অলংকরণ নকশা | ৯৩ |
| ৩.৫৮ | চিনি টিকরী ও পোরসিলেইন এর টুকরা দিয়ে সজ্জিত বাধানো ফ্রেমাকৃতির অলংকরণ | ৯৩ |
| ৩.৫৯ | প্রধান প্রবেশ তোরণের পশ্চিম দিকের চিত্র | ৯৩ |
| ৩.৬০ | সর্দার বাড়ির প্রধান অংঙ্গনের চারিদিকে ফুল লতাপাতায় সজ্জিত স্টাকো অলংকরণ নকশা | ৯৩ |
| ৩.৬১ | সর্দার বাড়ির প্রধান অংঙ্গনের উপর তলার বিভিন্ন অংশের অলংকরণ | ৯৪ |
| ৩.৬২ | নীচ তলার কয়েকটি অলংকৃত নকশা | ৯৪ |
| ৩.৬৩ | অংঙ্গনের পূর্ব দিকে নীচ তলার খিলানের অর্ধবৃত্তের উপর তিনটি নারী মূর্তি | ৯৫ |
| ৩.৬৪ | ভ্যানিসিয়ান খিলানের উপর মুখোমুখি দুটি কবুতরের প্রতিকৃতি এবং খিলানের টিম্পেনামে গ্রিল নকশা | ৯৫ |
| ৩.৬৫ | প্যারাপেটের উপর Rusticated block | ৯৫ |
| ৩.৬৬ | বড় সর্দার বাড়ির নির্মাণ তারিখ | ৯৬ |
| ৩.৬৭ | ১ নম্বর বাড়ির পিছনে এখনো বিদ্যমান একটি কুপ বা ইন্দারা | ৯৬ |


## আমিনপুর ইউনিয়নের আলোক চিত্রাবলী


| | | |
|---|---|---|
| ৩.৬৮ | আব্দুল হামিদ শাহী কর্তৃক নির্মিত মসজিদ | ১১১ |
| ৩.৬৯ | মসজিদটির সম্মুখে কালো পাথরের উপর শিলালিপি | ১১১ |

৩.৭০ গোয়ালদি মসজিদ ১১১
৩.৭১ অ্যারাবেস্কে অলংকৃত মিহরাব ১১১
৩.৭২ গোয়ালদি মসজিদের টেরাকোটা অলংকরণ ১১১
৩.৭৩ দুলালপুর গ্রামে নীল কুঠি ১১১
৩.৭৪ ক্রোড়ি বাড়ি ১১১
৩.৭৫ মঠ বাড়ির বৈঠক খানার সম্মুখ অংশ ১১২
৩.৭৬ শিব মন্দির ১১২
৩.৭৭ গ্রন্থগারের পিছনের অংশ ১১২
৩.৭৮ আমিনপুরে রাস্তার পাশে নাম না জানা দ্বিতল দালান বাড়ি ১১২
৩.৭৯ নাম না জানা দ্বিতল দালান বাড়ির ব্যতিক্রম ধর্মী খিলান ১১৩

## চতুর্থ অধ্যায়ের জন্য
## আলোক চিত্র সূচির বিবরণ

৪.১ (ক) বড় সর্দার বাড়ির প্রধান খিলানের স্প্যানড্রিলের অলংকরণে উপবিষ্ট শাড়ী পরিহিত নারী ও শিশুর মূর্তি (খ) এদেশীয় শাড়ী পরিহিত রমণী ১৩৩
৪.২ (ক) বড় সর্দার বাড়ির পূর্ব দিকের বারান্দায় (কৃষ্ণ মন্দির) খিলানের স্প্যানড্রিলের নিত্যরত রমণী (খ) নিত্যরত রমণী ১৩৩
৪.৩ (ক) দুই নম্বর (খ) ৮নম্বর বাড়ির খিলানের স্প্যানড্রিলের ফুল পাতার উপর মানব মূর্তি ১৩৪
৪.৪ (ক) বড় সর্দার বাড়ির পশ্চিম সদরের খিলানের স্প্যানড্রিলে কবুতরের প্রতিকৃতি (খ) ৩৬ নম্বর বাড়ির দ্বিতীয় তলায় দুই খিলানের মাঝে অলংকরণে কাকাতুয়া প্রতিকৃতি ১৩৪
৪.৫ ৪.৫ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের অলংকরণে সর্পাকৃতির নকশা ১৩৪
৪.৬ পানাম নগরে স্থাপত্য অলংকরণে বিভিন্ন স্থানীয় ফুল ১৩৫
৪.৭ স্থানীয় ফুল পাতা দিয়ে অ্যারাবেস্ক ও জ্যামিতিক নকশা ১৩৫
৪.৮ বর্হিদেশীয় আঙ্গুর লতাপাতা এবং দেশীয় বেত পাতার নকশা ১৩৫
৪.৯ ৩ নম্বর বাড়ির স্প্যানড্রিলের নকশায় বাসক পাতার ব্যবহার ১৩৬
৪.১০ ৫ ও ১০ নম্বর বাড়ির সিলিং এ জ্যামিতিক নকশা এবং ৪৪ নম্বর বাড়ির সিলিং এ বৃত্তাকার আল্পনা নকশা ১৩৬
৪.১১ বিভিন্ন আকৃতির জ্যামিতিক নকশা ১৩৬
৪.১২ ৩৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখের কোণাগুলোতে বিভন্ন আকৃতির জ্যামিতিক নকশা ১৩৭
৪.১৩ (ক, খ) ৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরে জামদানী শাড়ি (গ) ১০ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে প্লাস্টারের উপর জ্যামিতিক নকশার মত জামদানী শাড়ির নকশার ব্যবহার ১৩৭
৪.১৪ আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির ছাদের কার্ণিশের নীচে স্থানীয় ফুল লতা পাতা দিয়ে ব্রাকেট নকশা ও শাড়ীর পাড়ের মত বর্ডার নকশা ও জ্যামিতিক নকশা দিয়েও বর্ডার নকশা ১৩৭
৪.১৫ চিরন্তন সহজাত উপকরণে নকশী কাঁথা ১৩৮
৪.১৬ ৩৬ নম্বর বাড়ির উপর তলায় দু'খিলানের মধ্যবর্তী অলংকৃত অংশ ১৩৮
৪.১৭ ৩৯ নম্বর বাড়িরর সম্মুখ অংশের নীচতলার মধ্যবর্তী খিলানের উপর কি-স্টোন নকশা ১৩৮
৪.১৮ (ক) সরু মোটা গোল স্তম্ভ (খ) করেন্থিয় স্তম্ভ (৩ নম্বর বাড়ি ) (গ) ডোরিক স্তম্ভ (৩৯ নম্বর বাড়ি ) (ঘ) লাল ইটের মোটা গোল স্তম্ভ (৪৩ নম্বর বাড়ি (ঙ) সংযুক্ত করেন্থীয় স্তম্ভ (আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি ) (চ) ৫ নম্বর বাড়ির আয়নিক স্তম্ভ ১৩৯

৪.১৯ আয়তকার ভিতের উপর বর্গাকার বা ডায়মন্ড আকৃতির নকশা ১৩৯
৪.২০ (ক) রোমান স্থাপত্যের ব্যবহৃত স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষ, স্তম্ভমূল, অর্ধবৃত্তাকার খিলান (Gardner's Art through the ages p-275) গ্রন্থ থেকে সংযোজিত (খ) ১ নম্বর বাড়ির হল ঘরের স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষ ১৪০
৪.২১ (ক) ৩নং বাড়ির সম্মুখ অংশের স্তম্ভের নীচে পাতিলের মত নকশা যা কলসা মোটিভ হিসাবে প্রচলিত (খ) ৫ নম্বর ইমারতের পূজার মঞ্চে কলসীর মত স্তম্ভমূল ১৪০
৪.২২ কদম রসুল মসজিদে বাঁশের ফালির অনুকরণে অলংকরণ ১৪০
৪.২৩ (ক) বাঁশের চালা (প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতি ঐতিয্য পৃ: ৬১) (খ) দুচালা আকৃতির ঘর ১৪১
৪.২৪ রাজশাহীর তাহিরপুর প্রাসাদের ত্রি-কোণাকার পেডিমেন্ট নকশা (স্থাপত্য পৃঃ ৪৫৬) ১৪১
৪.২৫ (ক) রোমান গির্জা (খ) ৯ নম্বর বাড়ির হল ঘরের চিত্র ১৪১

## পঞ্চম অধ্যায়ের জন্য
## আলোক চিত্রসূচি

৫.১ (ক) ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদের বড়অর্ধবৃত্ত সম্বিলিত প্রধান প্রবেশ পথ (খ) বড় সর্দার বাড়ি ও প্রধান প্রবেশ পথ (গ) ৪৩ নম্বর বাড়ির প্রধান পবেশ পথ ১৫৬
৫.২ (ক) পানামের ৩৬ নম্বর বাড়ির বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান (খ ) পানামের ২৭ নম্বর বাড়ির বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান (গ) ধন বাড়ির কাচারি বাড়ির বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান ১৫৬
৫.৩ (ক) পানামের ১৩ নম্বর বাড়ির দোচালা আকৃতির অংশ (খ) ধন বাড়ির কাচারি বাড়ির উপর দোচালা আকৃতির অংশ (গ) পানামের ৩১ নম্বর বাড়ির দোচালা আকৃতির অংশ ১৫৭
৫.৪ (ক) চিনির টিকরি অলংকরণে ডোরা কাটা রীতিতে দড়ির মত পেঁচিয়ে উপরের দিকে উঠানো স্তম্ভ (খ) ধনবাড়ির মসজিদের চিনির টিকরি অলংকরণ (গ) বড় সর্দার বাড়ির চিনির টিকরি অলংকরণ ১৫৭
৫.৫ (ক) সর্দার বাড়ির স্টাকো অলংকরণ (খ) ধন বাড়ির জমিদারদের কাচারি বাড়ির স্টাকো অলংকরণ (গ) ৩৯ নম্বর বাড়ির স্টাকো অলংকরণ ১৫৮
৫.৬ (ক) ময়মনসিংহের (শশি লজ) রাজ বাড়ির সম্মুখ অংশের পেডিমেন্ট নকশা (খ) পানামের ৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের পেডিমেন্ট অকৃতির নকশা (গ) ৬ নম্বর বাড়ির শীর্ষে অলংকৃত পেডিমেন্ট (ঘ) রূপলাল হাউজের সম্মুখ অংশের পেডিমেন্ট অকৃতির নকশা ১৫৮
৫.৭ (ক) ময়মনসিংহের (শশি লজ) রাজ বাড়ির অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও কিস্টোন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ (খ) পানামের ২ নম্বর বাড়ির খিলান ও কিস্টোন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ (গ) ৩৩ নম্বর বাড়ির অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও কিস্টোন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ ১৫৯
৫.৮ (ক) ময়মনসিংহের (শশি লজ) রাজ বাড়ির মেঝে অলংকরণে সাদা কালো পাথর ব্যবহার করে জ্যামিতিক নকশা (খ) পানামের ৫ নম্বর বাড়ির পূজা ঘরের মেঝে অলংকরণে সাদা কালো পাথর ব্যবহার করে জ্যামিতিক নকশা (গ) পানামের ৩৭ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের বারান্দার মেঝের নকশা ১৫৯
৫.৯ (ক) নাটোরের রাজবাড়ির (বড় তরফ) সম্মুখ অংশের গাড়ি বারান্দা (খ) পানামের ৩৪ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের গাড়ি বারান্দা (গ) ১০ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের গাড়ি বারান্দা ১৬০
৫.১০ (ক) পানামের ২ নম্বর (খ) ৪২ নম্বর (গ) নাটোরের রাজরাড়ির সম্মুখ অংশের ঝুল বারান্দা রঙ্গিন কাঁচের জানালা ১৬০
৫.১১ (ক) নাটোরের রাজবাড়ির হলঘরের রঙ্গিন কাচের জানালা (খ) পানামের ৩ নম্বর বাড়ির হলঘরের রঙ্গিন কাচের জানালা ১৬০

| | | |
|---|---|---|
| ৫.১২ | (ক) নাটোরের বড় তরফের হলঘরের অভ্যন্তরে চারিদিকে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশায় শাড়ীর পাড়ের মত দুসারি রঙ তুলিতে আঁকা রঙ্গিন বর্ডার নকশা (খ) বড় সর্দার বাড়ির দ্বিতীয় অঙ্গনের চারিদিকের কক্ষসমূহের সম্মুখে ফুল লতাপাতার রঙ্গিন আলপনা নকশা (গ) পানামের ৪৪ নম্বর বাড়ির সিলিং এর উপর ও পাশে রঙ্গিন আলপনা নকশা | ১৬১ |
| ৫.১৩ | ছোট তরফের বাড়ির সম্মুখ অংশ | ১৬১ |
| ৫.১৪ | (ক) পানামের আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির পূর্ব দিকের কার্ণিশের নীচে বর্ডার নকশা (খ) নাটরের রাজবাড়ির (ছোট তরফ) কার্ণিশের নীচে স্টাকো অলংকৃত বর্ডার নকশা | ১৬১ |
| ৫.১৫ | (ক) অর্ধবৃত্তাকার খিলানের স্প্যানড্রিলের উপর লতাপাতার নকশার মাঝে মানব মুর্তি (মাথা) (খ) পানাম নগরের ২ নম্বর বাড়ির উপর তলায় খিলানের স্প্যানড্রিলে ফুল পাতার মাঝে মানব মুর্তি (গ) ) না: রা: বা: অর্ধবৃত্তাকার খিলানের স্প্যানড্রিলে স্টাক্কোর লতাপাতার অলংকরণের মাঝে মানব মুর্তি (ঘ) বড় সর্দার বাড়ির খিলানের স্প্যানড্রিলে স্টাক্কোর ফুল লতাপাতার অলংকরণের মাঝে নারী ও শিশুর মুর্তি (ভাস্কর্য) | ১৬২ |
| ৫.১৬ | (ক) না: রা: বা: দেয়ালের সাথে সংযুক্ত স্বম্ভের করেন্থীয় শীর্ষ (খ) পানামের ৩ নম্বর বাড়ির দেয়ালের সংযুক্ত স্তম্ভ শীর্ষ মানব | ১৬২ |
| ৫.১৭ | চিত্র ৫.১৭ঃ (ক) অলংকৃত প্যারাপেটের উপর অলংকৃত 'Rusticated block' (খ) বড় সর্দার বাড়ির পশ্চিম সদয়ের প্যারাপেটের উপর Rusticated block (গ) ৩৪ নম্বর বাড়ির অলংকৃত প্যারাপেট | ১৬৩ |
| ৫.১৮ | (ক) পেডিমেন্ট যুক্ত রূপলাল হাউজ (খ) পানামের ৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের (গ) পানামের ২২ নম্বর বাড়ির পেডিমেন্ট আকৃতি এবং পেডিমেন্টের স্থানীয় করণ আকৃতি | ১৬৪ |
| ৫.১৯ | (ক) রূপলাল হাউজের ডোরিক স্তম্ভ (খ) রূপলাল ডরিক করিন্থীয়ান স্তম্ভ (গ) পানামের ২ নম্বর বাড়ির ডরিক করিন্থীয়ান স্তম্ভ | ১৬৪ |
| ৫.২০ | (ক) রূপলাল হাউজের রঙ্গিন কাঁচের জানালা (খ) পানামের বাড়িতে রঙ্গিন কাচের জানালা | ১৬৫ |
| ৫.২১ | (ক) রূপলাল হাউজের ভ্যানেসিয়ান খিলান (খ) পানামের ২ নম্বর বাড়ির ভ্যানেসিয়ান খিলান (গ) রূপলাল হাউজের তিন খাজ বিশিষ্ট খিলান (ঘ) পানামের ৩৪ নম্বর বাড়ির তিন খাজ বিশিষ্ট খিলান | ১৬৫ |
| ৫.২২ | (ক) রূপলাল হাউজের গ্রিল অলংকরণ (খ) পানামের গ্রিল অলংকরণ (গ) চিত্র নং ৩.৪০চ | ১৬৬ |
| ৫.২৩ | (ক) রূপলাল হাউজের মেঝে অলংকরণে সাদা লাল নীল পাথরের বর্গকৃতির নকশা (খ) রূপলাল হাউজের মেঝে অলংকরণের সাথে পানামের ৩৭ নম্বর বাড়ির সাদৃশ্য পূর্ণ মেঝে অলংকরণে | ১৬৬ |


## মানচিত্র সূচী


| | | |
|---|---|---|
| মান চিত্র ১ | বাংলাদেশের মানচিত্র | xvi |
| মান চিত্র ২ | জেমস ওয়াইজের মানচিত্র | ৯ |
| মান চিত্র ৩ | বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের ভিতর সোনারগাঁ, আমিনপুর পানাম | ১৭ |
| মান চিত্র ৪ | সোনারগাঁয়ের মানচিত্র | ১৭ক |
| মান চিত্র ৫ | পানাম নগরের মানচিত্র | ৭৫ |
| মান চিত্র ৬ | আমিনপুর ও পানাম নগরের স্থাপনাসমূহের অবস্থান নির্দেশক মানচিত্র | ১১০ |

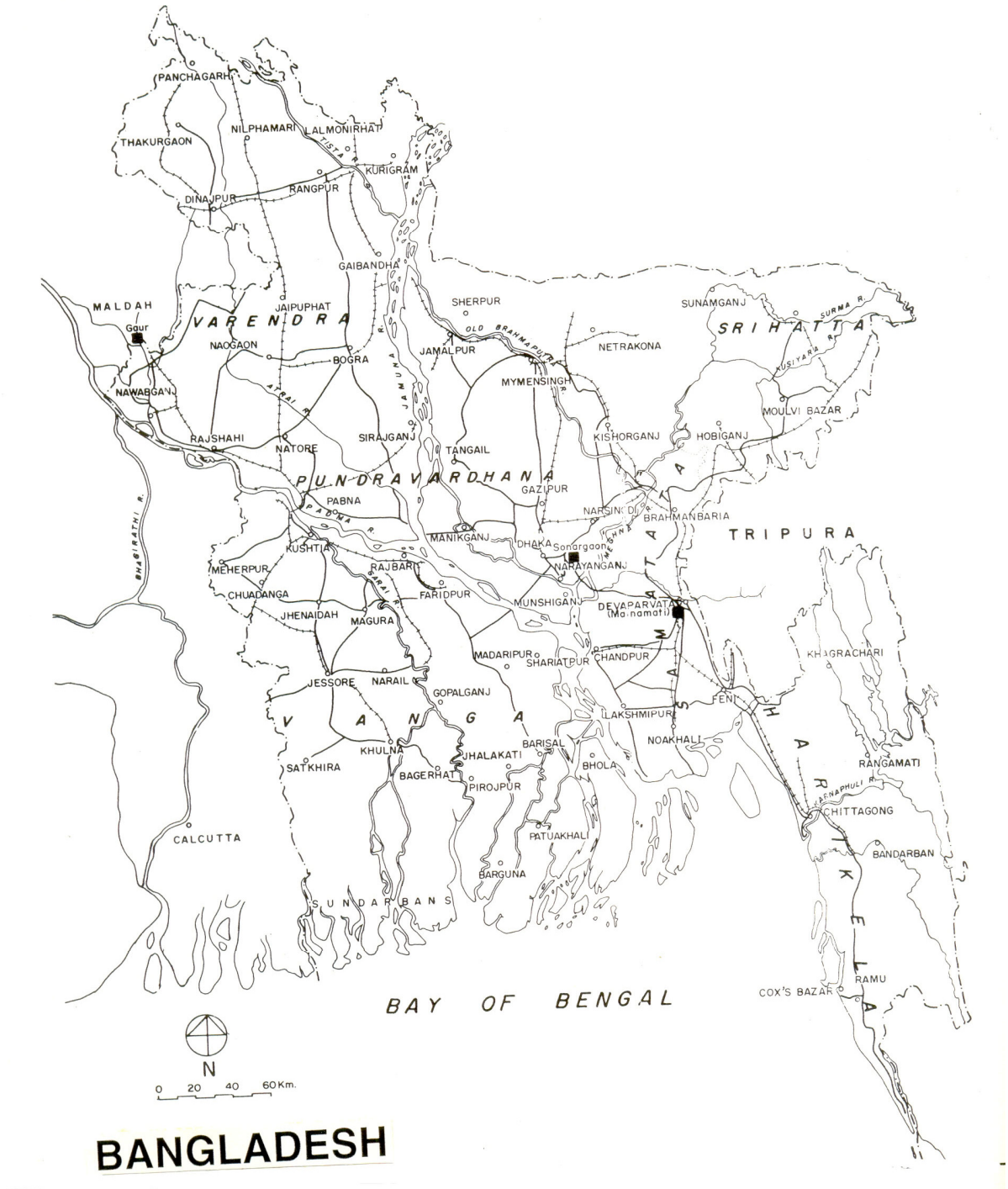
PANCHAGARH
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
THAKURGAON
KURIGRAM
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
MALDAH
Gaur
JAIPUPHAT
VARENDRA
SHERPUR
SUNAMGANJ
SRIHATTA
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETRAKONA
NAWABGANJ
MYMENSINGH
MOULVI BAZAR
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
KISHORGANJ
HOBIGANJ
PUNDRAVARDHANA
GAZIPUR
PABNA
NARSINGDI
BRAHMANBARIA
TRIPURA
MANIKGANJ
DHAKA
Sonargaon
KUSHTIA
NARAYANGANJ
MEHERPUR
RAJBARI
CHUADANGA
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
DEVAPARVATA
(Mainamati)
JHENAIDAH
MAGURA
MADARIPUR
SHARIATPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
JESSORE
NARAIL
GOPALGANJ
LAKSHMIPUR
FENI
VANGA
NOAKHALI
KHULNA
BARISAL
SATKHIRA
JHALAKATI
BHOLA
RANGAMATI
BAGERHAT
PIROJPUR
CHITTAGONG
CALCUTTA
PATUAKHALI
BANDARBAN
BARGUNA
SUNDARBANS
RAMU
COX'S BAZAR
BAY OF BENGAL
N
0 20 40 60 Km.
BANGLADESH

মানচিত্র ১

# প্রথম অধ্যায়
## ভূমিকা

সোনারগাঁ শব্দটি বাংলা। সোনারগাঁ শাব্দিক অর্থে স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগ্রাম।[১] সংস্কৃত শব্দ সুবর্ণগ্রামের বাংলা রূপান্তর হিসেবে সোনারগাঁ ব্যবহৃত হয়।[২] তেরশতকের পূর্বে সোনারগাঁয়ের ইতিহাস তেমন জানা যায়না। তের শতকের শুরুর দিকে স্থানীয় রাজা দনুজ মর্দন দশরথ দেবের রাজধানী ছিল এটি।[৩] চর্তুদশ শতকে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২)[৪] স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মুদ্রা চালু করেন।[৫] ফলে সোনারগাঁও মধ্যযুগীয় বাংলার একটি অন্যতম শহর হিসেবে আর্বিভূত হয়। ফরুদ্দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮-৫০) সোনারগাঁ এ স্বাধীনতা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার পুত্র ১৩৫০-১৩৫৩ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় সোনারগাঁ একটি স্বাধীন সালতানাতের রাজধানী শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬] স্বাধীন সালতানাতের যুগ (শাহী বাঙ্গালা) শুরু হয় ইলিয়াস শাহী আমলে এবং মুঘলদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সোনারগাঁ ছিল প্রাদেশিক রাজধানী । তুলা উৎপাদন, নদী বন্দর ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।[৭] ষোল শতকের শেষ অধ্যয়ের বিখ্যাত বার ভূইয়া নেতা ঈসা খাঁর অধীনে শহরটি পুণরায় বাংলার রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়।

মুঘল আমলে সুবা বাংলার ১৯টি সরকারের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।[৮] রাজধানী হিসেবে ঢাকার আত্মপ্রকাশ এবং ব্রম্মপুত্র ও মেঘনার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে শহরটির গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। একমাত্র মসলিনের গৌরবই তখনও টিকে ছিল।[৯]

বর্তমান সোনারগাঁ একটি উপজেলা শহর। ঢাকা থেকে ২৭ কি: মি: দক্ষিন পূর্বে। এটি ঢাকা চট্রগ্রাম রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত এবং সবদিক দিয়ে নদী দিয়ে ঘেরা। মুঘল শাসনের সময় কালে সোনারগাঁ এর পরিধি ছিল ২৪ বর্গ মাইল। আজও উপজেলা সোনারগাঁয়ের পরিধি একই পরিমান আছে।[১০] এ স্থানে সর্বমোট তিনটি নগর বা শহরে এলাকার নাম পাওয়া যায়। 'বড় নগর' (সাদিপুর এলাকা) 'খাসনগর' (ইছাপুর) 'পানাম নগর' (আমিনপুর)।[১১]

সোনারগাঁ উপজেলার অর্ন্তগত আমিনপুর ইউনিয়নে পানাম একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। গ্রামটি একসময় সুতি কাপড় তৈরির বিশেষ করে মসলিন কাপড় (অতিসূক্ষ, মিহি ও মসৃন কাপড়) তৈরির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল।[১২] এ গ্রামের একটি অংশ পানাম নগর নামে পরিচিত। এ গবেষনার মূল স্থান পানাম নগর। এ পানাম নগর একটি পাকা সড়কের উভয় পাশে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান কিছু সংখ্যক স্থাপত্য সমৃদ্ধ। সোনারগাঁ এর অন্যত্র বিদ্যমান স্থাপত্য অপেক্ষা এসব স্থাপত্য স্বাতন্ত্র সূচক বৈশিষ্ট্যের জন্য চিহ্নিত হয়। এগুলো ইন্দো-ব্রিটিশ বা ঔপনিবেশিক স্থাপত্যধারা ইমারতরূপে চিহ্নিত।[১৩] বিভিন্ন ইমারতের তারিখ বিশ্লেষণ করে দৃঢ়ভাবে

বলা যায় আঠার শতকের শেষের দশকে কিংবা উনিশ শতকের প্রথম দিকে পানাম গ্রামের একটি অংশ শহর রূপে গড়ে উঠে ।

বর্তমান আমিনপুর ইউনিয়নের পানাম নগরের সাথে সংযুক্ত ছোট পানাম সেতু পার হয়ে পানাম নগরে প্রবেশ করতে হয় ।সেতুটি একটি ছোট খালের উপর নির্মিত ।এক খিলান বিশিষ্ট সেতুটি ৭২ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৫২.৫ মিটার প্রস্থ ।(বর্তমানে সেতুটি নেই ।ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে ।) শহরটিতে প্রবেশ করলে একটি মাত্র রাস্তা চলে গেছে পানাম বাজার পর্যন্ত । এই রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ দালান কোঠা নিয়ে পানাম নগর ।বর্তমানে পানাম নগরে ছোট বড় ৫২টি স্থপনা ধ্বংস প্রায় অবস্থায় দন্ডায়মান । এগুলোর ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যাবলী, অলংকরণ শৈলী, অবকাঠামো গবেষকদের উৎসুক করে । এই উৎসুকতার জন্যই সারিবদ্ধ দালান কোঠার জৌলসপূর্ণ অলংকরণ নিয়ে এ গবেষণা কর্ম এবং ফলাফল । এ অভিসন্দর্ভের মূল বিষয় অলংকরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন প্রভাব আলোচনা । সমসাময়িক কয়েকটি নির্বাচিত স্থাপনার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এ অভিসন্দর্ভে ।

বিভিন্ন লিখিত ইতিহাস থেকে পানাম শব্দের ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় । সর্বপ্রাচীন উল্লেখযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় নিু লিখিত সূত্রেঃ

১ ঢাকা জেলার Area Atlas Map Geo 85 & code No 767 (Small Area Atlas of Bangladesh Mouzas and Mahallahs of Dhaka District, Bangladesh Bureau of Statistics, September - 1985, p-68-69)

২. A.K. Zakaria ,The Archeological Heritage of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2011, p-527

উল্লেখিত পানাম সেন রাজাদের রাজধানী রামপালে পানাম নামে একটি গ্রাম । এই রামপাল এখন মুন্সিগঞ্জ জেলার মুন্সিগঞ্জ উপজেলার রামপাল ইউনিয়ন ।

৩. এছাড়াও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের, বিক্রমপুরের ইতিহাস, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ, ৩১৭ তে বিক্রমপুর রামপালের একটি গ্রাম হিসেবে পানামের নাম পাওয়া যায় ।

উল্লেখ্য যে উপরে উল্লেখিত পানাম, অভিসর্ন্দর্ভের পানাম বা পানাম নগরী নয় । মূল পানাম বানান ভেদে বিভিন্ন নামে নিু লিখিত গ্রন্থে বিভিন্ন উচ্চারণে পানাম নামটি পাওয়া গেছে:

১. জেমস টেলর তাঁর গ্রন্থে পাইনাম নামে পানামকে উল্লেখ করেছেন । James Taylor, A Sketch of Topography and Statistic of Dacca, Asiatic, Society of Bangladesh ,New Edi:-2010. P-79

২. ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস (১৮০৭-১৪) বুকানন হ্যামিল্টন (১৮২০), আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮৮০) সোনারগাঁওয়ে পানাম নামক একটি নতুন শহরের উত্থানের কথা লিখেছেন ।[১৪]

৩. এছাড়া জেমস ওয়াইজের (১৮৭২) তাঁর Noles on Sonargaon in Eastern Bengal গ্রন্থে পানাম নামেই পানাম গ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৪. জেমস ওয়াইজের (১৮৭৯) সোনারগাঁওয়ের মানচিত্রে পানাম নামটি পাওয়া যায়। ম্যাপটির উৎসঃ ডঃ হাবিবা খাতুন ও শাহনাজ হুসনে জাহান লীনা, ঈসা খাঁ:- সমকালীন ইতিহাস। কাটাবন২০০০, মানচিত্র নম্বর-১)

৫. F.B. Birdly Birt, (1905-1906), Sonargaon, The Romance of an Eastern Capital, London গ্রন্থে তাঁর লিখনিতে পান্নাম উল্লেখ করেছেন। অনুবাদ,আব্দুর রহিম,*প্রাচ্যের রহস্যময় নগরী*,বাংলা একাডেমী,১৯৬৫।

৬. মুন্সি রহমান আলী তায়েশ (১৯১০) তার গ্রন্থে পুনম (পানাম) বাজার এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাওয়ারিখ ই-ঢাকা, ডঃ আযম, ম শরফুদ্দীন অনুদিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। হিজরী পনের শতক উৎযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত পৃ: ৩০।

৭. A. H. Dani, Muslim Architecture in Bengal, Dacca, 1961, p -236-37, গ্রন্থে পানামকে পাইনাম নামে (Painam) উল্লেখ করেছেন, জেমস টেলরের অনুকরণেও হতে পারে।

৮. এ. বি. এম হোসেন, সম্পাদিত Sonargaon Panam নামক গ্রন্থে পানাম নগর নামে আলোচনা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে সোনারগাঁও সম্পর্কে, সোনারগাঁওয়ের সুলতানী ও মুঘল স্থাপত্য সম্পর্কে এবং পানাম নগর স্থাপত্য ও অলংকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। A.B.M. Husain (ed): Sonargaon Panam, Bangladesh Asiatic Society of Bangladesh- 1997।

৯. Nazimuddin Ahmed, Panam Nagar in Sonargaon U.S.A. 2011, গ্রন্থটি পানাম নগর সম্পর্কে, পানাম নগরের স্থাপত্য ও অলংকরণ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

১০. Nazimuddin Ahmed এর Buildings of the British Raj গ্রন্থে পানামকে পানাম নামেই আলোচিত হয়েছে।

পানামকে নিরাপদ আশ্রয় স্থলও বলা হয়। পানামের পরিখা পরিবেষ্টিত দু'দিকে নিরাপদ প্রহরী সম্বলিত তোরনদ্বার বিশিষ্ট একটি আবাসিক এলাকা ছিল। পানাম ফার্সি শব্দ (পানাহ+আম= পানায়েয়াম)। পানাহ=নিরাপদ ও আম অর্থ আশ্রয় অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয় (Save Shelter)।[১৫]

এসব লিখিত তথ্য সূত্র থেকে অনুমিত হয় যে পানাম গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষিত শহর হিসেবে মুসলিম শাসনামলে ছিল। নগর নামে ছিল না। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক তথ্যে এবং মানচিত্রে পানাম নামটি থাকায় বর্তমান গবেষণার অভিসন্দর্ভে জায়গাটির নাম পানাম বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চারণ ভেদে পার্থক্যের জন্য নামটির বানানের পার্থক্য দেখা যায়।

এছাড়াও গ্রন্থপুঞ্জিতে (Bibliography) উল্লেখিত বিভিন্ন গ্রন্থ পত্রিকা, প্রকাশিত অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, সাময়িকি, জার্নাল, প্রকাশিত অপ্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য, উৎপাত্ত, Archeological Survey Report, ক্ষেত্র জরিপ ও আলোকচিত্র গ্রহণের মাধ্যম গবেষণার কাজটি করা হয়েছে।

উল্লেখিত বিভিন্ন গ্রন্থপুঞ্জিতে পানাম স্থাপত্যের কাঠামো নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে, অলংকরণ নিয়ে তেমন আলোচনা করা হয়নি। সেজন্য A.B.M. Husain (ed) *Sonargaon Panam* ও Nazimuddin Ahmed এর Panam Nogar in Sonargaon. , Gardner's Art through the ages গ্রন্থগুলোর সাহায্য নেয়া হয়েছে। এসব গ্রন্থের সাহায্য পাওয়ার কারণে লেখার বা বর্ণনার একটি ধারা খুজে পাওয়া গিয়েছে। বর্ণনা শুরু করাটা সহজ হয়েছে। অলংকরণের অনেক সঠিক মোটিভ সম্পর্কে জানতে সহায়ক হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত গ্রন্থ, গ্রন্থপুঞ্জিতে উল্লেখিত বিভিন্ন গ্রন্থ, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, সাময়িকি, জার্নাল প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, Archeological Survey Report, ক্ষেত্র জরিপ ও আলোকচিত্র গ্রহনের মাধ্যমে গবেষণার কাজটি করা হয়েছে।

পানাম নগরের উপর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হয়েছে। পানাম নগরের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারন করার জন্যই এ অভিসন্দর্ভের অবতারনা করা হয়েছে। নতুন তথ্যের সন্ধানে ঐতিহাসিক পটভূমিকে তুলে ধরতে 'পানাম সোনারগাঁওয়ের ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের গাত্রালংকার শিরনামে এ গবেষনার কাজ কেবল পানাম নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যেত, কিন্তু সন্নিকস্ত বড় সর্দার বাড়ি, ছোট সর্দার বাড়ি, আমিনপুর ইউনিয়নের নীলকুঠি, ক্রোড়িবাড়ি, গোয়ালদির দু'টি মসজিদ, শিবমন্দির, মঠ বাড়ির ধবংসাবশেষ (দূর্গামন্ডপ, পাহাড়া কক্ষ, গ্রন্থাগার কক্ষ, বৈঠকখানা, গোকুল কুমার কৃষ্ণার বাড়ি, দোচালা কালি মন্দির, শিব মন্দির (বশিরামপুর) দালান বাড়ি, ঈসা খার বাড়ি ,সমাধি মন্দির আলোচনায় আনা হয়েছে।

পানাম নগরীর স্থাপত্যের অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পানাম নগরের স্থাপনা ছাড়াও উল্লিখিত স্থাপনাসমূহ আলোচনায় আনা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন স্থাপনা মুঘল, মুঘল পরবর্তী বা প্রাক ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক সময়ের।

এ গবেষণা কাজ কয়েকটি পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

১। ক্ষেত্র জরিপ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যম।

২। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে।

৩। আলোকচিত্র গ্রহনের ভিত্তিতে।

৪। ভূমি নকশা বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫। ম্যাপ সমূহ বিভিন্ন গ্রন্থ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সাহায্যে করা হয়েছে।

৬। ভৌগলিক অবস্থানের জন্য, পানাম নগর স্থাপনাসমূহের অবস্থান নির্ণয় করতে, যুগের পরিবর্তিত অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে জেনে বিভিন্ন তথ্যের পরিবর্তিত অবস্থার প্রাধান্য দিতে হয়েছে।

অলংকরণ সণাক্ত করন ও উৎস খুজে বের করার সময় অনেকক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সরেজমিনে পানামের স্থাপত্যসমূহ দেখতে গিয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইমারতসমূহের বেশির ভাগ এতটাই ধবংসপ্রাপ্ত, এবং ভিতরে অন্ধকার যে অভ্যন্তরে প্রবেশের উপায় নেই। প্রবেশ করতে গেলেই গা ছমছম করে, কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পরও যে ভয় তাড়া করে ফিরত। এছাড়া যে বিষয়টি বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তা হল বেশির ভাগ ইমারতই ধবংস প্রায় এবং ঝুকিপূর্ণ বিধায় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক প্রবেশপথগুলো স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য ইমারতসমূহের ভিতর প্রবেশ করে অবলোকন করা সম্ভব হয়নি। অনেক সময় অন্ধকারে তেমন কিছুই বুঝা যায়নি। আর এসব কারণে বাড়িসমূহের কতগুলো কক্ষ, কতগুলো সিঁড়ি, বারান্দা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সব সময় সম্ভব হয়নি। তবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রচেষ্টার প্রতিটি বাড়ির নম্বরগুলো পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও নাজিমউদ্দিন আহমেদ যৌথভাবে বাড়িসমূহের যে ভাবে নম্বর প্রদান করেছেন সেভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এবং পানামের রাস্তাটির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি চিহ্নিত করা হয়েছে।

অনেক অবৈধ দখলদারদের জন্য ইমারতের ভিতর প্রবেশ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আবার এমনও অনেক সময় একই ধরনের এতগুলো ইমারতের স্থাপত্য বর্ণনা ,অলংকরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, মনে রাখতে কষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে অলংকরণ বিশ্লেষণের জন্য, এমনকি বর্ণনা সঠিক রাখার জন্য একই ইমারত পরিদর্শনে বারবার পানামে যেতে হয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গবেষণা কর্ম এগিয়ে গেছে।

স্থাপত্য কাঠামো ছাড়া অলংকরণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অলংকরণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ হয়েছে। যা কিনা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সাথে পূর্ববর্তী সময়ে (প্রাক মুঘল ও মুঘল) এবং বিভিন্ন স্থানের বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ও সংমিশ্রণে নতুন একটি বৈশিষ্ট্যের বা রীতির ও ৩য় একটি ধারার সৃষ্টি করেছে, শুধু তাই নয় একটি সমগ্র সময়ের বা কালের পরিধি নির্দেশ করেছে। আর তা হচ্ছে ঔপনিবেশিক আমলের। পানামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে নির্মাণ তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরে সন তারিখ লিখা আছে বাংলা ১৩১৬, ইংরেজী ১৯০৩ খ্রিঃ। ১৩১৬ বাংলা সন হলে সঠিক হিসাব অনুযায়ী ইংরেজী সন হবে ১৯০৮। এতে একটি বিষয়ে অবশ্যই ধারণা করা যায় যে, যে সকল ব্যাক্তি বা রাজমিস্ত্রি এ ইমারতটি নির্মাণ করেছেন তাদের অবশ্যই ইংরেজী সন তারিখ সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা ছিল না। সে সাথে এটি ও প্রতিয়মান হয় যে, বাড়ির ধনাঢ্য মালিকদেরও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অর্থাৎ তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এমনটি বলা যায় 'অর্থই' এদের আভিজাত্যের মাপকাঠি ছিল।

পানাম নগরের উপর কাজ করতে গিয়ে স্থাপত্য কাঠামো বিশেষ করে অলংকরণ বিশ্লেষণ করতে কোন কোন বৈশিষ্ট্য কোন আমলের, কোন সময়ের তা বুঝার প্রয়োজন অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারা এবং এসব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয় । তাই পানামের অলংকরণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনুধাবন করা সহজ হয় যে এর স্থাপত্য সমূহ এবং স্থাপত্যের অলংকরণ সমূহ ঔপনিবেশিক আমলের এবং কিছু স্থাপনা প্রাক ঔপনিবেশিক আমলের । পানামে নির্মিত স্থাপত্য এবং ঔপনিবেশিক আমলের দেশের অন্যান্য স্থানে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে অলংকরণের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে । এ আলোচনায় যে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তা হলো পানাম নগর স্থাপত্য ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত । তবে একটি ভবনের নির্মাণ তারিখ এবং স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য,অলংকরণ এবং স্থাপত্যের বর্তমান ধবংসপ্রায় অবস্থা দেখে প্রাক-ঔপনিবেশিক বা মুঘল পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয় ।

ঐতিহাসিক সুত্রে পানাম শহরটিতে দু'টি সংকীর্ণ রাস্তার নলখাগড়ার কুটির ও ভালো ইট নির্মিত ২-৩ তলা বিশিষ্ট বাড়ি ছিল ।[১৬] এই উক্তি থেকে বলা যায় ঔপনিবেশিক আমলের পূর্ব থেকেই এখানে নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং ৫ নম্বর ত্রি-তলা বাড়িটি ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময় নির্মিত হয়েছে । এছাড়াও পানামের ৫ নম্বর ১০ নম্বর বাড়ি দু'টি কেবল মাত্র ত্রি-তলা বিশিষ্ট । অতএব পানাম নগরের ইমারত সমূহ একটি রাস্তার উভয় পাশে কোন আমলে (নবাবী আমল) গড়ে উঠেছিল?

অভিসন্দর্ভটি পানাম নগরের স্থাগত্যের অলংকরণ কেন্দ্রিক এবং গবেষণার কর্ম ও ফলাফল নিয়ে রচিত । নগরবাসীর কথা জানাটাই এ গবেষণার মূল প্রশ্ন । এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার অগ্রহে অভিসন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গবেষণার ফলাফল সন্নিবেশিত হয়েছে । অধ্যায় সমূহ নিম্নরূপ:

১ । পানাম নগরের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ।

২ । ইমারত সমূহের সাধারণ বর্ণনা ও অলংকরণ শৈলী (গাত্রালংকার) ।

৩ । অলংকরণের (গাত্রালংকার) মৌলিকত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ ।

৪ । সমসাময়িক নির্বাচিত স্থাপনার সাথে পানাম নগরের স্থাপনাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা এবং

৫ । উপসংহার ।

এ অভিসন্দর্ভে যেসকল অধ্যায় আলোচনা করা হবে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উল্লেখ করা হল:

প্রথম অধ্যায় ভূমিকা, ভূমিকাতে অভিসন্দর্ভটি কতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে, গবেষণা কর্মটিতে কোন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকুলতার বিষয় এবং বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ।

২য় অধ্যায়ে সোনারগাঁয়ের অবস্থান, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সোনারগাঁওয়ে পানামের অবস্থান এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে । এছাড়া 'পানামনগর' নামকরণের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে ।

৩য় অধ্যায় অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়। পানামনগরের ইমারতসমূহের সাধারণ বর্ণনা ও অলংকরণ শৈলীর(গাত্রালংকার) বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও পানাম নগরের পাশ্ববর্তী কিছু ইমারত সর্দার বাড়ি, আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি, আমিনপুর ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য কিছু ইমারতসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়ে অলংকরণ শৈলীর (গাত্রালংকার) মৌলিকত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মৌলিকত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণে পানাম নগরের ইমারতসমূহ অলংকরণের নকশায় নর, নারী ও শিশুর ভাস্কর্য, পাখি ও সর্প, ফুল লতাপাতা জ্যামিতিক নকশার অলংকরণ, স্টাকো, আলপনা নকশা, জামদানী নকশা, শাড়ীর পাড়ের মত নকশা, মহিলাদের অলংকরণ সদৃশ নকশা, চিনিটিকরী নকশা, মোজাইক, রঙিন কাচ, রঙিন পাখি,)পোরসেলেইন, ফুলের গুচ্ছ নকশা, সম্মুখ অংশে বাঁশের বেড়ার মত আয়তাকার এবং বর্গাকার নকশা, বক্রাকার কার্ণিশ, স্তম্ভ মূলের অলংকরণ, দেয়ালের কোণার অলংকরণ, দন্ত নকশা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পানাম নগর স্থাপনাসমূহের সাথে সমসাময়িক কয়েকটি নির্বাচিত স্থাপনার তুলনামূলক আলোচনায় টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদ, ময়মনসিংহের রাজবাড়ি (শশিলজ), নাটরের জমিদার বাড়ি (বড় তরফ ও ছোট তরফ), রূপলাল হাউজ (ফরাশগঞ্জ) আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে উপসংহার।

## তথ্য নির্দেশিকা


১. A.B.M. Husain 'Preface' A.B.M. Husain (ed) *Sonargaon Panam*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1997, p-x.

২. **আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস,সুলতানী আমল,* বাংলা একাডেমী ,ঢাকা,১৯৭৭,পৃ:৩**

৩. Abdul Momen Chowdhury, *Dynastic History of Bengal (C. 750-1200H.D.)*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1967, pp 263-264.

৪. Jodunath Sarkar, (ed) *History of Bengal* Vol. 11, Dhaka University re print-1974, p-77

৫. A.B.M. Husain, *op. cit.* p-XI

৬. *Ibid*

৭. *Ibid*

৮. মোঃ আকতারুজ্জামান, 'মধ্যযুগ থেকে ঔপনিবেশিকযুগ'সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পাঃ), '*প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য'* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃঃ-৫১২

৯. A.B.M. Husain, *op. cit.* p-X

১০. *Ibid*

১১. Habiba Khatun, 'Unexplored Sites and Objects', *Sonargaon Panam,* A.B.M. Husain (ed), A.S.B.-1997, P-173

১২. আব্দুর করিম, *ঢাকাই মসলিন,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা নগর যাদুঘর-১৯৬৫, পৃঃ ৬২। James Taylor *Topogrouphy of Dacca* গ্রন্থে রালফ ফিচের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, রালফ ফিচ সোনারগাঁওয়ে সারা ভারত বর্ষের সর্বোৎকৃষ্ট ,মিহি কাপর তৈরির কথা বলেছেন p-79, পূর্বকাল থেকেই সোনারগাঁও পানাম সহ কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি।

১৩. A.B.M. Husain, *op. cit.* p-XI

১৪. মোঃ আকতারুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ:৫২৩

১৫. অর্থটি উদ্ধার করেছেন ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বৃত ফকির ফারুক আহম্মেদ, 'পানাম নগর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস', *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, অষ্টবিংশতি বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, সালাউদ্দিন আহম্মেদ ( সম্পাঃ), ১৪০১, পৃ-৭১

১৬. James Taylor, *A sketch of Topogrouphy and statisties of Dacca*, New edition, Asiatic Society,Dhaka 2010, p-79

## জেমস ওয়াইজ এর মানচিত্রে ঈসা খাঁর সোনারগাঁও

স্কেল ঃ ১" = $\frac{১}{২}$ মাইল

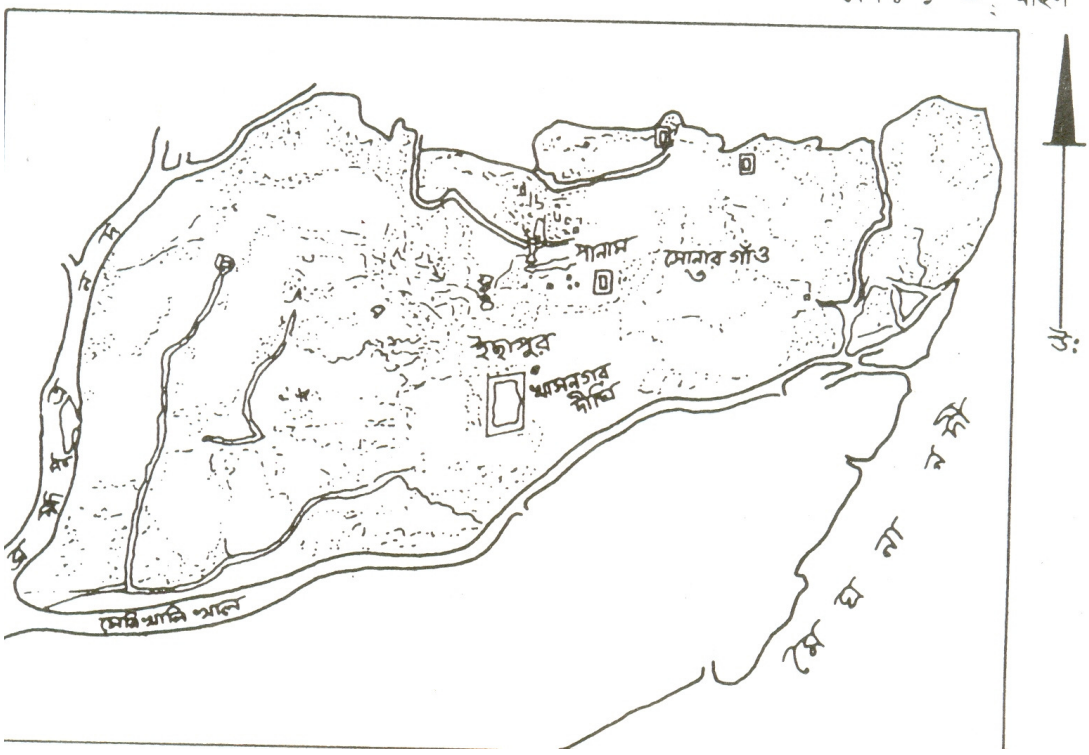


মানচিত্র-১

# দ্বিতীয় অধ্যায়
## পানাম নগরের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক স্থান সোনারগাঁ নামটি অতি সুপরিচিত। বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত এবং এ জেলা শহর থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত সোনারগাঁ উপজেলা। ইতিহাসের পাতায় বাংলার পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্র বা পূর্ববাংলার রাজধানীর নাম হিসাবে সোনারগাঁওর উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলের বাংলা রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁ নতুন প্রজন্মের কাছে এতটা পরিচিত নয় যতটা পরিচিত সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘর হিসেবে। সোনারগাঁয়ের শাব্দিক অর্থ সোনারগ্রাম।[১] সোনারগাঁ এর প্রচীন নাম সুবর্ণগ্রাম। ফার্সি ভাষায় লিখতে গিয়ে লেখা হলো *সুনারকাওন*। এর পরবর্তী রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল সোনারগাঁও।

এর প্রাচীন ইতিহাস খুব বেশি জানা যায় না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে এর সন্ধান প্রাক মুসলিম আমলে পাওয়া যায়। এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বক্ষণে সোনারগাঁও রায় দনুজমর্দনদেবের অধীনে ছিল।[২] দিল্লীর সুলতান বলবন লক্ষনাবতীর শাসককে প্রতিহত করার লক্ষ্যে সোনারগাঁও পৌঁছেছিলেন ও দনুজরায়ের সাথে চুক্তি করেছিলেন।

স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ পরগনা ঢাকার কাছে ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরে অবস্থিত। অনেকে মনে করেন এ স্বর্ণভূমি হতেই স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও নামের উৎপত্তি।[৩] মুসলিম আমলের অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর এবং পূর্বাঞ্চলের রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সোনারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের সীমানা মহেশ্বরদীর পশ্চিম সীমা শীতালক্ষ্যা (লাক্ষা), বানার ও লাঙ্গলবন্দের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদ, পূর্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা; দক্ষিণ সীমা মেঘনা ও ধলেশ্বরী কিয়দংশ (কলাগাছিয়া পর্যন্ত), উত্তর সীমা সিংশ্রী নদী, ও বেলাব নামক স্থানের উত্তরস্থ ব্রহ্মপুত্র নদ।[৪]

ঐতিহাসিক ফিরিশতা ঐতিহাসিক বারানীর উল্লেখিত সোনারগাঁওনকে সোনারগাঁ বলেছেন।[৫] ঐতিহাসিক বন্দর সোনারগাঁ বা মধ্যযুগের রাজধানী শহর সোনারগাঁও বর্তমান মহানগর ঢাকা হতে মাত্র ২৭ কি. মি. দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি উপজেলা এ সোনারগাঁ। রেনেলের সময় এক বিশাল নগরী বাংলার পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ছিল যা ক্রমশ ধবংস হতে হতে কয়েকটি গ্রামে পরিণত হয়ে গেছে।[৬]

রালফফিচের সময়ে (১৫৮৬) সোনারগাঁ জীর্ণ কুড়ে ঘরে ভরা ছিল। আজকের সোনারগাঁ কয়েকাট ইউনিয়নের বা কতগুলো গ্রামের সমষ্টিমাত্র। এর মধ্যে আমিনপুর ইউনিয়নে পানাম গ্রাম ও পানাম নগর অবস্থিত। পানাম নদী দিয়ে ঘেরা সোনারগাঁও এর অংশ। বর্তমানে শীতলক্ষ্যা নদী এর পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত এবং উত্তর দিক হতে আগত ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে যুক্ত। পূর্ব ও দক্ষিণে প্রবাহিত মেঘনা নদী পশ্চিম হতে আগত ইছামতি নদীর সাথে যুক্ত। মুঘল আমলে সোনারগাঁয়ের আয়তন ছিল ২৪ বর্গমাইল,

উপজেলা সোনারগাঁয়ের আয়তনও তাই। পানাম নগরও সোনারগাঁওয়ের আমিনপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। মধ্যযুগের রাজধানী শহর সোনারগাঁও এ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইমারতাদি দেখা যায়। এ অংশে বড় নগরে (সাদিপুর, আজমপুর) মুসলিম স্থাপত্য বিদ্যমান। খাসনগরে কোন ইমারত নাই। ঐতিহাসিক সূত্রে খাসনগর একটি বিশাল দীঘির কথা জানা যায়। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় ছোট সর্দার বাড়ির অবস্থান খাসনগর, ইছাপুর। পানাম নগরে ঔপনিবেশিক স্থাপত্য দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, সোনারগাঁও বন্দর এলাকা একসময় বিক্রমপুর রাজ্যেরই অংশ ছিল। Directorate of Land Records এ ১৮৫৯-৬০ সালের রেভিনিউ সার্ভে মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনানদীর মাঝামাঝি অঞ্চলকে সোনারগাঁও বলে দেখানো আছে। মানচিত্রের দু'জায়গায় সোনারগাঁও নাম লেখা আছে। বর্তমান পানাম সেতু এলাকার দুলালপুর, আমিনপুর, পানাম গ্রামগুলির এলাকার মধ্যে সোনারগাঁও দেখানো আছে। আবার মেনীখালির স্রোত ধারা যেখানে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে সে অংশের মাঝে ডিহি সোনারগাঁও চিহ্নিত আছে। বর্তমানে পানাম সেতু এলাকা তথা পানাম গ্রাম সোনারগাঁও উপজেলার অংশ।

একটি এক খিলান বিশিষ্ট সেতুর সাহায্যে পানাম গ্রাম থেকে পানামনগর এলাকায় প্রবেশ করা যায়।[৭] আমিনপুর বাজার ও পানাম নগর মোগরাপাড়া এলাকার অদূরে অবস্থিত। মোগরা পাড়া বাস স্ট্যাণ্ড ঢাকা-চট্রগ্রাম রোডের উপর অবস্থিত। অনতিদূরে মোগরাপাড়া গ্রাম। এটাকে রাজধানী সোনারগাঁওয়ের মূল কেন্দ্র ধরা হয়।

বর্তমান সোনারগাঁও উপজেলার আমিনপুর একটি ইউনিয়ন। পানাম, দুলালপুর, গোয়ালদি, মোগরাপাড়া, আযমপুর, বৈদ্যের বাজার, মসলিসপুর গ্রামগুলো রাজধানী শহর সোনারগাঁ এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এসব স্থানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বাসস্থান ও কার্যালয় অবস্থিত ছিল।[৮]

অতএব অভিসন্দর্ভের কেন্দ্রবিন্দু পানামনগর মধ্যযুগের রাজধানী সোনারগাঁওয়ের অংশ বা নিকটতম শহরতলী। পনাম সেতুর এক অংশে হযরতপুর জালালপুর গ্রাম বিদ্যামান আছে। সোনারগাঁও টাকশালের নাম ছিল হযরত জালাল সোনারগাঁও।

নগরের প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বসবাসের নিরাপত্তা বিধানকারী জলধারার বেষ্টনী দিয়ে নিরাপত্তার বিধান করে সুদৃশ্য রাস্তার উভয়পাশে সারিবদ্ধ বাড়ি নির্মাণ করে নগরসুলভ আবহ সৃষ্টি করা হয়েছিল পানামে, তাই বর্তমান আমিনপুর বাজার হতে এক খিলান যুক্ত সেতু অতিক্রম করার পরই পানাম নগর অবস্থিত। এ স্থান হাবেলী সোনারগাঁও বলেও অভিহিত হত।[৯] পানাম নগরের নিরাপত্তা প্রদানকারী পরিখা বর্তমানে জলাভূমি। নিম্ন ভূমির মাঝে সামান্য উঁচু এলাকাটি পানাম। যুগযুগ ধরে এস্থান বসবাসকরার উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

জেমস টেলর এর সময়কালে (১৮৪০) পাইনাম বা পানাম নগর খড়ের ঘর ও ইটের তৈরি দুই তিন তলা উঁচু কোঠার দুটো সারি বা গলি নিয়ে গঠিত ছিল।[১০] মুন্সি রহমান আলী তায়েশের সময় (১৯১০) পানাম বাজার ছাড়া পুরাতন সোনারগাঁও শহরের কোন চিহ্ন ছিল না। সে বাজারে হিন্দু মহাজনেরা বাস করত ও লোকবসতি ঘনছিল, পাকাঘরবাড়ি ছিল, আরও ছিল মন্দির।[১১] পানামের ইমারতে বিভিন্ন সময়ের চিহ্ন পাওয়া যায় বিধায় অনুমিত হয় যে হিন্দু মহাজনেরা বা সূতিবস্ত্রের বণিক শ্রেণি পানাম বাজারে বসবাস করত বাড়ি ঘরগুলি তারাই নির্মাণ করেছিল।

পানাম নগরীর ৩৯ নম্বর বাড়ির মালিকের নাম ছিল গঙ্গারাম বিসু। বিসু সাধারণত তাঁতীদের নামে থাকে। নিহারিকা হাউজ বা ৪৩ নম্বর বাড়ির মালিকের নাম ছিল জোগেশ চন্দ্র পোদ্দার, ৩ নম্বর বাড়ির মালিকের নাম ছিল শিবানন্দ পোদ্দার।[১২] তাঁতিদের সাথে অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়ীরা পানামে ইমারত নির্মাণ করেছিল। পোদ্দার হল কর্মকার বা অলংকার নির্মাণকারী। মূলতঃ সাহা ও পোদ্দাররাই পানামে বসতি স্থাপন করেছিল।

হিন্দু, সুলতানী, মুঘল আমল ঈসাখাঁর সময় সোনারগাঁও এর অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নদী দ্বারা বেষ্টিত সুরক্ষিত সোনারগাঁও কেবল রাজধানী শহর ছিলনা। সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে একই সঙ্গে এটি সফল নদী বন্দর, ব্যবসায়ী কেন্দ্র হিসেবেই বিখ্যাত ছিল, শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্রও ছিল। সুমুদ্রপথে বাংলার সাথে মধ্য ও দূরপ্রাচ্যের সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যযুগের একটি অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধশালী নদী বন্দর নগরী হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যাপারে একে সাহায্য করেছে মেঘনার মত বিশাল নদীর তীরে এর অবস্থান।[১৩] মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর সোনারগাঁও টাকশাল শহর হিসেবে মর্যাদা পায়। মুদ্রার নির্মান শৈলী থেকে আমরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সূত্র খুঁজে নিতে পারি।[১৪] সেদিক থেকে সোনারগাঁও আলাদা মর্যাদার দাবীদার। টাকশাল প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অথার্ৎ চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে টাকশালের নাম ছিল শহর সোনারগাঁও, এরপর গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের সময় টাকশালের নাম মুদ্রায় পাওয়া যায় হযরত সোনারগাঁও। সোনারগাঁওকে বলা হয়েছে হযরত অর্থাৎ মর্যাদাবান।[১৫] বাংলার স্বাধীন সুলতান ফকরুদ্দীনের মুদ্রায় টাকশালের নাম লিখা হয় হযরত জালাল সোনারগাঁও।[১৬] এভাবে হিন্দু আমলের নদী বন্দর সোনারগাঁও শহর মুসলিম শাসনামলে রাজধানী শহরে রূপান্তরিত হয়। একই সাথে এ অঞ্চলের নৌ সুবিধা থাকার কারণে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন। উল্লেখযোগ্য পর্যটকদের মধ্যে আছেন ইবনে বতুতা, মাহুয়ান, রালফফিচ, আরও অনেকে। এদের মূল্যবান বর্ণনা থেকেই সোনারগাঁও পানাম সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। ১৩৪৬ সালে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা জাভায় যাবার পথে সোনারগাঁও বন্দর থেকে বড় জাহাজে উঠেছিলেন। তিনি সুরক্ষিত নগরী

সোনারগাঁওয়ের অথনৈতিক সমৃদ্ধি, সস্তা জিনিসপত্র, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য, উদ্যান-সমৃদ্ধ বন্দরের কথা উল্লেখ করে গেছেন।[১৭] চীনা পর্যটক (পনেরশ শতক) মাহুয়ানের বর্ণনায় তৎকালীন সোনারগাঁওয়ের জীবনযাপন পদ্ধতি, আচার সংস্কৃতি এবং বাণিজ্যিক ঐশ্বর্যের এবং সূক্ষ বস্ত্রবয়নের কথা জানা যায়।[১৮]

পনের শতকের এই পর্যটকের বর্ণনার সাথে ষোল শতকের পর্যটক (১৫৮৬) রালফফিচের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন শ্রীপুর থেকে সোনারগাঁও শহর প্রায় ৬ লীগ দূরে অবস্থিত। সারা ভারতের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট সুতীবস্ত্র সেখানে পাওয়া যায়। শ্রীপুরের পরে সতর ও অঠার শতকে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের উত্থান হয়।[১৯] ঈসা খাঁ এসময় সোনারগাঁও এর রাজা* ছিলেন। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঈশাখাঁ মুঘল সেনাপতি শাহবাজখাঁর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন। পুণরায় তিনি রাজধানী পুনরুদ্ধার করলেও ভগ্ন রাজধানী কাতরাবো** পরিত্যাগ করে সোনারগাঁওয়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন ১৫৮৬ খ্রিঃ। ইংরেজ ভ্রমণকারী রালফফিচ এসময় ঈশাখাঁর রাজধানী সোনারগাঁও এসেছিলেন। পানাম নগর ঈশাখাঁর নিরাপদ আশ্রয় স্থল ছিল।[২০]

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে ঈশা খাঁ কাতরাবো দুর্গের পতনের পর সোনারগাওয়ের নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।[২১]

সুলতানী আমলে পানাম নগর সোনারগাঁওয়ের একটি জলধারা বেষ্টিত সুরক্ষিত প্রশাসনিক এলাকা ছিল। এ নগর ছাড়া সমগ্র সোনারগা এলাকাজুড়ে প্রলম্বিত রাস্তা, আড়তদারদের বাজার ও অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যে অংশ গ্রহণকারী বণিক গোষ্ঠির বসবাস উপযোগী অন্য কোন নগরের চিহ্ন পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও উন্নতি বিধানকারী বণিক গোষ্ঠির সন্ধান পানাম নগরের ইমারতসমূহে, পাওয়া যায়। মুঘল আমলে রাজধানী শহর ঢাকার উত্থানের সাথে পানাম নগরের চলমান অবস্থা ও ঔপনিবেশিক আমলের ক্রমাবনতির কথা এ পর্যায়ে ভাবা যায়। শ্রীপুর বন্দর নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পর পানামের বর্হিবাণিজ্যের রূপ হারিয়ে যায়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নির্ভর হয়ে পড়ায় ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ব্রিটিশ আমলে এর রূপ ও ইতিহাস পরিবর্তন হয়।

পানাম বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার অর্ন্তগত। পানাম ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে মোগরাপাড়া ক্রসিং থেকে প্রায় ২.৫ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত। লোক শিল্প যাদুঘর থেকে কিছুটা সামনে উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলেই পানাম নগর দেখা যায়। কারণ এখানে ঔপনিবেশিক আমলের একটি শহরের কিছু সারিবদ্ধ দালান কোঠা ও ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে । প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন সোনারগাঁও শহরের পরিত্যাক্ত বিরাট এলাকার পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ধনাঢ্য ছোট শহর পানাম নগর নামে পরিচিত।

পানামে প্রতিদিন অসংখ্য ভ্রমণকারী দর্শক বেড়াতে আসেন এই ভুল ধারণা নিয়ে যে ছবি সদৃশ্য প্লাস্টার করা সুবিন্যস্ত একটি মাত্র সড়কের উভয় পার্শ্বে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে নির্মিত ভগ্ন প্রায় ইমারতশ্রেণী প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁওয়ের ধ্বংসাবশেষ। বাস্তবে এগুলো হিন্দু সাহা এবং পোদ্দারদের বসতবাড়ি এবং এগুলো ইংরেজ শাসনামলে নির্মিত। এ ক্ষুদ্র শহরটি প্রায় আধা মাইল লম্বা। শহরটি সবদিকদিয়ে খুব সুরক্ষিত ছিল কৃত্রিম খাল ও জলাশয় দিয়ে।[২২]

ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব পাড়ে এবং মেনিখালীর উত্তরে যে এলাকা বর্তমানে ভিটা আজমপুর নামে পরিচিত এর একটি অংশকে 'সুলতান ভিটা' বলা হয়। যার তোরণ দ্বার সম্ভবত পশ্চিম দিকে ছিল। এলাকাটি মূল রাজধানী ও হজরত জালাল সোনারগাঁও টাকশাল শহরের সাথে জালালপুর ব্রিজ দিয়ে যুক্ত ছিল। এর নীচ দিয়ে প্রবাহিত একটি খাল রাজধানীর উত্তরাংশকে নিরাপত্তা দিয়েছিল।[২৩] এ প্রাকৃতিক খালটি বৈদ্যের বাজার হতে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত।

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায় যে, পানাম এর পঙ্খিরাজ খালের উপর বর্তমান সেতুটি প্রকৃত পক্ষে পুরাতন ব্রিজের স্থানেই নির্মিত এবং পঙ্খিরাজ খালটি মধ্যযুগীয় শহর এলাকাকে পৃথক করেছে।[২৪] এ সেতুটিই বর্তমানে পানাম সেতু নামে পরিচিত। পানাম নগরের উত্তর পশ্চিম দিকে পঙ্খিরাজ খালের উপর পানাম ব্রিজ আমিনপুর ও পানাম গ্রাম বা জালালপুর এলাকাকে সংযুক্ত করেছে।

শেরশাহ সোনারগাঁও মহাসড়ক (গ্রান্ড ট্রাঙ্করোড) নির্মাণ (১৫৩৮) করেন। সুলতানী যুগের ভগ্ন সেতু মেরামত করে মুঘলরা (১৬১১) এ মহাসড়ক ও পরিত্যাক্ত রাজধানী শহরের সঙ্গে পানাম এলাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। পানামে এখনও মুঘল আমলের ৩টি ইট নির্মিত সেতু রয়েছে। এগুলি হলো পানামসেতু, জালালপুর সেতু ও পানাম নগর সেতু। এ সেতুগুলোর অবস্থান এবং পানামের তিন দিকের খাল বেস্টনী থেকে প্রতিয়মান হয় যে, এলাকাটি মধ্যযুগীয় নগরের উপ-শহর ছিল। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মোগরাপাড়া ক্রসিং থেকে পানাম অভিমুখী যে পাকা সড়কটি নীলকুঠি পর্যন্ত, সেটি মধ্যযুগীয় সোনারগাঁ এবং পানাম এলাকার একমাত্র পুরানো নিদর্শন। বর্তমান পানাম নগরীর মধ্যে প্রলম্বিত সড়ক দেখে বুঝা যায়, মূল সড়কের পূর্ব পার্শ্বে এবং আমিনপুরের বিপরীত দিকে বর্তমান পানাম নগর অবস্থিত। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বর্তমান পানাম নগরে পুণরায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। উপনিবেশিক আমলে সোনারগাঁও সুতীবস্ত্রের, প্রধানত ইংলিশ থান কাপড়ের ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এ সুবাদে গড়ে উঠে নতুন পানাম নগর। এখানে আছে উনিশ শতকের ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক হিন্দু ব্যবসায়ীর ভগ্ন প্রায় আবাসিক ভবন। ইমারতসমূহে আঠার শতকের শেষের দিকে কিংবা উনিশ শতকের প্রথম দিকে এবং পরেরগুলো উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকে গড়ে উঠে। পানাম নগরের নির্মাণ অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[২৫]

১৬১০ খ্রিঃ মুঘল রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হবার পর সোনারগাঁয়ের গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাণিজ্যিক কার্যক্রমও অনেকটা সীমিত হয়ে পড়ে। নতুন রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে উঠা ঢাকা শহরের বিশাল পরিসরে বণিক শ্রেণির সারিবদ্ধ ইমারতশ্রেণি সহ আবাসিক এলাকা গড়ে না উঠে পানামে একটি রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ইমারতশ্রেণি গড়ে উঠায় অনেকের মনে স্বাভাবিক কৌতুহলের উদ্রেক করে। বলা যেতে পারে সোনারগাঁও রাজধানী শহর হিসেবে গৌরব হারিয়ে ফেললেও বাণিজ্যিক নগর ও বন্দর নগর হিসেবে অনেকদিন প্রানচঞ্চল থাকায় ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বন্ধ হয়নি। বিশেষ করে সোনারগাঁও এ তৈরি জগৎ বিখ্যাত মসলিন ও অন্যান্য সুতি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত হওয়ায় ব্যবসায়িক বণিকগোষ্ঠির ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য যাতায়াত অব্যাহত ছিল। এছাড়া সোনারগাঁও আড়ং এর তাতঁখানা ছিল পানাম বা পায়নাম নামক স্থানে।[২৬]

এছাড়াও পানামে একটি সমৃদ্ধ বাজারও ছিল। এসব কারণে কাপড়ের ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে হিন্দু ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা পানামে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। জলধারা বেস্টিত প্রাচীন শহরটি এবং অনেক ঐতিহাসিকদের মতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বাসভবন সম্বলিত সুরক্ষিত এ শহরটি ধবংসপ্রায় ইমারত নিয়ে অবস্থিত এবং অব্যবহৃত অবস্থায় স্থানটি তাদের নজরে পড়ে এবং তারা পুণরায় মুসলিম যুগের ইমারত শ্রেণির উপর তদের জৌলসপূর্ণ ইমারত নির্মাণ করে মুসলিন যুগের স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলে।

পানামকে নগর বা শহর বলতে দ্বিধান্বিত হতে হয়। শহর বলা যায় না। কারণ পানাম নগরটি একটি শহরের একটি গলির মত রাস্তার দু'দিকে সারিবদ্ধ কিছু দালান কোঠা নিয়ে গড়ে উঠেছে। চারিদিকে কৃত্রিম খাল দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘেরা। নিরাপত্তার জন্য প্রহরী সমেত তোরণদ্বার, পানির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এত ছোট একটি এলাকাকে শহর না বলে একটি উন্নত আবাসিক এলাকা চলে। দৃঢ় ভাবে অন্য কথায় পানামকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা সম্বলিত একটি 'আবাসিক এলাকা' বলাই শ্রেয়।

## তথ্য নির্দেশিকাঃ


১. A. H. Dani, Muslim Architecture in Bengal, Dacca, 1961, p-232, এস এম হাসান, *প্রাচ্যদেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, বুক চয়েস, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০০৭, পৃঃ ২৮৪

২. Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal* (C. 750-1200H.D.), Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1967, pp 263-264.

৩. শ্রীস্বরূপ চন্দ্র রায়- *সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস*, কলকাতা, ঢাকা ১৯১০, পৃ-১

৪. যতিন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, বাংলাবাজার ঢাকা পৃঃ ৬৩

৫. জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই- ফিরোজ শাহী*, Habiba Khatun, *Iqlim Sonargaon History Jurisdiction Monuments*, APPL, Dhaka, 2006, p-24

৬. W. Ralph Fitch, Merchant of London, *England's Pioneer to India and Barma*, London, 1899

৭. আবুল হাশেম কতৃর্ক লিখিত, *প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রিপোর্ট*-২০০৫

৮. (F.B. Birdly Birt, (1905-1906), Sonargaon, The Romance of an Eastern Capital, London) অনুবাদ,আব্দুর রহিম,*প্রাচ্যের রহস্যময় নগরী*,বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃঃ ৫

৯. James Taylor, *A Sketch of Topography and Statistics of Dacca,* New edition Bangladesh Asiatic Society, Dhaka 2010, p-79

১০. *Ibid*

১১. মুন্সি রহমান আলী তায়েশ (১৯১০) *তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা* ড. আ.ম. ম. শরফুদদীন অনুদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, হিজরী পনর শতক উৎযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত, পৃ-৩০

১২. Faruque Ahmed Ullah, *Study of colonial Architecture*, Unpublished Thesis paper, DU, 1999, pp-383-385

১৩. এস এম হাসান, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৮৪

১৪. এ, কে, এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রা ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, পৃঃ ৩৯

১৫. পূর্বোক্ত পৃঃ ৬০

১৬. Abdul Karim, *Corpus of the Muslim coins of Bengal*, Dacca, Asiatic Socicty of Pakistan, 1960, p-36

১৭. Harinath De (Traveler) *Ibn Batuta's Account of Bengal, Calcuta*, 1978, p-616

১৮. ওয়াকিল আহম্মেদ, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃঃ ৪০

১৯. **ফওজিয়া করিম, *নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য (সুলতানী ও মুঘল)*, এমফিল থিসিস, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, পৃঃ৯**

২০. হাবিবা খাতুন, *ঈশা খাঁ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ রজত জয়ন্তী১৯৯৩, ঢাকা ১৯৯৬, পৃঃ ৩২৮

২১. *ঈশা খাঁ সমকালিন ইতিহাস*, পূর্বোক্ত পৃঃ১২

২২. Nazimuddin Ahmed, *Panamnagar in Sonargaon*, U.S.A. 2010, p-24

২৩. Habiba Khatun, *Iqlim Sonargaon ……,* Academic Press and Publisher Library, Dhaka-2006, p-32

২৪. A.B.M Hossain (ed) *Sonargoan-Panam*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1997, p-92.

২৫. Nazimuddin Ahmed, *op. cit*.

২৬. আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা নগর যাদুঘর ঢাকা-১৯৬৫, পৃ: ৬২

*রাজাঃ রাজা রাজ্যের প্রধান। রালফফিচ ঈশাখাঁ কে রাজা বলেছেন কিন্তু তিনি যখন বাংলায় এসেছিলেন সেসময় বাংলার কোন শাসককে রাজা বলা হত না। তিনি সেসময় ঈশাখাঁকে সোনারগাঁওয়ের প্রধান হিসাবে বা শাসক হিসাবে দেখতে পেয়ে তাঁকে রাজা হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

** কাতরাবো (কাত্রাভু)ঃ বিখ্যাত কাত্রাভু দুর্গের ধ্বংসাবশেষর চিহ্ন শীতালক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে এবং বাহাদুর খান বিলের ধারে আজও পরিদৃষ্ট হয়। এক কালের জনাকৃর্ণ শহর কাত্রাভু ছিল একধারে ঈশাখাঁর প্রথম রাজধানী এবং সুরক্ষিত বাসভবন। বাহারিস্তান-ই গায়েবী হতে আরও জানা যায় যে কাত্রাভু কদম রসুল হতে উত্তরে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে এবং খিজিরপুর হতে প্রায় বার মাইল দূরে অবস্থিত। কাত্রাভু বর্তমানের কাতরাবো কালের পরিক্রমায় বর্তমানে মাছুমাবদ্দ গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার অধীন বারোক মৌজায় অবস্থিত এ মাছুমাবাদ গ্রাম বর্তমানে উত্তর মহল্লা হাটাব এবং দক্ষিণে দেওয়ান বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। (হাবিবা খাতুন .., ঈশা খাঁ *সমকালিন ইতিহাস*, বংশাই, কাটাবন, ঢাকা ২০০০, পৃঃ ৫২)

Location of Narayanganj
in Bangladesh
0
50
100
200
Kilometers
N
S
E
W
Location of Aminpur (Panam)
in Narayanganj District
Aminpur
Sonargaon Upazila
Narayanganj District
0 1 2 4
Miles

মানচিত্র-৩

# পানাম নগরের নামকরণঃ

প্রশ্ন জাগে পানামের সাথে 'নগর' যুক্ত হয়ে কেন 'পানাম নগর' নাম হল? পানামের অধিবাসী যারা তারা কি সবাই স্থানীয় ছিল? অথবা বাইরে থেকে আগত বিশেষ ব্যবসায়ী বণিকগোষ্ঠী এখানে বসতি স্থাপন করে নগরায়নের সৃষ্টি করেছিল কি? কিংবা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে জল ও স্থল পথে পানাম বাজারের বা বণিকদের সাথে সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য তারা এক সময় সব ধরনের আবাসিক সুবিধা সম্বলিত এই অংশটির নগর নামকরণ করে তাদের আভিজাত্য বুঝাতে চেয়েছিল? পানামেই কেন একটি রাস্তার দু'ধারে বাড়ি ঘর সম্বলিত ব্যতিক্রমধর্মী শহর গড়ে উঠল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেয়ে বলা যায় যে, মুঘলদের সময় ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সোনারগাঁওয়ের গৌরব ও ঐতিহ্য আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তবে এরপরও বন্দর নগরী হিসেবে সোনারগাঁওয়ের ঐতিহ্য বহু দিন টিকে ছিল। বলা যায় ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য স্থানীয় এবং আশেপাশের ব্যবসায়ীরা সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরে বসবাস শুরু করে। তাদের ব্যবসায়িক উন্নতির সাথে সাথে তারা এখানে জৌলুসপূর্ণ দালান কোঠা নির্মাণ করে, যা তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এসব ব্যবসায়ীর মূল ব্যবসা ছিল সুতি কাপড়, থান কাপড়, তাঁতের কাপড়, মসলিন ইত্যাদি তৈরি এবং বাজারজাত করা।

পানামের পার্শ্ববর্তী গ্রামে এখনও ঐতিহ্যবাহী সুতি কাপড় বিশেষত মসলিন কাপড়ের, উত্তরসুরী জামদানী তৈরি করা হয় (ডেমরা)। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে মুসলিম-পূর্ব যুগে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও বিক্রমপুরের অংশ ছিল।[১]

খ্রিষ্টীয় নবম শতকে আদিশুর নামে দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের বৌদ্ধ রাজাকে পরাজিত করে মুন্সিগঞ্জের নিকট রামপাল অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই রামপালে সেন রাজাদের রাজধানী ছিল। ১২০৪ খ্রিঃ বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের সংবাদে লক্ষণসেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করে, প্রচলিত জনশ্রুতি মতে তিনি এবং তাঁর তিন ছেলে বিক্রমপুর চলে আসেন এবং তাঁর বংশধরগণ সেখানে পরবর্তী একশত বৎসরের মত নিজেদের অনিশ্চিত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। এর পরপরই বিক্রমপুরের গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান হয়।-নদীর (ধলেশ্বরী) অপর পারে সোনারগাঁও আকর্ষণের মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।[২]

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এক সময়কার সেন রাজাদের রাজধানী রামপালে পানাম নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এই রামপাল এখন মুন্সিগঞ্জ জেলার মুন্সিগঞ্জ উপজেলার রামপাল ইউনিয়ন।[৩] প্রাক মুসলিম যুগে রামপাল একটি সমৃদ্ধশালী উন্নত সভ্যতার স্থান ছিল। এখানে রামপাল সুখবাসপুর (সুবাসপুর), বজ্রযোগিনী, শাখারী বাজার, সুয়াপাড়া, পানাম, মানিকেশ্বর, নাহাপাড়া, রঘুরামপুর, শঙ্করবান্দ, জোড়াদেউল, মীরকাদিম, কাজিকসবা, চাপাতলী, চূড়াইল, মহাকালী, কেওয়ার, কাগজীপাড়া, শাঁখারিবাজার, সিপাহীপাড়া, নগরকসবা, কামারনগর, দেওয়ার সোনারঙ্গ, টঙ্গিবাড়ী, পুরাপাড়া, ঘাসীর পুকুর পাড়, মাকুহাটি প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে রামপাল

নগরী সুবিস্তৃত ছিল।[৪] রামপাল সম্ভবত ১৩ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল। বর্তমানে এর উত্তর দিক মৃত ইছামতি ও প্রবাহমান ধলেশ্বরী নদী, পূর্ব দিকে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র নদী, পশ্চিম দিকে মীরকাদিম খাল এবং দক্ষিণ দিকে মাকুহাটি খাল দ্বারা বেষ্টিত।[৫]

মুন্সিগঞ্জের আবদুল্লাহপুরে একটি উৎকৃষ্ট বাজার ছিল। এখানে প্রচুর পরিমাণে কারুকার্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হত।[৬] এ বস্ত্রশিল্পের আরো প্রমাণ পাওয়া যায় রেনেলের মানচিত্রে। যেখানে লিখিত আছে যে, বিক্রমপুরের (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ) বস্ত্রশিল্পের উন্নতির যুগে মাকুহাটিতে প্রচুর তাঁতের 'মাকু' ক্রয় বিক্রয় হত।[৭] মাকুহাটি রামপালেরই একটি গ্রাম। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে তাঁতেরমাকু এতই ক্রয় বিক্রয় হতো যে এই মাকুর ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করেই অঞ্চলের নাম হয়েছিল মাকুহাটি। সুতরাং একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে মাকুহাটির তাঁতের মাকু ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করে এর আশে পাশের গ্রামগুলোতে উন্নত তাঁতের কাপড় ও অন্যান্য সুতি কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈরি হত।

ঔপনিবেশীক আমলেও এই অঞ্চলে কাপড় প্রস্তুত হত। আর এই কাপড় উৎপাদন বা প্রস্তুতকারীরা অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ঢাকাই মসলিন বুননের বা সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র উৎপাদনের জন্য রামপাল তথা বিক্রমপুরের বজ্রযোগীনি, সুখবাসপুর, শাখারী বাজার, পানাম, জোড় দেউল, গোবিন্দপুর, কাজী কসবা, নগর কসবা, খানকা ইত্যাদি বিখ্যাত ছিল। এসব গ্রামে উন্নত প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিক্রমপুর মসলিন বা অন্যান্য বস্ত্র তৈরির বিষয়টি নিয়ে আরো প্রমাণ ও গবেষণা হলে অনেক মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে আসবে। এ সম্পর্কে সঠিব সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয় এবং ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। সারা বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রকাশ্য কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই তারা এদেশের সর্বত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকে। বাঙালি বণিক ও মহাজনদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কোম্পানী তার প্রয়োজনীয় পণ্য শোরা, কাঁচা রেশম, চিনি, আফিম, মশল্লা ও সর্বোপরি তুলা ও রেশমী বস্ত্রাদী সংগ্রহ করে নিত। আঠারো শতকের ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বিপুল রপ্তানির ফলে তাঁত শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বিক্রমপুরের অধিকাংশ বাসিন্দা কৃষক সম্প্রদায় এভাবে তাঁতি পেশা গ্রহণ করে। কোম্পানীর আমলারাও অবশেষে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শরীক হয়ে উঠে। কোন কোন সময় তারা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে অন্যটিতে পণ্য সরবরাহের অজুহাতে বিনা শুল্কে নিজ পণ্যটিও চালান দিত। বিনা শুল্কে ব্যবসা ছাড়াও তারা এদেশ থেকে সম্পদের পাচার করে।[৮] এক সময় মসৃণ ও সূক্ষ্ম ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য খ্যাত ঢাকার সমৃদ্ধির ও এই সঙ্গে অবসান ঘটে। কুটির শিল্পের এই মন্দার ফলে কারিগরদের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র দেখা দেয়। অতঃপর এরা গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যে কোন শর্তে চাষের জমি ইজারা

নিতে বাধ্য হয়। সস্তা দামের বস্ত্রাদি উৎপাদনরত তাঁতীদের অবস্থারও ক্রমাবনতি ঘটে। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান মুন্সিগঞ্জকে ইংল্যান্ডের বস্ত্র আমদানিতে দুই থেকে সাড়ে তিন শতাংশ শুল্ক দিতে হত। কিন্তু ইংলান্ডে আসা মুন্সিগঞ্জ বস্ত্রের শুল্ক ছিল বিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ। তাই রপ্তানির বদলে মুন্সিগঞ্জ ইংল্যান্ডের বস্ত্র আমদানি শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল, অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল।[৯]

মুন্সিগঞ্জে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র স্থানীয় কাপড়ের তুলনায় অল্প দামে বিক্রি হয়, ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ছোট ছোট শহর রাজ্যগুলোতে কেবল এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। প্রাক্তন বাজার থেকে বঞ্চিত মুন্সিগঞ্জে কারিগরেরা তাদের হাতের তৈরি কাপড় বা বস্ত্র ব্রিটেনে উৎপন্ন বস্ত্রের সামনে সমান দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলত কারিগরদের জীবিকার মানের খুবই অবনতি ঘটে। দৃষ্টান্ত হিসেবে রামপালে বজ্রযোগীনি অঞ্চলে ১৮১৫-১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাঁতের মাথাপিছু আয় ৭৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ১৮২০ এর দশকে মুন্সিগঞ্জে আমদানিকৃত মোট তুলাজাত পণ্যের একটি অংশভাগ এক ষষ্ঠাংশে পৌঁছায়। সুতা সংগ্রহকারী ব্যবসায়ী ও মহাজনদের অবস্থা আরও জটিল হয়। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁতীদের ৬০ শতাংশই মধ্যযুগী ব্যবসায়ীদের কাছে অঢেল ঋণের দায়ে বাধা পড়েছিল।[১০]

উদ্ভুত এসকল পরিস্থিতির কারণেই মনে করা যায় রামপালের পানাম ও বজ্রযোগীনীসহ এর আশেপাশের গ্রামের ঐ সকল তাঁতীরা তাদের জীবিকার সন্ধানে বন্দর নগরী সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরে চলে আসে এবং সেখানে এসে পানামের অবস্থানরত অধিবাসীদের সাথে বসতি স্থাপন করে। সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরীর নির্মিত স্থাপত্যের সময়কালের সাথে রামপালের পানাম ও এর আশে পাশের অধিবাসী তথা হিন্দু তাঁতী ও ব্যবসায়ী বণিক গোষ্ঠির আগমনের সময়কালের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

এসব গ্রামবাসীরাই সম্ভবত পানামের উন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা এবং নাগরিক সুবিধার কারণে 'পানাম নগর' বা শহর নামকরণ করেছিল।

আঠার শতকের শেষ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্রিটিশদের কর্তৃত্বের কারণে উক্ত সংকটময় সময়ে পানাম ছাড়াও ঢাকার আশে পাশে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীরা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার একটি বড় প্রমাণ ঢাকার শাঁখারী বাজার। অত্র এলাকা রামপালের শাঁখারীরা এসে বসবাস স্থাপন করে এবং ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে।[১১]

এসব গ্রামবাসীরা যে এখানে এসেছিল তার আরও একটি প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে সোনারগাঁও পানাম এবং রামপাল-পানামের অধিবাসীদের ধর্ম ছিল একই । অর্থাৎ এরা ছিল বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। বৈষ্ণবরা হিন্দুদেরই একটি ভিন্ন মরমী সম্প্রদায়।[১২] বৈষ্ণম ধর্মের তাৎপর্য নিহিত ছিল প্রধান দেবতার আরাধনায়।

বিষ্ণু নারায়ণ, বাসুদের অথবা তাদের দু'জন জনপ্রিয় অবতার কৃষ্ণ বা রামের যে কোন একজনের আরাধনা। ব্রহ্ম, শিব এবং অন্যান্য দেবতার প্রতিও তাদের শ্রদ্ধা ছিল।[১৩]

পানামের অধিবাসিরা বেশি সংখ্যকই যে বৈষ্ণম ধর্মাবলম্বী ছিল তার একটি বড় প্রমাণ সামাজিক ভাবে প্রতিবছর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। এসব অনুষ্ঠানের ঝুলন যাত্রা ছিল অন্যতম। ঝুলন যাত্রা বৈষ্ণম ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ ধর্মীয় উৎসব। রাধাকৃষ্ণের মূর্তিসহ রথযাত্রা এ সময়ের উৎসবের মধ্যে প্রধান। ঢাকার শাঁখারীপট্টিতে এ ধরনের উৎসব এখনো হয়।[১৪] সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তারা নগরের পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণ সারির ১ম ও ২য় নম্বর বাড়ির যুগলের পূর্ব পার্শ্বস্থ খোলা চত্বরটি ব্যবহার করত। এখানেই প্রতি বছর মেলা বসতো। এই চত্বরের তোরাণদ্বারে পলেস্তরা দ্বারা স্টাকো নকশার মাধ্যমে নির্মিত দু'টি উড়ন্ত নারী মূর্তি প্রজ্বলিত আলো হাতে সর্বদা শোভা পেত। লোকমুখে জানা যায় ঝুলন যাত্রার সময়ে পানামনগরকে নববধুরূপে সজ্জিত করা হত।[১৫] বর্তমানে খালি জায়গাটুকু থাকলেও আলো হাতে নারী মূর্তি দুটি নেই।

হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবরাই 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে' কীর্তন করে থাকে। আর পানাম নগরের বেশ কয়েকটি বাড়িতে বা ইমারতে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে' কীর্তনটি উৎকীর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও বলা যায় একসময় মনসা পূজা বিশেষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বহু মনসাদেবীর মূর্তি, মনসার ঘাট ইত্যাদি পাওয়া গেছে। মুন্সিগঞ্জের গ্রাম থেকে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত মনসামূর্তি পাওয়া গেছে।[১৬] পানামের স্থাপত্য অলংকরণ বিশ্লেষণে সর্প নকশা মোটিভও দেখা যায়। যেমন ৫ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে দু'টি ফনা তোলা সাপের নকশা। এতে মনে হয় পানামের কিছু সংখ্যক অধিবাসি মনসা পূজারী ছিলেন।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা যায় জলধারা বেষ্টিত সুরক্ষিত পানাম পূর্বকাল থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানহিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের দেয়া বিভিন্ন তথ্য তা প্রমাণ করে। বিশেষ করে মসলিন তৈরি ও তাঁতবস্ত্র তৈরির গুরুত্বপূর্ণস্থান, কাছাকাছি খাসনগর দীঘির, (মসলিন ধৌত করণের জন্য প্রাকৃতিক ভাবে রাসায়নিক উপাদান মিশ্রিত একমাত্র জলাধার) অবস্থান, সোনারগাঁওয়ের আড়ং এর তাঁতখানা থাকায় স্থানীয় এবং মুন্সিগঞ্জের পানাম সহ আশেপাশের বহিরাগত বণিক গোষ্ঠি এখানে বসতি স্থাপন করে।[১৭]

আশেপাশের গ্রাম পরিবেষ্টিত পানামে বিভিন্ন উন্নত নাগরিক সুবিধা সম্বলিত এ স্থানটি নগর বা শহর নামে অভিহিত হতে থাকে অর্থাৎ লোকমুখে প্রচলিত হয়ে যায় পানাম নগর। এ নগর ছাড়া সমগ্র সোনারগাঁও এলাকাজুড়ে প্রলম্বিত রাস্তা আড়তদারদের বাজার ও অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যে অংশগ্রহনকারী বণিক গোষ্ঠির বসবাস উপযোগী অন্যকোন নগরের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়নি।

তথ্য নির্দেশিকাঃ


১. গুলশান অহম্মেদ- *সোনারগাঁও পরিচিতি, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, প্রকাশনা ঢাকা ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃঃ ৩০০-৩০১

২. প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩০৬

৩. Geo 85 & code No 767 (Small Area Atlas of Bangladesh- Mouzas and Mahallahs of Dhaka District – Bangladesh Bureau of Statistics - September-1985, P 68– 69

৪. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস, ঘাস, ফুল, নদী, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ: ৩১৭*

৫. হাবিবা খাতুন- দৈনিক আজকালের খবর-*ঢাকা নগরীতে ইসলামী সংস্কৃতি প্রবেশ ও সুখবাস ভাষীদের অবদান*-বুধবার ৪ঠা এপ্রিল ২০১২-পৃঃ ৪

৬. শ্রীহিমাংশু ঘোষ চট্রপাধ্যায়, *বিক্রমপুর-২য় খন্ড*, বিক্রমপুর প্রতিভা কার্যালয় থেকে শ্রীদয়াময় চট্রপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, নারায়ণগঞ্জ, ১৮৫৯ পৃঃ২৩

৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪

৮. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লেলিন, *ঐতিহ্যবাহী মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের ইতিহাস*, ১৯৯৪,পৃঃ ১৬৪

৯. প্রাগুক্ত, পঃ ১৭১

১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭০

১১. পূবোক্ত পৃঃ ৩১৭ ও ৩২০

১২. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৭, পৃ: ২৭৮ ।

১৩. এম, এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯০২, পৃঃ ২৯১

১৪. হাবিবা খাতুন, *চারুকলা*, ৩য় সংখ্যা ১৯৯৪

১৫. ফকির ফারুক আহম্মেদ, সালাউদ্দিন আহম্মেদ, ওয়াকিল আহম্মেদ (সম্পাঃ) ইতিহাস, অষ্টবিংশতি বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা-১৪০১ পৃঃ৬৭

১৬. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূবোক্ত পৃঃ ৩২৫

১৭. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা নগর যাদুঘর, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৬২

# সেনারগাঁয়ের মানচিত্র

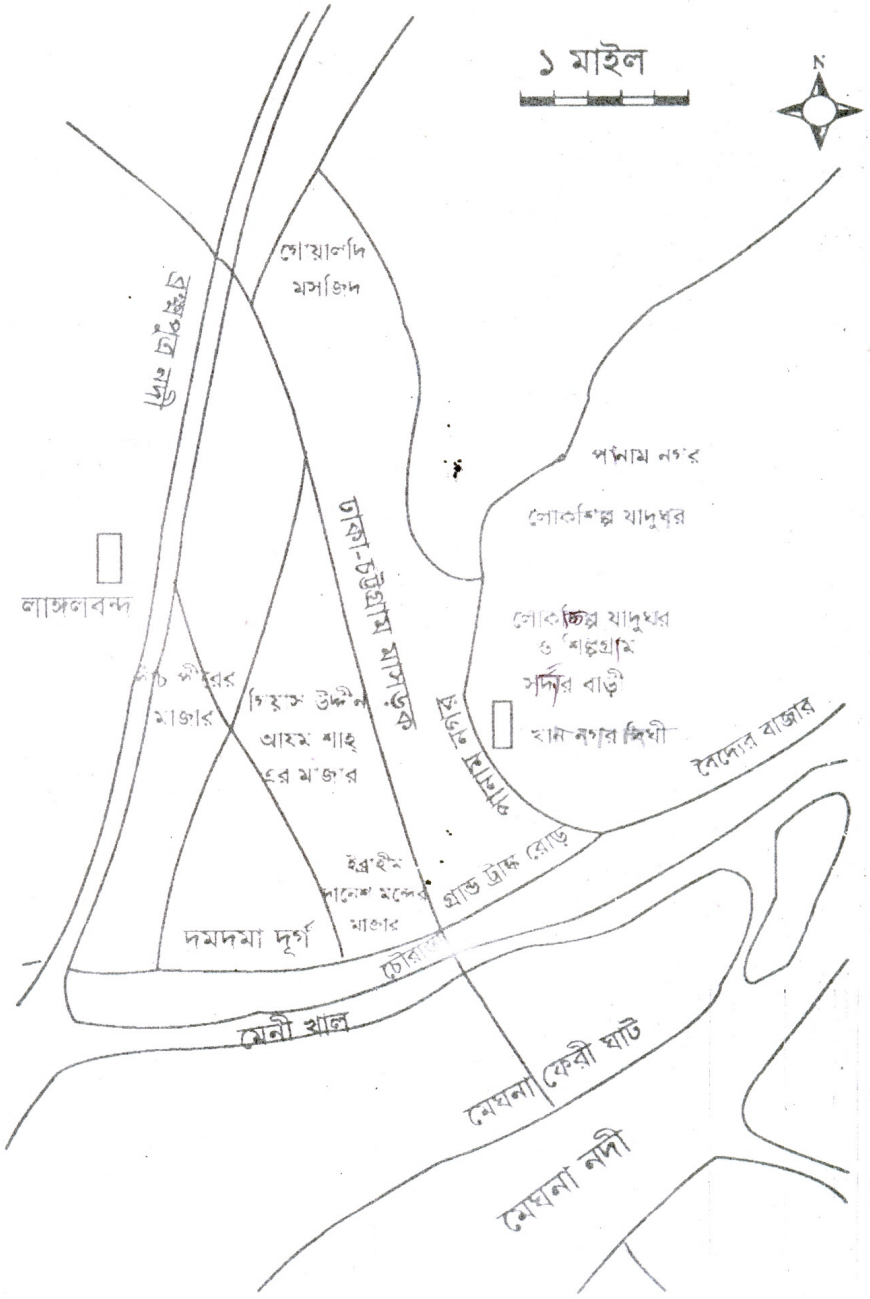


সোনাকান্দা দুর্গ

মানচিত্র ৪

# তৃতীয় অধ্যায়
# ইমারতসমূহের সাধারণ বর্ণনা ও শিল্পশৈলী (গাত্রালংকার)

পানামে নির্মিত স্থাপত্যসমূহ ব্রিটিশ শাসন যুগে পূর্ব বাংলার হিন্দু ব্যাবসায়ীদের উদ্যোগে গড়া একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য রীতির প্রতিভূ। এ সময়ের ইমারত বা দালানসমূহ প্রধানত বসত বাড়ি। ইতঃপূর্বের স্থাপত্যসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে সেগুলো ধর্মীয় ভাব ধারায় তৈরি। এ সময়ের স্থাপত্য রীতিতে একটি পরিবর্তন আসে, এ পরিবর্তন ব্যক্তিগত পর্যায়ের। ব্যক্তিগত রুচিবোধকে প্রাধান্য দিয়ে স্থাপত্য তৈরি হতে থাকে এবং তাতে জটিল স্থাপত্য শৈলী যোগ হতে থাকে। সার্বিক রূপ; এর নির্মাণ শৈলী, নির্মাণ উপাদান এবং সব কিছুতেই একটি সম্মিলিত শিল্প রূপ বিধৃত। এ সময়ের প্রচেষ্টা ছিল স্থাপত্য শিল্পের বাছাই করা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বৈশিষ্টাবলী একত্রে মিলিয়ে একটি আবাসিক এবং বসবাস উপযোগী ইমারত গড়ে তোলা; যাতে নতুন একটি ধারার নকশা প্রচলিত হয়ে উঠে।[১] অর্থাৎ পানামের দালান কোঠাগুলো একটি বিশেষ ধারায় নির্মিত যাকে বর্তমান আলোচনায় ঔপনিবেশিক এবং একটি নতুন ধারার মিশ্র স্থাপত্য রীতি বলা যায়। এ রীতি বাংলায় ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল।[২]

## ৩.১ বৈশিষ্টঃ

মুসলমান এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের মধ্যে জৌলস পূর্ণভাবে তৈরি এসব আবাসিক দালানগুলো ঔপনিবেশিক আমলের সোনারগাঁওয়ের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্যের প্রতীক হিসাবে দেখা যায়। এ উন্নতি কেবল মাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু সম্প্রদায় সব সময় আলাদা ভাবে বাস করত । সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতিতে মুসলমানদের থেকে পৃথকভাবে থাকত।[৩]

পানাম নগরের ইমারাতসমূহ কোথাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, আবার কোথাও সন্নিহিত। এগুলোর অধিকাংশই আয়তাকার এবং উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। উচ্চতা এক তলা থেকে তিন তলা পর্যন্ত । বাড়িসমূহের পিছন দিকে খাল, পুকুর ঘাট, ইঁদারার অবস্থান থেকে বুঝা যায় যে, সন্নিহিত বাড়ির বাসিন্দারা যৌথভাবে বাড়ির পশ্চাত ভাগের সুবিধাদি ভোগ করতেন। ইমারতসমূহের অবয়ব ও নমুনায় বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন- দ্বি বা ত্রি তল পর্যন্ত উচ্চতা, গঠনের অনুরূপতা এবং খিলান দ্বার পথের সাদৃশ্য ইত্যাদি। অন্য দিকে বারান্দা, ঝুল বারান্দা বা অলিন্দ্য, উন্মুক্ত গ্যালারী, দ্বিতল বা ত্রি-তলে উঠার সিঁড়ির ধরণ, আকৃতি, অভ্যন্তরীণ করিডোর, কক্ষের বিন্যাসের অনুরূপতা, সংযুক্ত বাড়িতে যাতায়াতের জন্য গুপ্ত করিডোরের অনুরূপতা এবং দেউরী সংযোজনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। ইমরাতসমূহের শীর্ষঅলংকৃত ছাদপ্রাচীর বা রেলিং, অভিক্ষিপ্ত কার্ণিশ, ইমারত গঠন কাঠামোর সঙ্গে চমৎকারভাবে মানানসই হয়েছে। ইমারত সজ্জিত করণ ব্যবস্থা ইউরোপীয় রীতিতে এবং স্থানীয় নকশা সমন্বয়ে করা হয়েছে।

পানামের ইমারাতসমূহ সবই ইট নির্মিত। ইমারতের বহির্ভাগের গাঁথুনির উপযোগী করে ইটগুলো ব্যবহৃত। বিভিন্ন আকৃতির ইট যেমন- গোলাকার, খিলানকার, কৌণিক, অর্ধ বৃত্তাকার, বক্ররেখা ইত্যাদি। ইমারতের দেয়ালগুলো ৫০ থেকে ৭০ সে.মি. পুরো। ছাদ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাঠের তৈরি, কাঠের কড়ি বর্গার উপর স্থাপিত। প্রায় সব ইমারতেই অঙ্গ সজ্জার উপকরণ হিসাবে কাঠের দরজা, জানালার অনুকরণে প্লাস্টারের তৈরি কৃত্রিম দরজা ও জানালা করা হয়েছে। ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঢালাই, লোহার তৈরি ব্রাকেট, ভেন্টিলেটার, জানালার গ্রীল, রেলিং এবং পিল্লা বা গোলস্তম্ভ। ইমারতের অভ্যন্তরভাগের কারুসজ্জায় প্রায় সর্বত্রই চীনামাটির বাসনের টুকরা (স্থানীয় ভাবে চিনি টিকরী নামে পরিচিত) ব্যবহৃত হয়েছে। এটা বাংলার নিজস্ব অলংকরণ বৈশিষ্ট্য। ইমারতের বহির্ভাগে দেয়ালের নিম্নাংশে অংলকরণ ব্যবহার কদাচিত দেখা যায়। খিলান ও ছাদের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যাপকভাবে অলংকরণ প্রয়োগ হয়েছে।

পানামে চারটি পুরাতন পুকুর আছে। সেগুলো সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে এবং একটি বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিদ্যমান। এগুলো খাল হতে বিচ্ছিন্ন এবং বৃষ্টি ও মাটির নীচের ঝর্ণা হতে প্রাপ্ত জল ধারণ করে।

পানাম নগরের অধিকাংশ বাড়ির পিছনে পূর্ব পার্শ্বে কুপ বা ইন্দারা ছিল সুপেয় পানির জন্য।বিশেষ করে রাস্তার নিম্নাংশের বাড়িসমূহের পিছনের দিকে এখনও বেশ কিছু কুপ বিদ্যমান আছে। তবে এখন আর এগুলো ব্যবহৃত হয় না। পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পানাম বরাবরই ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের কারণে হিন্দুদের দেশ ত্যাগের ফলে এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর দাঙ্গার ফলে পানাম অনেকটা জন মানবহীন শহরে পরিণত হয়।[৪] পানামের রাস্তামুখী বাড়িসমূহ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ১) মধ্যবর্তী হল ঘর সম্বলিত ২) মধ্যবর্তী অঙ্গন (উঠান) সম্বলিত, ৩) সমন্বিত।[৫]

**১) মধ্যবর্তী হলঘর সম্বলিত ধরণঃ**

মধ্যবর্তী হলঘর ইমারতের সংযোগ কেন্দ্র বিধায় এগুলোকে ব্যাপক অলংকরণের সাহায্যে অতীব মনোরম করে তোলা হয়েছে। পানামের হলঘর সম্বলিত বাড়িসমূহের মধ্যে রয়েছে ১ নম্বর বাড়ি, ২ নম্বর বাড়ি, ৩ নম্বর বাড়ি, ৯ নম্বর বাড়ি, , ৩৪ নম্বর বাড়ি, ৩৬ নম্বর বাড়ি, ৩৯ নম্বর বাড়ি ও ৪৩ নম্বর বাড়ি।

**২) মধ্যবর্তী অঙ্গন (উঠান) সম্বলিত ধরণঃ**

অঙ্গনের চার পাশ ঘিরে নির্মিত হয়েছে অন্যান্য কক্ষ। অঙ্গনের ভিত পাকা এবং উপরিভাগ ছাদ বিহীন, উন্মুক্ত, সাধারণ ভাবে অঙ্গনের চারপাশে রয়েছে বারান্দা এবং এ বারান্দায় রয়েছে খিলানাকার দ্বারপথ। মধ্যবর্তী উঠান সম্বলিত বাড়িসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২ নম্বর বাড়ি, ৫ নম্বর বাড়ি, ১৩ নম্বর বাড়ি, ৩২ নম্বর বাড়ি, ৩৩ নম্বর বাড়ি ও ৩৪ নম্বর বাড়ি।

**৩) সমন্বিত ধরণঃ**

এ ধরণের বাড়িসমূহের অভ্যন্তরে কোন অঙ্গন বা হল ঘর নেই। পানাম নগরের অধিকাংশ বাড়িসমূহের বিশেষত একতলা বাড়ি এ সমন্বিত ধরণের অর্ন্তভূক্ত।

সমন্বিত ধরণ ও অন্যান্য বাড়িসমূহের স্থাপত্য নকশা থেকে বুঝা যায় বাড়িসমূহের মালিকেরা একই রকম অর্থনৈতিক সামর্থের ছিল না। মানের দিক থেকে এগুলো বিভিন্ন ধরণের। এ ধরণের বাড়িসমূহ যথাক্রমে ৪ নম্বর বাড়ি, ৬ নম্বর বাড়ি, ৭ নম্বর বাড়ি, ৮ নম্বর বাড়ি, ১০ নম্বর বাড়ি, ১১ নম্বর বাড়ি, ১২ নম্বর বাড়ি, ১৪ নম্বর বাড়ি, ১৫ নম্বর বাড়ি, ১৭ নম্বর বাড়ি, ১৮ নম্বর বাড়ি, ২০ নম্বর বাড়ি, ২১ নম্বর বাড়ি, ২২ নম্বর বাড়ি, ২৩ নম্বর বাড়ি, ২৪ নম্বর বাড়ি, ২৫ নম্বর বাড়ি, ২৬ নম্বর বাড়ি, ২৯ নম্বর বাড়ি, ৩০ নম্বর বাড়ি ও ৩১ নম্বর বাড়ি।

এছাড়াও মিশ্র শৈলীর বাড়িও পানাম নগরে দেখা যায়। যেমন বাড়ি নম্বর ৩। এই বাড়িতে ২য় তলায় বড় একটি হল ঘর রয়েছে এবং বাড়ির পিছন দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে একটি বড় উঠানও রয়েছে।

ছোট সরদার বাড়ি নামে পরিচিত বাড়িটিও মিশ্রশৈলীর বাড়ি। এ বাড়িটিতে কেন্দ্রিয় হল ঘর এবং মধ্যবর্তি উঠান রয়েছে।

## ৩.২ বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

পানমের বাড়িসমুহের মধ্যে অপর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা য়ায়। তা হচ্ছে একটি বাড়ির সাথে আরেকটি বাড়ি সংযুক্ত করে নির্মান। সংযুক্ত বাড়িসমূহের মাঝে ও এক পাশে অথবা দু পাশে কড়িডোর রয়েছে। বাড়িসমুহের মধ্যে রয়েছেঃ

২ নম্বর বাড়ি, ৫ নম্বর বাড়ি, ৬ নম্বর বাড়ি, ৯ নম্বর বাড়ি, ১০ নম্বর বাড়ি, ১৭ নম্বর বাড়ি, ৩৮ নম্বর বাড়ি, ৪১ নম্বর বাড়ি, ৪১(১) নম্বর বাড়ি ও ৪৮ নম্বর বাড়ি। সংযুক্ত বাড়িসমুহ ১-২,৪-৫-৬-৭-৮, ১১-১২, ১৪-১৫-১৬-১৭, ২৬-২৭, ২৮, ৪১-৪১(ক), ৪৬-৪৭-৪৮,৪৯ ।

এছাড়া সংযুক্ত বাড়িসমূহের কোন কোনটির সাথে গুপ্ত কোরিডোর রয়েছে। সেগুলো দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাতায়াত করা যেত। যেমন:- ৪ নম্বর বাড়ি, ৫ নম্বর বাড়ি, ৬ নম্বর বাড়ি, ৭ নম্বর বাড়ি, ৮ নম্বর বাড়ি। ১ নম্বর বাড়িতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে, সেটি হল বাড়িটির সম্মুখে ছাদের উপর ডান দিকে একটি খাট চারকোনা স্তম্ভের মাথায় তিন দিকে তিনটি ছোট ত্রিভূজাকৃতি বা ছোট পেডিমেন্ট রয়েছে (চিত্র-৩.১)। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য খ্রিষ্টান কোন স্থাপত্যে বা গির্জায় সাধারণত দেখা যেতে পারে কিন্তু পানাম নগরের এই হিন্দু প্রধান আবাসিক এলাকায় এধরণের ব্যাতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য কোন বিশ্বাস বা কিসের প্রতীক তা বলা মুসকিল। এছাড়াও এখানে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমনঃ- ১৩ নম্বর বাড়ি ও ৩১ নম্বর বাড়িতে পিছনের দিকে দোচালা কুড়েঁ ঘরের মত কক্ষ। অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির এই ব্যাতিক্রমধর্মী ছাদ

বিশিষ্ট কক্ষ দুটি বাড়ির  পারিবারিক মন্দির ছিল বলে মনে হয়। দু'টি ছাদেরই কেন্দ্রস্থলে একটি শীর্ষদন্ড শোভিত।

১৬ নম্বর ও ৩৭ নম্বর বাড়ি দুটি পানামের অন্যান্য বাড়ি থেকে একটু ব্যাতিক্রম ধর্মী। কেননা দ্বিতল এ বাড়ি দুটিতে রয়েছে বাইরে অবিক্ষিপ্ত বারান্দা ও ছাদ বহন করার জন্য লোহার তৈরি স্তম্ভ, কার্ণিশের নীচে লোহার তৈরি ঝালর ব্যবহার করা হয়েছে। ২০, ২১, নম্বর বাড়ি দুটিও ব্যাতিক্রম ধর্মী। কেবল একটি মাত্র কক্ষ বিশিষ্ট একতলা এ ইমারত দুটি অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক ছোট আকারে নির্মিত। প্রায় একই রকমের অলংকরণে সজ্জিত। ইমারত দুটি পিছনে ৩ নম্বর পুকুর ঘেষে তৈরি। ২০ নম্বর ইমারতটি থেকে একটি সোপান শ্রেণি সরাসরি জি, আর, পুস্কুরনীর ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত। ২৬, ২৭ নম্বর বাড়ির বিপরীতে নির্মিত এ বাড়ি দুটিকে বাড়ি না বলে শুধুই ইমারত বা দালান বলা উচিত। কেননা এ ইমারত দুটি সম্ভবত বিপরীত বাড়িসমুহের বসবাসকারীদের বিশেষ কোন প্রয়োজনে নির্মিত হয়ে ছিল। এ দুটি ইমারতের রূপ দেখে প্রতীয়মান হয় যে এগুলো বিপরীত বাড়িসমূহের খাবার বৈঠক খানা হিসাবে ব্যবহৃত হত। এছাড়া পুস্কুরনী সংলগ্ন এধরণের ক্ষুদ্রাকৃতির স্থাপনাগুলো স্নান ও পোশাক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত ছিল।[৬]

পানাম নগরের সবচেয়ে ব্যতিক্রম ধর্মী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একই রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ভাবে নির্মিত বাড়ি এবং বিশেষ করে একটি বাড়ির দেয়াল ঘেষে আরেকটি বাড়ি নির্মাণ অর্থাৎ সংযুক্ত বাড়ি। (Sonargoan Panam গ্রন্থটির ৯ নম্বর বাড়ি )এ অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত ৫ নম্বর বাড়ির ৩য় তলায় একটি চন্দ্র তাপ রয়েছে।[৭] কিন্তু উল্লেখিত অংশ এতটাই ধবংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে যে চন্দ্রতাপ হিসেবে মনে হয়না।  ৩য় তলার অংশটি বাড়ির অনান্য অংশের মত বসবাসের  জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।

এছাড়া পানাম অলংকরণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যর দেখা যায় কাশিনাথ ভবনের খিলানের উপর ব্রিটিশ ক্রাউন' আকৃতির নকশা (চিত্র-৩.২)।[৮] এ ধরনের নকশা  সাধারণত দেখা যায় না।

## ৩.৩ নির্মাণ উপকরণঃ

একটি দেশের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও কৌশল নির্ভর করে সেখানকার ভৌগলিক অবস্থান, পারিপার্শ্ববিক অবস্থা, সহজলভ্য উপকরণ, স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রভাব এবং বিশেষ করে পৃষ্ঠপোষকতার উপর। পাথর ও মার্বেলের অভাবে এবং প্রচুর পলিমাটি দ্বারা ইট তৈরির সুযোগ থাকায় বাংলায় স্থাপত্যে ইটের ব্যবহার সর্বত্র দেখা যায়। ফলে এ দেশের স্থাপত্যরীতিতে 'Brick Style' এর উদ্ভব হয়। এ কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইমারতে পোড়া ইট ব্যবহৃত হয়েছে।[৯]

পানামের প্রধান নির্মাণ উপাদান ইট। গাথুঁনীর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের ইট নির্মিত হয়ে থাকে। যেমনঃ- গোলাকৃতি, কোণাকৃতি, খিলানাকৃতি, কৌণিক, অর্ধবৃত্তাকৃতি বক্রাকৃতি ইত্যাদি। ইটসমূহ পলেস্তরায় আচ্ছাদিত কিংবা গৃহমুখের নকশা অলংকরণে একতল উন্মুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত। কৌণিক ইট সাধারণত

ইমারতের অবকাঠামো নির্মাণে যেমন খিলানের উত্থান বিন্দু ও খিলান শীর্ষে ব্যবহৃত হয়েছে। ইট নির্মিত দেয়ালের ঘনত্ব ৫০ থেকে ৭০ সে:মি: এর মধ্যে উঠা নামা করে। চুন সুরকী প্রধানত গাথুঁনীর উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমারতের ছাদ কাঠ নির্মিত কড়ি বর্গার উপর স্থাপিত (চিত্র-৩.৩) একটা বিমের (I-beam) ব্যবহারও মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়। ইট নির্মিত খিলান ছাদ সচরাচর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের আচ্ছাদন হিসেবে দেখা যায়। গৃহমুখের নকশা ও ইমারতের অভ্যন্তরিন গাত্রালংকারে পলেস্তরা অলংকরণের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। পলেস্তরায় নির্মিত মেকি দরজা জানালা আকৃতির নকশা একটি সাধারণ অলংকরণ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বহির্কোণে স্থাপিত প্রস্তরের নকল হিসেবে ইট ও পলেস্তরা লক্ষণীয়। ঢালাই লোহার বন্ধনী (Cast iron bracket) বায়ুরন্ধ্র (Ventilator) জানালার জালি (grille), ক্ষুদ্র স্তম্ভ (সাধারণত রেলিং এর পিলপা) ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার এখানে পরিলক্ষিত হয়। ইমারতের অভ্যন্তর ভাগের অলংকরণে স্থানীয়ভাবে পরিচিত 'চিনিটিকরী' (চীনা মাটির বাসনের টুকরা) সম্বলিত অলংকরণের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় ছিল। এমনকি উক্ত অলংকরণ ইমারতের বর্হিগাত্রে ও অভ্যন্তরে সীমিত আকারে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[১০]

## ৩.৪ পানাম নগরের বিদ্যমান স্থাপত্যের বিবরণঃ

প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর ও নাজিমউদ্দিন আহমেদের যৌথ উদ্যোগে পানামের বিদ্যমান বাড়িসমূহেকে বুঝার ও লিখার সুবিধার্থে ধারাবাহিকভাবে নম্বর প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বা সে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে এ অভিসন্দর্ভে বাড়িসমুহের বর্ণনা করা হয়েছে।

**ডান দিকের বাড়িঃ**

**১ নম্বর বাড়িঃ**

পানাম নগরে প্রবেশ করতেই দক্ষিণ দিকে দেখা যায় বিশাল একটি বাড়ি সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। পানামের ধনাঢ্য বাড়িসমুহের মধ্যে এটি অন্যতম। যদিও বাড়িটি জড়াজীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়। ইমারতটি দেখে একটি বাড়ি মনে হলেও এখানে মূলত একসাথে লাগোয়া বা সংযুক্ত দুটি বাড়ি। এখানে এক নম্বর ও দুই নম্বর বাড়ি। অর্থাৎ একটি বাড়ির সাথে অন্য একটি বাড়ি সংযুক্ত করে তৈরি করা। এক নম্বর বাড়িটি প্রচলিত হলঘর সম্বলিত। মাঝখানে কেন্দ্রীয় হলঘরটি ৩১′×১৮′। দোতলা পর্যন্ত চারিদিকে বারান্দা বা করিডোর।

এ দ্বিতল বাড়িটি উত্তর দিক (রাস্তার দিকে) ৩৪′ চওড়া আর ৭৩′ দীর্ঘ। এ ইমারতটি ২ নম্বর বাড়ি থেকে একটু পিছিয়ে করা (চিত্র-৩.৪)। ইহার নীচ তলায় রয়েছে পাঁচটি খোলা প্রবেশ দ্বার। যার উপর রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার খিলান। মাঝখানের অংশে সামান্য বর্ধিত বারান্দা। প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করে একটি ছোট কক্ষ। বাদিকের প্রবেশ পথ দিয়ে এগুলো হচ্ছে হল ঘর এবং বাদিকে একটি সিঁড়ি। এ সিঁড়ি দিয়ে হল ঘরের উপরে চারিদিকে ঘোরানো ব্যালকনিতে যাওয়া যায়। সিঁড়িটির ডান দিকে একটি মঞ্চ সদৃশ একটি

অংশ। এ অংশটির সম্মুখে রয়েছে কয়েকটি সরু গোল সংযুক্ত স্তম্ভের উপর ত্রি-পত্র বিশিষ্ট আকর্ষণীয় খিলান। এ অংশ টুকু হল ঘরের মূল মেঝের অংশ থেকে একটু উঁচু। হল ঘরের পিছনের অংশে নীচের তলা ও উপর তলায় রয়েছে একটি করে কক্ষ। উপর তলার কক্ষটির পিছনে ঝুলান বারান্দা ছিল। এখন ভগ্নঅবস্হায় আছে। কক্ষ দুটির ভিতর বড় বড় কুলঙ্গী সদৃশ অংশ দেখা যায়। মনে হয় একক্ষ দুটি নৃত্যশিল্পীদের জন্য ছিল। অথবা অতিথিদের জন্য ছিল। এই কুলঙ্গী সদৃশ অংশগুলো কোন জিনিসপত্র রাখার জন্য ব্যবহৃত হত।

এ বাড়িটির হলঘর নীচ তলা থেকে উপর তলা পর্যন্ত উঠে গেছে এবং হলঘরের চারিদিকে করিডোর রয়েছে। বা পাশে বা পশ্চিম কোণায় একটি ছোট বারান্দা এবং সেখানে রয়েছে উপর তলায় উঠার একটি সরু সিঁড়ি। একটি সরু ৫/৬// ব্যালকোনি রয়েছে কেন্দ্রীয় হলঘরটির চারিদিক ঘিরে। নিচের করিডোরের ঠিক উপরে। সেখান থেকে হলঘরে দেখাশোনা ছাড়াও পিছনের ঘরগুলোতে যাতায়াত করা যায়। এ ইমারতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্বে ৪ নম্বর পৃষ্টায় উল্লেখ করা হয়েছে ।

**অলংকরণঃ**

হলঘরটির চারিদিক ফুলপাতার নকশায় রঙ্গিন অলংকরণে সজ্জিত করা এবং হলঘরটির ভিতরে নীচতলা এবং উপর তলায় উত্তর-দক্ষিণ দিকে তিনটি করে খিলান এবং পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচটি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সারি রয়েছে। নীচ তলার উত্তর দিক অধবৃত্তাকার ছাড়া অন্য খিলানগুলো দেয়াল গাত্রে চ্যাপ্টা স্তম্ভের উপর করা। এদের মাথায় রয়েছে আধা করেন্থিয়ান স্থাপত্য রীতির নকশা। এছাড়া অন্যদিকগুলোর মধ্যবর্তী খিলান একটু ভিন্নভাবে অলংকৃত করা। উপর তলায় উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মাঝের খিলানটি একটু বড় এবং খিলানের অর্ধবৃত্তাকার অংশ বর্ডার নকশা করা হয়েছে এবং নীচ তলার মধ্যবর্তী খিলানে অর্ধবৃত্তের কিস্টোন ফুলেল নকশায় সজ্জিত । খিলানের স্তম্ভগুলোর নীচের অংশও (Plinth) সুন্দর রঙ্গিন ফুলপাতার নকশা দিয়ে সজ্জিত।

নীচতলার উত্তর দিকে তিনটি খিলান বিশেষভাবে নির্মিত এবং সজ্জিত। খিলানগুলো সৌখিন ত্রিপত্রাকার ধরণের এবং একটির পিছনে আরেকটি খিলান। খিলানগুলোর উপরে একটি সারি শাড়ীর পাড়ের মত নকশা করা এবং চারিদিকে ফুল লতা-পাতা রঙ্গিন 'মিনা করা' মোজাইক নকশা দ্বারা অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা (চিত্র-৩.৫.ক)। এখানে সৌন্দর্যেমন্ডিত খিলানসারি এক সারি সরু ৫/৬ টি স্তম্ভের উপর নির্মিত। স্তম্ভগুলোর উপর ক্যাপিটালগুলো মনে হয় একটি সজ্জিত পাত্র(চিত্র-৩.৫.খ) এবং সেখান থেকে খিলানগুলো উপরে উঠে গেছে। গোল স্তম্ভের গোড়ালিগুলো এবং দেয়ালের সাথে সংযুক্ত পিলারগুলো চকচকে মোজাইক দ্বারা সজ্জিত। ঝুলানো তিনটি স্তম্ভও মোজাইক দিয়ে সজ্জিত এবং করেন্থীয়ান স্থাপত্য রীতিতে চূড়াগুলো সজ্জিত।

ভিতরের দেয়ালগুলো engraild খিলান, এর বর্ধিতাংশ, সফিট (Shafit) এবং স্তম্ভ (Collumn) দিয়ে উদারভাবে সজ্জিত এবং রঙ্গিন নকল পাথর দ্বারা নকশাকৃত। 'Pietra-dura' নকশার ঝিলিক দেওয়া উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো দ্যুতি আধা অন্ধকারের মধ্যে মনে হয় নতুন দিনের আত্মার বহিরপ্রকাশ ঘটাচ্ছে।[১১] জাঁকালো দেয়াল চিত্রগুলোর সজ্জিতকরণ পদ্ধতিতে আরো আকর্ষণ বাড়ায় clerestory জানালাগুলোর রঙ্গিন কাঁচ। খিলানের উপর অতি চোখা ও প্যাচানো স্থাপত্য রীতি দেখে মনে হয় স্থানীয় স্থাপত্য শিল্পী ও রাজমিস্ত্রিরা বিশেষ নৈপূণ্যের অধিকারী ছিলেন।

নীচতলার উপরের কার্ণিশ চমকপ্রদভাবে সাজানো হয়েছে 'চিনি টিকরী' দিয়ে ফুলের মালা ও তরঙ্গায়িত ঝুল/ঝালট নকশায় সজ্জিত। কেন্দ্রীয় হলঘরের ছাদ করা হয়েছে লোহার বীম ও কাঠের সর্দল দিয়ে।

মূলত বলা যায় ১ নম্বর ও ২ নম্বর বাড়ি দুটি একই বাড়ির দুটি অংশ এবং একই মালিকের। ১ নম্বর অংশটি অভ্যর্থনার জন্য এবং নাচ ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় অংশ মূলত বসতবাড়ি বা আবাসিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হত। কেননা এ বাড়ি দুটি মাঝের একই দেয়ালের সাথে দুটি বাড়ি এবং মধ্যবর্তী এ দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশে প্রবেশ পথ রয়েছে, যেটি দিয়ে উভয় অংশে যাতায়াত করা যেত।

**২ নম্বর বাড়িঃ**

এ বাড়িটি একটি দোতলা বাড়ি। পানামের অতি সুন্দর আকর্ষণীয় এবং ধনাঢ্য বাড়িসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। এক নম্বর বাড়িটি এ বাড়িটির সামান্য পেছনে এবং দেয়াল ঘেষে করা। মূলত বলা যায় ১ নম্বর ও ২ নম্বর বাড়ি দুটি একই মালিকের বাড়ি এবং একই বাড়ির দুটি অংশ। বর্তমানে ১ নম্বর অংশটি অভ্যর্থনার জন্য এবং নাচঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ২ নম্বর বাড়ি বা দ্বিতীয় অংশটি মূলত বসত বাড়ি বা আবাসিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা এ বাড়ি দুটি মাঝের একই দেয়ালের সাথে দুটি বাড়ি এবং মধ্যবর্তী অংশে প্রবেশ পথ রয়েছে, এ পথ দিয়ে উভয় অংশে যাতায়াত করা যেত। পানাম নগরে ঢুকতেই ভ্যানিসিয়াম খিলান সম্মলিত এ দ্বিতল বাড়িটি প্রথমে চোখে পড়ে (চিত্র-৩.৬)। বাড়িটির ১ম ও ২য় তলার সম্মুখ অংশে বারান্দায় ৩টি করে এবং পূর্ব–পশ্চিম ১টি করে মোট ৫টি অর্ধবৃত্তাকার খিলান রয়েছে। ২য় তলার সম্মুখ অংশে কেন্দ্রীয়টির উভয় পাশে ভ্যানিসিয়ান খিলান।

ইমারতটির সামনে মাঝখানের অংশে শীরাল করিন্থীয়ান দুটি কলামের উভয় পাশে সামান্য বর্ধিত বারান্দা। উপর তলার সম্মুখের উভয় পাশে বারান্দায় গ্রিলের রেলিং আছে এরং রেলিং এর মাঝ বরাবর ভ্যানিসিয়ান খিলানের মধ্যবর্তী স্তম্ভটি উপরে উঠে গেছে। খিলানের স্তম্ভগুলো দেয়াল গাত্রে সংযুক্ত। চ্যাপ্টা স্তম্ভের উপর আধা করিন্থীয়ান খিলান এবং নীচে আছে মোল্ডিং নকশা। গাড়ী বারান্দার প্রবেশ পথে রয়েছে একটি করিডোর। পিছনে রয়েছে একটি বড় কক্ষ। আরও পিছনে রয়েছে দুটি ছোট কক্ষ, দুটি করিডোর এবং একটি সরু সিঁড়ি পশ্চিমে, উপরে কোণায়। সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলায় উঠা যায়। কিন্তু উপরের তলার নকশা ভিন্ন রকম। সেখানে রয়েছে সামনে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান। সামনে ঝুলসহ বারান্দা। এর সাথে আরও

আছে অর্ধবৃত্তাকার খিলান। আর প্রতিটির উপর রয়েছে একটি করে পূর্ণবৃত্ত। পূর্ব–পশ্চিমে ঝুল বারান্দায়ও একই রকম নকশার খিলান গাঁথুনী রয়েছে। বাড়িতে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান প্রবেশ পথ। বাড়িটির পিছনে রয়েছে পাকা ঘাটসহ একটি বড় পুকুর। এ বাড়িটির পাশে এক সময় টিনের ছাউনী দেয়া বাড়ি ছিল। বর্তমানে তা নেই।

**অলংকরণঃ**

উপরের তিনটি খিলানের উপর ফুল পাতার নকশার উভয় পার্শ্বে একটি করে দুটি মানব মূর্তি (ভাস্কর্য) বসা অবস্থায় শোভা পাচ্ছে (চিত্র-৩.৭)। মাঝের খিলানের অর্ধবৃত্তার টিম্পেনামে গ্রিল নকশা ও রঙ্গিন কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে। নীচ তলার প্রতিটি খিলানের প্লাস্টারের উপরই কি-স্টোন আকৃতির অংশে বেত পাতার মত শিরযুক্ত লতা–পাতার নকশা এবং উভয় পাশে অ্যাকান্থাস ও সাথে লতা–পাতার নকশা রয়েছে। এ ধরনের নকশার ব্যবহার পানামের বেশ কিছু ইমারতে দেখা যায়। মাঝের খিলানটির কি-স্টোনের উপর নারিকেল পাতার মত নকশা এবং উভয় দিকে ফুল লতাপাতা (অ্যাকান্থাস স্ক্রল) ঝুলে পড়েছে (চিত্র-৩.৮)। ছাদের প্যারাপেটে ফুলের মত নকশা। ছাদের ভার বহনের জন্য মুঘলযুগীয় ব্রাকেট ব্যাবহার করা হয়েছে।উভয় তলার বারান্দার সম্মুখ অংশে এক তৃতীয়াংশ গ্রিল নকশা দিয়ে শোভা বর্ধন করা হয়েছিল।এখন এগুলো ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান ।

**৩নং বাড়িঃ**

এ আয়তাকার দোতলা বাড়িটি দক্ষিণ দিকে রাস্তার পাশে। ইমারতটির সামনের দিকে প্রস্থ ৫০ ফুট এবং পাশে দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট। বাড়িটির নীচতলার সম্মুখ অংশে লম্বা টানা বারান্দায় প্রধান প্রবেশপথ সহ নয়টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে (চিত্র-৩.৯)। সামনে ১টি গাড়ী বারান্দা রয়েছে ৪টি ইটের তৈরি গোল করিন্থীয়ান স্থাপত্য রীতিতে করা স্তম্ভের উপর। সত্তর দশকের শেষের দিকেও এখানে ছিল প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাব ধারার (Neo Classical) সংমিশ্রণে, প্লাস্টারে তৈরি যুগল মুর্তি,যাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল টর্চ। ইমারতটি এগুলো দ্বারা সুসজ্জিত ছিল।[১২] কিছু লুন্ঠনকারী সে গুলো ভাংচুর করে নষ্ট করেছে। এ ইমারতের সম্মুখ অংশের স্তম্ভগুলো আয়তাকার পেডিটালের উপর নির্মিত। স্তম্ভ মূলও এমন ভাবে সজ্জিত যেন চারিদিকে পদ্ম ফুলের পাপড়ি মাঝে গুচ্ছটি বসান হয়েছে (চিত্র-৩.১০)। উভয় তলার খিনালগুলো অর্ধবৃত্তাকার। উভয় তলার এ খিলানগুলো পালাক্রমে দেওয়ালের উপর বর্ধিত চ্যাপ্টাস্তম্ভ ও তার উপর ছোট কার্ণিশ দিয়ে করিন্থীয়ান স্থাপত্য রীতিতে তৈরি করা। এর উপরে রয়েছে আর একটি কার্ণিশ। এটা দেওয়ালের উপর করা বর্ধিত খুটির উপর স্থাপিত।

নীচতলার বারান্দার পূর্ব দিকে রয়েছে লোহার সুসজ্জিত রেলিং সহ সিঁড়ি। এ সিঁড়ি দিয়ে উপর তলায় যাওয়া যায়,উপরে সামনের ঝুল বারান্দা দিয়ে উপরের পশ্চিম অংশের বিভিন্ন আকারের ৩টি কক্ষ ও ২৬′-৩″×৯′-

৬″ পরিমাপের একটি হল ঘরে এবং পূর্বের প্রায় কমবেশী একই আকারের কক্ষেও যাওয়া যায়, আর এগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি ৪′-৫″ দীর্ঘ করিডোর। পশ্চিমের কক্ষগুলো হল ঘরের সমান্তরালে পূর্ব দিকেও একটু বর্ধিত। এখানে আরও একটি ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত সিঁড়ি রয়েছে। বাড়িটির পিছনের অংশে আছে চওড়া বারান্দা ও একটি ছোট উঠান। বারান্দার পশ্চিম কোণায় রয়েছে আরও একটি সিঁড়ি এ সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় যাওয়া যায়।

বাড়িটির উঠানের দক্ষিণ দিকেও একটি সিঁড়ি আছে। এ সিঁড়ি দিয়ে উপরে নীচে উঠা নামা সহ ছাদে যাওয়া যায়। নীচের তলার অনুরূপ উপর তলায়ও বেশ কয়েকটি কক্ষ আছে এবং নীচ তলার অনুরূপ উপর তলায় লম্বা বারান্দা আছে যা পূর্ব দিকে বারান্দার সাথে সংযুক্ত। পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকের বারান্দার ছাদে আলাদা ভাবে টালির ছাদ রয়েছে, যদিও পূর্ব দিকের টালির ছাদ এখন আর নেই। সেখানে বর্তমানে টিন লাগানো হয়েছে। ছাদের সামনে কার্নিসে ব্রাকেট ব্যবহার করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে সুন্দর ও মনোরম এ ইমারতটির মধ্য ভাগ অন্ধকার গুহার মত। কিন্তু এর ঠিক উপরে রয়েছে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় হল ঘর। নীচের ঝুল বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি বারান্দা, বারান্দা দিয়ে হল ঘরে ঢুকা যায়। হল ঘরে ঢুকতেই তিনটি অর্ধ বৃত্তাকার খিলান দ্বার। মাঝেরটি অনেক বড় খিলান। এর উল্টা দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অনুরূপ খিলান আছে। পূর্ব পশ্চিমে ৫টি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সারি। কেন্দ্রীয়টি করিন্থীয়ান স্তম্ভের উপর। হল ঘরের উপরে পূর্ব পশ্চিমে যে করিডোর বা ঝুল বারান্দা সেখানে রয়েছে আয়তাকার বা সমান খিলান সারি। বাড়িটির পূর্ব দিকে হল ঘরের পাশে রয়েছে সরু কড়িডোর। এখানে উপর তলা, নীচতলার ছাদে উঠানামার জন্য রয়েছে সিঁড়ি।

**অলংকরণঃ**

উত্তর দক্ষিণে খিলান সারির উপর আয়তাকার প্যানেল গুলো সুসজ্জিত জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত করণ করা হয়েছে। উভয় দিকের মাঝের খিলানের উপর আয়তাকার ফ্রেমে ভিন্ন ধর্মী জ্যামিতি নকশা এবং পার্শ্ববর্তী গুলো একই রকম নকশা। সব নকশা বাঙ্গালীর গর্ব মসলিনের আধুনিক রূপ জামদানী শাড়ীর নকশা। ঐতিহ্যবাহি ঢাকাই জামদানীর এ নকশার ঐতিহ্য এখানে পাওয়া যায় এবং সোনারগাঁওয়ের সংস্কৃতির কথা স্মরণ করায় (চিত্র-৩.১১)। অতি মনোরম হৃদয় গ্রাহী এ নকশা। সবচেয়ে বড় খিলানটি অর্থ্যাৎ হল ঘরে মূল প্রবেশ দ্বারের খিলানটির বৃত্তাকার অংশে রয়েছে সুন্দর রঙিন ফুলেল নকশা, তার উপর আয়তাকার অংশে রয়েছে লতাপাতার ফুলেল নকশা। অংশটি রঙিন। এর উপরের অংশে রয়েছে আয়তাকার ফ্রেমে সাদা কালো জ্যামিতিক নকশা। (৩.১২) এর মাঝে লেখা রয়েছে "শ্রী শ্রী যুক্ত গোপীনাথ জীউর/ শ্রী শ্রী চরণ ভরসা/ ১৩১৬ সন।"

বাংলা তারিখটির সমকাল ১৯০৩ (১৯০৮) খ্রিষ্টাব্দ। তারিখটি রুচিশীল বাড়ি নির্মাণ তারিখ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

ঔষধ বাসক পাতার নকশা ঔপনিবেশিক আমলে দেশে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল।[১৩] এখানে স্থাপত্যেও পাতাগুলি ঢেউ খেলানো এবং তীক্ষ্ণ ভাবে প্লাস্টারে করা হয়েছে। উপরের তলায় গোল স্তম্ভগুলোর গোড়া অংশ প্রচলিত মাটির কলসির মত আকৃতির। যেখানে পদ্ম পাপড়ী সরু শিরাযুক্ত অথবা জোড়া গোলদন্ডের মত করে তৈরি। সিলিং ও ছাদ লোহার বীম আর সমান্তরাল কাঠের আড়া দিয়ে তৈরি। দেওয়ালের গাত্র স্ত ম্ভ, খিলান এবং কাঠগুলি মধ্যবর্তী জোড়াগুলোতে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ক্রম আকারের পরস্পর ছেদি নকশা, বিষম কোণী সমচর্তুভূজ, অথবা পরস্পর ছেদি চর্তুভূজ এবং অন্যান্য জ্যামিতিক নকশা ও পরস্পর জড়িত পুষ্পিত মালার আকার দ্বারা সজ্জিত। এ পুস্পিত মালার মাঝে হল ঘরের পূর্বদিকে ব্রিটিশ ক্রাউন সদৃশ নকশাও শোভা পাচ্ছে (চিত্র-৩.১৩ক)।[১৪] উপরের সামনের ঝুল বারান্দার এবং হল ঘরের সামনের অংশ নানা ধরনের সুন্দর গ্রিল নকশা দ্বারা অলংকৃত। এগুলো ইমারতের শোভা বর্ধন করে। হল ঘরের সম্মুখ দিকে রঙ্গিন কাঁচের জানালা আছে (চিত্র-৩.১২)। এগুলো ঘরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই সাথে ঘরটি আলোকিত রাখতে সাহায্য করছে ।

ভিতরের দেওয়াল গাত্রের সুন্দর জ্যামিতিক ও ফুলেল সজ্জার বাইরেও ইহার সৌন্দর্ষ বৃদ্ধি করেছে করিন্থীয়ান স্থাপত্য রীতির স্তম্ভ, খিলানের নীচে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক গোলবৃত্ত ও বিভিন্ন রঙ। অর্ধবৃত্তাকার খিলানের নীচের অংশের নকশা করা গ্রিল এবং রঙ্গিন কাঁচের ব্যবহার অতি চমৎকার। খিলানের উপর সুন্দর ফুলেল নকশা করা। এ ছাড়া প্রতিটি খিলানের উপর প্লাস্টার করা কি-স্টোনগুলো নকশাকৃত (চিত্র-৩.১৩খ)। অর্ধ বৃত্তাকার বর্ডার সামনের ঝুল বারান্দায় অর্ধবৃত্তাকার বর্ডার আছে। এর এক প্রান্ত সিঁড়িতে পৌছেছে। সিঁড়িটি সুন্দর নকশাকৃত গ্রিল দ্বারা শোভিত । আর বারান্দার মেঝে সাদা কালো চর্তুকোণী মোজাইক নকশা সাজানো। উপরের স্তম্ভমূলের আয়তকার অংশে রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির একক ফুলের নকশা বা মোটিভ।

**৪, ৫ ও ৬,৭,৮,৯ নং সংযুক্ত বাড়িঃ**

**৪ নং বাড়িঃ**

পানাম নগরে ঢুকেই হাতের ডান দিক থেকে ৩য় বাড়িটি ৪নং বাড়ি। বর্তমান প্রত্নতাত্বিক ভবন বা পুরাতন যাদুঘর হিসেবে পরিচিত বাড়িটির ঠিক পাশের বাড়িটি। এখানে ছয়টি বাড়ি এক সাথে সংযুক্ত। মাঝের ৫ নম্বর বাড়িটি একটু বড়। ৪ ও ৬ নম্বর বাড়ি দু'টি একটু ছোট **(চিত্র-৩.১৪)**।

৪ নম্বর বাড়িটি দ্বিতল বাড়ি। সামনে দু'টি গোল স্তম্ভের উপর তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান দরজার মাধ্যমে সামনের ছোট বারান্দাটিতে প্রবেশ করা যায়। বারান্দা দিয়ে একটি আয়তাকার কক্ষে প্রবেশ করা যায়। তার পিছনে আছে সামনে-পিছনে আরও দুটি ছোট কক্ষ।

ইহার ডান পাশে আছে এক চিলতে খাড়া সিঁড়ি, এ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠা যায়। উপরের তলায় দুটি কক্ষ এবং ছাদের উপর সিঁড়ির কিছু অংশ ছাড়া সবই ধ্বসে পড়েছে। ছাদে উঠার সিঁড়ি অবশ্য ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সামনের বারান্দার মেঝে রাস্তার চাইতে নীচু। এ বাড়িটি পানাম নগরের বাড়িসমূহের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমন্বিত ধরণের বাড়ি।

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছেঁ যাওয়া এ বাড়িটির দ্বিতীয় তলার ছাদ বিহীন সম্মুখ অংশের দেয়ালের কার্ণিশের নীচে অথাৎ প্রবেশ পথের ক্ষয়প্রাপ্ত প্লাস্টারের উপর অর্ধবৃত্তাকার সুতা কাটার চরকার মত আবার অনেকটা রাশিচক্রেও ছকের মত অলংকরণ নকশা দেখা যায়। এক সময় এ অলংকরণ নকশা ছোট এ বাড়ির শোভা বর্ধন করছে। একই রকম নকশা ৬, ২১ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে দেখা যায়।

৫নং বাড়িঃ

মাঝের এ বাড়িটি তিনতলা বিশিষ্ট একটি বেশ বড় বাড়ি এবং বাড়িটির ধ্বংস প্রায় টিকে থাকা অংশ দেখে বুঝা যায় বাড়িটি মধ্যবর্তী অঙ্গন সম্বলিত বাড়ি। বাড়িটি রাস্তার ডান অর্থাৎ উত্তর দিকে এবং দক্ষিণমূখী।

বাড়িটির সম্মুখ অংশে গ্রামীণ বাংলার বাঁশের বেড়ার মত নকশা করা (চিত্র-৩.১৫ক)। জোড়া স্তম্ভের উপর ৫টি কৌণিক খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ দিয়ে বারান্দার প্রবেশ করা যায় (চিত্র-৩.১৫খ)। খিলান গুলোর মধ্যে মধ্যবৃত্তটির ঠিক উপরে আয়তাকার অংশে লেখা আছে। "হরে কৃষ্ণ হরে হরে... ..." (চিত্র-৩.১৫গ)। নীচের দিকে লেখা ১২-২ সম্ভবত দুইয়ের (২) পর কোন সংখ্যা ছিল। কোন কারণে অদৃশ্য। সম্ভবত বাংলায় বারশত শতকে বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। বারান্দা সংলগ্ন একটি বড় আয়তাকার কক্ষ। এ কক্ষের ডান দিকে তিনটি কুলঙ্গী রয়েছে এবং উভয় দিকে দুটি সরু করিডোর রয়েছে। করিডোর দুটি বাড়ির অঙ্গন পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বড় কক্ষটির পিছনে রয়েছে আরও ৩টি ছোট কক্ষ। প্রায় প্রতিটি কক্ষের সম্মুখে অর্থ্যাৎ বাড়ির উঠান সংলগ্ন একটি বারান্দা রয়েছে যা বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত। বারান্দার উপর ছাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভগ্নাংশ রয়েছে। বারান্দার ডানদিকে আছে একটি ছোট কক্ষ রয়েছে। কক্ষটির উপর ছোট ছাদ দিয়ে ষ্টোর কক্ষ বানানো হয়েছিল। বর্তমানে আধুনিক দালানে যেমনটি দেখা যায়। ডানদিকে নীচের এ ছোট কক্ষটির সাথে একটি গুপ্ত করিডোর আছে যা দিয়ে পাশের বাড়িতে যাওয়া যায়। বা'দিকে করিডোর বরাবর মাথায় একটি গুপ্ত কুঠরির মত রয়েছে। সেটি দিয়ে পাশের বাড়িতে যাওয়া যেত বর্তমানে তা বন্ধ। প্রতিটি কক্ষের ভিতরেই ছোট বড় ঝুলঙ্গী রয়েছে। এগুলো সম্ভবত তাদের প্রদীপ ও মুর্তি/প্রতিমা রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। প্রায় প্রতিটি কক্ষই বেশ অন্ধকার। চারিদিকে দেওয়াল খুব পুরু। ছাদ কড়িকাঠের বর্গার উপর করা। সম্মুখে উঠানের ডান দিকে তিনটি ছোট কক্ষ আছে। উঠানের দিকে প্রবেশ পথ সম্বলিত। দক্ষিণে উঠানের দিকে মুখ করে তিনটি প্রবেশ পথ সম্বলিত আরো একটি দেয়াল দেখা যায়। কিন্তু পিছনের অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত। এটা বাড়িটিরই একটি অংশ ছিল। এখন নেই।

**পূজার ঘর**

পূর্ব দিকের কক্ষ গুলোর ডানদিকে একটি ছোট সিঁড়ি রয়েছে। এ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠা যেত এখান দিয়ে উঠে চারটি প্রবেশ পথ ও তিনটি জানালা সম্বলিত উত্তর দক্ষিণে লম্বা কক্ষ আছে। নীচ তলার পূর্ব দিক বরাবর ও ছোট ছোট দুটি কক্ষ আছে। একটি কক্ষ দেখে মনে হয় এটা পূজার ঘর ছিল।* অর্থাৎ এ বাড়ির বাসিন্দারা এখানে পূজা অর্চনা করত। কারণ এ কক্ষের উত্তর দিকে মুর্তি রাখার মত অতি সুন্দর কারু কাজ সম্বলিত একটি মঞ্চ রয়েছে (চিত্র-৩.১৬ক)। যদিও সেখানে এখন আর মুর্তি বা প্রতিমা নেই। মঞ্চের সম্মুখে তিন ধাপ সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়ির উপর বহু খাজ (মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে) বিশিষ্ট কৌণিক খিলান গোল জোড়া কলামের উপর আয়তাকার ফ্রেমে দন্ডায়মান। এ খিলানের উভয় পাশে অনুরূপ আরও দুটি খিলান রয়েছে। কলামের ক্যাপিটাল করিন্থীয়।

**পূজা ঘরের অলংকরণঃ**

এ ঘরের অলংকরণ অতি চমৎকার। খিলানের দু'ধারের স্প্যানড্রিলে ফুলেল নকশায় ভরা। খিলানের খাজের মাঝের অংশেও কারু কাজ করা। স্প্যানড্রিলের উপর বরাবর বর্ডার নকশাও ফুলেল। বর্ডারের উপর ও সুন্দর লতা পাতার তরঙ্গায়িত ফুলেল নকশা। এগুলো স্পষ্টত সুন্দর সর্পিল ভাবে করা। এর উপরও রয়েছে তিন চারটি ফুলের ডাটির গুচ্ছ সহ একটি নকশা। এ সারির উপর তরঙ্গায়িত বা ঢেউ ঢেউ বর্ডার দেওয়া নকশা। এই খিলানের জোড়া স্তম্ভগুলোর নীচে প্লিন্থে কলসির মত। মধ্যবর্তী এ খিলানের দিকে অনুরূপ দুটি খিলান এবং অনুরূপ নকশা রয়েছে। পূজা মঞ্চের এই খিলান গুলো ছাড়াও কক্ষ বারান্দা সদৃশ্য। এখানে ধনুকাকৃতি খোলা প্রবেশদ্বার গুলোর খিলান গুলো জোড়া স্তম্ভের উপর। এগুলোকে সমান্তরাল করা হয়েছে চাকচিক্য পূর্ন আধা আইওনিক স্থাপত্য নকশা দ্বারা। দেওয়াল বিভিন্ন রংয়ের নকশায় সুশোভিত। এছাড়াও ২টি সবুজ পটভূমি চকচকে রঙ্গিন টাইলস দ্বারা ফুলেল নকশায় সাজান। মেঝেটিও সুন্দর সাদা কালো বর্গাকার নকশায় সজ্জিত । এ বর্গের মাঝে রয়েছে পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট ফুলেল নকশা।

**বাড়ির সম্মূখ অংশ**

এ বাড়ির সম্মূখ অংশের দ্বিতীয় তলায় বর্তমানে পাঁচটি সমান্তরাল সরল আয়তাকার খিলান প্রবেশদ্বার দেখা যায়। কিন্তু দুদিকে দু'টি বর্তমানে বন্ধ। খিলান গুলোর দুদিকে গোল সরু জোড়া স্তম্ভ গুলোর নীচের অংশ দেখলে মনে হয় ঘোড়ার খুড়ের মত। এ স্তম্ভগুলোর মাঝে ঝুলন্ত দেওয়াল গুলো করা হয়েছে একটি বিশেষ রীতিতে। সেখানে গম্ভীর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দু'টি উদ্ধত ফণা তোলা সাপ। ধ্বংস প্রায় তৃতীয় তালায় রয়েছে পাঁচটি বন্ধ রংধনুকাকৃতির খিলান দ্বার। বন্ধ অংশে কাঠের দরজার মত প্লাস্টারের নকশা কাজ করা হয়েে *এটিকে বারান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, Nazimuddin Ahmed, Op, Cit, p-60 বর্তমানে একটি) স্তম্ভের দন্ডায়মান অংশ। আর এরই ঠিক নীচে দ্বিতীয় তলা অন্ধকার গুহার মত ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বিদ্যমান।

**বাড়িটির অন্যান্য অংশের অলংকরণঃ**

এ বাড়িটিতে একটি সুন্দর ও ব্যতিক্রম ধর্মী অংশ রয়েছে। সম্মুখাংশের নীচ তলার খিলানের উপরের এবং দ্বিতীয় তলার নীচের অংশ টুকু গ্রামের বাড়ির বাঁশের বেড়ার মত প্লাস্টারের কাজ করা। দেখলে মনে হয় বাঁশের ঘর (চিত্র-৩.১৬খ)। এটা স্থানীয় লৌকিক নকশার উদহারণ। এছাড়াও দ্বিতীয় তলার খিলানের উপরে আয়তাকার অংশের উপর এবং তৃতীয় তলার নীচের দিকে রয়েছে সুন্দর বর্ডার নকশা। নকশাটি মেয়েদের নেকলেসের ও কানের দূলের নকশার মত করে একটু পরপর দিয়ে বর্ডার বা শাড়ীর পাড়ের মত নকশা করে সজ্জিত করা হয়েছে (চিত্র-৩.১৭ক)। দেখলে মনে হয় নকশাকারীরা বাংলার উৎকৃষ্ট নকশাংকিত শাড়ী প্রস্তুতকারক ছিল। এ ছাড়াও নীচ তলার বারান্দার পরে যে আয়তাকার কক্ষটি রয়েছে তার ছাদে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর গোল বৃত্তের মধ্যে ফুল পাতার জ্যামিতিক নকশা। ছাদের যে অংশটি বেঁকে দেওয়ালে মিশেছে সে অংশে রয়েছে বাঁকা বাঁকা দাগ কাটা চিরল নকশা। ছাদের কোণায় রয়েছে জ্যামিতিক নকশা (চিত্র-৩.১৭খ)। বর্তমানে তা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ রূপ নকশা পানামের আরও দু'তিনটি বাড়িতে দেখা যায়। এ সম্মুখ দিক বাদে সব দিকে মোটা দেওয়াল বেষ্টনি ছিল বলেই মনে হয়। পশ্চিম দিকে দেওয়ালের মধ্যবর্তী অংশে বড় একটি প্রবেশ দ্বার ছিল, এদ্বার দিয়ে বাড়ির লোক বাইরে যাতায়াত করত, এগুলো এখন ভগ্ন প্রায় অবস্থায় দন্ডয়মান।

**৬নং বাড়িঃ**

দ্বিতল এ বাড়িটি প্রায় ধ্বসে পড়া অবস্থায় আছে। এর সম্মুখ অংশে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার প্রবেশ দ্বার রয়েছে জোড়া সরু গোল স্তম্ভেও মধ্য দিয়ে তিনটি অর্ধাবৃত্তাকার খিলান গুলোর উপর রয়েছে সরল দেওয়াল এবং তার উপর সুতা কাটা চরকার অর্ধেক চাকার মত। আর উপর তলায় রয়েছে সমকোণী জানালা যেগুলো বেষ্টন করে রয়েছে অসম্পূর্ন করিন্থীয়ান পদ্ধতির চ্যাপ্টা বীম। সেখান থেকে ত্রিকোণ ঝুল দেওয়াল করা হয়েছে। স্থাপত্য শৈলীতে নীচ তলার উপরে রয়েছে ছোট কার্নিশ তার উপর বর্ধিত ঝুল কার্নিশ। ছাদের কোণায় ছোট দেওয়াল। ছোট ছাদ কড়িকাঠের বীমের উপর করা। ছাদেও উপর সম্মুখ অংশের মধ্যভাগে রয়েছে ত্রিকোণাকার একটি পেডিমেন্ট। পেডিমেন্টের মধ্যভাগে খাড়া ডিম্বাকৃতির নকশা রয়েছে।

**অলংকরণঃ**

বাড়িটি এক সময় অলংকৃত ছিল। বর্তমানে বাড়িটির ছাদের সম্মুখাংশের উপর ত্রিকোণাকার পেডিমেন্ট ও ত্রিকোণাকার পেডিমেন্টের মাঝে ডিম্বাকৃতির নকশা এবং দু'পাশে দুটি তোতাপাখির প্রতিকৃতি দেখা যায়। এছাড়া নীচ তলার সম্মুখের খিলানের লম্বা আয়তাকার অংশে অর্থাৎ দ্বিতীয় তলার একটু নীচে সুন্দর নকশা করা। নকশাটি দেখলে মনে হয় নেকলেসর উপর কানের ঝুলনি দুল। ভিতরে ছাদ যেখানে বাঁকা হয়ে নেমেছে সেই অংশে লম্বা ভাবে পাতার শিরের মত প্লাস্টার নকশা দেখা যায়। নীচ তলার সরল প্রবেশ পথের উপর অর্ধবৃত্তআর অংশে সূতা কাটা চরকার অর্ধেক চাকার মত, আবার অনেকটা রাশি চক্রের মত

নকশা সদৃশ অলংকরণ রয়েছে। নীচ তলার মেঝে সাদা কালো পাথর দ্বারা মোজাইক করা হয়েছে এবং নকশার বিপরীতে কোণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

**৭ নম্বর বাড়িঃ**

৭ ও ৮ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশ প্রায় একই রকম। এই ৭ নম্বার বাড়িটি পাশের দিকে (৪২/০//), এ বাড়িটির নীচে ও উপরে তিনটি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলান আছে। নিচের উপরের তিনটিতে নকশা করা গ্রিল দিয়ে বন্ধ করা। ইমারতের সম্মুখ অংশে দুদিকে তিনটি করে সংযুক্ত স্তম্ভের ঝুল বারান্দা রয়েছে (চিত্র-৩.১৮ )। ভিতরে প্রবেশ করতেই একটি বারান্দার মত ছোট কক্ষ। সেখানে পূর্ব কোণায় রয়েছে ১টি প্যাঁচান সিঁড়ি। এর পর রয়েছে একটি বেশ বড় কক্ষ (১৬/১০//×১৪/৮//) এর সাথে সংযোগ রয়েছে আরেকটি পিছনের কক্ষে। এর পিছনে একটি ছোট কড়িডোর। এ ইমারতে তেমনকোন নকশা নজরে পড়েনা। তবে এর বা'দিকে আছে একই রকম ৮ নম্বর বাড়িটি। বাড়িটির সম্মুখের আস্তরন খসে পড়ার পর অলংকরণের অবশিষ্টাংশ দেখে মনে হয় এ বাড়িটির সম্মুখ অংশও অলংকৃত ছিল। পরবর্তীতে সংস্কার করার সময় ঢাকা পড়ে গেছে।

**৮নং বাড়িঃ**

দ্বিতল এ বাড়িটি ৭ নম্বর বাড়ির অনুরূপ। নীচ তলায় এবং উপর তলায় অর্ধবৃত্তাকার খিলান তবে নীচের অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উপর কৌণিক বহু খাজ রয়েছে। উপরতলায় খিলান স্প্যানড্রিলে তিন নম্বর বাড়ির অনুরূপ গ্রিল দেওয়া আছে। সামনে সাত নম্বর বাড়ির অনুরুপ ঝুল বারান্দা রয়েছে। প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে আয়োনিক (Ionic) রীতিতে করা দেওয়ালের সাথে মিলিত জোড়া গোল স্তম্ভ। এ খিলানে পথ দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে রয়েছে একটি বারান্দা। উপর তলার সম্মুখ অংশও অনুরূপ। বারন্দার পর কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি প্রবেশ পথের উপর সমান্তরাল খিলান বিদ্যমান। উপরে অনুরূপ। তবে তিনটি প্রবেশপথের মধ্যেবর্তীটি বাদে বাকী দুটি সম্ভবত পরে বন্ধ করে দেওয় হয়েছে। ইমারতটি প্লাস্টার ছাড়া কেবল লাল ইটের গাথুনিতে করা। বারান্দা দিয়ে প্রবেশ করেই বড় একটি বর্গাকার কক্ষ(১৫/-৬//), এর মধ্য দিয়ে অপর একটি কক্ষের পূর্ব কোণায় যাওয়া যায়। সেখানে আছে একটি ঘোরানো সিঁড়ি। সেটিদিয়ে উপর তলায় যাওয়া যায়। এর পিছনে রয়েছে কেন্দ্রীয় কক্ষ (১১/৫//×৭/৩//) আর তার পিছনে একটি কক্ষ)।

**অলংকরণঃ**

এ বাড়িটি লাল ইটের প্লাস্টার ছাড়া হলেও উপরের দিকে প্লাস্টার করা এবং প্রতিটি খিলানের প্লাস্টারের উপর সুন্দর অপূর্ব ফুলেল নকশা ছিল তা এর অবশিষ্টাংশ দেখে মনে করতে কষ্ট হয় না। মধ্যবর্তী খিলানের উপর ঠিক মাঝখানে একটি মানব মূর্তি এবং এর দু'পাশে রয়েছে ফুলেল নকশার অবশিষ্টাংশ (চিত্র-৩.১৯)। পাশের খিলানদুটির উপর রয়েছে ফুলদাণীতে সজ্জিত ফুল। দু'দিকে ঝুলে পড়েছে সদৃশ নকশা। বিভিন্ন

সময়ে সংস্কারে সম্ভবত আসল রূপটি বা অলংকরণের সঠিক সৌন্দর্যটি এখন আর নেই। বারান্দায় এবং অর্ধবৃত্তাকার খিলানের টিম্পেনামে রয়েছে বিভিন্ন নকশার গ্রিল অলংকরণ। ৭ এবং ৮ নম্বর বাড়ির গ্রিল একই রকম নকশাকৃত।

**৯ নম্বর বাড়িঃ**

ইহা একটি আয়তাকার দোতলা ইমারত। ইহার সামনে ছিল পাঁচটি খিলান প্রবেশ পথ। দু'একটি বাদে সবই ইট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্য প্রবেশ পথের মাথায় রয়েছে একটি বারান্দা। বরান্দার সম্মুখে রয়েছে দুটি কক্ষ। মাঝে ও বায়ে এ কক্ষদুটির দু'দিকে করিডোর রয়েছে। এ কড়িডোর দুটি দিয়ে এবং কক্ষ দুটি দিয়ে সামনে একটি বড় হল ঘরের (২৭/৭//×১২/৪//) দিকে যাওয়া যায়। এর পিছনে রয়েছে আরেকটি কক্ষ। পূর্ব দিকে রয়েছে উপরে উঠার সিঁড়ি। হল ঘরটির পূর্ব পশ্চিমে ৩/৪টি করে অর্ধবৃত্তাকার সাদামাটা খিলান সারি দিয়ে কড়িডোরের মত সৃষ্টি করা হয়েছে। উত্তর দিকে তিনটি আয়োনিক স্থাপত্য ধারায় তৈরি জোড়া স্তম্ভ সহ খিলান প্রবেশ দ্বার। হলঘরের উপরে রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সারি সহ ঝুল বারান্দা বা কড়িডোর। ১নং ও ৩নং ইমারতের মত পানামের হলঘর সম্বলিত বেশীরভাগ ইমারতসমূহতেই এরুপ ঝুল বারান্দা বা করিডোর সহ হলঘর দেখা যায়। এ হল ঘর গুলোকে দেখে নাচ ঘর বলেই মনে হয়। অলংকরণের মিল ছাড়া এ বাড়িটি ১ নম্বর বাড়ির অভ্যন্তরীণ অংশের অনুরূপ। এরূপ হলঘর সাধারণত জমিদারদের বাড়িতেই দেখা যায়। যেমন ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে (শশিলজ) আছে। পানাম নগরের বাড়িসমূহ জমিদারদের বাড়ি না হলেও এরা যে অর্থশালী ছিল, তারই প্রমাণ মেলে। এ বাড়ির ছাদ কড়ি কাঠের বীমের উপর নির্মিত।

**অলংকরণঃ**

এ বাড়িটির সম্মুখ অংশে নীচ তলায় খিলানের উপর এবং উপর তলার কার্ণিশের নীচে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান স্থাপত্যের অনুকরণে ত্রিকোণাকার ফ্রেমাকৃতি রয়েছে। তবে নীচ তলার মধ্যবর্তী খিলানের উপর ত্রিকোণের মাথার ত্রিকোণটা ভেঙ্গে গোলাপ কলি উঠেছে এবং মাঝে ফুলদানী ও ফুলেল নকশা দেখা যায়। এ ধরণের অলংকরণে ঔপনিবেশিক আমলের অনেক প্রাসাদে দেখা যায়। যেমন ঢাকার রোজগার্ডেনের সম্মুখ অংশে দেখা যায়। দোতলার নীচে একতলার উপরে লম্বা অংশ টুকুর মধ্যে পাঁচ নম্বর বাড়ির প্রায় অনুরূপ নকশা। এ নকশাটি নেকলেসের মত অংশের উপর সামান্য একটু ফুল পরিবর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে চার নম্বর থেকে নয় নম্বর বাড়িসমূহ সংযুক্ত বাড়ি এবং একটি দেয়ালের সাথে আর একটি লাগানো। পাঁচ নম্বর বাড়িটি ত্রি-তল এবং বাকিগুলো দ্বি-তল। সম্ভবত ৯ নম্বর বাড়িটি ঐসকল বাড়ির নাচ ঘর অথবা অভ্যর্থনাকক্ষ ছিল।

**১০ নম্বর বাড়িঃ**

সম্মুখে সুন্দর মনোরম নকশায় গঠিত এ বাড়িটির সম্মুখ অংশ ৩৩′১″ প্রস্থ বিশিষ্ট। এ বাড়ির সম্মুখে সাতটি দ্বিসারি খিলানের প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চারটি পরবর্তীতে দেওয়াল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নীচের তলায় অনুরূপ দুটি বন্ধ বহুখাজ বিশিষ্ট খিলান দরজা একটি প্রবেশ পথ। এই প্রবেশ দ্বারগুলোর পিছনে যুক্ত হয়েছে আরও চারটি খিলান প্রবেশদ্বার। ইমারতের সম্মুখ ভাগের ডানদিকে পশ্চিম প্রান্তে ১৬′-০″ চওড়া বর্ধিত কক্ষ। যার সামনে আছে মোটা স্তম্ভের উপর তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান প্রবেশ দ্বার। বারান্দার পিছনে তিনটি খিলান, যার মাঝেরটির উপরে সমান। এটি দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা যায়। এ প্রবেশ পথের ডানদিকে বন্ধ কৌণিক খিলান ডানে খোলা কৌণিক প্রবেশ পথ। মাঝের প্রবেশ পথ দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলে (২৩′৩″×৭′৪″) একটি বড় কক্ষ। এর পিছনে রয়েছে দু'টি একই বিস্তারের কক্ষ (১০′১০″×৯′৯″) প্রতিটির পিছনে রয়েছে সামনের কক্ষের সমমাপের একটি কক্ষ (২৩′৩″×৭′৪″)। ইমারতটির পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে রয়েছে সরু কোরিডোর যার উভয়টিতে রয়েছে একটি করে সিঁড়ি। তিনটি সমকোণী সরলখোলা পথ (মুলত: ছিল অর্ধবৃত্তাকার খিলান করা) উপরের খোলা বারান্দার যাওয়ার জন্য রয়েছে পাশের চারটি খিলান যুক্ত খোলা পথ। এগুলো পরবর্তীতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উপরের তৃতীয় তলাতে সাতটি কৌণিক খিলানসহ প্রবেশপথ ছিল। কিন্তু এখন ধ্বংস প্রায় অবস্থায় রয়েছে। উপরের দুটি তলা অতি বর্দ্ধিত লতা গুল্মে ঢেকে ফেলেছে।

**অলংকরণঃ**

দ্বিতীয় তলার ছাদের নীচ ভাগে বা সিলিং এ ও দেওয়ালে জ্যামিতিক ফুলেল নকশা দেখা যায়। এ নকশা জামদানী শাড়ীর নকশা মত অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর (চিত্র-৩.২০)। তার উপর বরাবর সুর্যমুখী ফুল নকশা। মাঝের খিলানটির উভয় পাশে লম্বা ফ্রেমে ফুল লতাপাতার নকশায় রোজেট নকশা। এছাড়া বারান্দার অংশ ছাড়া খিলানগুলোর উপর রয়েছে ফুলের গুচ্ছ নকশা, ৩৬ ও ২৭ নম্বর বাড়ির অনুরূপ। পোর্চ দিয়ে প্রবেশ করেই বারান্দার মত লম্বা কক্ষ। এ কক্ষের ছাদের উপর রয়েছে অতি সুন্দর বড় আলপনা নকশা। ভিতরের ছাদ যেখানে একটু ঢালু হয়ে দেওয়ালে মিশেছে সেই অংশে রয়েছে বাঁকা বাঁকা দাগ কাটা বর্ডার নকশা। বাড়ির সামনে দেওয়ালের পানি নির্গমনের ফোকর সাজানো হয়েছে লতাপাতার ও ফুলের কড়ি নকশায়। ছকেরবাঁকা বাঁকা দাগ টেনে বর্গেও মত করে জ্যামিতিক নকশা দিয়ে তৈরি করে তার ভিতর ফুলকলি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এধরনের নকশ্ মসলিন শাড়ী ও পরবর্তীতে জামদানী শাড়ীতে দেখা যায় ।অনেকটা এ রকম নকশা রয়েছে রড় সর্দার বাড়ির প্রধান অংঙ্গনের পূর্ব দিকে দেয়ালে উপরের কোণার দিকে রয়েছে । মেঝে সাদা কালো বর্গ নকশা করে সজ্জিত করা হয়েছে। পানাম নগরের বাড়িসমূহের অলংকরণ নকশা একটি বাড়ির সাথে অন্যটির কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এই বাড়ির

অলংকরণ নকশা কিছুটা ভিন্ন রকম মনে হয় । তবে হল ঘরের জ্যামিতিক নকশার সাথে ৫ নম্বর বাড়ির হল ঘরের ছাদেও অলংকরণ সাদৃশ্যপূর্ণ ।

**১১ নম্বর বাড়িঃ**

সাদামাটা এ দোতলা ইমারতটি রাস্তার দিকে চওড়া এর নীচ তলার ৫টি হালকা বৃত্তাকার পাঁচটি খিলানসহ বরান্দা এর পর কক্ষ । পাঁচটি খিলানের মধ্যে তিনটি বন্ধ করে দিয়েছে বর্তমান দখলদারীরা । এগুলোর সোজা উপর তলায় রয়েছে পাঁচটি সরল খিলানকরা খোলাপথ । দুটি তলার মধ্যে তার উপর রয়েছে চওড়া কার্ণিশ যা লোহার কড়ি এবং উপরে কাঠের বর্গা দিয়ে করা হয়েছে । ভিতরে হলঘরের ঢোকার দরজার উপর আয়তাকার ফ্রেম খোদাইকরা লেখনি ছিল । কিন্তু বর্তমানে তা ঘসে তুলে ফেলা হয়েছে বলে পাঠের অযোগ্য হয়ে পরেছে । নীচ তলার মেঝে সাদাকালো পাথর দিয়ে বর্গ নকশা কওে করা হয়েছে । বাড়িটির ছাদের উপর ইটের রেলিং এবং কার্ণিশের উপর প্যারাপেট রয়েছে । নীচ তলায় ঠুকেই একটি অভ্যর্থনা কক্ষ, এরপর একটি করিডোর একটু এগিয়ে গেলে করিডোরের দুপাশে দেয়াল এবং ডানে বামে দুটিকক্ষ । এরপর সম্মুখে একটি লম্বা কক্ষ । এ কক্ষটি সামনের অভ্যর্থনা কক্ষের অনুরূপ ।

**১৩ নম্বর বাড়িঃ**

রাস্তার দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে মুখ করা এ বাড়িটি খুবই জরাজীর্ণ । দ্বিতল এ বাড়িতে তিনটি সরল আয়তাকার প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকেই একটি কক্ষ ।এ কক্ষটির দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ছোট বড় অনেকগুলো কুলঙ্গী রয়েছে । মনে হয় কুলঙ্গী দিয়ে দেয়ালটি সজ্জিত করা হয়েছে । এর ডান কোণায় রয়েছে উপর তলায় যাওয়ার সিঁড়ি এবং পূর্ব পার্শ্বে একই সারিতে একটি করিডোর । প্রবেশ পথের পিছনে রয়েছে দুটি অসম আয়তনের কক্ষ । এর মধ্য দিয়ে পিছনে আর একটি কক্ষে যাওয়া যায় । এ কক্ষটি প্রবেশ পথের কক্ষের সমান আকারের, নীচতলার উপরে ঢেউখেলানো কার্ণিশ একসারি ব্রাকেটের উপর, যার উপরের কার্ণিশ দুইতাক করা ঢেউ খেলানো নকশায় তৈরি । ইমারতটির পিছনে দিকে আছে একটি সুন্দর দোচালা কূড়ে ঘর আকৃতির স্থাপত্য । কক্ষটি পারিবারিক মন্দির ছিল (চিত্র-৩.২১) । এখানে পশ্চিম দিকে তিনটি দ্বিস্ত র বিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার খিলান প্রবেশদ্বার রয়েছে । খিলানগুলোর প্রথম স্তরটি বহুখাজ বিশিষ্ট ও দ্বিতীয়টি চারকেন্দ্রিক খিলান, তবে উত্তর দক্ষিণে উভয় দিকে খিলান দুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । আকর্ষণীয় বক্ররেখা দ্বারা সজ্জিত । কার্ণিশের প্রান্তভাগ তীক্ষ্ণভাবে বাঁকানো, আর নীচু করা ছাদ সাজানো আছে ক্রমহ্রাসমান কলসির তিনটি ধাপের ন্যায় পিনাকেল দিয়ে । ইমারতের চূড়া দ্বারা কুড়ে ঘরের বাইরের দিকে ঘরের বর্ধিত অংশ দেখা যায় এবং এসবের মধ্যে কেবল মাঝখানেরটি বর্তমানে টিকে আছে ।

এ বাড়িটির পিছন দিকে একটি ভগ্ন ইমারতের অংশ দেখা যায় । সম্ভবত এ বাড়ির রন্ধন শালা অথবা বাসগৃহেরই কোন অংশ । আরো ধ্বংস প্রায় অবস্থায় রয়েছে বাড়ির পিছনে খাল ঘেষে পাকা টয়লেট, সেই সাথে হয়তো ছিল গোছলের এবং কাপড় বদলানোর ব্যবস্থা ।

**অলংকরণঃ**

পশ্চিম দিকের আয়তাকার খিলানের প্রবেশ দ্বারের ফ্রেমকে ফুলদানি থেকে বের হওয়া ফুলের মালা দ্বারা সাজানো হয়েছে। এ কাজ প্লাস্টারের মাধ্যমে করা। ইমারতটি একাধিক কারণে আকর্ষণীয়। যেমন ছাদের সিলিংমধ্যবর্তী অংশটি বৃত্তাকার ও সিলিং এর চারকোনায় ৪ ভাগে এর ১ ভাগ বৃত্তাংশ দিয়ে জ্যামেতিক নকশা সদৃশ ফুলের পাপড়ি বিশিষ্ট আলপনা নকশা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। নকশা কৃত অংশ রঙ্গীন ছিল বলেই মনে হয়। এর সিঁড়ির সারি, যেগুলো সোজাভাবে না করে সাজানো হয়েছে নানা ধরণের ফুলের নকশায়। ইহার একটি আয়তাকার কুলঙ্গী সাজানো হয়েছে গোল পেট ও সরু লম্বা গলা বিশিষ্ট ফুলদানি দিয়ে। যার মধ্য থেকে একটি নতুন চাড়া গাছ সদ্য মাথা তুলেছে এমন নকশায় সজ্জিত। এরূপ নকশা ৩৬ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে খিলানের পাশে কুলঙ্গী সদৃশ অংশে দেখা যায় ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায়।

**১৪ নম্বর বাড়িঃ**

বাড়িটি দোতলা এবং ১৫ নম্বর বাড়ির সাথে লাগানো পাশাপাশি বাড়ি । মাঝখানের দেয়াল একটি রাস্তার পাশে উত্তর দকিে মুখ করা। এ বাড়িটির নীচ তলায় এবং উপর তলায় পাঁচটি করে প্রবেশ পথ আছে। নীচ তলার খিলানগুলো সরল খিলান। কিন্তু উপর তলার খিলানগুলো দ্বিস্তর বিশিষ্ট এবং বহ খাঁজ বিশিষ্ট । পিছনে রয়েছে চারটি আনুভূমিক খিলান দরজা। সামনের বহু খাজ বিশিষ্ট আকর্ষণীয় খিলান গুলোতে উঁচু করে বর্ডার নকশা করা হয়েছে এবং উপরের দিকে চূড়া সাজানো হয়েছে প্রসারিত ফুল-লতার আকৃতিতে। আর ছাদের তলা বা সিলিং সাজানো হয়েছে বহু পাপড়ি বিশিষ্ট পূর্ণ ফোটাপদ্ম ফুলের নকশায়। এ নকশাটি একটি কেন্দ্রিয় বীমকে বেষ্টন করে আছে। এ আকর্ষণীয় নকশাটি এক সারি ফুলের মালা ও জ্যামিতিক নকশায় একটির বাইরে অন্যটি এমন ভাবে বেষ্টিত।

**১৫ নম্বর বাড়িঃ**

এ বড়িটিও দ্বিতল। নীচে এবং উপরে ৫টি করে খিলান সহ প্রবেশ পথ রয়েছে। বর্তমানে এ প্রবেশ পথ গুলো বন্ধ রয়েছে। উভয় তলার সম্মুখ ভাগে সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে ঢেউ খেলানো বর্ধিত দৃষ্টিনন্দন কার্ণিস ঘেরা আছে। উভয় তলা প্রথমদিকে ৫টি দ্বৈত খিলান করা খোলা দ্বার ছিল। আর খিলানের প্রথমটি বহু খাজবিশিষ্ট ছিল এবং পিছনেরটি চার খাজবিশিষ্ট ছিল। এগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী দুটি মনে হয় পরবর্তীতে পরিবর্তন করে সোজা সরল করা হয়েছে। বড়িটির পিছন দিকে উপর তলাতেও বহু খাজবিশিষ্ট খিলানের ব্যবহার দেখা য়ায়। এ বাড়িটির পাশের বাড়িতে ঢোকার বা বাড়ির উঠানে প্রবেশ করার একটি প্রবেশ দ্বার প্রায় ভগ্ন অবস্থায় এর অস্তিত্ব জাহির করছে। এ প্রবেশ দ্বার দিয়ে ১৪ এবং ১৫ নম্বর উভয় বাড়িতে যাওয়া যেত।

**১৬ নম্বর বাড়িঃ**

এটি একটি দোতালা ইমারত। বাড়িটির সম্মুখ অংশে রয়েছে খোলা বারান্দা। চারটি ঢালাই লোহার খুটির উপর প্রচুর ঢেউ খেলানো/খাজ কাট্া লোহার গ্রিলে অর্ধবৃওাকার খিলানকৃত করে সজ্জিত এবং এগুলোর উপরে রয়েছে লোহার কারুকার্য সজ্জিত বীম।

নীচ তলার বারান্দার মধ্যে সাদাকালো মার্বেল পাথরে বর্গাকারে সজ্জিত। বারান্দার পিছনের কক্ষে প্রবেশ করার জন্য তিনটা সরল প্রবেশ দ্বার আছে। মাঝের প্রবেশ দ্বারটির উপর একটি ফলকের মধ্যে লেখা আছে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে -----' সন ১৩৩৫ বাংলা (চিত্র-৩.২২) । এ অংশটি এ বাড়িটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ইমারতটি পারিবারিক মন্দির ছিল বলা যায় । সামনের বারান্দা দিয়ে একটি ছোট প্রবেশ হল ঘরে প্রবেশ করার পর (১৪′১৬″×৮′২″) পশ্চিম কোণায় সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলায় যাওয়া যায়। পিছনে রয়েছে দুটি ছোট কোঠাঘর এবং সেগুলো পাশাপাশি তৈরি করা। এগুলোর পিছনে রয়েছে দুটি কক্ষ। বাড়িটির দ্বিতীয় বা উপর তলাতেও নীচতলার অনুরূপ একটি বারান্দা রয়েছে। তবে চারিদিক সুন্দর গ্রিল দিয়ে ঘেরা । বারান্দার উপর টিনের ছাউনী দেওয়া। বাড়িটির সামনের বারান্দা, বারান্দায় লোহার স্তম্ভ এবং স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে ঘেরা অতি সুন্দর গ্রিল, টিনের ছাউনি, ছাউনির সামনে সুন্দর কারুকাজ করা টিনের ঝালর বাড়িটিকে পানাম নগরের অন্যান্য বাড়িসমূহ থেকে ব্যতিক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্য দিয়েছে এবং ব্যতিক্রম ধর্মী সৌন্দর্যে মন্ডিত করেছে (চিত্র-৩.২৩)।

**১৭ নম্বর বাড়িঃ**

এ বাড়ি ১৬ নম্বর বাড়িটি ঘেষে একই দেয়ালে করা । এ ইমারতটিও দ্বিতল । তবে রাস্তার দিকে বেশী চওড়া। এ ইমারতটির সম্মুখে পাঁচটি ত্রি-স্তরবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার বহু খাজবিশিষ্ট খিলান দ্বার দেখা যায় (চিত্র-৩.২৪)। দ্বিতীয় খিলানটি সামান্য কৌণিক চারকেন্দ্রিক। এ প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলে একটি বড় কক্ষ (১৭′১০″×৮৮′২″) পাওয়া যায়। এর পশ্চিম পাশে খুবই ছোট লম্বা কক্ষের আকারে সরু করিডোর দিয়ে যাওয়া যায় এক সারি লম্বা কক্ষে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি সরু করিডোর এবং সেখান দিয়ে আরো তিনটি ছোট কক্ষে যাওয়া যায়- সেগুলো পাশাপাশি অবস্থিত। ইমারতটির পিছনে দুটি সিঁড়ি- একটি বড় পূর্ব কোণে এবং অন্যটি সরু পশ্চিম কোণে, সেখানদিয়ে উপর তলায় যাওয়া যায়। উপর তলার কক্ষগুলো বসত বাড়ির মত করে বিন্যস্ত। এ বাড়িটির অবৈধ দখলদাররা মনে হয় বাড়িটির মুল স্থাপত্য বিন্যাসের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। তথাপি বাড়িটির পরিবর্তন ও আবহাওয়া জনিত কারণে ব্যাপক ক্ষয়ের পর এখনোও দেখার মত আছে। হালকাভাবে বর্ধিত উপরের সিঁড়ি, সামনের কার্ণিশের দোতালা বড় খোলা অংশ, জোড়া স্তম্ভ উভয় পাশের দেওয়ালের সাথে লেপটানো Ionic স্থাপত্য ধারায় করা। ১৬ নম্বর বাড়িটি এ বাড়িটির পারিবার্রিক মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে ধরে নেওয়াযায়। এ বাড়িটির পাশেই একটু পিছনে রয়েছে একটি বড় পুকুর। পুকুরটি দু নম্বর পুকুর হিসাবে পরিচিত।

**১৮ নম্বর বাড়িঃ**

দোতলা এ স্থাপনাটি গৌড় নিমাই আখড়া নামে পরিচিত এবং ভগ্ন প্রায় অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। ইহার উত্তর পার্শ্ব ধ্বসে পড়েছে এবং দক্ষিণপূর্ব এবং পশ্চিম দেওয়ালগাত্রে মেঝে থেকে ২-৩ ফুট টিকে আছে। সাদামাটা এ বাড়িটির ছাদ অনেক আগেই ধ্বসে পড়েছে। ভগ্নপ্রায় অবস্থা থেকে বুঝা যায় বাড়িটির সম্মুখ অংশে দ্বিস্তর খিলানের তিনটি দ্বার ছিল এবং পরে সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে দক্ষিণ দিকে একটি খোলা হয়। দ্বিস্তর খিলানের প্রবেশ দ্বারগুলোর সামনেরটি ছিল engrailed আকৃতির এবং পিছনেরগুলো ছিল যথারীতি চার সারির আকৃতি। এটি মন্দির হিসেবে এখনও পূজা অর্চনা হয় (চিত্র-৩.২৫ )।

**১৯ নম্বর বাড়িঃ**

১৮ নম্বর স্থাপনাটির পাশেই এক তলা ইমারতটি শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির নামে পরিচিত এবং রাস্তার দিকে ১৮$^{/}$×১২$^{/}$। এর ছাদ অনেক আগেই ধ্বসে গিয়েছে। এরই ধ্বংস স্তুপের উপর ভক্তরা ছোট করে কয়েকটি চৌকো আকারের কোঠা তুলেছে । যে সব ভক্তের টাকায় সংস্কার কাজ হয়েছে, তাদের নাম একটি ফলকে লেখা হয়েছে।

**২০ নম্বর বাড়িঃ**

এটি একটি সাদামাটা একতলা বাড়ি। রাস্তার দিকে ২০$^{/}$–৭$^{//}$ এবং পিছনের দিকে ৩৮$^{/}$–৬$^{//}$ প্লাস্টার বিহীন এ বাড়িটি। তিনটি দরজা, একটি জানালা দেখা যায়। দরজার উপর আনুভূমিক খিলান করা হয়েছে। বাড়িটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিধায় ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় লোকদের বর্ণনানুসারে জানা যায়, বাড়ির ভিতরে তিনটি করিডোর এবং কয়েকটি কক্ষ রয়েছে।

**২১ নম্বর বাড়িঃ**

এটি একটি একতলা বিশিষ্ট ইমারত। এ ইমারতের পাশেই ৩ নং পুকুর। পুকুরটি দখল করা হয়েছে। ইমারতটিকে ঠিক বাড়ি বলা যায় না (চিত্র-৩.২৫ক)। একটি মাত্র কক্ষ, সম্মুখে তিনটি প্রবেশ দ্বার তবে বা'দিকেরটি মেকি বন্ধ প্রবেশদ্বার এবং সম্মুখ অংশ খোদাই করা পাল্লা সদৃশ ।দেখে মনে হয় যেন পাথরের পাল্লা এবং পিছনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে তিনটি জালানা। পশ্চিম দিকে একটি খোলা পথ রয়েছে ছাদে যাওয়ার সরু সিঁড়ি। ইমারতটির সিলিং করা হয়েছে কড়িকাঠের বর্গা গিয়ে । তিনটি প্রবেশ দ্বার আনুভূমিক খিলানে নির্মিত কিন্তু উপরে তিনটি খাজ করা মেকি খিলানের মত করে তৈরী। মাঝেরটি ফুলদানীতে ফুল সাজানো নকশা অর্ধবৃত্তের বর্ডারে নকশা করা। পাশের দুটিতে নীচে অর্ধেক ফুল এবং তার উপর চরকার চাকার মত নকশা রয়েছে। এ রকম নকশা ৫/৬ নম্বর বাড়ির অর্ধবৃত্তাকার খিলানের মাঝে দেখা যায়। ইমারতটির সামান্য কিছু অবশিষ্ট নকশা দেখে মনে হয় আনুভূমিক খিলানটিও সম্ভবত সাদৃশ্যভাবে সাজানো ছিল। কিন্তু এখন আর তেমনটি নেই। ধনুকাকৃতির খিলানের নীচের সরল বীম সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে। যার মধ্যস্থল একটি ফুলের মালা নকশায় সজ্জিত। ইমারতটি কাঠের বীম এবং rafter এর উপর নির্মিত।

ইমারতটির পাশে ছোট একটি সিঁড়ি আর সেটি দিয়ে ছাদে যাওয়া যায় ।ইমারতটির ডান দিক ঘেষে একটি সোপান শ্রেনি বা'দিকে বাঁকা হয়ে পিছনের পুকুর পর্যন্ত নেমেছে ।

**২২ নম্বর বাড়িঃ**

এটিও একটি আয়তকার একতলা বিশিষ্ট এবং এককক্ষ বিশিষ্ট ইমারত । এটাকেও বাড়ি বলা যায় না । ২১ নম্বর ইমারতের মত পুকুর ঘেষে করা । এই ইমারতটির রাস্তার দিকে তিনটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে । প্রবেশ দ্বারের উপর সরল বীম এবং উপরে ২১ নম্বর ইমারতের মতই প্রায় একই আকৃতি বিশিষ্ট ফ্রেম বা মেকি খিলানকৃতি দেখা যায় । আকৃতিগুলোর খাজে মোল্ডিং নকশা রয়েছে তবে অন্য কোন নকশা নেই । ভিতরের পূর্ব পাশের কক্ষে একটি সরুকাঠের সিঁড়ি রয়েছে ছাদে উঠার জন্য । এ গুরত্বহীন ইমারত দুটি থেকে ৫ নং পুকুর পর্যন্ত যাওয়ার পথে হাতের ডানে বা দক্ষিণে একটি আধুনিক মসজিদ ছাড়া আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য  ইমারত নেই । এক কক্ষ বিশিষ্ট ইমারত দুটিকে আলাদা বাড়ি বলা যায় না । ২১ নম্বর ইমারতটি ঘেষে সোপানশ্রেণির অবস্থান হেতু বলা যেতে পারে এই ব্যাতিক্রমধর্মী ইমারত দুটো বাড়ির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য (সম্মুখের বাড়ির বৈঠকখানা, কিংবা খাবার ঘর অথবা পুকুরে গোসলের পর বেশ পরিবর্তনের জন্য) নির্মাণ করা হয়েছিল (চিত্র-৩.২৬) ।

## উত্তর দিকের বাড়িঃ

**২৩ নম্বর বাড়িঃ**

এ বাড়িটি শহরের প্রধান রাস্তাটির বাদিকে অবস্থিত । এখান থেকে রাস্তাটি বাদিকে মোড় নিয়ে মহাপুকুরের পাড় ঘেষে কাটাখাল পাড় হয়ে মূলত শহরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে । এ ইমারতটি বাদিকে অর্থাৎ রাস্তার উল্টো দিকে রয়েছে ৪ নং-পুকুর । ইমারতটি ধ্বংস প্রায় অবস্থায় দন্ডায়মান এবং বর্তমানে পরিত্যাক্ত অবস্থায় আছে । প্লাস্টার ঘসে পড়েছে । ক্ষয়প্রাপ্ত ইট বাহির হয়ে পড়েছে । অলংকরণ বা সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্ন নেই । কেবলমাত্র বাড়টির পিছন অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে জানালার উপর নয় নম্বর বাড়ির মত তিনকোণ, উপর কোণার তিনটি খাজ বিশিষ্ট অথচ (ফ্রেম নকশা) ক্ষয়প্রাপ্ত অবশিষ্টাংশ দেখা যায় ।

পানামের বাড়িসমূহের সম্মুখ অংশ দেখা যায় রাস্তার দিকে । কিন্তু এ বাড়ির একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য সেটি হলো বাড়িটির সম্মুখ অংশ উত্তর দিকে । অর্থাৎ রাস্তার বা'দিকের এই বাড়িটির সম্মুখ অংশ দক্ষিণ দিকে ।

উত্তর দিকে রয়েছে হালকা খিলান সম্মলিত তিনটি প্রবেশ পথসহ ধ্বংস প্রায় একটি বারান্দা । বান্দার পিছনে তিনটি প্রবেশ পথ রযেছে, যেগুলো দিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা যেত । এখন অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন ও পরিত্যাক্ত অবস্থায় বিদ্যমান ।

**২৫ নম্বর বাড়িঃ**

এটিও একটি বাড়ি। বাড়িটি দেখলেই বুঝা যায় বাড়িটির সংস্কার করা হয়েছে। এতে সাতটি প্রবেশ দ্বার আছে। এগুলো দিয়ে একটি গোল বারান্দায় প্রবেশ করা যায়। মধ্যের দ্বারটি সমকোণ চ্যাপ্টা মতন আর পূর্ব প্রান্তের একটিতে রয়েছে দু'সারির খিলান গাথুনী। উপর তলায় রয়েছে ৫টি সমকোণ প্রবেশদ্বার। আর পশ্চিম কোণায় রয়েছে একটি ছোট বর্গাকৃতির খিলান গাথুনী।

এ ইমারতটি বর্তমানে প্লাস্টার করা এবং সাদা চুন রং ব্যবহার করা অবস্থায় আছে। এ ইমারতে কোন অলংকরণ ছিল না।

**২৬ নম্বর বাড়িঃ**

এটি একটি দ্বিতল ইমারত। বাড়িটির সম্মুখে নীচ তলায় মোটা স্তম্ভের উপর তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত বারান্দা আছে। স্তম্ভের ক্যাপিটাল মোল্ডিং নকশায় সজ্জিত। খিলানের শীর্ষে প্লাস্টারের উপর কি-স্টোন বা (Key-ston) ভূজয়ারের আকৃতি দিয়ে নকশা করা হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যটি ঔপনিবেশিক স্থাপত্যে দেখা যায়। পানাম নগরের বেশ কিছু অভিজাত ও ধনাঢ্য বাড়িতে নকশাকৃত কি-স্টোন দেখা যায়। তবে এ ইমারতে এ অংশটুকু নকশাকৃত নয়, সাদামাটা। এ তিনটি খিলান প্রবেশ পথের উভয় পাশে সংযুক্ত স্তম্ভের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত লম্বা কুলঙ্গীর মত অংশ রয়েছে (চিত্র-৩.২৭)।

এ তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত বারান্দার পিছনে রয়েছে এরূপ তিনটি খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ। যেগুলো দিয়ে বাড়িটির ভিতরের বিভিন্ন কক্ষে যাওয়া যায়।

বাড়িটির নীচ তলা দেখলে মনে হয় বাড়িটি সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু উপর তলার অবস্থা ভাল নয়। জড়াজীর্ণ ভাঙ্গাচোড়া অবস্থায় বিদ্যামান। উপর তলাতেও দেয়ালের সাথে সংযুক্ত মোটা তিনটি গোল স্তম্ভের উপর তিনটি অর্ধবৃত্তাকার (উপর অংশ সমান) খিলান সম্বলিত বারান্দা আছে। তবে খিলান গুলোর উপর অংশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রায় সম্পূর্ণ উপর ভাগটারই প্লাস্টার উঠে ক্ষয়প্রাপ্ত ইটগুলো বের হয়ে পড়েছে। নীচ তলার মত উপর তলার খিলান সম্বলিত বারান্দার পিছনে বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তিনটি অনুরূপ প্রবেশ পথ রয়েছে। তবে উপর তলার বারান্দার সম্মুখের অংশে অর্থাৎ নীচ তলার বারান্দার ছাদের ঠিক উপর অংশ টুকু ফাঁকা বারান্দার মত। কিন্তু কোন কাঠামো বা ছাদ নেই। উপর তলার এ অংশটুকু পূর্বে ছাদ দ্বারা ঢাকা ছিল। কিন্তু এখন আর ছাদের অস্তিত্ব নেই।

এ বাড়িটিতে সামনের মোল্ডিং নকশা ছাড়া আর কোন অলংকরণ নকশা নেই।

**২৮ নম্বর বাড়িঃ**

বাড়িটি দোতলা এবং অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে বাড়িটি দেখলে বুঝা যায় এক সময়ে একটি আকর্ষণীয় ও আভিজাত্য পূর্ণ একটি বাড়ি ছিল।

বাড়িটির নীচতলা পাঁচটি প্রবেশ পথ ছিল কিন্তু এ প্রবেশ পথের উপর খিলান গুলোর আকৃতি বুঝা যায় না। প্লাস্টার উঠে গেছে। ইট বেরিয়ে পড়েছে। ইটগুলো দেখলে মনে হয় বাড়িটি কংকালে পরিণত হয়েছে। তবে নীচ তলার ডান কোণায় প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত (প্রথমটি খাজ বিশিষ্ট দ্বিতীয়টি চার কেন্দ্রিক) দ্বৈত খিলানের দুটি বন্ধ প্রবেশ পথের উপর কিছু অংশ প্লাস্টার রয়েছে। সম্ভবত পরে কোন এক সময় সংস্কার করা হয়েছিল। তারাই ফলশ্রুতিতে এই অংশটুকু এখনও টিকে আছে। এ খিলান দুটির উপর রয়েছে ফুলদানিতে রাখা ফুলের গুচ্ছনকশায় অলংকরণ। বাদিকেরটিতে মনে হচ্ছে ফুলদানীতে রাখা ৬টি গাদা ফুল, ফুলের সাথে পাতা (চিত্র-৩.২৮)। ডানদিকেরটিতে মনে হচ্ছে ফুলদানিতে রাখা চারটি ফুল এবং ফুলের নীচের দিকে দু'দিকে দুটি সুন্দর পাতা। পাতা দুটির আকৃতি এবং শির এত সুন্দর করে করা হয়েছে যে মনে হয় জীবন্ত। এছাড়া প্রতিটি ফুলও মনে হয় জীবন্ত। এগুলো প্রথম নির্মাণকালীন সময়ে সম্ভবত রঙ্গীন ছিল এবং কতই না মনোমুগ্ধকর ছিল। পরে সংস্কারের সময় এগুলো সাদা চুন রং করা হয়েছে। বাড়িটি ঝুকিপূর্ণ বিধায় নীচ তলার প্রতিটি প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এ বাড়িটির উপর তলার প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত পাঁচটি পথের উপর দ্বৈত (দ্বি-স্তর) খিলান রয়েছে নীচ তলার প্রথম খিলানটি বাহু খাজবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয় খিলানটি কৌণিক চারকেন্দ্রিক খিলান (চিত্র-২৯)। এ ধরণের খিলান সাধারণত মুঘল স্থাপত্যে দেখা যায়। বাদিক থেকে প্রথমটির নীচের অংশ বন্ধ ছিল কোন এক সময় তা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। খিলানটির অন্ধ টিম্পেনাম বন্ধ। তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ আছে। চতুর্থ ও পঞ্চম খিলান যুক্ত বন্ধ দরজা। পূর্ব থেকেই বন্ধ ছিল। কিংবা পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খিলান গুলোর খাজে খাজে তিনটি করে মোল্ডিং নকশা ছিল।

এ বাড়িটির সাথে ৩৬ নম্বর বাড়ির সামঞ্জস্য খুজে পাওয়া যায়। যেমন বাড়িটির প্রবেশ পথ, প্রবেশ পথে দ্বৈত খিলানের ব্যবহার, খিলানে খাজ, খাজে মোল্ডিং নকশা খিলানের শীর্ষে ফুলদানিতে রাখা ফুলের গুচ্ছ নকশা ও শীর্ষে কুলঙ্গী নকশা ইত্যাদিতে। এছাড়া আকৃতির কারণে এ বাড়িটির নীচ তলা ৩৬ নম্বর বাড়ির নীচ তলার মত ইটের স্তুপে পরিণত হয়েছে। মনে হয় বাড়ি দুটি একই সময়ে একই নির্মাণ কারিগর দ্বারা করা হয়তবা একই মালিকের দুটি বাড়ি ছিল। এমনও হতে পারে ঈশাঁ খাঁর আমলের শেষের দিকে অথবা ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকে বাড়ি দুটি নির্মিত হয়েছিল।

**৩০ নম্বর বাড়িঃ** ঠাকুর বাড়ি নামে পরিচিত এ একতলা বাড়িটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

**৩১ নম্বর বাড়িঃ**

এ বাড়িটি একটি ছোট দোতলা বাড়ি। পানামের বাড়িসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাস্তার পাশ ঘেষে তৈরি। কিন্তু এ বাড়িটির একটু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা এ বাড়িটি রাস্তার পাশ ঘেষে তৈরি নয়, একটু দূরে, সামনে একটি প্রাচীর বা দেয়াল আছে এর মাঝে একটি প্রবেশ পথ সেটি দিয়ে বাড়িতে ঢুকা যায়।

বর্তমানে এ বাড়িটি সংস্কার পরবর্তী অবস্থায় দন্ডায়মান। নীচ তলার মধ্যভাগের প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করলেই বড় একটি অভ্যর্থনা কক্ষ বা হল ঘর। এর পিছনেই রয়েছে ভিন্ন আকারের দুটি কক্ষ। আরও পিছনে তিনটি কক্ষ। দুটি কক্ষ সংযুক্ত। তদুপুরি আরও পিছনে সরু লম্বা দুটি কক্ষ ভগ্নপ্রায় অবস্থায় আছে। উপরে উঠার জন্য পিছনের দেয়ালের মাঝে রয়েছে ১টি সিঁড়ি। সেখানে একটি ভগ্ন দোচালা কুঁড়ে ঘরের আকৃতির স্থাপত্য ছিল (বর্তমানে পুনঃনির্মিত) (চিত্র-৩০)। সেখানে উপর থেকে নীচের দিকে বেঁকে আসা ও সামনে বাড়ানো তিনটি চূড়া যুক্ত কুঁড়েঘরের মত ছাদ রয়েছে। এ দোচালা ঘর আকৃতির স্থাপত্যের ৩টি আয়তাকার বাঁকানো প্রবেশ পথ রয়েছে এবং দক্ষিণের দিকেও একটি রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, পাশে আরও একটি দোচালা কুঁড়েঘরের মত ছিল যেটি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। বাড়িটির ডান দিকের জানালার উপর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

**৩২ নম্বর বাড়িঃ**

পানামের লাল ইটের বাড়িসমূহের মধ্যে এটি উল্লেখযোগ্য। বাড়িটির দু'দিকে গাড়িবারান্দাসহ মাঝে টানা গ্রিল দেয়া বারান্দা। গ্রিল পরে দেওয়া হয়েছে।বাড়িটির ডোয়া বা ভিটা উচু এবং তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠা যায় । বারান্দার সম্মুখ অংশে প্রধান প্রবেশ পথের উপর একটি নীল রঙের ডিম্বাকৃতির লতাপাতা নকশা সম্বলিত অংশটিতে এ বাড়িটির নির্মাণ তারিখের উল্লেখ ছিল। কিন্তু লেখাটা ঘষে উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। বারান্দা দিয়ে প্রবেশ করলে সম্মুখে করিডোর, দু'পাশে কক্ষ এবং একটু এগিয়ে গেলেই মধ্যবর্তী উঠান। উঠানকে ঘিরে চারিদিকে টানা বারান্দা। বারান্দার পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে কক্ষ নির্মিত। বাড়িটিতে অনেকগুলো কক্ষ রয়েছে। তবে পিছনের দিকের কক্ষগুলোর বেশির ভাগই খুব অন্ধকার। বাড়িটির দ্বিতীয় তলা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় আছে (চিত্র-৩১)।

**৩৩ নম্বর বাড়িঃ**

বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 'চিনিটিকরী' ব্যবহার করে বিভিন্ন ফুললতা পাতা এবং ইউরোপীয় অলংকরণ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে মনোমুগ্ধকর করে সাজান প্রায় ম্রিয়মান দ্বিতল দালান বাড়ি। দক্ষিণ মুখী অর্থাৎ উত্তর দিকে দন্ডায়মান এ বাড়িটির পরিমাপ ৭০′×৩০′২″। প্রথম ও দ্বিতলে একইরকম পাঁচটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান সারি প্রবেশযোগ্য এবং এর পরই রয়েছে লম্বা বারান্দা। এ বাড়িটি পানাম নগরের মধ্যবর্তী উঠান সম্বলিত বাড়িসমূহের মধ্যে একটি।

কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের অর্ধবৃত্তের উপর দেয়ালের সাথে কিস্টোনের প্লাস্টারের উপর রয়েছে একটি গোলাপ ও দু'পাশে একটি কুড়ি এবং একটি অর্ধবৃত্তাকার প্যানেল। এর উপর খোদাই করে লেখা রয়েছে "কাশিনাথ ভবন ১৩০৫ অর্থাৎ ১৮৯৭ সন (চিত্র-৩২)। ঝুল বরান্দার পরে রয়েছে পূর্ব পশ্চিমে লম্বা আয়তাকার হল ঘর (২৬′৩″×১২′) এবং পিছনে চারটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কক্ষ সহ আরও ছোট কক্ষ। সে গুলোতে সরু আকাঁবাকাঁ

কড়িডোর দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। উপরে উঠার জন্য রয়েছে দুটি সিঁড়ি। একটি সামনের হল ঘরের পিছনে পশ্চিম কোণায়, আর অন্যটি কক্ষগুলোর পূর্ব দিকে। বাড়িটির ভিটা রাস্তা থেকে বেশ উঁচু। এটি বাড়ির স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করছে (চিত্র-৩৩)। বাড়িটির সম্মুখ অংশে বারান্দায় উঠার জন্য তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি রয়েছে। মধ্যবর্তী উঠানকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বারান্দা এবং কক্ষগুলো বিন্যস্ত। উপর তলা কমবেশী নীচ তলার মতই বিভিন্ন আকারের ও আকৃতির কক্ষ রয়েছে। বাড়িটির সামনে রাস্তার দিকের পাঁচটি প্রবেশ দ্বারের অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উভয় পাশে মোট ছয়টি স্তম্ভ করিন্থীয়ান স্থাপত্যরীতিতে তৈরি।

**অলংকরণঃ**

কাশিনাথ ভবনের সম্মুখের স্তম্ভগুলোর নকশা তিনসারি লাল ও সাদা মিশ্রত চিনিরটিকরি অলংকরণে ডোরা কাটা রীতিতে দড়ির মত পেঁচিয়ে উপরের দিকে উঠানো (চিত্র-৩৩খ)। বর্তমানে কারুশিল্প যাদুঘর বা সর্দার বাড়ির প্রবেশ পথে ঠিক অনুরুপ নকশা দেখা যায়। খিলান গাথুনীর বর্ধিতাংশের উপর পোড়ামাটির ছাপ চিত্রের মত কারুকার্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মূল প্রবেশ দ্বারের উপর ব্রিটিশ রাজ মুকুটের প্রতিকৃতি চমৎকার ভঙ্গিতে করা। বারান্দায় উঠার জন্য তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি এবং ভিটার অংশ টুকু 'চিনিটিকরী' দিয়ে ত্রিকোণাকার ও চার পাপড়ি বিশিষ্ট ফুলের জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত (চিত্র-৩৩ক)। প্রথম ও দ্বিতীয় তলার সম্মুখ অংশের কার্ণিশের নীচে বন্ধনি (ব্রাকেট) ফুলের গুচ্ছ নকশা দিয়ে করা হয়েছে। এ ছাড়াও ইমারতের সম্মুখ অংশ ছয় ও আটপাপড়ি বিশিষ্ট ফুলেল মোটিভ দ্বারা সজ্জিত (চিত্র-৩৪)।

**৩৪ নম্বর বাড়িঃ**

লাল ইটের প্লাস্টার বিহীন এ বাড়িটি দ্বিতল এবং আয়তাকার। ছিমছাম এ বাড়িটি পানাম নগরে বর্তমানে টিকে থাকা অক্ষত বাড়িসমূহের মধ্যে একটি। বাড়িাটর প্রস্থ ৩০′২″ এবং দৈর্ঘ ৭৪′।

বাড়িটির সম্মুখে উপর তলা এবং নীচ তলা একই রকম (চিত্র-৩৫ক)। উপর এবং নীচ উভয় তলাতে সম্মুখের উভয় দিকে বর্ধিত গাড়ি বারান্দা রয়েছে। নীচ তলার গাড়ি বারান্দার সম্মুখে রয়েছে তিনখাঁজ বিশিষ্ট খিলান। কিন্তু উপর তলায় হালকা অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত জানালা রয়েছে। জানালায় কাঠের পাল্লা আছে। নীচের সম্মুখের জানালা দুটিতে কাঠের পাল্লার সম্মুখে গ্রিল দেওয়া। এ দুটি জানালা বর্তমানে বন্ধ অবস্থায় আছে। সংযুক্ত স্তম্ভের উপর তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত বারান্দা রয়েছে। উপর তলার মাঝের অংশে খিলানগুলো ইটের তৈরি গোল স্তম্ভের উপর নির্মিত।

বাড়িটি মধ্যবর্তী উঠান সম্বলিত বাড়ি। এ বাড়িটি সোনারগাঁওয়ের 'Art gallery' নামে পরিচিত। কিন্তু বাড়িটি অবৈধ দখলদারদের দখলে থাকায় এ অক্ষত বাড়িটির অভ্যন্তরীণ অংশ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। বাড়িটির ছাদেও মার্লন নকশার প্যারাপেট রয়েছে। এছাড়া প্যারাপেটের দূরে দূরে সম্পূর্ন সম্মুখ অংশ জুড়ে আট পাপড়ী বিশিষ্ট অনেকটা সূর্যমূখী ফুলেল মোটিভে সজ্জিত। (চিত্র-৩৫খ )

**৩৬ নম্বর বাড়িঃ**

বাড়িটি দোতলা এবং বেশ বড় । অত্যাধিক ধবংসপ্রাপ্ত প্রায় কংকালসার বাড়িটি ভাল করে খেয়াল না করলে বুঝার উপায় নেই যে বাড়িটি কেমন জৌলসপূর্ণ এবং অলংকরণ সমৃদ্ধ ছিল । পানামের এ বাড়িটিও কোন ধনাঢ্য অভিজাত ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিল বলে মনে হয় ।এই বাড়িটির প্যারাপেট ত্রিভূজা আকৃতির জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত ছিল । কিন্তু ধ্বংশের দ্বার প্রান্তে পৌছে যাওয়া বাড়িটির অলংকরণ ফিকে বিবর্ণ হয়েগেছে । বাড়িটির নীচতলা এতটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে জরাজীর্ণ ইটের সারি এবং কয়েকটি পথের অবয়ব ছাড়া তেমন কিছুই বুঝা যায় না । লবণ কণিকার ভয়ংকর আগ্রাসনে বাড়িটি একটি ইটের গুহায় পরিণত হয়েছে । বাড়িটি ধ্বংশের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে (চিত্র-৩৬) ।[১৫]

বাড়িটি ঝুকিপূর্ণ বিধায় বাড়িটির প্রতিটি প্রবেশ পথই বাশেঁর বেতি ও কিছু কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । সে জন্য বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে এর যথাযথ বর্ণনা ধারণ করা কষ্টসাধ্য ।

এ বাড়িটি রাস্তা থেকে একটু উঁচু । কারণ বাড়িটির সম্মুখে খোলা বারান্দার মত রয়েছে । বাড়িটির দৈর্ঘ্য ৪২/-০//×প্রস্থ ৪০/-৩// এটা মধ্যবর্তী হল ঘর সম্বলিত বাড়ি । পানামের ধনাঢ্য বাড়িসমূহের অধিকাংশই হল ঘর সম্বলিত ।

বাড়িটির নীচ তলায় পাঁচটি খিলান পথ ছিল এবং দু'দিকে আয়তাকার ফ্রেমে দুটি জানালা ছিল । কিন্তু খিলানগুলোর আকৃতি বুঝার উপায় নেই । কেন্দ্রীয় চারটি খিলানের উপর কাঠের ও বাঁশের তক্তা দিয়ে সোজা মেরামত করা হয়েছে । তবে উপর তলার খিলানগুলো ঢেউ খেলানো এবং তিন স্তর বিশিষ্ট । ঢেউ খেলানো বা বহুখাজ বিশিষ্ট স্তরটি কৌণিক অর্ধবৃত্তাকার । কিন্তু নীচের দুটি চারকেন্দ্রিক ও মুঘল স্থাপত্যের খিলানের মত । নীচ তলায় বাইরে খিলানগুলোর উপর রয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাকানো বার্নিশ । বাড়িটির উপর তলার সম্মুখ অংশে ভাল করে অবলোকন করলে অলংকরণ নকশার কিছু অবশিষ্টাংশ নজরে পড়ে ।

নীচ তলা এবং উপর তলায় খিলান গুলো দেয়ালগাত্রে করা চ্যাপটা । এগুলো বিভিন্ন আকারের স্তম্ভের উপর স্থাপিত । আর স্তম্ভগুলো উপর দিকে উঠে গেছে । এ ইমারতটির একটি ব্যাতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এ যে ইমারতটির ছাদ কেবল স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল নয় পুরো দেয়ালের উপর নির্ভরশীল । কেননা দেয়ালের পুরুত্বও অনেক বেশী । বাড়িটিতে ঢুকেই একধাপ উপরে সরু একটি হল ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা । ইহার মধ্যে খুবই সরু ধনুকাকৃতির প্রবেশপথ বা করিডোর এবং উভয় প্রান্তেও অনুরূপ প্রবেশপথ । কালের প্রবাহে বাড়িটির উপর তলাটিও ভাল অবস্থাতে নেই এবং ছাদেও অনেক অংশ আগেই ভেঙ্গে গিয়েছে । ফলে ভিতরটা প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে । উপর তলায় পশ্চিম প্রান্তে সরু একটি প্যাঁচানো সিঁড়ি অন্ধকার ভেদ করে উপরে উঠে গিয়েছে । মাঝখানের হল ঘরটির আয়তন ৩৯/৬//×১৭/৮// দু'সারির করিডোর সহ এ হলঘরটি প্রদীপ শিখার আকৃতিতে করা স্তম্ভের উপর অর্ধবৃত্ত দ্বারা তৈরি ।[১৬]

**অলংকরণঃ**

উপর তলার সম্মুখ অংশে প্রত্যেকটি খিলান এবং খিলানের বহুখাজকে ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অতি মনোরম, মনোমুগ্ধকর লোকজ উপকরণে ও উপাদানে অলংকরণ নকশা আছে। খিলানগুলোর বহুখাজ ঘিরে তিনধাপ মোল্ডিং নকশা আছে।

মধ্যবর্তীটিতে মোল্ডিং নকশার উপর প্রতিটি খাজের কোণায় পাপড়ির মত নকশা। বহুখাজের কৌণিক শীর্ষে একটি টবে বা ফুলদানিতে কিছু ডালপাতা দু'দিকে ঝুলে আছে। মাঝে দুটি টবে ফোটা ফুল ও এর উপর তিনটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল শোভা পাচ্ছে। এই খিলানটির মাঝের বহুখাজের উপর অতি সুন্দর ফুল পাতার নেকলেসের মত নকশা, ফুল পাতার মাঝে অতি সূক্ষভাবে শিরকাটা। ডানদিকেরটিতেও ফুল পাতার নকশা রয়েছে। অনুরূপ টব বা ফুলদানিতে অন্যরকম ফুল পাতাডাল দিয়ে সজ্জিত করা নকশা। এছাড়া কতগুলো খিলানের উপর আয়তাকার অংশ বা স্প্যানড্রিলে দীর্ঘলেজ বিশিষ্ট কাকাতুয়া পাখি এবং সাথে ফুলের মালার মত নকশা আছে। দুটি খিলানের মধ্যবর্তী অংশে বা প্রতিটিতে রয়েছে ফুলদানিতে ফুল পাতা সজ্জিত সুন্দর নকশা (চিত্র-৩৭)। কার্ণিশের নীচে রয়েছে দু'সারি মোল্ডিং নকশা। আরও আছে ক্ষয় প্রাপ্ত বর্ধিত ঝুলানো এবং ঢেউখেলানো কার্ণিশ দ্বারা ছায়া ছায়া দেওয়া এবং উপরে ডায়মন্ড আকৃতির একটানা ফুলের মালা নকশা। কার্ণিশে বা কার্ণিশের নীচে এ ধরনের অলংকরণ পানামের বেশ কিছু বাড়িতেই দেখা যায়।

ফুল দানীতে গাছ নকশা সমৃদ্ধ। এ ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল ইহার জটিল কিন্তু সূক্ষ ভাবে করা সাজ। কক্ষ গুলোর ভিতরের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা অবিশ্বাস্য রকমের ফুলের মালা করে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সজ্জিত করা। সূক্ষ ও জটিল ফুলের মালা গুলো ঝকঝকে জাঁকজমকপূর্ণ। বহুখাজ বিশিষ্ট খিলানের দরজার উপরের অর্ধবৃত্তের সাথে ঢেউ তোলা অসংখ্য চুড়ার উপর, এক দেয়ালের সাথে করে স্তম্ভের উপর, বিস্তৃত কলামের উপর স্প্যানড্রিলে ব্যাপক ভাবে পত্রাকারে এবং সামান্য উঁচু করে করা বর্ডারের উপর ও পার্শ্বদেশে যেমন (horizontal) লিনটেলে আর্কষণীয় ও ঝালর করা বাতির কুলুঙ্গি। এসবই আবার সমন্বিত ভাবে করা হয়েছে বর্ধিত ছাদের নীচ অংশে বা সিলিংএ। লতাপাতার ছাচে করা ফুলগুলো সাধারণ ডেইজী, লিলি (শাপলা) এবং চম্পা গোত্রের। বাস্তবে ফুলের নকশার জটিলতা, এগুলোর সংমিশ্রণ এবং নকশার সূক্ষতা এখানে অলংকরণকে অতি উন্নত কারুকাজ হিসেবে চিহ্নিত করে। যেহেতু এই সুসজ্জিত বাড়িটির ছাদ বহু আগেই ভেঁঙ্গে পড়েছে। ফলেএর দেয়াল চিত্রের অনেক গুলোই ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়ে গেছে।

**৩৭ নম্বর বাড়িঃ**

এ বাড়ি সম্মুখে বারান্দা সহ সাদামাটা দোতলা বাড়ি। বাড়িটির ব্যাতিক্রম ধর্মী বৈশিষ্ট্য হল বারান্দায় লোহার স্তম্ভ। এর সংখ্যা বর্তমানে দুটি। পরে আরও বেশি ছিল। কোন কারণে খোয়া গেছে। কেননা এ লোহার স্ত ম্ভগুলোর উপর ভিত্তি করেই উপরের বারান্দাটি নির্মাণ করা হয়েছে। বারান্দার পিছনে তিনটি সমান্তরাল

প্রবেশ পথ রয়েছে। ডানদিকেরটি অনেক আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে । ভিতরে প্রবেশ করার কোন সুযোগ নেই। প্রবেশ পথ গুলোর দু'পাশে একটি করে সংযুক্ত গোল স্তম্ভ রয়েছে। এগুলোর শীর্ষ করিন্থীয়ান। বারান্দার মাঝের প্রবেশ পথটির উপর বারে বারে লেখা আছে। হরে কৃষ্ণ হরে রাম- হরে হরে" এতে মনে হয় প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত এ বাড়িটি একটি মন্দির ছিল (চিত্র-৩৮)।

বাড়িটির ছাদ কাঠের কড়ি বর্গার উপর। উপরের বারান্দাতেও ছয়টি লোহার স্তম্ভ রয়েছে এ লোহার স্তম্ভের উপর এবং কড়ি বর্গার উপর টিন সেড ঘরের মত ঢালু করে বারান্দার ছাউনি দেওয়া হয়েছে। ইমারতের প্রধান ছাদ ও কড়ি বর্গার উপর করা। উপর তলার বারান্দার সম্মুখে চারটি হালকা ফাঁকা খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ রয়েছে।

এ বাড়িটির ঠিক সম্মুখের বাড়িটিতে নীচ তলার বারান্দার একটি ফলকে ১৬ নম্বর বাড়ির অনুরূপ "হরে কৃষ্ণ হরে হরে" লেখা আছে। আরও সাদৃশ্য রয়েছে এ বাড়িটিতেও লোহার স্তম্ভ, লোহার গ্রিল ইত্যাদি রয়েছে এবং সুন্দর ভাবে টিনের ছাউনীর মত ছাদ এবং বারান্দার সম্মুখ অংশ নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাড়িটিকেও পারিবারিক মন্দির হিসেবে ধারণা করা যায়।

অর্থাৎ এটা এখানে বলা যায় যে, পরস্পর পরস্পরের সম্মুখের এ বাড়ি দুটি এ বাড়ি সমূহের সাথে লাগোয় বাড়িসমূহের পারিবারিক মন্দির ছিল। অথবা ৫ নম্বর বাড়ির মত এ বাড়ি দুটো আবাসিক বাড়ি ছিল। ফলকের লেখাগুলোতে বাড়িসমূহের বসবাসকারীদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে।

**৩৮ নম্বর বাড়িঃ**

বাড়িটি দোতলা। তবে বর্তমানে বাড়িটির ২য় তলার সম্মুখের অংশ এবং পিছনের দিকের ছাদ ধ্বংসে পড়েছে। বাড়িটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত দোতলার অংশ এবং ছাদের ধ্বংস প্রাপ্ত অংশ একই অবস্থাতেই আছে।

নীচ তলার সম্মুখ ভাগে সাতটি এবং পূর্বের দিকে দুটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান প্রবেশ দ্বার রয়েছে। যেগুলো দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা যেতো। বাড়িটির উপর তলার সম্মুখে যে সামান্য অংশ টিকে আছে তা দেখে অনুমান করা যায় যে বাড়িটির সম্মুখে নয় নম্বর বাড়ির মত সম্মুখে ফ্রেমে নকশা ছিল। এছাড়া আর কোন অলংকরণ নেই। আর দক্ষিণ পূর্ব দিকে বর্তমানে ভগ্ন সিঁড়ি দিয়ে বাড়িটির উপর তলায় উঠার ব্যবস্থা ছিল।

বাড়িটির সম্মুখে ধ্বংস প্রাপ্ত অংশের পিছনের যে কক্ষগুলো দাড়িঁয়ে আছে তা থেকে মনে হয় কক্ষের দরজাগুলো সরল ছিল। বর্গ ক্ষেত্রের মধ্যে খিলানের নিচে কুলঙ্গি ছিল। এর ছাদ অনেক আগেই ধ্বসে পড়েছে।

**৩৯ নম্বর বাড়িঃ**

বর্তমানে জরাজীর্ণ ভগ্ন প্রায় হলেও এক সময়কার ছবি সদৃশ এ দ্বিতল বাড়িটি রুচিশীল ধনাঢ্য কোন ব্যক্তির বাড়ি ছিল বলেই মনে হয়। পানামের মধ্যবর্তী হলঘর সম্বলিত স্থাপনাগুলো মধ্যে এ বাড়িটি অন্যতম।

পানাম নগর যে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের আবাস স্থল ছিল তারও প্রমাণ অন্যান্য সুন্দর বাড়িসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিও (চিত্র-৩৯)। যদিও কালের প্রবাহে বাড়িটির আসল সৌন্দর্যের তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবু দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত অনেক কিছু আছে এখানে। বাড়িটির অবয়ব দেখলে মনে হয় কোন মোটা ব্যক্তি দু'দিকে হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালে যেমনটি দেখাবে ঠিক তেমনটি। এ বাড়িটি দু'দিকে হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। পানামের কিছু কিছু বাড়িতে ঝুল বারান্দা আছে এবং কিছু বাড়িতে মূল বারান্দার সাথে দু'দিকে বর্ধিত বারান্দা আছে। কিন্তু এ বাড়িটির মূল বাড়ি থেকে বারান্দা সামনের দিকে বর্ধিত করে নির্মিত। বাড়িটির বাদিকে মূল অংশের সম্মুখের কিছু অংশ ধ্বসে পড়েছে। বাড়িটির সম্মুখ অংশে উভয় তলার বারান্দার সম্মুখে পাঁচটি করে এবং পূর্ব-পশ্চিমে একটি করে অর্ধবৃত্তাকার খিলান রয়েছে। প্রথম তলার পাঁচটি খিলানপথ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও দ্বিতীয় তলায় কেবল সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় তলার খিলান গুলোর কলসি সদৃশ্য প্লিন্থ এবং নীচ তলার গুলো চ্যাপ্টা বা আয়তকার দেওয়া হয়েছে। যেগুলো একদম নীচ থেকে না উঠে একটু উপর থেকে উঠেছে এবং খিলানের উপর প্রায় প্যারাপেটের কাছাকাছা পর্যন্ত গিয়ে থেমেছে এবং দেয়ালের সাথে মিশে আছে। এছাড়া প্রথম তলায় পূর্ব-পশ্চিমে খিলান দুটি জানালার উপর নির্মাণ করা হয়েছে। স্তম্ভগুলোর শীর্ষ করিন্থীয়ান। ইমারতের ডানে ও বাদিকের বর্ধিত অংশে ২য় এবং ১ম তলায় দুটি করে মোট চারটি প্রবেশ দ্বার আছে। উল্লেখ্য নীচ তলার পাঁচটি খিলান সহ প্রবেশ পথের মধ্যে মাঝের একটি বাদে বাকী চারটি ইট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং মাঝেরটিও বর্তমানে দখলদার মালিক বাঁশের বেতি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়িটির বারান্দা দিয়ে প্রবেশ করে বড় একটি হলঘর দোতলা পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। দোতালা হলঘরে চারদিকে বেলকনি বা ঝুল বারান্দা আছে যেমনটি নাচ ঘরে থাকে। হাতের ডান ও বাদিকে দুটি করে চারটি কক্ষ এবং পিছনের দিকে কয়েকটি কক্ষ রয়েছে।

**অলংকরণঃ**

প্রথম এবং দ্বিতীয় তলার বারান্দার কিছু অলংকরণ, ইমারতটির দেয়ালের কোণায়, এবং ভিটার অলংকরণের অবশিষ্টাংশ যেটুক রয়েছে তা দেখলে অনুমান করতে কষ্ট হয়না যে ইমারতটি কতটুকু সুন্দর ছিল। বাড়ির বাইরের অন্য অংশের অলংকরণ আর তেমন নেই। কিছু ধ্বসে পড়েছে কিছু হয়তো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। বাড়িটির ভিটা বা প্লিন্থ (গ্রামীণ ভাষায় বলে 'ডোয়া') উঁচু এবং চিনি টিকরীর রঙ্গীন নকশা দ্বারা অলংকৃত (চিত্র-৪০ক)। খিলান গুলোর পাশে ইটের স্তম্ভ এবং এ স্তম্ভগুলোর উপর গোল সংযুক্ত স্তম্ভগুলোর নীচে ফুল পাতার নকশা করা (চিত্র-৪০খ)।

এ বাড়ির নীচ তলা এবং এর উপর তলার স্তম্ভ মূল ((base) এবং ভিত (Plinth) সুন্দর ভাবে অলংকৃত। নীচ তলার সংযুক্ত স্তম্ভের  ভিতের আয়তকার অংশে নীচ তলায় ফুলের মোজাইক মোটিভ (চিত্র-৪০গ), উপর তলায় প্লাস্টারে করা চার বা পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট ফুলেল মোটিভ এবং লোকজ ফুল। মনে হয় কলমী

ফুল কিংবা সন্ধ্যামালতী ফুল। স্তম্ভের মূলে ফুলেল নকশা দেখে মনে হয় স্তম্ভের ভিতের উপর একটি মাটির পাতিল বসান তার উপর লম্বা ফুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেমনটি দেখা যায় আধুনিক কোন অভিজাত বাড়িতে পিতলের পাতিল সদৃশ বড় ফুলদানীতে। পরের স্তম্ভ ডোরিক করিন্থীয়ান স্তম্ভ শীর্ষ কার্ণিশ পর্যন্ত চলে গেছে। নীচের স্তম্ভ সংযুক্ত আধা করিন্থীয়ান শীর্ষ এবং স্তম্ভের মাঝে কুলুঙ্গি সদৃশ।

খিলানের টিম্বেনামে নীচ তলাতে রয়েছে গ্রিল নকশা এবং উপর তলায় জালি বা তারের কাজের মত করে ভরাট করা। নীচতলায় খিলানের উপর স্প্যানড্রিল কি-স্টোন আকৃতি নকশাকৃত। উপর তলায় ফুল লতাপাতার প্লাস্টার স্টাকো নকশা করা।

কার্ণিশের নীচের অংশ ফুলেল মোটিভ। এর নীচে নুপুরের মত জ্যামিতিক নকশা। নীচ তলার এবং দ্বিতীয় তলার প্যারাপেটে রয়েছে বর্ডার নকশা এবং বর্ডার নকশার উপর একটু দূরে দূরে চার পাপড়ি বিশিষ্ট ফুলনকশা (চিত্র- )। উপর তলার বারান্দার সম্মুখে দু'ফুট পর্যন্ত গ্রিল দিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছিল। উভয় তলার বারান্দার সম্মুখে এবং পিছনের কোণায় লম্বালম্বি ভাবে অতি মনোরম সুন্দর জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। তবে নীচ তলার এবং উপর তলার নকশা এক রকম নয় ভিন্ন রকম। উপর তলার খিলানের অর্ধবৃত্তাকার অংশে সুন্দর ফুল লতাপাতার নকশা এবং তার মধ্যে রয়েছে নয়টি গোলাপ। খিলানের উপর প্যারাপেটের নীচে দেয়ালে নেকলেসের ও কানের দুলের মত নকশা আছে (চিত্র- )।

দ্বিতীয় তলার সম্মুখে উভয় দিকে কোণায় নীচ থেকে উপর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ অলংকৃত। নীচ তলাতেও অনুরূপ অলংকরণ নকশা ছিল যা ইমারতটির বর্তমানে টিকে থাকা দৃশ্যমান অলংকরণ নকশা দেখে বুঝা যায়। নীচে খিলান স্তম্ভসমূহের নকশা প্রায় সবই ধ্বসে পড়েছে। ইমারতটির বারান্দার উভয় পাশে বাইরে তিনটি করে কারুকার্য করা লোহার বন্ধনী (Support) ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যামান (চিত্র- )। মনে হয় এ বন্ধনী গুলোর উপর ভিত্তি করে ইমারতের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এখানে কোন স্থাপনা বা অংশ ছিল, যা বর্তমানে নেই। কোন একসময়ে ধ্বসে পড়েছে। বাড়িটির সামনে কয়েক ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি চমৎকার জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত করা। ইমারতটির বাইরের অংশ যেমন সুন্দর তেমনি ভিতরের অংশ অনেক সুন্দর কারুকার্যময়, অলংকৃত। হলঘরের চারদিকে চিনিরটিকরির রঙ্গীন নকশার চমৎকার কারুকাজ রয়েছে।

**৪০ নম্বর বাড়িঃ**

এ বাড়িটি ৪১ নম্বর বাড়ি থেকে একটু দূরে ছিমছাম একটি ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়িটির সম্মুখে প্রশস্ততা কম কিন্তু লম্বায় বড়।

এ বাড়িটির সম্মুখের মধ্যবর্তী অংশে চারকেন্দ্রিক দ্বিস্তর কৌণিক খিলান সম্বলিত একটি অন্ধ খিলান রয়েছে। এখানে দুটি প্রবেশ পথ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সংস্কার কাজের সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাড়িটির নীচ তলা এবং উপর তলাতেই বন্ধ অংশটির দু'পাশে দু'টি করে সরল প্রবেশ পথ রয়েছে।

বাড়িটির ভিতরে ছয়টি কক্ষ রয়েছে। নীচ তলায় উপরে উঠার সরু সিঁড়ি পথ রয়েছে। কক্ষগুলো বেশ অন্ধকার।

এ বাড়িটির পিছন দিকে একটি সরু সিঁড়ি রয়েছে। সেটি দিয়ে উপর তলায় যাওয়া যায়। পিছনের দিকেও কয়েকটি প্রবেশ পথ রয়েছে। সেগুলো দিয়ে বাড়িটির ভিতরে প্রবেশ করা যেতো (চিত্র-৪১)।

বাড়িটি দেখে মনে হয় বাড়িটি পানামের কোন ব্যবসায়ী তার ব্যবসার মালামাল রাখতো। বাড়িটির পাশে এবং সম্মুখে কোন জানালা নেই। পানামের বেশিরভাগ বাড়িসমূহে জানালা দেখা যায়না। যেসব বাড়িতে জানালা দেখা যায় সেগুলোতেও জানালার সংখ্যা একটি দুটির বেশী নয়। ৪০ নম্বর বাড়িটিতেও ভিতরে এবং বাহিরে কোন অলংকরণ নেই। প্রাথমিক অবস্থায় ছিল কিনা বলা যায় না। থাকলেও পরবর্তীতে সংস্কারের সময় ঢাকা পড়ে গেছে। ঘরগুলো শাখারী পাট্টর বাড়িসমূহের বন্ধঘরের মত।

**৪১ নম্বর বাড়িঃ**

বাড়িটি ৪১ নম্বর বাড়ির দেয়াল ঘেষেই গড়েই উঠেছে। একতলা এবং প্লাস্টার বিহীন। লাল ইটের তৈরি বাড়িটিকে ৪০ নম্বর বাড়ি হিসেবে বর্ণনা করা যেত। কিন্তু প্রত্নতাত্বিক অধিদপ্তর বাড়িটির এভাবে নম্বর প্রদান করাতে সেই নম্বর অনুসরণ করে বর্ণনা করতে হয়েছে। বাড়িটির সম্মুখে দেয়ালের সাথে সংযুক্ত চ্যাপ্টা স্তম্ভের উপর ৫টি অর্ধবৃত্তাকার খিলানসহ প্রবেশ পথ রয়েছে। খিলানগুলোর টিম্পেনাম ইট ভরাট করা।

বাড়িটির খিলান আকার অবস্থান দেখে এর সম্মুখের খিলানপথগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পূর্বে যে একটি খিলান পথ ছিল তা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেই বুঝতে অসুবিধা হতো না যে, এখানে একই দেয়ালের সাথে লাগানো দুটি বাড়ি ছিল। কিন্তু বর্ণনার সময় এবং নম্বর প্রদানের সময় বাড়িটিকে দুটি বাড়ি হিসেবে উল্লেখ না করে একটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কোন কারণ জানা যায়নি। বাড়িটির ভিতরের কক্ষগুলো বেশ অন্ধকার। এ বাড়িটির ভিতর ও বাইরে কোন অলংকরণ নেই। তবে বাড়িটির করিডোর সম্বলিত বাড়ি। বাইরে থেকে প্রবেশ করলে একটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছাদ বিশিষ্ট বারান্দার মত কক্ষ। এর পর অন্যান্য কক্ষ। তবে বাড়িটির মধ্যবর্তী অংশে লম্বা করিডোরটি বাড়ির ভিতর পর্যন্ত চলে গিয়েছে (চিত্র-৪২)।

**৪১(ক) বাড়িঃ**

দ্বিতল প্লাস্টার বিহীন বাড়ি এটি। সম্মুখে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান। মাঝেরটি বড়। এ বাড়ির অবয়ব ৪৩ নম্বর বাড়ির অনুরূপই বলা যায়। কেবল ৪৩ নম্বর বাড়িটি অনেক বড়। এই বাড়িটি অনেক ছোট। আবার উল্টো দিকে ৬/৭ নম্বর বাড়ির সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়।

বাড়িটির মাঝের খিলান পথদিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করা যায়। সম্মুখে মোটা দুটি স্তম্ভের উপর ঝুল বারান্দা রয়েছে। এরূপ ঝুলবারান্দায় বাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নির্মিত হত তা অবশ্যই বলা যায়। এ ঝুল

বারান্দায় পিছনে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার খিলানসহ বারান্দা রয়েছে। বারান্দার পিছনে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে কক্ষে প্রবেশের জন্য। প্রবেশ পথের উপরে হালকা বাকা খিলান (চিত্র-৪৩)।

বাড়িটির ছাদ কাঠেরকড়ি বর্গার উপর নির্মিত। বাড়িটির ভিতরে এবং বাইরে কোন অলংকরণ দেখা যায় না।

**৪২ নম্বর বাড়িঃ**

আয়তাকার এ বাড়িটি কম গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি। ৪৩ নম্বর বাড়িটি ঘেষে পশ্চিম দিকে সাদামাটা এ বাড়িটি একতলা। এ বাড়ির সম্মুখে তিনটি কৌণিক (চারকেন্দ্রিক) অর্ধবৃত্তকার খিলানসহ প্রবেশ পথ রয়েছে। এরূপ খিলান সাধারণত মুঘলদের স্থাপত্যে দেখা যায়। আর এখানে উল্লেখ না করলেই নয় যে, পানাম নগরের স্থাপত্যগুলো ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাথে মুঘল এবং বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও ইমারতের সম্মুখ দেয়ালের চারটি ত্রিভূজাকৃতির মেকি এবং ফ্রেমের নীচে সরল বর্ডার রয়েছে। অনুরূপ ফ্রেম এ বাড়িটির ঠিক উল্টো দিকের নয় নম্বর বাড়িতেও দেখা যায়।

বাড়িটিতে ঢুকতেই একটি অভ্যর্থনা কক্ষ এবং পিছনে ও পাশে অন্যান্য কক্ষ। কিন্তু এই অভ্যর্থনা ছাদ বর্তমানে ধ্বংসে পড়েছে। বাকিটুকুও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বিদ্যামান (চিত্র-৪৪)।

**৪৩ নম্বর বাড়িঃ**

পানাম নগরের সুসজ্জিত উচ্চবিলাসী বাড়িসমূহের মধ্যে এ বাড়িটি অন্যতম। বাড়িটি হল ঘর সম্বলিত দ্বিতলা বাড়ি। লাল ইটের তৈরী প্লাস্টার বিহীন বাড়িটি বাইরের দিক থেকে বিশাল হলেও তেমন আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু ভিতরে এর কক্ষের বিন্যাস, বিশাল সুসজ্জিত নাচ ঘর এবং দীর্ঘ সময় পরও অলংকরণের সাজসজ্জার জৌলসে মুগ্ধ না হয়ে পাড়া যায়না। এ জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িটি দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, পানামের সেসময়কার কোন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তার খ্যাতির শিখরে থাকা অবস্থায় বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার সাথে দাম্ভিকতাও প্রদর্শেনে সচেষ্ট হয়েছেন। ঢাকার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সাহাদের বাড়ি এরূপ ছিল। স্থানীয় জনগণের কাছে বাড়িটি নীহারিকা হাউজ নামেই পরিচিত। ইমারতটির উত্তরে দিকে রাস্তার দিকে ৪৮´ চওড়া এবং পশ্চিম দিকে ৮৯। পূর্ব দিকের অংশে ১২০ লম্বা এবং পরে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রয়ের্ছে একটি কক্ষ।

এ বাড়িটির সম্মুখে বিশাল একটি অর্ধবৃত্তাকার খিলানযুক্ত তোরণ দুপাশে দুটি করে চারটি সরু স্তম্ভের উপর নির্মিত ।বিদ্যমান স্তম্ভগুলোর উপর ডোরিক (Doric) স্তম্ভ শীর্ষ রয়েছে। এ বিশাল খিলান তোরণ পথ দিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করা যায়। আবার এ চারটি মোটা স্তম্ভের উপর দ্বিতলে পানামের প্রচলিত ঝুল বারান্দার সৃষ্টি করেছে (চিত্র-৪৫)। আর সম্মুখ অংশের এ খিলান পথের দুদিকে তিনটি করে ছয়টি অর্ধবৃত্তাকার খিলান। খিলানগুলো ইটের চ্যাপ্টা স্তম্ভের উপর নির্মিত এবং খিলান পথের পিছনেই রয়েছে গাড়ী বারান্দা। বারান্দার উপর তলাতেও অনরূপ ঝুল বারান্দা রয়েছে, এছাড়াও নীচ তলার অনুরূপ খিলান এবং বারান্দা উপর তলাতেও আছে এবং সেখানেও অনুরূপ মজবুত জোড় স্তম্ভ রয়েছে। এ বাড়ির অনুরূপ ঝুল

বারান্দা পানাম নগরের অনেক বাড়িতেই দেখা যায়। এ বাড়িটির ঠিক উল্টো দিকের বাড়ি দুটো আকারে ছোট কিন্তু একই রকম প্লাস্টার বিহীন লাল ইটের ঝূল বারান্দা সমেত।

নীচ তলার প্রধান তোরণের খিলানটির টিম্পেনামের মাঝে প্রস্ফুটিত ফুল লতাপাতা রয়েছে। নকশাকৃত অংশের মাঝে রয়েছে বৃত্তাকার কারুকার্য খচিত অংশ। সেখানে আদি বাংলা ব্লক অক্ষরে লিখন আছে। ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে লেখাটি পুরোপুরি পড়া যায় না। তবে যেটুকু পড়া যায় তা হলো "শ্রী বন্দে শ্রী নাথ দারবিন্দু যুগ্ননাম" (চিত্র-৪৬)। এ বৃত্তেরই বর্হিঃভাগে বর্ডারের মত গোল বৃত্তে বাহিরের দিকে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বার বার লেখা। এটিকে ঘিরে আরেকটি বৃত্ত পাতা নকশা সম্বলিত। লিখনি সম্বলিত এ সম্পূর্ণ বৃত্তটিকে দেখলে মনে হয় মাঝে আয়না আর চারপাশে সুন্দর নকশা ফ্রেম। নকশাকৃত অর্ধবৃত্তাকার এ অংশের উপর ফুল নকশা সম্বলিত সরু বর্ডার দিয়ে বৃত্তটিকে দুভাগ করা হয়েছে। বর্ডারের উপর ফুলের পাপড়ির মত নকশা করা হয়েছে।

বাড়িটির ১ম এবং ২য় উভয় তলাতে এমনকি বাড়িটির সম্মুখে বারান্দার পিছনেও অনুরূপ খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ রয়েছে। তবে এগুলোর দুপাশের দুটিতে লম্বা রড দেওয়া যা লম্বা জানালা হিসেবে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য সম্ভবত ব্যবহৃত হত এবং মাঝেরটি কাঠের দরজা। এসব ইমারতসমূহের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদিরূপ নেই। বর্ণনায় তাই অস্পষ্টতা থেকে যায়।

প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করে একটি খোলা লম্বা করিডোর দেখা যায় এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত। প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে হাতের ডান ও বা'দিকে দুটি কক্ষ। উপর তলায় উঠার সিঁড়ির দুপাশে দুটি আয়তাকার কক্ষ।এরপরই হাতের ডানে রয়েছে বড় হল ঘর (২৪´-২´´× ১৬´-৪´´) যা নাচ ঘর হিসেবে পরিচিত। নাচ ঘরে রয়েছে ষোলটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে ১২টি অর্ধবৃত্তাকার খিলান। এ খিলানগুলোর পিছনেই যে করিডোর রয়েছে সেপথ দিয়েই পিছনের বসবাস যোগ্য কক্ষগুলোতে যাওয়া যায়। প্রবেশ পথের পাশের দুটি ঘর ছাড়াও নাচের ঘরের পশ্চিম ও উত্তরাংশের শেষে আরো অনেক গুলো বড় ছোট কক্ষ রয়েছে। হল ঘরের ছাদ এক সারি কড়িকাঠের বর্গার উপর স্থাপিত। হলঘরটি প্রায় ২৫´ উঁচু দোতলা পর্যন্ত নির্মিত। নাচ ঘরের তিন দিকে ৩´-৬´´ চওড়া করিডোর ।

কিন্তু উপর তলাতে তিনদিকে করিডোর এর উপর বরাবর বেলকোনি সেখানে রয়েছে ১৬ জোড়া গোল স্তম্ভ অর্থাৎ ৩২টি স্তম্ভ শীর্ষ করিন্থীয়ান নকশায় সজ্জিত। এ নকশা যেমন থাকে ঠিক তেমন এবং শিরালো। তবে এখানে স্তম্ভের উপর খিলান তৈরি হয়নি। স্তম্ভের পার্শ্বের প্রবেশ পথগুলোর শীর্ষ লিনটেল সরল ও সমান্তরাল। লিনলের উপর ছাদের ঠিক নিচে লাল পেড়ে শাড়ির মত এক সারি বর্ডার নকশা। বর্ডারে সুন্দর ফুল লতা পাতার নকশা।

**অলংকরণঃ**

নীচ তলার প্রতিটি খিলান চমৎকার ভাবে সজ্জিত। ছবির ন্যায় পেচানো লতার মত দেখতে এবং প্রতিটির শীর্ষে একটি বৃত্তের মধ্যে একটি আবক্ষ নারী ও শিশু মূর্তি দেখা যায়। এরূপ অপরূপা মূর্তির কাজ নাটোরের ছোট তরফের রাজপ্রাসাদে এবং দুবল হাটির রাজপ্রাসাদে দেখা যায়। আর এখানে উচু শিল্প কাজ করা লতা পাতার ফলাবৃত্তটিকে ঘিরে আছে। আর উভয় পাশে আরো রয়েছে তাল পাতার পাখার মত নকশা। নাচঘরের চারদিকে খিলানগুলোর শীর্ষ বরাবর লতাপতার নকশাকৃত অতি চমৎকার বর্ডার রয়েছে। ঠিক এ বর্ডারের উপর সামান্য বাড়ানো কার্ণিশ রয়েছে এবং কার্ণিশের সামান্য পিছনে রয়েছে জ্যামিতিক নকশাকৃত বর্ডার নকশা। হল ঘরের মেঝেটি সাদাকালো বর্গ নকশা করা।

**৪৪ নম্বর বাড়িঃ**

এটি একটি দোতলা বাড়ি। সম্মুখে তিনটি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকেই একটি অভ্যর্থনা কক্ষ। উপর তলায় উঠার জন্য হাতের ডান দিকে বা পূর্ব দিকে একটি ছোট সরু খাড়া সিড়ি। অভ্যর্থনা কক্ষের পিছনে একটি সিড়ির ঠিক পিছনে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ রয়েছে। এগুলোর পিছনে অনুরূপ আরও তিনটি একই আকৃতির কক্ষ। উপর তলার কক্ষ গুলোও নীচ তলার মতই বিন্যস্ত।

এ বাড়িটির উল্লেখযোগ্য অংশ ও অভ্যর্থনা কক্ষের সিলিং এর মধ্যবর্তী অংশ বৃত্তাকার আলপনা নকশায় সজ্জিত। এছাড়া সিলিং রয়েছে নারিকেল গাছের পাতার মত চিরল বর্ডার নকশা (চিত্র-৪৭)।

**৪৫ নম্বর বাড়িঃ**

বাড়িটি সাদামাটা একতলা। বাড়িটির ঠিক পাশ ঘেষে একটি রাস্তা আমিনপুর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বাড়িটির সামনে পাঁচটি লিনটেল বা আনুভূমিক খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ থাকলেও বর্তমানে ডান থেকে দুটি বন্ধ ও বা'দিকে একটি বন্ধ। মাঝের দুটি খোলা। প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করেই লম্বা হল ঘর। এর পিছনে অন্যান্য কক্ষ।

## ৩.৫ পানাম নগরের অন্যান্য ইমারত সমূহঃ

**আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়িঃ**

পানাম নগরের রাস্তার পাশে গড়ে উঠা বাড়িসমূহ ছাড়া বিচ্ছিন্ন কিছু উল্লেখযোগ্য বাড়ি এবং ইমারত রয়েছে সে গুলোর মধ্যে আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

পানাম নগরের রাস্তার দু'পাশের বাড়িসমূহের সারি শেষ হবার পর হাতের বাদিকে বাক নেওয়া রাস্তাটি সোজা চলে গেছে পানাম বাজার পর্যন্ত। বাজার থেকে নামার রাস্তার শেষ প্রান্ত উত্তর দিকে একক বিচ্ছিন্ন নিরিবিলি বিশাল একটি বাড়ি। এটিই আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি। তবে এর বহুল পরিচিত নাম কামারের বাড়ি।[১৭]

বর্তমানে চারিদিকে দেয়াল পরিবেষ্টিত এবং তোরণ সমেত বাড়িটিতে প্রবেশ করতে একটু বেগপেতে হয়। প্রবেশ করলে হাতের ডান দিকে গ্রিল দিয়ে ঘেরা বিশাল একটি বাগান এবং এর বাদিকে খোলা সবুজ চত্বর। এরপর মূল বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ তোরণটি ডানদিকে বাগানের কাছে। এ প্রবেশ তোরণটি সম্ভবত বর্তমান দখলদার মালিক তৈরি করেছেন। পুরাতন বা আসল প্রবেশ পথটি বাদিকে একটু দূরে প্রাচীন দেওয়ালের সাথে। বর্তমানে ইট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে (চিত্র-৪৮)। সামনে পুরাতন ইটের স্তুপ পড়ে আছে। এ প্রবেশ তোরণ দিয়েই বাড়ির প্রধান দালানে বা বাড়ির ভিতরে ঢোকা যেত। জানা যায় এ প্রবেশ তোরণে দু'পাশেছিল মিষ্টি ও দই তৈরির ঘর। আরও ছিল বাড়ির রন্ধন শালা। এগুলো এখন শুধুই ভিটা। পরিত্যক্ত, মানুষ বসবাসের অনুপযোগী। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলে গা কেমন ছমছম করে, ভয়ে শিউরে উঠে। বয়সের ভারে অতিবৃদ্ধ ইমারতটির দাঁড়িয়ে থেকে কেবলমাত্র পুরাতন আভিজাত্য ও ঐতিহ্য জাহির করছে।

বর্তমান বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ তোরন দিয়ে ঢুকেই হাতের ডানে রয়েছে ঘাটসহ বড় পুকুর। হাতের বামে বড় পূজার ঘর। সামনে বর্ধিত দ্বিতল ভবন। বর্ধিত ভবনের পূজার ঘরের সামনে বড় উঠান। বাদিকে পূজার ঘর থেকে একটু এগিয়ে গেলেই মূলভবন। মূল ভবনের ডান দিকের শেষেই একটি ছোট প্রবেশ তোরন। তোরন ঘেষেই রয়েছে প্রাচীর। তোরণ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সোজা পিছনে রয়েছে বাড়ির উঠান এং তোরণ থেকে একটু সামনে ঢুকতেই নজরে পড়ে দোতলায় উঠার কয়েকটি সিঁড়ি, ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। এ সিঁড়ির পিছনে প্রাচীর শেষে ধবংসপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখা যায় গোসলখানা এবং কাপড় বদলানোর স্থান। দোতলা থেকে বাড়ির এ অংশের সাথে যাতায়তের জন্য এ সিঁড়িটি নির্মিত হয়েছিল। এ অনুমানের কারণ প্রাচীরের সাথে একটি প্রবেশ তোরণ এখনও ভাঙ্গা অবস্থায় টিকে আছে। মূল ভবনের পাশে প্রবেশ তোরণ থেকে পুকুর ঘাটে যাবার তোরণ পর্যন্ত স্থান পাকা করা ছিল এবং এ বরাবর উপরে একতলা পর্যন্ত ছাদ ছিল। এখনও এ অবস্থায় রয়েছে। পিছনে উঠানে এখনও এক কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ঘর বিদ্যমান। জানা যায় এই ঘরটি ছিল মহিলাদের প্রসূতি ঘর।

পোদ্দার বাড়ির মূল ভবনটি দ্বিতল। এ বাড়িটি পানাম নগরের মধ্যবর্তী উঠান সম্বিলিত বাড়িসমূহের মধ্যে অন্যতম। উত্তর দক্ষিণে লম্বা এ বাড়িটি জাদরেল ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আনন্দমোহন পোদ্দারের। বাড়িটি পানাম নগরের অন্যান্য বাড়িসমূহের মত ঔপনিবেশিক ভাব ধারার নির্মাণ করা হয়েছিল। বাড়িটির আয়তন ৩৯৫ফুট দৈর্ঘ্য (উত্তর-দক্ষিণ)×২৬২ফুট প্রস্থ (পূর্ব-পশ্চিম) (চিত্র-৪৯)।

বাড়িটি ভিতরে উন্মুক্ত উঠানকে ঘিরেই চারিদিকে বারান্দা এবং বারান্দার চারিদিকে অধিকাংশ কক্ষগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। উপর তলাতেও অনুরূপ চারদিকে বারান্দা এবং বারান্দার পিছনে কক্ষসমূহ। সামনে বাইরে বড় উঠানকে ঘিরে অল্প কিছু সংখ্যক কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছিল। এ অংশ টুকু সাদা মাটা।

**অলংকরণঃ**

মূল ভবনটি ঘিরে গড়ে উঠা মূল ইমারতটির ভিতরের বারান্দা সহ চারিদিক জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে অলংকৃত। চারিদিকে উপরে ও নীচে একেকদিকে একই রকম নয়। ভিন্নতা রয়েছে কোথাও কোথাও। নীচের খিলানগুলো চ্যাপটা মোটা স্তম্ভের উপর নির্মিত। দু'পাশে দুটি স্তম্ভ মধ্যবর্তি অংশের মাঝে নীচ থেকে কার্ণিশের নীচ পর্যন্ত সরু কুলুঙ্গির মত এবং শীর্ষ অংশে করিন্থীয়ান ক্যাপিটালের উপর রয়েছে এক সারি মোল্ডিং এবং দু'সারি অলংকরণ নকশা। তারও উপরে উপর তলার বারান্দার কার্ণিশ। কার্ণিশের নীচে ব্রাকেট ব্যাবহার করা হয়েছে। ব্রাকেটের নিচে দু'সারি বর্ডার নকশা (চিত্র-৫০)। মধ্যসারিতে রয়েছে জ্যামিতিক নকশা এবং দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে পাঁচপাপড়ি বিশিষ্ট ফুল ঢেউ খেলানো লতাপাতার মাথায়। খিলান বৃত্ত গুলোর উপর রয়েছে সরু ফুলদানিতে ফুল সাজানো (চিত্র-৫১)। দু'দিকে ঝুলানো ফুল। মাঝে উপর দিকে উঠে গেছে তিনটি রঙ্গীণ কুড়ি। উপর তলার খিলান গুলোর অর্ধবৃত্তাকার অংশে ছোট ছোট ফুল পাতার জড়ানো নকশা, মোটা মোল্ডিং এরপর অর্ধবৃত্তের ভিতরে গ্রিল নকশা (চিত্র-৫২)।

খিলানগুলোর উপরের শেষ সীমায় এক সারি মোল্ডিং। তারপর একসারি ফুল পাতার মালার মতন নকশা। এরপর একটু পরপর বড় চারপাপড়ি বিশিষ্ট একটি করে ফুলের নকশা। এর পরের সারি একটু সামান্য উঁচুতে ডায়মন্ড আকৃতির নকশা। এরপর একটি সারি মোটা মোল্ডিং। মোল্ডিংএর উপর ছাদের ব্রাকেট। ব্রাকেটগুলো অলংকৃত করে দেয়াল সজ্জিত করা হয়েছে। ব্রাকেটগুলো এমন ভাবে সজ্জিত করা হয়েছে যেন তিনটি ফনা তোলা সাপ। ব্রাকেট গুলোর উপর দিয়ে ছোট বল দিয়ে মালার মত কোনাকৃতি করে সজ্জিত করা হয়েছে।

খিলানগুলোর পাশে তিনটি করে গোল স্তম্ভ। তবে মাঝের স্তম্ভটি মোটা এবং মোজাইকে আবৃত্ত। দু'পাশের স্তম্ভ দুটি সারু। এ সরু স্তম্ভের উপরেই খিলান নির্মিত হয়েছে। মধ্যবর্তি মোটা স্তম্ভটি কার্ণিশ পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে এবং এর ক্যাপিটাল করিন্থীয় (চিত্র-৫২ক)। সরু স্তম্ভ গুলোর ক্যাপিটালের উপর রয়েছে একটি সুর্য্যমুখী ফুলের নকশা (চিত্র-৫২খ)। উপরের একটি অংশ থেকে খিলান নির্গত হয়েছে। স্তম্ভ গুলোর নীচে কলসীরমত। কিন্তু কলসির মত না বলে সুন্দর ফুলদানির মত বলা যায়। কারণ ফুলদানির মাথাটি ফুলের পাপড়ির মত নকশা দিয়ে সজ্জিত (চিত্র-৫৩)। কলসিতে সাধারণত এরকম থাকে না। সরু স্তম্ভ দুটি 'চিনি টিকরীর' রঙ্গিন নকশা দিয়ে দড়ির মত পেঁচিয়ে উপরে উঠে গেছে। একই রুপ দেখা যায় বড় সর্দার বাড়িতে, কাশিনাথ ভবনে। নীচ তলার বারান্দার পিছনে যে সকল প্রবেশ পথ রয়েছে সেগুলোও অর্ধবৃত্তাকার এবং অর্ধবৃত্তাকার অংশে রয়েছে ফুলের নকশা। কিন্তু উপর তলার প্রবেশ পথ ও জানালা গুলোর উপর সমান লিনটেল। এগুলোর উপরও আছে সুন্দর নকশা। মধ্যবর্তি উঠানের আঙ্গিনাটিও পাকা ছিল। কিন্তু এখন স্যাঁতসেতে। বহুকাল ধরে এগুলো অব্যবহৃত।

**বড় সর্দার বাড়িঃ**

বড় সর্দার বাড়ি পানাম নগরের প্রায় ৪৬০ মাইল উত্তর। বর্তমানে বাড়িটি লোক শিল্প যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আয়তকার এ ইমারতটির পরিমাণ উত্তর দক্ষিণে ২০৯′×২″ পূর্ব পশ্চিমে ১০২′×৬″। চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। বর্তমান লোক শিল্প যাদুঘরের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে হাতের বাদিকে অথাৎ সর্দার বাড়ির বড় পুকুর রয়েছে। মাঝখানের বাধানো ঘাটের সিঁড়ির উপর দু'জন ঘোড়া সাওয়ারি দেখা যায়। এগুলোকে সর্দার বাড়ির পাহাড়াদার মনে হয়।

এ পুকুরের ঝলমলে পানিতে সর্দার বাড়ির প্রতিবিম্ব সুরী ও মূঘল আমলের কিছু স্থাপত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন শেরশাহের সমাধি, তাজমহল। এছাড়াও বাড়িটির ডান দিকে একটি ঘাটসহ বড় পুকুর রয়েছে। অথাৎ দু'দিকে দু'টি পুকুর এবং মাঝে এই সুন্দর কারুর্কাযময় দালান বাড়ি (চিত্র ৫৪)।

সর্দার বাড়িটির দুটি সুসজ্জিত বহিরাঙ্গন, পশ্চিম দিকে ও দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিকে ৩৩.২″ চওড়া, প্রসারিত এ অংশে রয়েছে ৬′ চওড়া করিডোর। যে পথ দিয়ে বাম পাশে একটি ইমারত এবং ৩৪′-২″ ×৮′-০″ সরু হল ঘরে এবং একটি বারান্দায় যাওয়া যায়। এদিকে রয়েছে একটি কাচারী বাড়ি।

প্রধান তোরণের এ অংশের একটু পিছনেই রয়েছে ভল্ট (Vault) ছাদ বিশিষ্টি একটি অংশ। এ অংশটি ঘেসেই রয়েছে বাড়িটির পশ্চিম দিক। অর্থাৎ এ দিকেই ২য় সম্মুখ অংশ। আর এ দিকেই পানাম নগরে যাওয়ার পাকা সড়ক পানাম পুল পাড় হয়ে দুলালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত।

দ্বিতল এ অংশটির সম্মুখে রয়েছে লম্বা বারান্দা এবং বারান্দার উভয় দিকে সামনে বাড়ানো গাড়ী বারান্দা। যেমনটি দেখা যায় ৩৪ নম্বর প্লাষ্টার বিহীন লাল ইটের ইমারতটিতে।

উভয় তলাতেই বারান্দার সম্মুখে তিনটি করে এবং নীচ তলার গাড়ি বারান্দার সম্মুখে দু'টি করে অর্ধবৃত্তাকার এবং উপর তলায় গাড়ী বারান্দা দু'দিকে ভ্যানিসিয়ান খিলান রয়েছে।

বাড়িটি দুটি কেন্দ্রিয় উঠান বা খোলা চত্বর সম্বলিত বাড়ি। বাড়িটির প্রায় ৬০/৭০টি বিভিন্ন আকারের কক্ষ রয়েছে যেগুলো ২টি উঠানকে ঘিরে সুবিন্যাস্ত। ২টি উঠানকে সংযুক্ত করা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের করিডোর দিয়ে।

দক্ষিণ দিকের সুসজ্জিত গাড়ী বারান্দার প্রবেশ পথ দিয়ে যাওয়া যায় সামনের আঙ্গিনা বা উঠানে। এটি বর্তমানে আকাশের দিকে উন্মুক্ত। কিন্তু নিদর্শনে বোঝা যায় মূলত পিচ করা ঢেউটিনে ছাউনি দেওয়া ছিল, বর্তমানে তা নেই। কিন্তু উপরের ধারক দেয়াল গুলো এখনও বিদ্যমান। পূর্ব প্রান্তে কৃষ্ণ মন্দিরের ভক্তদের সম্মেলনের সময় প্রাকৃতিক দুর্বিপাক থেকে রক্ষার জন্য কক্ষ নির্মিত হয়েছিল।

সামনের এ আঙ্গিনাটি চারিদিকে ঘিরে রয়েছে উপ-বারান্দা। পূর্ব দিকে ছাড়া প্রতিটি দিকে বারান্দার সম্মুখে রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সারি এবং স্তম্ভ সারি দিয়ে সজ্জিত। নীচ তলার স্তম্ভ গুলো চ্যাপ্টা মোটা। কিন্তু

উপর তলার সম্মুখের স্তম্ভ এবং স্তম্ভ শীর্ষ করিন্থীয়ান, যেটি কার্ণিশের নীচ পযন্ত উঠে গেছে। এ স্তম্ভটির পাশে পিছনের করিন্থীয়ান শীর্ষ সম্বলিত স্তম্ভ শীর্ষকে ভিত্তি করে খিলান নির্মিত হয়েছে।

নীচ তলার করিডোরে রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার খিলানের মাঝে মাঝে বর্গাকৃতির ইটের স্তম্ভ। আর উপর তলায় রয়েছে খিলানের উভয় দিকে ইটের উঁচু স্তম্ভের চারিদিকের দুজোড়া সরু করিন্থীয়ান ঝুলানো স্তম্ভ।

কৃষ্ণ মন্দিরের ডানে ও বামে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত দুটি প্রবেশ পথ রয়েছে। ডান দিকের পথটি দিয়ে বাইরের খোলা চত্বরসহ পুকুর ঘাটে যাওয়া যায়। বা'দিকের পথটি দিয়ে ভিতর কক্ষে প্রবেশ করা যায়। বর্তমানে কৃষ্ণ মন্দিরটি নেই।

মধ্যভাগের ভিতরের কেন্দ্রীয় চত্বরটি আকাশের দিকে খোলা। এ আঙ্গিনাটির সব দিকে ঘিরে রযেছে ঝুলবারান্দা। এগুলো ভেতরের খোলা আঙ্গিনামুখী করে করা। এপথ দিয়ে উভয় তলার পেছনের সারি সারি কক্ষ গুলোতে যাওয়া যায়।

**অলংকরণঃ**

বাড়িটির প্রধান ফটক দক্ষিণ দিকে (চিত্র-৫৫)। দেয়ালের সাথে সংযুক্ত তিনটি সুরু স্তম্ভের উপর জোড়া অর্ধবৃত্তাকার অন্ধ কারুকার্যময় খিলানের সাহায্যে প্রধান ফটকটি করা হয়েছে। প্রধান ফটকের উভয় পাশে দুটি করে গোল স্তম্ভ এবং উভয় পাশে উপরে চ্যাপ্টা মোটা তিনটি মোল্ডিং। আয়তকার ফ্রেম এবং খিলানের উপর আয়তকার প্যানেল মিশান করা হয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভের উপর আধা করিন্থীয়ান নকশা। প্রতিটি স্তম্ভ সাদা কালো 'চিনি টিকরীর' নকশা দিয়ে দড়ির মত প্যাঁচিয়ে উপরে উঠে গেছে (চিত্র-৫৬)। অনুরূপ নকশা পানাম নগরের কাশিনাথ ভবন, আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়িতে আছে। স্তম্ভ গুলোর নীচে কলসির মত নকশা । এ নকশা পানামের অনেক বাড়িতেই দেখ যায়।

প্রধান ফটকের দ্বি-স্তর খিলানের প্রথমটির অর্ধবৃত্তাকার ভরাট অলংকরণ অতি চমৎকার (চিত্র-৫৭)। এতে একটি ফুলদানির উপর ছোট ডিম্বাকৃতির অংশ এবং ফুলদানি থেকে উঠে যাওয়া ফুল পাতার নকশা দৃশ্যমান। এ অংশের মাঝে সম্ভবত কোন লেখা অথবা তৈরির তারিখ লেখা ছিল। বর্তমানে নেই। এ অংশে খিলানটার মাথায় অর্থাৎ দ্বিতীয় খিলানটি কোমড়ের বিছা, পায়ের নূপুরের মত জ্যামিতিক নকশা রয়েছে।

দ্বি-স্তর খিলানের শীর্ষে নকশা সবচেয়ে আকর্ষণীয়। খিলান শীর্ষে রয়েছে একটি নারী মুর্তি, দূরে দু'টি শিশু ফুলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে (চিত্র-৫৭)। এর আশে পাশে জবা ফুল। ফুলের কলি ও পাতার নকশা স্থানের চারিদিকের শোভা বর্ধন করেছে। নকশার প্রতিটি খাজে সুন্দর মালার মত নকশা শোভা পাচ্ছে। খিলানের উপর তিনটি মোল্ডিং নকশা রয়েছে, তার উপর ফুল লতাপাতার নকশার বর্ডার আছে। দু'দিকে বর্ধিত অংশের উপরে দু'দিকে দুটি জানালা রয়েছে। জানালা দু'টি দু'পাশের দু'টি করে চারটি সরু গোল স্ত ম্ভের উপর তিনটি খাজ বিশিষ্টি খিলান বিশেষ। স্তম্ভ গুলোর শীর্ষ করিন্থীয়ান। দেওয়ালের দু'দিকে কোণায় জ্যামিতিক নকশা (চিত্র-৫৬)।

নীচ তলার উভয় পাশে আয়তকার অংশে টবের উপর ফুল লতাপাতার খাড়া নকশা করা হয়েছে চিনি টিকরী ও পোরসিলেইন এর টুকরা প্লাস্টারে ঠুকিয়ে দিয়ে। নকশাটি দেখে মনে হয় দেয়ালে টাঙ্গানো আয়তাকার ফ্রেমে বাধানো ছবি (চিত্র-৫৮)। চিনিটিকরীর সাদা কালো নকশা প্যাঁচিয়ে উপরে উঠে গেছে। উভয় পাশের আয়তকার অংশের উপর কার্ণিশে রয়েছে। কার্ণিশ বরাবর ঠিক পিছনেই উপর তলার জানালা।

ছাদে নকশাকৃত প্যারাপেট রয়েছে। প্যারাপেটের উপর ছিল ফুলেল নকশা বিশিষ্ট প্যারাপেট। যার মাথার অংশটি ভেঙ্গে পড়েছে। প্যারাপেটের উপর ফুলেল নকশাকৃত অংশটিকে 'rusticated block'[১৮] বলা হয়ে থাকে। ফুলেল নকশার সাথে এ অংশে অনেক সময় মূর্তি বা ভার্স্কযও দেখা যায় এবং অনেক ইমারতে পেডিমেন্টের পরিবর্তে 'rusticated block' নির্মান করা হত । ঔপনিবেশিক আমলের অনেক ইমারতেই এরকম দেখা যায়। এ বৈশিষ্ট্যটি দেখলে মনে হয় ইমারতটি আভিজাত্য ঘোষণা করছে।

প্রধান প্রবেশ তোরণের পশ্চিম দিকে নীচতলার এরকম দু'টি ছবি সদৃশ্য রঙ্গীন ফুলপাতার নকশাকৃত অংশ রয়েছে এবং মাঝের অংশটি জানালার মত ।কিন্তু উপরে নীচে নকশাকৃত। জানালাটির উভয় পাশে দু'টি করে এবং দেয়ালের উভয় কোনা মোজাইককৃত জ্যামিতিক নকশা। উপর তলার কোণায়, ঢেউ খেলানো মোজাইক নকশা (চিত্র-৫৯)।

উপর তলার সম্মুখ অংশের জানালায় খিলানের অনুরূপ অর্ধবৃত্তের উপর কৌণিক তিনখাজ বিশিষ্ট খিলান জানালা রয়েছে। খিলানগুলোর পাশে চারটি সরু গোল স্তম্ভের গায়ে সাদা কালো চিনিটিকরীর প্যাঁচানো নকশা রয়েছে। ছাদের কার্ণিশের নীচে বর্ডার নকশা রয়েছে। কার্ণিশও চমৎকার ভাবে সজ্জিত। এ অংশের উপরেও ছাদে মার্লন নকশাকৃত প্যারাপেট রয়েছে।

প্রধান ফটক দিয়ে বাড়িটির অভ্যন্তরীণ অংশে প্রবেশ করলে প্রধান অঙ্গন বা উঠান। এ অঙ্গনের চারিদিকে বরান্দায় ঘেরা অংশে সম্মুখে উপরে এবং নীচ তলায় ফুল লতাপাতার (অ্যারাবেস্কের ) স্টাকো অলংকরণ নকশায় সজ্জিত (চিত্র-৬০)। উপর তলা এবং নীচ তলার কার্ণিশের নীচে দু'সারি বর্ডার নকশা রয়েছে। উপর থেকে ১ম সারি ফুল লতা পাতা স্টাকো অলংকরণে সজ্জিত। দ্বিতীয় সারিটি সূক্ষ জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত (চিত্র-৬১)। এরকম নকশা গলার মালা, পায়ের মল এবং কোমরের বিছাতে দেখা যায়। জ্যামিতিক নকশা বললেও ভুল বলা হবে না। কার্ণিশের নীচে বন্ধনিটিও ফুলের গুচ্ছ দিয়ে করা হয়েছে। একটি বন্ধনি থেকে আরেকটি বন্ধনি ফুলের মালার মত নকশা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়িতে অনুরূপ নকশা দেখা যায়।

উপর তলার খিলানগুলোর স্প্যানড্রিলে বিভিন্ন রকম ফুলের নকশা দেখা যায়। তবে পশ্চিম দিকের মাঝের দুটি খিলানের উপর অংশ একটু ভিন্ন নকশা পাওয়া যায়।

নীচ তলার সম্মুখে খিলানগুলোর অর্ধবৃত্তের উপর ফুলেল নকশা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। পিছনের বারান্দার খিলান সম্মুখের অনুরূপ ভাবে সজ্জিত করা। নীচ তলার সম্মুখ ও পশ্চাতের খিলান সারি মেকিখাজ

কাটা মোল্ডিং ও ফুল নকশায় অলংকৃত। কার্ণিশের নীচে বন্ধনির অলংকরণ নকশা ও দু'সারি বর্ডার নকশা রয়েছে (চিত্র-৬২)।

পূর্ব দিকের অলংকরণ একটু ভিন্ন। নীচ তলায় বারান্দার পিছনে ছিল বারান্দার সম্মুখে চারটি গোল স্তম্ভ চিনির টিকরী দিয়ে প্যাঁচানো নকশার কার্ণিশ পর্যন্ত লিনটেন। সম্মুখে কোন খিলান নেই। সমান লিনটেল। সম্মুখে রয়েছে টিনের ছাউনি দেওয়া অংশ। কৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখে তিনটি বড় অর্ধবৃত্তাকার খিলান সারি সুন্দর অলংকরণে সজ্জিত। খিলানের অর্ধবৃত্তাকারের অংশটুকু ঘিরে ফুলের নকশায় সজ্জিত। খিলানের উপর স্প্যানড্রিল মেকি অর্ধবৃত্তাকার করে সেই অংশটুকু সুন্দর মুরালচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের ফুল পাতায় নকশাকৃত। এ অংশে খিলানের ঠিক শীর্ষে একটি নারী মূর্তি দাড়িয়ে আছে। উভয় পাশে একটু দূরে ফুল লতাপাতার মাঝে দুটি অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি (চিত্র-৬৩)। হাত দুটি উপরে এবং এক পা আরেক পায়ের উপর এ অবস্থায় আছে।

পূর্ব দিকের উপর তলার চিত্র নীচ তলার মত নয়। এখানে বারান্দার সম্মুখে ধনুকাকৃতির তিনটি খিলান রয়েছে। খিলানগুলোর উপর প্যাঁচানো মোল্ডিং দ্বারা ফুল লতাপাতার অলংকরণ রয়েছে। পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী খিলান দুটির উপর ঠিক একই রকম অলংকরণ রয়েছে। খিলানগুলোর মাঝে করিন্থীয়ান স্তম্ভটি কার্ণিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। পাশের স্তম্ভগুলো সরু। এগুলোর উপর থেকে খিলান উঠেছে।। স্তম্ভ গুলোর নীচের অংশ (Plinth) কলসির মত।

দোতলার প্রতিটি দিকে ছাদের উপর প্যারাপেট প্রায় ত্রিভুজের মত দেখায়। প্রতিটি দেওয়ালের মাঝে তিনটি জানালাকৃতির ফাকা অংশ রয়েছে। কোন কারণে অথবা এ দেওয়ালসমূহ দিয়ে বাড়িটি সুরক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ দেওয়ালগুলোর উপর টিনের ছাউনি ছিল বলে জানা যায়।[১৯] এখানে সামান্য অলংকরণ দৃশ্যমান হলেও বাকী অলংকরণ নষ্ট হয়ে গেছে।

উপর তলার করিডোরের দেওয়ালের সম্মুখে চমৎকার রঙ্গিন দেওয়াল চিত্র ছিল এক সময়। নীচ তলার প্রবেশ পথের dado তে লাগানো ছিল। এগুলো বর্তমানে সম্পূর্ণ কিছুই নেই। কার্ণিশের রয়েছে এক সারি স্তম্ভচূড়া, সেখানে আছে পত্রাকার নকশা।

**পশ্চিম সদরঃ**

পশ্চিম দিকে নীচ তলার স্তম্ভ গুলো চ্যাপ্টা এবং মোটা। স্তম্ভ শীর্ষ আধা করিন্থিয়ান। স্তম্ভের নিচ অনেকটা কলসির মত। তবে বারান্দার সম্মুখের স্তম্ভেও নীচে, স্তম্ভের উপর কার্ণিশের নীচে দু'সারি নকশা রয়েছে। উপরের সারিতে চার পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল পাতার লতানো নকশা। নীচের সারিতে মহিলাদের পায়ের নূপুরের মত জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত। কার্নিশের ভার বহনের জন্য সজ্জিত ব্রাকেট ব্যবহার করা হয়েছে।

উপর তলার বারান্দার সম্মুখের খিলান তিনটি অর্ধবৃত্তাকার হলেও গাড়ী বারান্দার সম্মুখের খিলান দুটি ভ্যানিসিয়ান খিলান। পানামের দু'নম্বর বাড়িতে দেখা য়ায়।

উপর তলার খিলানগুলোর চারপাশে স্তম্ভগুলো চ্যাপ্টা স্তম্ভের উপর সংযুক্ত একটু মোটা গোল স্তম্ভ কার্ণিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। এর শীর্ষ করিন্থীয়ান। এগুলোর মধ্যে প্যাঁচানো নকশা উপর পর্যন্ত উঠে গেছে। কিন্তু এ স্তম্ভগুলোর পাশে তিনটি করে স্তম্ভের ক্যাপিটাল সুন্দর ঢেউ খেলানো অর্ধেক বাটির মত। এমন ক্যাপিটাল দেখা যায় পানামের একনম্বর বাড়ির হল ঘরে। খিলানের অর্ধবৃত্তে প্যাঁচানো মোল্ডিং রয়েছে। মধ্যবর্তী খিলান শীর্ষে রয়েছে ফুলের নকশা। স্তম্ভগুলো ফুলদানীর মত। খিলানের টিম্পেনামে রয়েছে গ্রিল নকশা।

ভ্যানিসিয়ান খিলান দুটি করিন্থীয়ান শীর্ষ সম্বলিত গোল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্তম্ভের নীচে কলসির আকৃরি। খিলানোর অর্ধবৃত্তের উপর নীচ তলার খিলানের মত তিনটি মোল্ডিং সহ মেকি তিন খাজ বিশিষ্ট। অর্ধবৃত্তের দিকে খাজের মাথায় ফুল পাতার নকশা রয়েছে। উভয় দিকেই খিলান শীর্ষে রয়েছে মুখোমুখি দুটি কবুতরের প্রতিকৃতি। মনে হচ্ছে কবুতর দুটি নিজেদের সাথে কথা বলছে (চিত্র-৬৪)। এ অংশের উপর রয়েছে দুসারি বর্ডার নকশা। এ অংশের উপর কার্ণিশ এবং এর উপর রয়েছে প্যারাপেট। প্যারাপেটের উপর রয়েছে প্যারাপেট বা 'rusticated block' (চিত্র-৬৫) এ সব নকশা দেখে মনে হয় কোন দক্ষ সুরুচি সম্পন্ন রাজমিস্ত্রীর সূনিপূন অলংকরণে বাড়ির মালিকের আভিজাত্য এবং আধিপত্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

বাড়ির এ অংশে কার্ণিশের নীচে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি রয়েছে, সেটি হল অস্পষ্ট ও বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটি ফলকে বাড়িটির নির্মাণ তারিখ । এতটাই বিবর্ণ যে এ নির্মাণ তারিখটি এ যাবৎ কালে কোন প্রকাশিত গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। এমনকি Sonargaon-Panam গ্রন্থটিতেও নেই। প্যারাপেটের শীর্ষে লেখা আছে ১৩৩-(চিত্র-৬৬)। এর পরের সংখ্যাটি খসে পরেছে। ধরা যেতে পারে তেরশত ত্রিশ বঙ্গাব্দে বাড়িটি নির্মিত। এ তারিখটি যদি সঠিক হয় তবে পানামের সবচেয়ে পুরাতন যে বাড়িটি অর্থাৎ ৫ নম্বর বাড়িটির ১২-২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১০০ বছরেরও পরে এ বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। পানামের ১৬, ৩৭ নম্বর বাড়ি তারিখ অনুযায়ী এসকল বাড়ির সমসাময়িক সময়ে নির্মিত হয়েছিল বড় সর্দার বাড়ির এ অংশ। বলা হয়ে থাকে ঈশাখাঁর আমলের স্থাপনার উপর বড় সর্দার বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। [২০] এমনও হতে পারে বড় সর্দার বাড়ির মধ্যবর্তী ভর্াট বিশিষ্ট অংশটুকু ঈশাখাঁর আমলের।

**ছোট সর্দার বাড়িঃ**

বড় সর্দার বাড়ির দক্ষিণে একটি আধুনিক বাড়ি বিদ্যামান রয়েছে। বাড়িটি এখনও ব্যবহার হচ্ছে। দক্ষিণ মূখী এ দোতলা আয়তকার দালানটিতে রয়েছে বিভিন্ন আকারের ছয়টি কক্ষ। দক্ষিণে তিনটি প্রধান খিলান প্রবেশদ্বার এবং উভয় প্রান্তে দুইটি সহায়ক প্রবেশ পথ আর দক্ষিণে পূর্ব কোণায় একটি সিঁড়ি। ইমারতটি উত্তর দক্ষিণে ২৭′৭″ এবং পূর্ব পশ্চিমে ৪০′। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনে পরে দুটি বড় কক্ষ, পাশা পাশি এবং কমবেশী প্রায় একই আকারের। এরপর পশ্চিম দিকে রয়েছে দুটি কক্ষ প্রায় একই আকারের।

এগুলোর রয়েছে উভয় দিক দিয়ে প্রবেশ দ্বার। আর পূর্ব দিকের একটি কক্ষ বড়। উপর তলায় উঠার সিঁড়ি করার জন্য অপর কক্ষ একটু ছোট করা হয়েছে।

**জি.আর ইন্সটিটিউটঃ**

২৩ নম্বর বাড়িটি থেকে সোজা সামনে এগিয়ে গেলে মহা পুকুরের (পুঃ ৪) পাড় ঘেষে রয়েছে G.R. High স্কুল ও কলেজ ইমারতের মূল অংশের টিকে থাকা স্থাপনা, এছাড়াও বর্তমান সোনারগাঁও জি.আর ইন্সটিটিউট ও কলেজ (স্থাপিত ১৯০০ খ্রিঃ) মূলত পূর্বের দোতলা দালানের বর্ধিত অংশ।

**ইঁদারাঃ**

বিভিন্ন জরিপে পানামে ১৩টি ইদারার(ইন্দারা ) সন্ধান পাওয়া গেছে। খাওয়ার পানি কূপ বা ইঁদারা থেকে সংগ্রহ করা হত। একটি ইমারত (বাড়ি নম্বর ৩৯) ব্যতীত সবকটি ইঁদারা বাড়ির পিছন দিকেনির্মাণ করা হয়েছিল।

**পুকুরঃ**

পানামে বেশ কয়েকটি পুকুর রয়েছে। পুকুরগুলো ১, ২, ৩, ৪ নম্বর করে পানামের রাস্তার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেখানো আছে। পুকুরসমহ একটি থেকে আরেকটি সমদূরত্বে অবস্থিত। সবকটি পুকুরে পানিতে নামার জন্য একাধিক সাধারণ ঘাট বা সোপান বিশিষ্ট ঘাট রয়েছে। পুকুরগুলো উত্তর দক্ষিণে (১, ৪ নম্বর পুকুর) ও পূর্ব পশ্চিমে (২, ৩ নম্বর) লম্বা।

**১নং পুকুরঃ**

১নং পুকুরটি কড়াই পোদ্দার নামে পরিচিত। এ পুকুরটি ১নং ও ২নং বাড়ির পেছনে ৩ নং বাড়ির পাশে।

**২নং পুকুরঃ**

২ নম্বর পুকুর বিত্তহীন পুকুর নামে ১৬/১৭ নম্বর বাড়ির ডান পাশে অবস্থিত। পেছনে পুকুরটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা, উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি ঘাট ছিল। পুকুরটি ঘাটগুলো এখন ভগ্ন অবস্থায় আছে।

**৩নং পুকুরঃ**

এ পুকুর ২০ নম্বর বাড়ির পূর্ব দিকে, ২১ ও ২২ নম্বর বাড়ির পিছনদিকে এ পুকুরটির অবস্থান। এ পুকুরের উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিমে পাকা ঘাট রয়েছে। পুকুরটি মনে হয় দক্ষিণ দিকের খালের অংশ। এর স্বাভাবিক জল প্রবাহকে বন্ধ করে দিয়ে করা। পানাম নগর আবাসিক এলাকার ধমণীর মত বিস্তৃত রাস্তাটি এ পুকুরকে সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে। কেননা এর ফলে একমাত্র রাস্তাটি উত্তর দিকে পুকুরের পাড় ঘেষে এগিয়ে গেছে। নীচের দিকে একটি আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করেছে অতি আধুনিক বসতি স্থাপনকারী মুসলমানেরা। পুকুরটির পশ্চিম পাড়ে রয়েছে একটি ঘোড়া দৌড়ের রাস্তা। এ রাস্তা পানাম শহরে ঢোকার একটি পুরাতন প্রবেশপথের সাথে যুক্ত। রাস্তাটি দক্ষিণের খাল পাড় হয়ে গেছে। এ অংশটি উল্লেখযোগ্য। কারণ এটা

পরিষ্ফুট যে এখানে দক্ষিণের অংশের মধ্য ভাগে নিয়মিত একটি প্রবেশ দ্বারের নমুনা এখনও বিদ্যমান আছে সম্ভবত ৭০ বছর আগে এটা করা হয়েছিল ।[২১]

৪ নম্বর পুকুরটি সবচেয়ে বড় । এটা আওয়াল সাহেবের পুকুর নামে পরিচিত । পুকুরটি এমন ভাবে করা যে পানামের একমাত্র রাস্তাটি পুকুরের কারণে এখানে এসে বাকঁ নিয়ে সোজা চলে গেছে । পুকুরটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা । এই পুকুরটির কয়েকটি ঘাট বাধান অংশ রয়েছে ।

প্রতিটি পুকুর যে গোছলের কাজে (স্নান) ব্যবহৃত হত তার নিদর্শন হিসেবে পুকুরের সাথে পোশাক পরিবর্তন কক্ষের অস্তিত্বতা প্রমাণ করে ।

**অন্যান্য পুকুরঃ**

২৩ নম্বর বাড়ির পাশে একটি ছোট পুকুর রয়েছে । পানাম রাস্তার শেষ সীমায় একটি ছোট পুকুর রয়েছে । আনন্দমোহন পেদ্দার বাড়ির সামনের দিকে বাগানের পিছনে একটি ও মূল ভবনের পশ্চিম দিকে একটি, এ বড় দুটি পুকুরে সোপান শ্রেণি ও ঘাট সহ রয়েছে । দুটি পুকুরে যে গোসল (স্নান) এবং পাশে পোশাক পরিবর্তন করা হত তার প্রমাণ এখনও ভগ্ন ইমারতের অবশিষ্টাংশে পাওয়া যায় ।

বড় সর্দার বাড়িতে সামনে পিছনে সহ চারটি বড় পুকুর রয়েছে ।

পানামের পুকুরগুলো সাথে পাইপ লাইনের সুবিধা দেখে মনে হয় কয়েকটি বাড়ির ভিতরের পানি পাওয়ার সুবিধা ছিল ।

**ছোট পানাম সেতুঃ**

পানাম সেতুর প্রায় ৬০ মিটার দক্ষিণে পানাম নগরীতে প্রবেশ করার মুখে নগরীর প্রশস্ত সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ছোট খালের উপর এ সেতুটি নির্মিত । এ খালটি পঙ্খিরাজ খালের সঙ্গে যুক্ত । মূলত পানাম নগরী পরিখা বেষ্ঠিত থাকার ফলে এর প্রবেশ মুখে সেতু ও ফটকের প্রয়োজন হয়েছিল, যে কারণে এ ছোট আকৃতি বিশিষ্ট ধরনের সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল । সেতুটি এক খিলান বিশিষ্ট । পূর্ব পশ্চিমে প্রলম্বিত আলোচ্য সেতুটির মুখে পূর্ব একটি ফটক ছিল । সেতুটির দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট এবং প্রস্থ ১৫.৫ ফুট ।

**খাস নগর দিঘীঃ**

এ দিঘীটি একটি বৃহৎ জলাশয় । পানাম থেকে এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত খাস নগর দিঘী । দিঘীটি বর্তমানে ভরাট হয়ে গেছে । এ দিঘীর পানি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে রসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত ছিল বলে তা মসলিন ধোয়ার জন্য খুব উপযোগী ছিল । জনশ্রুতি আছে যে মুসলিম তাঁতিরা বুঝতে পারেন যে এ দীঘির পানি তাদের মসলিন কাপড়কে অধিক সাদা করত । খাস নগর আগে পরিচিত ছিল কেওরসুন্দর নামে । যা আইন ই আকবরীতে উল্লেখিত কেতারি (Katare) সুন্দর । এর প্রায় অনুরূপ যেখানে বলা হয়েছে উক্ত জলাশয়ের পানি মসলিন কাপড়কে আরো সাদা করার গুণ বিশিষ্ট ছিল ।[২২] Topography of Dacca* গ্রন্থেও খাস নগর দিঘীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।[২৩]

পানাম নগরের স্থাপনা সমূহের পর্যালোচনা শেষে স্থাপনাসমূহের ধ্বসে পড়ার কারণগুলোর মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা যায় ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য। নদী দিয়ে বেষ্টিত হওয়ার কারণে নদীর পানির সাথে সুমুদ্রে নোনা পানি দ্বারা প্লাবিত হওয়ায় বাড়িসমূহ ধ্বসে পড়েছে। বিশেষ করে বাড়ির নীচতলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া বাড়িসমূহের অযত্ন অবহেলা বা সংরক্ষণের অভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। পানাম নগরের সমসাময়িক কিংবা তারও আগের অনেক স্থাপনাসমূহ এখনো স্থানভেদে, ভৌগলিক অবস্থার কারণে সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং সেই সাথে হয়তো নির্মাণ কৌশলের কারণে এখনো টিকে আছে।

## পানাম নগর স্থাপত্যের নির্মাণ তারিখ পর্যালোচনাঃ

পানামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে নির্মাণ তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩ নম্বর বাড়ির হলঘরে সন তারিখ লিখা আছে বাংলা ১৩১৬ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯০৩ খ্রি.। ১৩১৬ বাংলা সন হলে হিসাব অনুযায়ী ইংরেজি সন হবে ১৯০৮। এতে একটি বিষয় অবশ্যই মনে আসে যে ব্যক্তিরা বা রাজমিস্ত্রিরা এ ইমারতটি নির্মাণ করেছেন তাদের অরশ্যই ইংরেজি সন তারিখ সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা ছিলইনা। সে সাথে এটিও প্রতিয়মান হয় যে, বাড়ির মালিক যিনি ব্যবসায়ী বণিক, তাঁতী, কর্মকার যাই হননা কেন তাঁদেরও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। অথাৎ অর্থই এদের আভিজাত্যের মাধ্যম ছিল।

৫ নম্বর বাড়িটির নীচতলার সম্মুখ অংশের একটি তারিখ লিখা আছে ১২ ২। ১২ সংখ্যার পরে মাঝের একটি সংখ্যা নেই। সম্ভবত কোন কারণে উঠে গেছে। সংখ্যাটি '০' বা '১' বা '২' হবার সম্ভাবনাই বেশি। সংখ্যাটি ০ ধরি তাহলে ১৭৯৪, ১ ধরলে ১৮০৪ কিংবা '২' ধরলে ১৮১৪ অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলের পূর্ববর্তী বা প্রাক ঔপনিবেশিক বিশেষত নবাবী আমলে নির্মিত বলে ধরে নিতে পারি। ২ এর পরবর্তী সংখ্যাগুলো না হবার সম্ভাবনাই বেশি ৭, ৮, ৯ যে কোন একটি হলে ওপনিবেশিক আমলে নির্মিত বলা যাবে। যদি '৯' সংখ্যাটিও ধরি অর্থাৎ ১২৯২ তাহলে ইংরেজি ১৮৮৪ খ্রিঃ নির্মিত এবং এ ইমারতটিই পানামের বিদ্যামান ইমারতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। তবে এর সম্মুখ অংশের বাঁশের বেড়ার মত অলংকরণ প্রাক মুঘল ও মুঘল আমলের বিভিন্ন স্থাপত্যে দেখা যায়।

পানামের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুঝতে পারা গেল অলংকরণসমূহ ঔপনিবেশিক আমলের। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলের নির্মিত এবং ঔপনিবেশিক আমলের দেশের অন্যান্য স্থানে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে অলংকরণের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ এ আলোচনায় যে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তা হলো পানাম নগর স্থাপত্য ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত। দু'একটি ভবনের নির্মান তারিখ এবং স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এবং স্থাপত্যের বর্তমান ধবংসপ্রায় অবস্থা দেখে প্রাক ঔপনিবেশিক বা মুঘল পরিবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। যেমন ৫ নম্বর বাড়ি, ৩৬ নম্বর বাড়ি, ২৮ নম্বর বাড়ি, ক্রোড়িবাড়ির সমসাময়িক বা প্রাক ঔপনিবেশিক বা মুঘল পরবর্তী বলেই মনে হয়।

এয়াড়াএসকল ইমারতে চিনির টিকরীর কোন অলংকরণ দেখা যায় না ।* ৩৩ নম্বর বাড়ি বা কাশিনাথ ভবনে ১৮৯৭ খ্রি: (১৩০৫ বাং) ।[২৪] পানামের কয়েকটি ইমারতে যে সকল সন তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ৩ নম্বর বাড়িতে ১৩১৬ (১৯০৮), ৩৩ নম্বর বাড়ি বা কাশিনাথ ভবন ১৩০৫ (১৮৯৭), বড় সর্দার বাড়ির ১৩৩০ (১৯২২), ১৬ নম্বর বাড়ির ১৩৩৫ (১৯২৭) । উল্লেখ্য যে বাংলা সনের পাশাপাশি বাড়িগুলোতে যে ইংরেজি সনের উল্লেখ রয়েছে তা সঠিক নয় । এসব সন তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় পানাম নগরের স্থাপত্য প্রাক ঔপনিবেশিক থেকে ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত নির্মাণ অব্যহত ছিল । জেমস টেলর (১৮৪০) পানামকে সোনারগায়ের প্রাচীন শহর বলে উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন, শহরটিতে দুটি সংকীর্ণ রাস্তার নলমগড়া কুটির ও ভালো ইট নির্মিত ২-৩ তলা বিশিষ্ট্য ঘর বাড়ি ছিল ।[২] টেইলের এই উক্তি থেকে বলা যায় ঔপনিবেশিক আমলের পূর্ব থেকেই এখানে নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং ৫ নম্বর ত্রি-তল বাড়িটি ১৮৪০ খ্রিঃ এর পূর্বে কোন এক সময়ে নির্মিত হয়েছে । এছাড়াও পানামের ৫ নম্বর ১০ নম্বর বাড়ি দুটিই কেবল মাত্র ত্রি-তলা বিশিষ্ট ।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে তাহল পানাম নগরের ইমারতসমূহ একটি রাস্তার উভয় পাশে গড়ে উঠে ছিল । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০০/১৫০ বছরের পুরানো এ রাস্তাটি কি ছোট শহরের রাস্তা হিসেবে ছিল? সম্ভবত মুখোমুখি বাড়িগুরোর মধ্যে যাতায়াতের জন্য সম্মুখে এ অংশটি পায়ে চলার জন্য ফাঁকা ছিল । পরবর্তীতে কোন এক সময় ইট বিছানো হয়েছিল । ৩ নম্বর বাড়িটি লোকশিল্প যাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হবার পর হয়তো কোন একসময়ে রাস্তাটি পাকা হয়েছে । তবে এমনটি হতে পাড়ে পানাম বাজার নির্মাণের পর বাজারের ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল । পরবর্তীতে এ রাস্তাকে কেন্দ্র করেই দু'ধারে বাড়ি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল ।

আরও দু'একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এটি হল ৫ নম্বর বাড়ি এবং ১০ নম্বর বাড়ি দু'টি পানাম নগরের ইমারতসমূহের মধ্যে ত্রি-তলা বিশিষ্ট এবং ধবংস প্রায় অবস্থায় দণ্ডায়মান বাড়ি । ইমারত দু'টি সমসাময়িক বলেই মনে হয় । এছাড়াও ইমারত দু'টিতেই সম্মুখের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা কক্ষের ছাদ এবং ছাদের ঢালু অংশে এবং কর্ণারে প্রায় একই রকম বৃত্তাকার ও অর্ধবৃত্তাকার জ্যামিতিক নকশা দেখা যায় । এছাড়াও ২৮ নম্বর ও ৩৬ নম্বর বাড়িটি একইরকম । ভগ্নদশা এবং অলংকরণের অবশিষ্টাংশ দেখে প্রায় একই সময়ে নির্মিত । কেননা দু'টি বাড়িই নীচ তলার অংশ ইটের কংকাসে পরিণত হয়েছে । এ বাড়ি দু'টি ৫ নম্বর বাড়ির সমসাময়িক অর্থাৎ আঠার শতকের শেষে অথবা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বলে মনে হয় ।

অপর বিষয়টি হল পানাম নগরের বাড়িসমূহে যে ব্যাতিক্রমী বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হল বাইরে থেকে বা বারান্দা থেকে ভিতর বাড়িতে যাতায়াত করার জন্য একটি অথবা বাড়ির উভয় পাশে সরু করিডোর (১-২ ফুট পর্যন্ত প্রসস্তের বেশি হবে না) বেশির ভাগ করিডোরই অন্ধকার ।

পরিশেষে বলা যায়, পানামের স্থাপত্যশিল্প উন্নতির শিখরে ছিল বলে ধরে নিয়ে এগুলোর সযত্নে দলিলভূক্ত ও সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ এগুলো যদি হারিয়ে যায় তবে তা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবেনা এবং বাংলাদেশ কলোনিয়াল বা ঔপনিবেশীক শাসনের শেষের দিকের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে এগুলো হারিয়ে যাবে। বাস্তবে এগুলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন। এখানে বিলীয়মান মুঘল স্থাপত্য শিল্পের সুন্দর সংমিশ্রণে একটি নতুন শিল্প ধারার বিকাশ ঘটেছে। অতএব এখনই জরুরী ভাবে এগুলো পুর্বের ন্যায় পুনঃনির্মিত করা দরকার। যাতে এ স্থাপত্য শিল্পগুলোর আর কোন ক্ষতি না হয়।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাড়ির ভূমি নকশা প্রদান করা হল।[২৫]

**তথ্য নির্দেশিকাঃ**


১. Nazimuddin Ahmad, *Pnamnagar in Sonargaon,* Rasheda Ahmed Corinne, South Setauket, USA, 2001, p-24.

২. A.B.M. Husain 'Preface' A.B.M. Husain (ed) *Sonargaon Panam*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1997, p-x.

৩. মুয়ায্যম হুসায়ন খান, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), *বাংলা পিডিয়া ৫ম খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পৃঃ ৩৪৬।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. A. H. Imamauddin-Colonial Architecture', A.B.M. Husain (ed) *Sonargaon-Panam*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1997– p-127.

৬. *Ibid* p-129

৭. *Ibid*

৮. *op. cit.* p-43

৯. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাচ্য দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, বুক চয়েজ, ২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা পৃঃ ৩১০)

১০. *op. cit.* p-120

১১. Nazimuddin Ahmad,,Op.Cit. p-47

১২. *Ibid,*

১৩. *Ibid,* p-48

১৪. *Ibid,*

১৫. *op. cit.* p-38

১৬. *Ibid,* p-39

১৭. *Ibid,* p-69

১৮. Faruque Ahmed Ullah, *Study of colonial Architecture*, Unpublished Thesis paper, DU, 1999, p-147

১৯. *op. cit.* p-63

২০. শামসুদ্দোহা চৌধুরী, *সোনারগাঁয়ের ইতিহাস*, আবির বুকস, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১০, পৃ:১১১

২১. *Ibid, p*p-58-59

২২. Abdul Momin Chowdhury, 'Site and surroundings' A.B.M. Hossain (ed) *Sonargaon-Panam,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1997, p-69

২৩. James Taylor, *A sketch of Topogrouphy and statisties of Dacca*, New edition Asiatic Society,Dhaka 2010, p-79

২৪. S. Mahmudul Hasan, Dacca, The city of Mosque; Islamic foundation Library, 1981, p-47

২৫. ভূমি নকশা উৎস Op.Cit. pp-125, 126, 128, Nazimuddin Ahmad, Op.Cit. pp-75, 76, 78, Faruque Ahmed Ullah, Op.Cit. p- 427

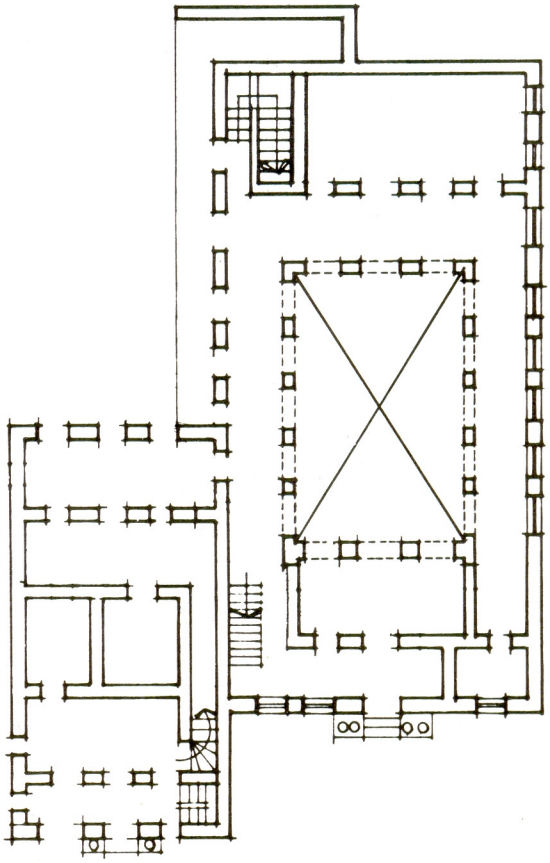

১ ও ২ নম্বর বাড়ির ভূমি নকশা

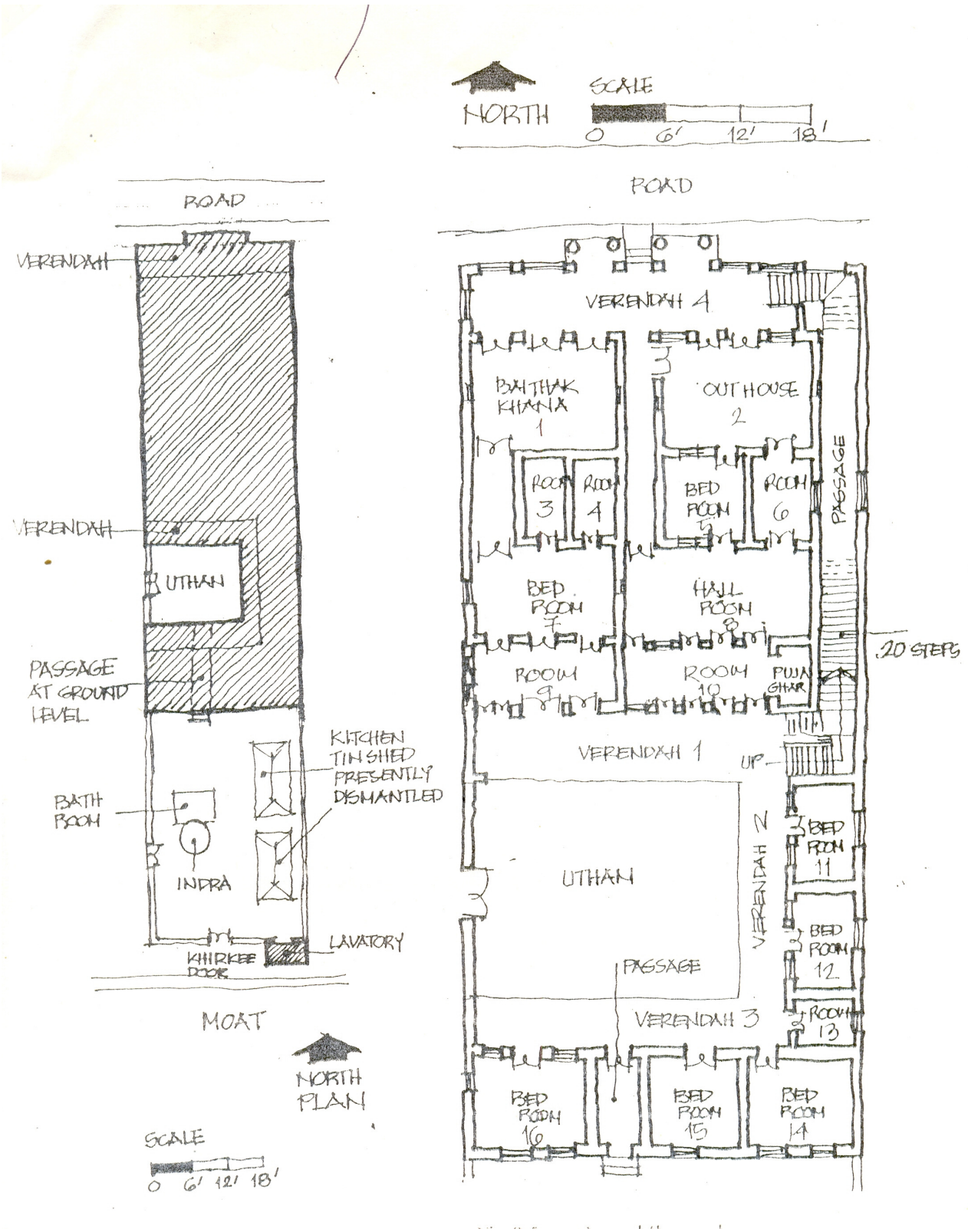


৩ নম্বর বাড়ির ভূমি নকশা

উৎসঃ Faruque Ahmed Ullah, *Study of colonial Architecture*, Unpublished Thesis paper, DU, 1999, p-147

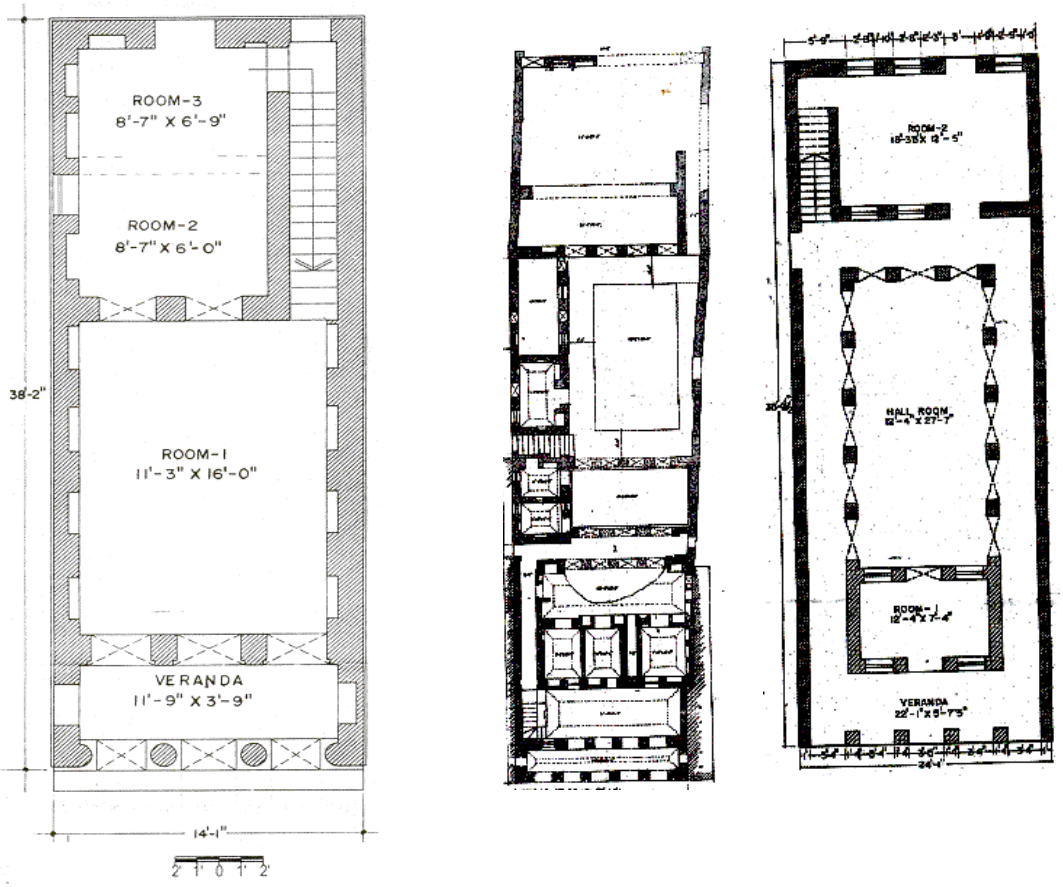


চিত্র ঃ ৪ নম্বর, ৫ নম্বর ও ৯ নম্বর বাড়ির ভূমি নকশা
উৎসঃ Nazimuddin Ahmed, op. cit, p. 77

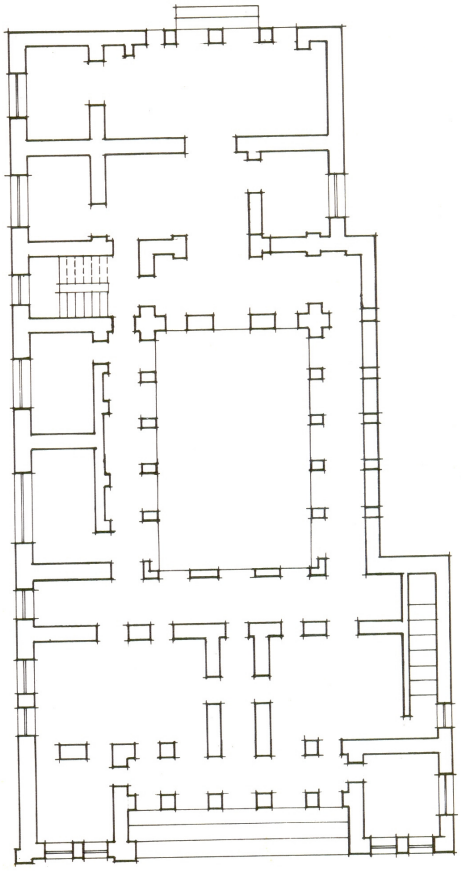

৩২ নম্বর বাাড়র ভূাম নকশা

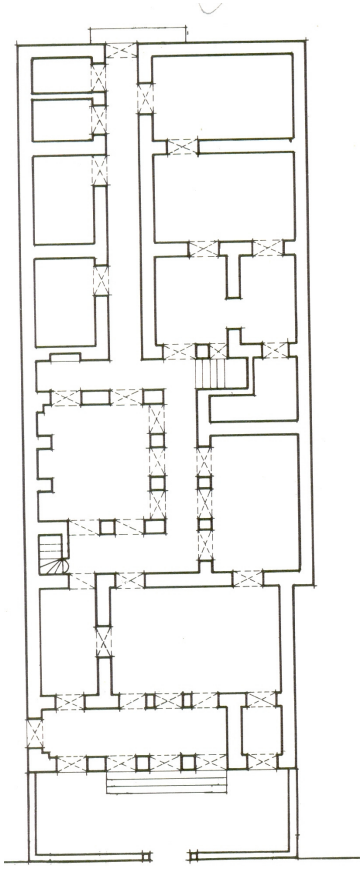

৩৪ নম্বর বাড়ির ভূমি নকশা

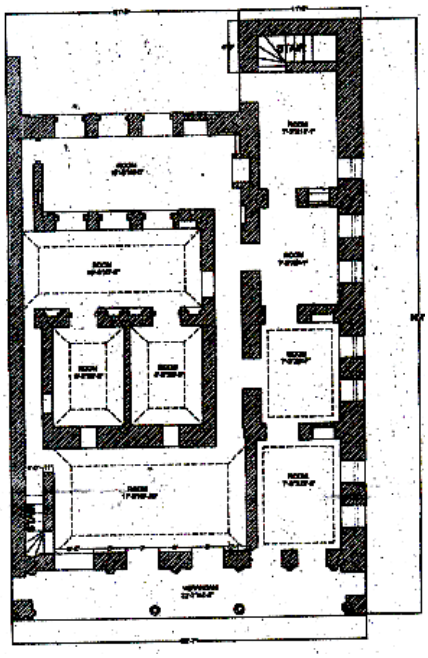

৩৭ নম্বর বাড়ির ভূমি নকশা

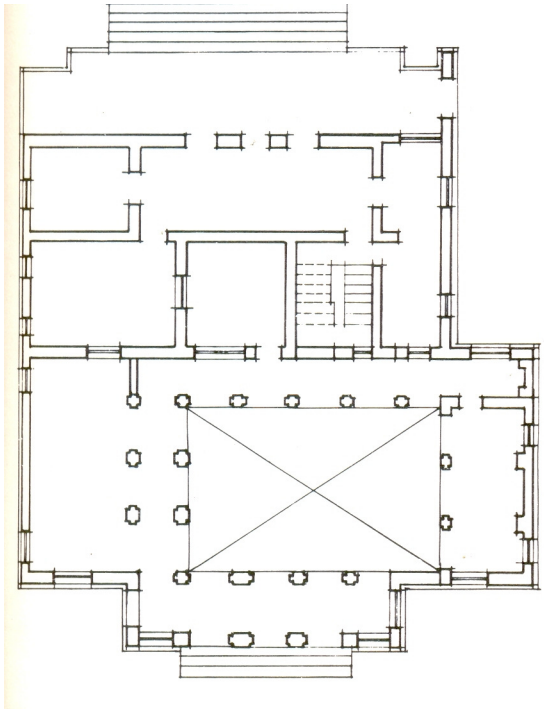

৩৯ নম্বর বাড়ির ভূমি নকশা

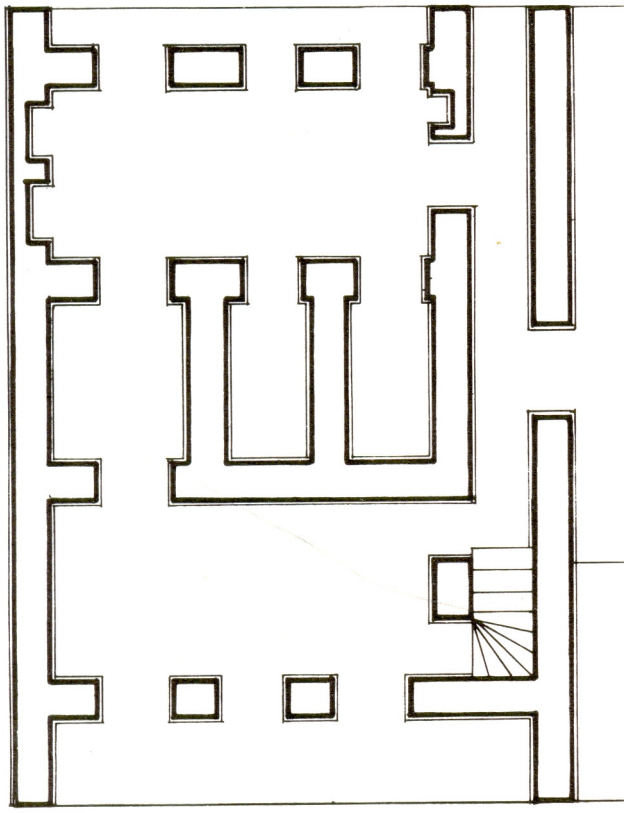

৪১ নম্বর বাড়ির ভূমি নকশা

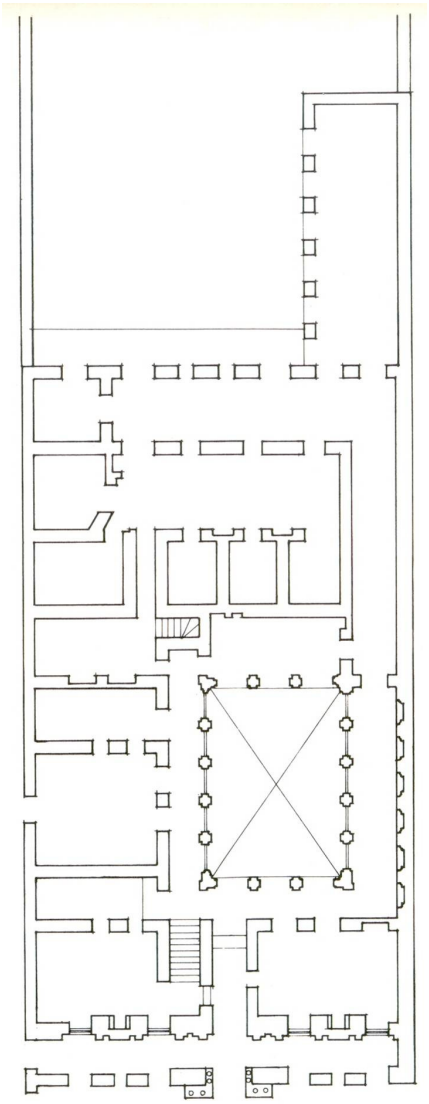

৪৩ নম্বর বাড়ির ভূমি নকশা

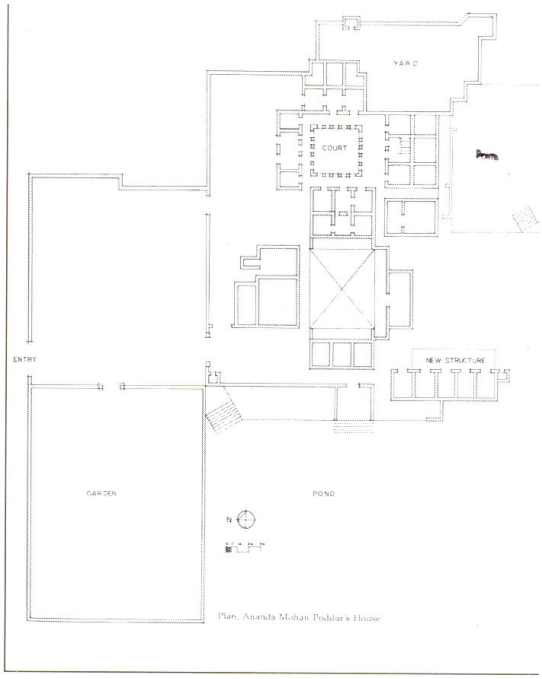


আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির ভূমি নকশা

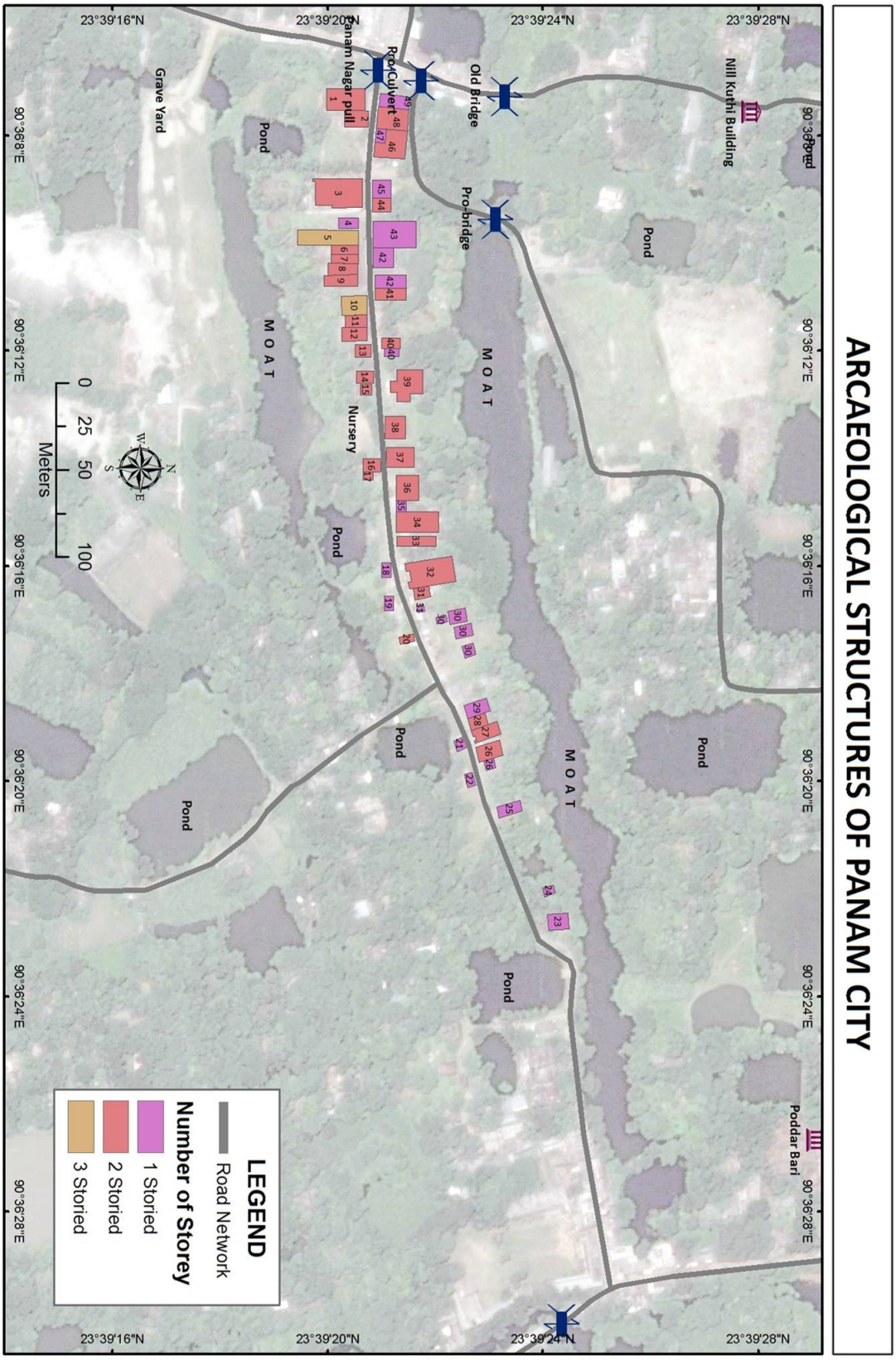


**মানচিত্র ৪ঃ** পানাম নগরের মানচিত্র

# ৩য় অধ্যায়ের চিত্রাবলী

**চিত্র ৩.১ঃ ১** নম্বর বাড়িতে ছাদের উপর ত্রিভূজাকৃতির পেডিমেন্ট

**চিত্র ৩.২ঃ** কাশিনাথ ভবনের খিলানের উপর ব্রিটিশ ক্রাউনআকৃতির নকশা

**চিত্র ৩.৩ঃ** এক নম্বর ইমারতের কাঠের কড়ি বর্গার উপর নির্মিত ছাদ

**চিত্র ৩.৪ঃ ১** নম্বর বাড়ি ইটের কাজ,ঝুল বারান্দা

**চিত্র ৩.৫ঃ** রঙ্গিন মিনা করা মোজাইক নকশাও কৌনিক তি-পত্রিক খিলান,স্তম্ভ  শীর্ষ চিনামাটির পাত্রের মত

**চিত্র ৩.৬ঃ** ভ্যানিসিয়ান খিলান সম্মলিত ২ নম্বর দ্বিতল বাড়ি,ডোরিক করেন্থিয়  স্তম্ভ

**চিত্র ৩.৭ঃ** উপর তলার খিলানের উপর ফুল পাতার নকশার উভয় পার্শ্বে একটি করে দুটি মানব মূর্তি

**চিত্র ৩.৮ঃ** খিলানটির কি-স্টোনের উপর নারিকেল পাতার মত নকশা এবং উভয় দিকে ফুল লতাপাতা অ্যাকান্থাস স্ক্রল

**চিত্র ৩.৯ঃ** তিন নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশ

**চিত্র ৩.১০ঃ** পদ্ম ফুলের পাপড়ি বিশিষ্ট  স্তম্ভ মূল

**চিত্র ৩.১১ঃ** দেয়াল গাত্রে ঐতিহ্যবাহি ঢাকাই জামদানীর নকশা

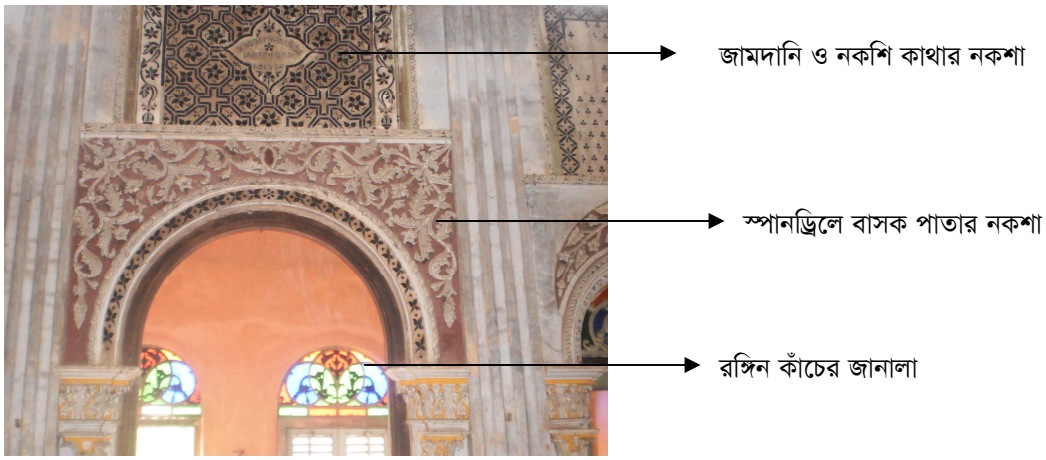


**চিত্র ৩.১২ঃ** হল ঘরে মূল প্রবেশ দ্বারের খিলানের বিভিন্ন অংশের নকশা

**চিত্র ৩.১৩ঃ** (ক) পুস্পিত মালার মাঝে হল ঘরে ব্রিটিশ ক্রাউন সদৃশ নকশা (খ) খিলানের উপর প্লাস্টার করা কি-স্টোন নকশা

**চিত্র ৩.১৪ঃ** সারিবদ্ধ ভাবে নির্মিত বাড়ি

ক

খ

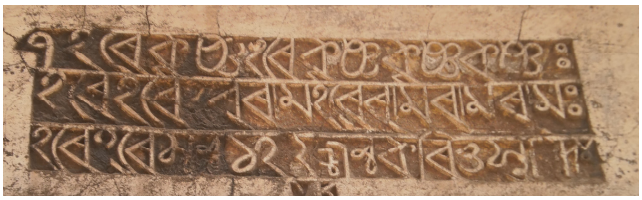

গ

**চিত্র ৩.১৫ ঃ** (ক) ৫ নম্বর বাড়ির নীচ তলার সম্মুখ অংশে গ্রামীণ বাংলার বাঁশের বেড়ার মত নকশা (খ) ৫ নম্বর বাড়ির দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান (গ) ৫ নম্বর বাড়ির খিলানের মধ্যবৃত্তটির ঠিক উপরে আয়তাকার অংশে লেখা আছে। "হরে কৃষ্ণ হরে হরে... ..."

ক

খ

**চিত্র ৩.১৬ঃ** (ক) পূজার ঘরে পূজার মঞ্চ (খ) মেঝেতে সাদাকালোর বর্গাকৃতির অংশে পাঁচপাপড়ি বিশিষ্ট ফুল ও দেয়ালের ড্যাডোতে রঙ্গিন টাইলস

**চিত্র-৩.১৭ঃ (ক)** শাড়ীর পাড়ের মত নকশা (খ) গোল বৃত্তের মধ্যে ফুল পাতার জ্যামিতিক নকশা



**চিত্র-৩.১৮ঃ** ৮ নম্বর বাড়ি (ঝুল বারান্দা সহ)

**চিত্র ৩.১৯ঃ** খিলানের উপর ঠিক মাঝখানে একটি মানব মূর্তি এবং এর দু'পাশে রয়েছে ফুলেল নকশা



**চিত্র ৩.২০ঃ** ১০ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে জ্যামিতিক ফুলেল ও জামদানী শাড়ীর নকশা

**চিত্র ৩.২১ঃ** ১৩ নম্বর বাড়িতে  দোচালা কূড়ে ঘর আকৃতির স্থাপত্য

**চিত্র ৩.২২ঃ** ১৬ নম্বর বাড়ির ফলকের মধ্যে লেখা ‘হরে কৃষ্ণ হরে হরে -----’ ১৩৩৫ বাংলা সন

**চিত্র ৩.২৩ঃ** ব্যতিক্রম ধর্মী ১৬ নম্বর বাড়ি

**চিত্র ৩.২৪ঃ** ত্রি-স্তর খিলানবিশিষ্ট প্রবেশ পথ বহুখাজ বিশিষ্ট ও চার কেন্দ্রিক খিলানের উপর ফুলের গুচ্ছ নকশা

**চিত্র ৩.২৫ঃ** ২১ নম্বর ইমারত

**চিত্র ৩.২৬ঃ** ২২ নম্বর ইমারত

**চিত্র ৩.২৭ঃ** ২৭ নম্বর বাড়ি

**চিত্র ৩.২৮ঃ** খিলান শীর্ষে ফুলদানীতে রাখা ৬টি গাদা ফুল, ফুলের সাথে পাতা নকশা (২৭ নম্বর বাড়ি)

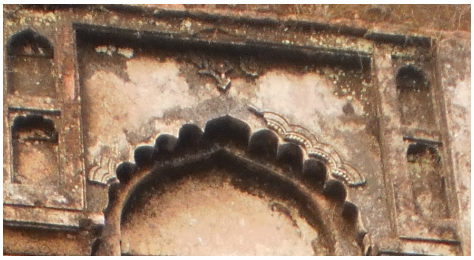

**চিত্র ৩.২৯ঃ** ২৭ নম্বর বাড়ির প্রথম খিলানটি বাহু খাজবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয় খিলানটি কৌণিক চারকেন্দ্রিক এবং উভয় পাশে কুলঙ্গী নকশা উপরে ফুলের গুচ্ছ নকশার অবশিষ্টাংশ

**চিত্র ৩.৩০ঃ** দোচালা কুঁড়ে ঘরের আকৃতির স্থাপত্য (৩১ নম্বর বাড়ি)

**চিত্র ৩.৩১ঃ** লাল ইটের ৩২ নম্বর বাড়ি

**চিত্র ৩.৩২ঃ** কাশিনাথ ভবনে খোদাই করে লেখা ১৩০৫ অর্থাৎ ১৮৯৮ সন, নীচে কি-স্টোনে একটি গোলাপ ও দুটি কলি মোটিভ

**চিত্র ৩.৩৩ঃ** (ক) বাড়িটির অলংকৃত উঁচু ভিটা ও তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি (খ) কাশিনাথ ভবনের সামনে দড়ির মত পেঁচিয়ে উঠা স্তম্ভ

**চিত্র ৩.৩৪ঃ** কার্ণিশের নীচে ফুলের গুচ্ছ সম্বিলিত ব্রাকেট, ছয় ও আটপাপড়ি বিশিষ্ট ফুলেল মোটিভ, নীচে জ্যামিতিক নকশার বর্ডার স্টাকো অলংকরণ

**চিত্র ৩.৩৫ঃ** (ক) **৩৪ নম্বর বাড়ি (খ)** প্যারাপেটে মার্লন নকশা ও আট পাপড়ী বিশিষ্ট সূর্যমূখী ফুলেল নকশা

**চিত্র ৩.৩৬ঃ** ৩৬ নম্বর বাড়ি

**চিত্র ৩.৩৭ঃ** খিলানের স্প্যানড্রিলে ফুলের গুচ্ছ নকশা এবং খিলানের উভয় পাশে কুলঙ্গি সদৃশ অংশে ফুলদানীতে ফুল সজ্জিত নকশা **(৩৬ নম্বর বাড়ির উপর তলায়)**

**চিত্র ৩.৩৮ঃ** ৩৭ নম্বর বাড়ি

**চিত্র ৩.৩৯ঃ** ৩৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের চিত্র

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

(ছ)

(জ

(ঝ)

(ঞ)

(ট)

**চিত্র ৩.৪০ঃ** ৩৯ নম্বর বাড়ির বিভিন্ন অংশ এবং বিভিন্ন নকশার চিত্র (ক) বাড়ির ডোয়া প্লিন্থ এর জ্যামিতিক নকশা (খ) উপর তলার আয়তকার স্তম্ভ ভিতে স্থানীয় সন্ধ্যামালতি ফুলের নকশা (গ) নীচ তলার স্তম্ভ ভিত (ঘ) উপর তলার কার্ণিশ, ফুলেল মোটিভ নীচে জ্যামিতিক নকশার উপর বর্ডার (ঙ) নীচ তলার কার্ণিশে ফুলেল মোটিভ ও জ্যামিতিক নকশা (চ) অর্ধবৃত্তাকার খিলান, গ্রিল ও দড়ি নকশা ও কি-স্টোন (ছ) অর্ধবৃত্তাকার খিলানের টিম্পিনামে তারের মত নকশা, উপরে ফুল লতাপাতার স্টাকো অলংকরণ (জ) কারস্থীয়ান শীর্ষ ও মহিলাদের গলার নেকলেস ও কানের দুলের নকশা (ঝ) জ্যামিতিক নকশায় অলংকৃত দেয়াল (ঞ) লোহার ব্রাকেটের ধ্বংস প্রায় অংশ, পূর্ব দিকে উপরে দেয়ালের কোণায় জ্যামিতিক নকশা (ট) ডোরিক স্তম্ভ ও দেয়ালের কোণায় অলংকরণ

চিত্র ৩.৪১ঃ ৪০ নম্বর বাড়ি

চিত্র ৪২ঃ ৪১ নম্বর বাড়ি

চিত্র ৩.৪৩ঃ ৪১ক নম্বর বাড়ি

চিত্র ৩.৪৪ঃ ৪২ নম্বর বাড়ি

চিত্র ৩.৪৫ঃ ৪৩ নম্বর বাড়ি

**চিত্র ৩.৪৬ঃ ৪৩ নম্বর বাড়ির প্রধান প্রবেশ পথের খিলানে টিম্পেনামের উপর ফুল লতাপাতায় অলংকৃত বৃত্তাকার ফলক**

**চিত্র ৩.৪৭ঃ** ৪৪ নম্বর বাড়ির সিলিং এর মধ্যবর্তী অংশ বৃত্তাকার আলপনা নকশা ও সিলিং এর পাশে নারিকেল গাছের পাতার মত চিরল বর্ডার নকশা

**চিত্র ৩.৪৮ঃ** ইট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ তোরণ (পুরাতন)

**চিত্র ৩.৪৯ঃ** আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির অভ্যন্তরীণ অংশ এবং মূল ভবনের পাশে ভগ্ন সিঁড়ি

**চিত্র ৩.৫০ঃ** কার্ণিশের নীচে দু'সারি শাড়ির পাড় (বর্ডার) নকশা

**চিত্র ৫১ঃ** নীচ তলার অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উপর ফুলদানিতে সাজানো ফুল

চিত্র ৫২কঃ মোটা স্তম্ভটি কার্ণিশ পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে এবং এর ক্যাপিটাল করিন্থীয়

চিত্র ৫২খঃ সরু স্তম্ভ গুলোর ক্যাপিটালে সূর্যমুখী নকশা

**চিত্র ৩.৫২ঃ** আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির উপর তলার খিলান গুলোর অর্ধবৃত্তাকার অংশে ছোট ছোট ফুল পাতার জড়ানো নকশা, অর্ধবৃত্তের উপর মোটা স্পাকো/দড়ি নকশার মোল্ডিং, অর্ধবৃত্তের ভিতরে গ্রিল নকশা

**চিত্র ৩.৫৩ঃ** স্তম্ভমূলে ফুলদানি সদৃশ নকশা

**চিত্র ৩.৫৪ঃ** বড় সর্দার বাড়ি

**চিত্র ৩.৫৫ঃ** বড় সর্দার বাড়ির প্রধান ফটক

**চিত্র ৩.৫৬ঃ** স্তম্ভে সাদাকালো প্যাচানো চিনি টিকরী নকশা, স্তম্ভ মূলে কলসির মত এবং দেয়ালের কোণে চিনি টিকরীর জ্যামিতিক নকশা

ফুল পাতার স্টাকো অলংকরণ নকশা

কোমড়ের বিছা, পায়ের নূপুরের মত জ্যামিতিক নকশা

খিলান শীর্ষে রয়েছে একটি নারী ও শিশু মুর্তি

**চিত্র ৩.৫৭ঃ** বড় সর্দার বাড়ির প্রধান ফটকের খিলানের উপর বিভিন্ন অংশের অলংকরণ নকশা

**চিত্র ৩.৫৮ঃ** চিনি টিকরী ও পোরসিলেইন এর টুকরা দিয়ে সজ্জিত বাধানো ফ্রেমাকৃতির অলংকরণ

**চিত্র ৩.৫৯ঃ** প্রধান প্রবেশ তোরণের পশ্চিম দিকের চিত্র

চিত্র ৩.৬০ঃ সর্দার বাড়ির প্রধান অংঙ্গনের চারিদিকে ফুল লতাপাতায় সজ্জিত স্টাকো অলংকরণ নকশা

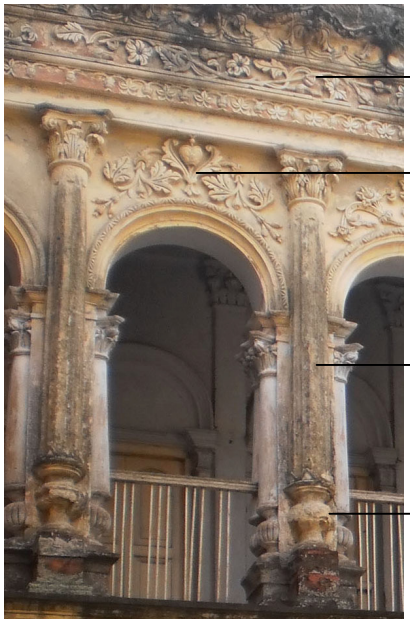


**চিত্র ৩.৬১ঃ** সর্দার বাড়ির প্রধান অংঙ্গনের উপর তলার বিভিন্ন অংশের অলংকরণ

**চিত্র ৩.৬২ঃ** নীচ তলার কয়েকটি অলংকৃত নকশা

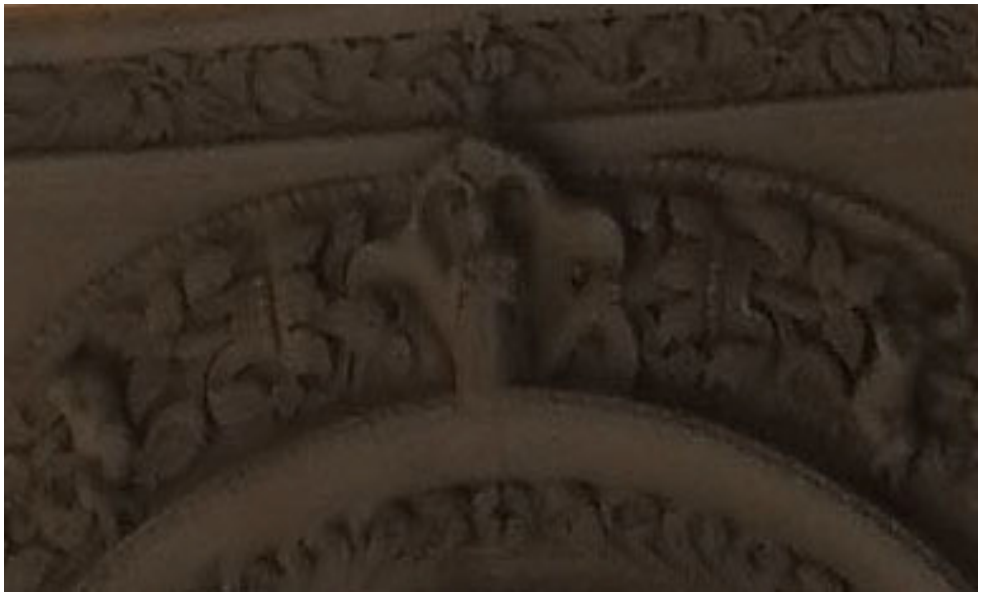

**চিত্র ৩.৬৩ঃ** অংঙ্গনের পূর্ব দিকে নীচ তলার খিলানের অর্ধবৃত্তের উপর তিনটি নারী মূর্তি

**চিত্র ৩.৬৪ঃ** ভ্যানিসিয়ান খিলানের উপর মুখোমুখি দুটি কবুতরের প্রতিকৃতি এবং খিলানের টিম্পেনামে গ্রিল নকশা

**চিত্র ৩.৬৫ঃ** প্যারাপেটের উপর Rusticated block

**চিত্র ৩.৬৬ঃ** বড় সর্দার বাড়ির নির্মাণ তারিখ ।

**চিত্র ৩.৬৭ঃ ১** নম্বর বাড়ির পিছনে এখনো বিদ্যমান একটি কূপ বা ইন্দারা

## ৩.৬ আমিনপুর ইউনিয়ন

আমিনপুর ইউনিয়ন ঢাকা চট্রগ্রাম বড় রাস্তার উত্তর দিকে অবস্থিত। ঢাকা মহানগরি থেকে প্রায় ২৭ কিঃ মিঃ পূর্বে এ ইউনিয়নের থানা হেডকোয়ার্টার উদ্ভবগঞ্জ অবস্থিত। মোগরাপাড়ার পরে থানার এমনকি জেলার মধ্যে আমিনপুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। সুলতানী এবং মুঘল আমলের ধ্বংসপ্রায় কিছু সংখ্যক স্থাপনার ধ্বংসাবিশেষ এখনও এ ইউনিয়নে টিকে আছে। এ ইউনিয়নের যে সকল স্থাপনা সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

**গোয়ালদির দু'টি মসজিদঃ**

মোগড়াপাড়ার পাইনামের রাস্তা থেকে দেড় কিলোমিটার পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিমে গোয়ালদি নামে আমিনপুর ইউনিয়নের গ্রামে পাশাপাশি দু'টি প্রাচীন মসজিদ আছে। এগুলোর মধ্যে একটি আব্দুল হামিদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল (চিত্র-৩.৬৮)। মসজিদটির সম্মুখে কালো পাথরের উপর শিলালিপি আছে (চিত্র-৩.৬৯)। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী মসজিদটি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় (১১১৭) ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল হামিদ কর্তৃক নির্মিত হয়। শিলালিপির প্রথম দুলাইন আরবি পরের লাইনটি পার্সিয়ান।[১] এক গম্বুজ বিশিষ্ট্য বর্গাকার মসজিদটি মুঘল বৈশিষ্ট্যে নির্মিত হয়েছে। অন্য মসজিদটির নাম গোয়ালদি মসজিদ। এটি দক্ষিণ দিকে দন্ডায়মান।

গোয়ালদি **মসজিদঃ**

এ মসজিদটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ (চিত্র-৩.৭০)। এটি ১৫১১ খ্রিঃ (৯২৫ বাংলা) আলাউদ্দিন হোসেন সাহেবের সময় নির্মিত হয়েছিল। পরিকল্পনায় বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট্য এ মসজিদটি বহুদিন পূর্বে আংশিক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ডঃ ওয়াইজ এ মসজিদটির গ্রাফিক বর্ণনা দিয়েছেন। মসজিদটির অভ্যন্তরে সাড়ে ষোল ফুট বর্গাকার এলাকা আছে। সে অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মসজিদটি সংস্কার করেছে। বর্তমানে চারটি দেয়ালের উপরিভাগে আটটি দেয়ালের অষ্টাকোণ গড়ে উঠেছে। এগুলো আসলে প্রতিটি কোণায় কোয়াটার গম্বুজ অথবা স্কুইন্স খিলান তৈরি করেছে এবং গম্বুজ নির্মিত হয়েছে পেন্ডেনটিভের উপর। মসজিদটির পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তীটি সুন্দর ভাবে অলংকৃত, কালো ব্যাসেল্ট পাথরে (dark bacalt) গঠিত এবং চমৎকার ভাবে খোদাই করা অ্যারাবেস্কে অলংকৃত (চিত্র-৩.৭১)। দু'দিকের প্রতিটি বলিষ্ট ভাবে খোদাইকৃত করা হয়েছে এবং মনোরম ভাবে ইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। জাঁকজমক ভাবে সাজানো মিহবার বরাবর পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। এ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আরও দুটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথের ইট গুলো খুবই মসৃণ। দরজার স্তম্ভগুলো বেলে পাথরে গঠিত। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গোয়ালদি মসজিদ একদা সোনারগাঁয়ের সবচেয়ে অলংকৃত ইমারত ছিল। সুরুচিপূর্ণ টেরাকোটা আস্তরন বিশিষ্ট পুরু অংশটি অলংকৃত ছিল । গৌড় এবং পান্ডুয়াতে সুলতানী আমলের ইমারতে একই ধরণের অলংকরণ দেখা যায়। গৌড় এবং পান্ডুয়ার অনুকরণে পুরু **ইটের পৃষ্ঠভাগ** টেরাকোটা অলংকরণ রীতিতে রুচিসম্মত ভাবে খোদাই করা (চিত্র-৩.৭২)। মিহরাব কুলঙ্গী ও আয়তাকার ফ্রন্টের মধ্যে স্থাপিত চন্দ্রচূর খিলান নিয়ে গঠিত। এর উপর আবার খিলানবিশিষ্ট খাজ বিদ্যমান যার মাঝখানে রয়েছে গোলাপ ফুলের অলংকরণ।

**পানাম ব্রিজঃ**

ইট নির্মিত পানাম ব্রিজটি স্থানীয় ভাবে পরিচিত পঙ্খিরাজ খালের উপর নির্মিত। গ্রামের রাস্তার উপর নির্মিত এ সেতুটি মুসলিম স্থাপত্যের একাট উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ব্রিজটি লম্বায় উত্তর দক্ষিণে ২৬০০ সে. মি. প্রস্থে পূর্ব পশ্চিমে ৫৬০ সে. মি.। উভয় দিকে রেলিং বিশিষ্ট। এটির তিনটি খিলানের মধ্যে মধ্যবর্তীটি উভয় পাশের দুটি থেকে প্রশস্ত এবং উঁচু এর নীচ দিয়ে নৌকা চলাচলের সুবিধার জন্য এভাবে নির্মাণ করা। দানীর মতে, এ ব্রিজটি মুঘল আমলে নির্মিত এবং এটি চেম্বার টাইপ। পথটি বেশ খাঁড়া এবং বৃত্তাকার ইটে নির্মিত। বর্তমানে স্থাপনাটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃত্বাধিনে সংরক্ষিত।

**নীল কুঠি ঃ**

পানামের তিন খিলান বিশিষ্ট্য ব্রিজের প্রায় ৩০ মিটার দক্ষিণে দুলালপুর গ্রামে একটি দ্বিতল ইমারত রয়েছে। এটি স্থানীয় ভাবে নীল কুঠি নামে পরিচিত (চিত্র-৩.৭৩)। জানা যায় যে এর ছাদের মধ্যবর্তী স্থানে ছোট দো-তলা অংশ ছিল। কিন্তু একই রকম বর্তমানে আর নেই। ইহা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ইমারতটি এখন স্থানীয় আবুল হাসেম মোল্লা নামে এক মুসলিম কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মূল অংশ দেখার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ (measurement) পরিমাপ করার জন্য ভিতরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিশেষ অনুরোধের পর পশ্চিমের বর্ধিত অংশে দেখতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। সেগুলো দক্ষিণ দিকের বাইরের প্রবেশ পথের উত্তরের বর্ধিত অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি উন্মুক্ত অঙ্গন রয়েছে। পূর্ব দিকের তিনটি কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে সম্ভবত রান্নাঘর, অহাড় ঘর এবং আশ্রীতদের বসবাসের জন্য নিধারিত ঘর। বর্ধিতাংশের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের কক্ষগুলো বাড়ির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। উত্তরের বর্ধিতাংশ এ ইমারতের স্বাভাবিক বিন্যাস থেকে পশ্চিমে আলাদা হয়েছে। এ বাড়িতে বহিরাগতদের ব্যবহারের জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা রয়েছে। ফলে ইমারতের মূল অংশের ব্যবহারকারীরা সম্পূর্ণ ঝামেলা ও কোলাহল মুক্ত থাকে। এখানে প্রধান ভবনের উপরতলায় উঠার জন্য দু'টি সিঁড়ি রয়েছে। একটি উত্তর পশ্চিম কোণায়, আরেকটি উত্তর কোণায়।

মিঃ জেমস ওয়াইজ এ ইমারত অবলোকন করে মন্তব্য করেছিলেন যে দুলালপর গ্রামে পুরাতন কোম্পানি বা কুঠিটির অভ্যন্তরে কেন্দ্রিয় উঠান সহ ছোট দ্বিতল ইটের কোয়ার্টার ছিল। ইহা ছিল একটি bired বাড়ি এবং এখন ইহা হিন্দু কর্মকার অথবা ধাতুশিল্পীর বর্তমানে দখলে রেখেছে। আলেকজান্ডার কানিংহাম বলেছেন যে রালফ ফিচের সময় ১৫৮৫ হিজরীতে সোনারগাঁওয়ে এবং শ্রীপুরে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মসৃণ সুতী কাপর প্রস্তত হত যা সমগ্র ভারত বর্ষে শ্রেষ্ঠ ছিল। এগুলোর মধ্যে ঢাকা মসলিন বিখ্যাত ছিল। আর সেজন্যই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পাইনামে একটি কারখানা স্থাপন করেন। কানিং হামের দেওয়া তথ্য মতে নীল কুঠিই (দালান) সম্ভবত সে ইমারত বা কারখানা ছিল।

এটা ঠিক যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মালিকের প্রয়োজনে এ ইমারতের অনেক পরির্বতন সাধিত হয়েছে। এ স্থাপনাটি বাংলায় মূল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের একটি জলন্ত উদাহরণ। প্যারাপেটের উপর মার্লন এবং বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান সমূহ মুঘল বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে। ইহা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে ব্যবহৃত হয়েছিল সুতি কাপড়ের ব্যবসা এবং নীল ব্যবসার জন্য।

**ক্রোড়ি বাড়িঃ**

মুন্সিগঞ্জ বাজারের প্রায় অর্ধ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং পাইনাম ব্রিজের (সেতুর) এক কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ধবংসপ্রাপ্ত (abandoned) একটি বাড়ি আছে যেটি স্থানীয় ভাবে 'ক্রোড়ি বাড়ি' নামে পরিচিত (চিত্র ৩.৭৪)। বাড়িটি আমিনপুর গ্রামে রাজস্ব কর সংগ্রহশালা। এর পূর্ব দিকে আবেষ্টনী দেয়াল দক্ষিণে একটি প্রবেশ পথ। একটি আধুনিক দেয়াল দ্বারা ক্রোড়িবাড়িটি ঘেরা। বাড়িটির মূল প্রবেশ পথটি ছিল পূর্ব দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে, কিন্তু পরবর্তীতে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে এটি দক্ষিণ দিকের কোণায় । বর্তমানের সংযুক্ত দেয়াল মূল দেয়ালের উপর একটি মজবুত গাথুনী, যেটি এখনও বিদ্যামান ১.২২ মি: উচ্চতা পর্যন্ত। প্রাচীন মূল দেয়ালটি ছোট আকৃতির ইটের সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল, যেগুলো সাধারণত মূঘল আমলে ব্যবহৃত হত। বাড়িটির উত্তর দিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি দিঘী আছে। দিঘীটির দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বড় ধবংস প্রায় সোপান শ্রেণি এখনও বিদ্যামান। এটির প্রতিটি ধাপ এবং নির্মাণ উপকরণ (arms) এখনও দৃশ্যমান। এ সোপান শ্রেণিতে ব্যবহৃত ছোট ইটগুলো সম্ভবত এ বাড়িটির মূল প্রাচীর/আবেষ্টনী দেয়ালের সমসাময়িক বলে অনেকে মনে করেন। বাড়িটির সম্মুখে পূর্ব দিকে একটি উন্মুক্ত শষ্য ক্ষেত রয়েছে।

চতুরদিকে আকর্ষণী দেয়াল ঘেরা ক্রোড়ি বাড়ির অংশের মধ্যে নিম্নোক্ত যে সকল ইমারতগুলো দেখা যায় সেগুলো উল্লেখ করা হলঃ

১. দ্বি-তল রাজস্ব সংগ্রহশালা

২. দ্বি-তল দো-চালা দালান (ghiskighar- ঘিতিঘর) আয়তকার দালানের প্লিন্থ (Plinth)

৩. বাড়িটির বর্তমান প্রবেশ পথের কাছে পরবর্তীতে নির্মিত একটি মন্দির

আলোচিত ইমারত গুলোর মধ্যে টাকশাল অথবা রাজস্ব ভবন খুববেশী গুরুত্বপুর্ণ। ইহা নিঙে আলোচনা করা হল-

রাজস্ব সংগ্রহশালা ঃ

দেয়াল ঘেরা অংশের পশ্চিম দিকে একটি আয়তকার ইমারত আছে। সেটির পরিমান প্রতক্ষ্যভাবে ১৩.৫০×৮ মিঃ। দেয়ালের পূরুত্ব ৭০ মিঃ। ইমারতটির নীচ থেকে ১ম তলার উপর পর্যন্ত ৮ মিঃ। এ ইমারতের ৮টি কক্ষ ছিল, চারটি করে প্রত্যেক তলাতে। ছাদ সমতল ভল্ট বিশিষ্ট। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত ।

**নীচ তলাঃ**

নীচের তলাতে চারটি কক্ষ রয়েছে। সম্মুখের কোণার কক্ষটি প্রায় ৬×৩ মিঃ। এটির সম্মুখ দেয়াল তিনটি খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ সম্বলিত। পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলো উত্তর এবং দক্ষিণের দেয়ালে একটি করে প্রবেশপথ। দেয়ালের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো ছোট এবং বড় আয়তাকার প্যানেল (panel) এবং খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গী দ্বারা গঠিত।

উত্তর দিকের কক্ষগুলো আয়তকার ৬.৫×২.৭০ মিঃ। এতে বুঝা যায় যে, মাঝের কেন্দ্রিয় দু'টি কক্ষ সম্পূর্ণ উচ্চতা জুড়ে নির্মিত। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এর উল্টো দেয়ালটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। সম্ভবত নীচতলার মত উপরের তলাতে পশ্চিম পাশের দেয়ালে একই রকম গোপনীয় চেম্বার ছিল। এখন পর্যন্ত তার কিছু প্রমাণ দেয়ালটিতে পাওয়া যায়।

নীচ তলার দক্ষিণ দিকের কক্ষটি উল্টো দিকের কক্ষটির সমান। পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকের দেয়াল সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বসে পড়েছে। ধ্বসে পড়া অংশের উপকরন এখনও বিদ্যামান আছে। এটি উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় এই যে, এ কক্ষের উল্টো দেয়ালে একটি গোপন চেম্বার/কোঠা রয়েছে তা তিনটি ভাগে বিভক্ত। এ গোপন চেম্বারটি মূল্যবান দ্রব্যাদি যথা সোনার অলংকার অথবা মুদ্রা রাখা হত। বর্তমানে শূন্য।

জেমস ওয়াইজ এ স্থাপনাটি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি এটিকে রাজস্ব কড়ি সংরক্ষণাগার বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি অত্র লক্ষ্যে এলাকাতে একটি প্রচলিত কথা সম্পর্কে বলেছিলেন যে "সকল পুরাতন ধবংসাবশেষের মত সঞ্চিত ধন সম্পদ (treasure) অত্যন্ত বিষধর সাপ দ্বারা রক্ষিত থাকে" এখানেও তাই আছে। বস্তুত স্থানটি সাপের আস্তানা বলে পরিচিত। একটি পূর্ব পুরুষ পরিবার এখনও প্রতিবেশী হিসেবে এখানে বসবাস করে। উপরের তলার মত নীচ তলাতেও একই রকম ভাবে বিন্যস্ত ছিল।

ছোট আকৃতির ইট, চুন এবং সুরকী এ ইমারত গাথুনিতে ব্যবহৃত হয়েছে। সমান্তরাল ভল্টের ছাদ, বহুখাজ বিশিষ্ট খিলান, সমতল (horizontal) প্যারাপেট, খিলানবিশিষ্ট (arched) কুলঙ্গী এবং প্যানেল বাংলার মুঘল

স্থাপত্যের বিভিন্ন প্রভাব বা বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শন করে। এছাড়া দক্ষিণ দিকে মুখ করা দক্ষিণের স্থাপনাটির কোনায় মোটা মোল্ডিংসহ মোটা চার কোনা বুরুজ এবং বাঁকা কার্ণিশ সুলতানী আমলের বৈশিষ্ট বহন করে। এসব বৈশিষ্ট দেখে স্থাপনাটি মুঘল আমলের অথবা ঈশাঁ খাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়। অনেকে অবশ্য মনে করেন, এটি উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত। সঠিক কোন উদ্দেশ্যে এই ইমারতসমূহ নির্মাণ করা হয়েছিল তা বলা কঠিন।[২]

Dani বলেন ধবংস প্রাপ্ত অবস্থায় দু'টি ইমারত এখনও দেখা যায়। একটি দ্বি-তলা ইমারত বসতবাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। অন্যটি প্লাস্টার করা একটি বড় হল ঘর সম্বিলিত। এতে সংরক্ষিত দেয়ালসহ net pattern নকশা দেখা যায়। পরবর্তি ইমারতটি একটি মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে অন্য আরেকটি ইমারত কুতুব খানা (Kutub khana) গ্রন্থাগার বা পাঠাগার।[৩]

কড়ি ব্যবহার তখনও ছিল কিনা বা সরকারি ট্রেজারী হিসাবে ইমারতটি ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা তা সঠিক জানা যায়না। তবে নাম থেকে অনুমিত হয় যে এটা সরকারি কোষাগার ছিল। যদিও অনেকে এটাকে টাকশাল বলে আখ্যায়িত করেন।

এ ইমারতের দক্ষিণ পশ্চিম কোণায়, একটি শৌচাগারের ধবংসাবশেষ বিদ্যামান।

**দ্বি-তল দোচালা দালানঃ**

ক্রোড়ি বাড়ি থেকে প্রায় ৪ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পূর্বপ্রান্তে স্থানীয় ভাবে jhitkoti নামে পরিচিত একটি দ্বি-তল দো-চালা দালান বিদ্যমান। ডঃ জেমস ওয়াইজ মন্তব্য করেছেন যে jhitkoti শব্দটি একটি বিশেষ স্থানীয় শব্দ। তাঁর মতে কংক্রিটের নির্মিত সমান্তরাল ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত ইমারতটির গায়ে অসংখ্য প্রবেশদারের উপস্থিতি এটাকে ধর্মীয় ইমারত বলে চিহ্নিত করে।

আয়তকার এ ইমারতটি বাহ্যিক ভাবে পরিমাপ ৩×৬ মিঃ এবং দেয়ালগুলো অনেক নীচ থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ৭ মিঃ। নীচ তলার এবং উপর তলায় একটি করে মোট দুটি কক্ষ নিয়ে ইমারতটি নির্মিত।[৪]

**নীচ তলাঃ**

দক্ষিণ দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে একটি খিলান রয়েছে। এ কক্ষটি আলোকিত করার জন্য এ খিলান পথটির পাশে দুটি উন্মুক্ত খিলানপথ রয়েছে। আলো প্রবেশের জন্য খিলানগুলো গোল স্তম্ভের উপর নির্মিত। উত্তর এবং পশ্চিমের দেয়াল প্রত্যেকটি উন্মুক্ত খিলান বিশিষ্ট পথ সহ গঠিত। এ উন্মুক্ত পথগুলো পরবর্তীতে ছোটাকৃতির করা হয়েছে। দেয়ালের সম্মুখাংশে বড় খিলান কুলঙ্গি বিদ্যমান। উত্তর দেয়ালে দু'টি খিলান কুলঙ্গী আছে। পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের দেয়ালে উন্মুক্ত খিলানপথ রয়েছে।

**উপর তলাঃ**

উপরের তলায় দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি বহুখাজ বিশিষ্ট উন্মুক্ত খিলান পথ (arched Opening) রয়েছে। এগুলো প্রত্যেকটি সমানাকৃতির। পাশের প্রবেশপথগুলো পরবর্তীতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে্। একই ভাবে উত্তর দেওয়ালেও তিনটি উন্মুক্ত খিলান পথ রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী গুলো পরবর্তীতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিম দেয়ালের প্রত্যেকটিতে ১টি করে উন্মুক্ত খিলান রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের প্রবেশ পথটি ছাদের সাথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এটি উল্লেখ করতে হয় যে, বাঁকা কার্ণিশের উপর এবং দোচালার উপরও টাইলসের ব্যবহার করা হয়েছে।

নীচ তলার মেঝের (deposition) অবস্থান ইমারতের বাইরে প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে উঁচু। বর্তমানে উপর তলায় উঠার সিঁড়ির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। সম্ভবত অনেক আগেই ধ্বসে পড়েছে।

পূর্বেকার অবহেলা এবং অব্যবস্থার কারণে বর্তমানে ইমারতটি অত্যন্ত খারাপ ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান।

ছোট আকৃতির ইট এবং চুন সুরকী এ ইমারতে ব্যবহার করা হয়েছে। নির্মাণ কৌশল অনুসারে বলা যায় যে ইমারতটিও উনিশ শতকে নির্মিত হয়েছে। জেমস ওয়াইজ এটিকে সোনারগাঁওয়ের একমাত্র হিন্দু ইমারত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ দ্বি-তল ইমারতসমূহের যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে এবং সেজন্য ১৯৬৮ সালের অ্যান্টিকুইটি এ্যাক্ট এর অধিনে **কর**দানের জন্য আনয়ন করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৫]

**মঠ বাড়ির ধ্বংসাবশেষঃ**

মনসিরাইল বাজারের প্রায় এক কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এ ধ্বংসাবশেষ স্থানীয় ভাবে মঠ বাড়ি নামে পরিচিত (চিত্র ৩.৭৫)। আমিনপুর গ্রামের অধিন ইউনিয়নেও একই নামে পরিচিত। এখানে বিভিন্ন নামে কিছু ইমারত রয়েছে। নামগুলো হলঃ (ক) শিব মন্দির (খ) দূর্গা মণ্ডপ (গ) গার্ডরুম বা (পাহাড়া কক্ষ) (ঘ) বৈঠক খানা (সম্বেলন কক্ষ) (ঙ) গ্রন্থকার কক্ষ (চ) সোপান শ্রেণি (ছ) গোকুল কৃষ্ণর ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি।(উপরে উল্লিখিত সবগুলো স্থাপনাই ঝোপ ঝাড়ে পরিপূর্ণ এবং ধ্বংস প্রায় অবস্থায় দন্ডায়মান।)

**শিব মন্দিরঃ**

এ সকল ধবংসাবশেষের মধ্যে শিব মন্দিরই গুরুত্বপূর্ণ। ইট নির্মিত এবং আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এর পরিমাপ ২.০৫×২.০৫ মিঃ। বাহ্যিক ভাবে মন্দিরটি উত্তর দক্ষিণে একটি দিঘী দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইহা ক্রমশ উপরে উঠে গেছে এবং নীচে চূড়ায় ত্রি-শূলের সাথে পদ্ম ফিনিয়েল এবং কলসা মোটিভ ধারন করে আছে (চিত্র ৩.৭৬)। দেয়ালের পূরুত্ব ৭০ সেঃ মিঃ। মন্দিরটির দক্ষিণে এবং পশ্চিমে দুটি বাহু খাজ বিশিষ্ট্য

খিলান প্রবেশ পথ রয়েছে। পশ্চিম দিকের প্রবেশদ্বারটি কাঠের ফ্রেমের ভিতর লোহার রড দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিকেরটি বর্তমানে ব্যবহার করা হয়।

এ সকল প্রবেশপথের পাশে বাইরের দিকে ৬টি বাহুখাজ বিশিষ্ট অন্ধ খিলান রয়েছে। উপরে একই রকম ৮টি খিলান রয়েছে। এরপর শিখরের বাঁকা কার্ণিশের উপরে এবং নীচে আয়তকার প্যানেলগুলো আছে, গোলাকার সংযুক্ত স্তম্ভের (Pilaster) উপর খিলানগুলো নির্মিত। স্তম্ভের নীচের অংশ কলস মোটিভ দিয়ে শোভিত।

বাহ্যিকভাবে শিখর শিরাল নকশা বিশিষ্ট এবং অভ্যন্তরীণভাবে এটি করবেল্ড (corbelled) পেনডেন্টিভের (pendentive) এর উপর নির্মিত।

মন্দিরটির চারিদিকের ভিত্তিমূলে একটি আধুনিক প্ল্যাটফর্ম (platform) নির্মিত হয়েছে। সম্প্রতি পুনঃ সংস্কার করার সময় সিমেন্টের আবরণ (plaster) ব্যবহার করায় মন্দিরটিতে একটি আধুনিক রূপ পেয়েছে।

মন্দিরটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় এটি ধারণা করা কঠিন যে ঠিক কোন সময়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। যাহোক বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান এবং প্যানেলগুলো বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের আমলের প্রভাব বলেই মনে হয় এবং স্থাপনাটি উনিশ শতকের শেষের দশকের বলেই ধারণা করা যায়। শিব মন্দিরের ১০ মিটার দক্ষিণে একটি দূর্গা মন্ডপ, গার্ড (পাহাড়া) কক্ষ, বৈঠকখানা এবং গ্রন্থাগার কক্ষ এবং একটি সোপান শ্রেণি (Stair case) রয়েছে।

**দূর্গা মন্ডপঃ**

এটি একটি ছোট আয়তকার ইমারত স্থানীয়ভাবে মন্ডপ নামে অভিহিত। এটি দক্ষিণমুখী, মন্ডপের সম্মুখে একটি উন্মুক্ত উঠান রয়েছে। মন্ডপটি দু'টি চেম্বার (chamber) নিয়ে গঠিত এবং ১টির পরিমাপ প্রায় ৬×২ মি.। ইটের চেম্বারটির পরিমাপ প্রায় ৬×৩ মি.। দেয়ালের পুরুত্ব ৪০ মি.। পিছনের চেম্বারের সামনের দেয়ালে তিনটি বহুখাজ বিশিষ্ট খিলান সম্বলিত প্রবেশদ্বার রয়েছে। সম্মুখ চেম্বারে ও তিনটি একই রকম প্রবেশদ্বার আছে। কিন্তু এগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত। মন্ডপ কাঠের বিমের উপর সমতল ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। পিছনের চেম্বারের উপর বিমগুলোর মধ্যে কিছু ষ্টিলের (still is situ) মেঝের উপর। উভয় চেম্বারের ছাদ ধ্বসে পড়েছে। মন্ডপার বাহির এবং ভিতর খিলান এবং বহুখাজ বিশিষ্ট (cusped) প্যানেল দ্বারা গঠিত। মন্ডপা শিব মন্দিরের অনেক পরে নির্মিত হয়েছে বলেই সনাক্ত করা যায়।

**পাহাড়া কক্ষঃ**

মন্ডপার পূর্বদিকে আয়তাকৃতির একটি ছোট কক্ষ রয়েছে যেটি স্থানীয় ভাবে গার্ড রুম বা পাহাড়া কক্ষ নামে পরিচিত। এর পরিমাপ ৩.১০×২.২০ এবং দেয়ালের পুরুত্ব ৫০ মি.। দক্ষিণ দিকে এটির একটি খিলান পথ রয়েছে, যদিও পুর্ব দিকে দুটি খোলাদ্বার আছে। এ কক্ষটিও পূর্বে উল্লেখিত সময়ের পরে নির্মিত।[৬]

**গ্রন্থাগার কক্ষঃ**

উন্মুক্ত উঠানের দক্ষিণে মন্ডপের বিপরীতে একটি আয়তাকৃতির ছোট ইমারত স্থানীয় ভাবে গ্রন্থাগার (Library) নামে পরিচিত। এটি দুটি ছোট কক্ষ নিয়ে গঠিত, পূর্বেরটি বড় এবং পশ্চিমের কক্ষটি ছোট। বড় কক্ষটির উল্টো দিকে প্রবেশ পথ রয়েছে দূর্গা মন্ডপের দিকে মুখ করে। একই সংখ্যক প্রবেশপথ রয়েছে দক্ষিণ দিকে। পরে সম্ভবত নিরাপত্তার জন্য প্রবেশপথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে (চিত্র ৩.৭৭)। ছোট কক্ষটিতে দুটি প্রবেশপথ, পশ্চিম একটি এবং অন্যটি পূর্বে, বড় রাস্তার সাথে সংযুক্ত।

কাঠের বীমের উপর এই স্থাপনার সমতল ছাদ দন্ডায়মান। ইহার নিদর্শন (traces) এখনও বিদ্যমান। স্থানীয় ভাবে অবহিত হওয়া সূত্রে বলা যায় যে কক্ষটি পাহাড়া কক্ষের সমসাময়িক।[৭]

**বৈঠক খানা (Conference room)ঃ**

উন্মুক্ত আঙ্গিনার পূর্বদিকে একটি ছোট আয়তাকৃতির ইমারত (৫.৭৫×৩) স্থানীয়ভাবে বৈঠক খানা নামে পরিচিত। ধ্বংস প্রায় ইমারতটির পূর্ব দেয়ালের মধ্যবতি স্থানে খিলানদ্বার রয়েছে। উভয় দিকে দু'টি উন্মুক্ত দ্বারসহ এটির পূর্ব দেয়ালের মধ্যবর্তি স্থানে একটি খিলান দ্বার উত্তর দক্ষিনে বড় একটি দিঘীর দিকে মুখ করে আছে। বৈঠকখানার সম্মুখ অংশের অলংকরণ হিসেবে ৬ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের রাশিচক্রের মত ও সূতা কাটার চরকার চাকার অর্ধেকের মত ও ৯ নম্বর এবং ২২ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের পেডিমেন্ট আকৃতির নকশার মত। এ ইমারতটি পানাম নগরের ইমারতসমূহের সমসাময়িক বলে মনে হয়।

পশ্চিম দেয়ালের অভ্যন্তরভাগ দুটি আয়তকার প্যানেল নিয়ে গঠিত। সেগুলো তাক বা সেলফ হিসেবে ব্যবহৃত হত। কাঠের রাফটারের (rafter) এর উপর ইমারতটির ছাদ সমতল। এটি সম্ভবত এ শতকের প্রথম দশকে নির্মিত। এটি সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাক্ত।

**সোপান শ্রেণিঃ**

বৈঠকখানার সম্মুখে একটি বড় সোপান শ্রেনী যেটি দীঘির পানির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছেঁছে। সোপান শ্রেনীটি দেখে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে মেরামত করা হয়েছে এবং পরবর্তী কালে পূন:নির্মাণ করা হয়েছে। ছোট আকৃতির ইট ব্যবহার করার ফলে বুঝা যায় যে সোপানগুলো মুঘল আমলের স্থাপত্যের অনুযায়ী।

**গোকুল কুমার কৃষ্ণের বাড়িঃ**

শিব মন্দির থেকে প্রায় ৩০ মিটার দক্ষিণ পশ্চিমে একটি ছোট ইমারতের ধ্বংসবশেষ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে গোকুল কৃষ্ণের বাড়ি এবং ধর্ম শালা হিসেবে পরিচিত।

**সমাধি মন্দিরঃ**

মঠ বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দক্ষিণে ইট নির্মিত মন্দিরটি স্থানীয় ভাবে সমাধি মন্দির নামে পরিচিত এবং একটি উন্মুক্ত মাঠের বর্তমান গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্যারেড প্রাউন্ড) উত্তর পশ্চিম কোণায় দাড়িয়ে আছে। মূলত মন্দিরটি ছিল অষ্টকোণাকৃতির। কিন্তু বর্তমান সময়ে পুনঃ সংস্কারের কাজ করার সময় এটির নিম্নাংশ বর্গাকৃতির করে তৈরী করা হয়েছে। যদিও উপরের অংশ এখনও অষ্টকোণাকৃতিরই আছে। মন্দিরটির summit এর উচ্চতা নিচ থেকে ১১ মি. এবং দেয়ালের পুরুত্ব ৪০ সে. মি.। মন্দিরটি শিখর (skikhara) দ্বারা আবৃত যা উপরের দিকে উঠে গেছে। এ নকশা সাধারণত শিব মন্দিরে দেখা যায়।

মূলত মন্দিরটির ভিতর ২য় স্তর থেকে শূন্যস্থান ছিল। কিন্তু এখন নীচ তলা এর উপর ১.৪০ মিঃ অর্ধেক অংশ ইট বিছিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যেটি উচু এবং নিচু দু'টি শূন্য স্থান (vaccum) তৈরি করেছে।

এটি দেখে মনে হয় দক্ষিণ দিকে মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশপথ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংস্কারের সময় পরিকল্পনাটি পরির্বতন হয়েছে। এখন দক্ষিণ দিকে একটি উন্মুক্ত খিলানদ্বার রয়েছে। একটি অপেক্ষাকৃত ছোট প্রবেশদ্বার পশ্চিম দিকে রয়েছে। উপর তলায় দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশদ্বার আছে। অভ্যন্তরীণভাবে শিখরের গোলাকার ভিত্তিটি পান্দাটিভের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গভীর খিলান কুলঙ্গী ভিতরের দেয়ালের সম্মুখে বসেছে। যদিও অন্ধ প্যানেল বাইরে দেখা যায়।

সংস্কারের সময় মন্দিরটি মূল অবয়ব সিমেন্ট প্লাস্টার প্রলেপের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এটি সম্ভবত উনিশ শতকের শেষের দশকে নির্মিত।

**দো-চালা কালী মন্দিরঃ**

পানাম এবং মসিরেইল বাজারের মাঝে ইট বিছানো রাস্তার দক্ষিণ পাশে পানাম নগরে একটি ছোট ইট নির্মিত মন্দির রয়েছে। এটি স্থানীয়ভাবে কালি মন্দির নামে পরিচিত। আয়তকার পরিকল্পনা এবং দো চালা ছাদ দ্বারা আবৃত।

এ মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে খিলান বিশিষ্ট্য প্রবেশ দ্বার রয়েছে। অন্যান্য তিন দিকেও তিনটি খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ রয়েছে। তবে উত্তর দিকেরটি পরবর্তীতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অযত্ন এবং অবহেলার জন্য মন্দিরটি ধ্বসে পড়ার জন্য প্রহর গুনছে। ছোট বিভিন্ন আকৃতির ইট এবং চুন ও সুরকী ব্যবহার করা হয়েছে। দো-চালা ছাদের উপর দুটি টাইলস (Tiles) ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো চুন দ্বারা ভারি প্রলেপ বিশিষ্ট।

**শিব মন্দিরঃ**

মন্সিরেইল বাজার থেকে প্রায় একমাইল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্বে এবং মন্সিরেইল বাজার উদ্ভবগঞ্জ গ্রামের রোডের প্রায় ১০০ মিটার পশ্চিমে আমিনপুর ইউনিয়নের অধিনে বশিরামপুর একটি একক মন্দির রয়েছে। স্থানীয় ভাবে শিব মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটি একটি ছোট পুকুরের পূর্ব দিকে দাড়িয়ে আছে। এটি পরিকল্পনায় অষ্টকোণাকার এবং ভিতরের দিকে এর পরিমাপ ২.৪০×২.৪০ মি.। এটি একটি শিখর দ্বারা আবৃত। যেটি ক্রমহ্রাসমান ভাবে উপরে উঠে গেছে এবং সর্বশেষে শীর্ষে কলসা মোটিভদ্বারা শোভিত। এটি দক্ষিণ পূর্বে পরিস্ফুটিত (bulge) স্ফীত অংশ প্রদর্শন করছে। কলসটি যেকোন সময়ে আলাদা হয়ে যেতে পারে এবং নীচে পরে যেতে পারে। নীচ থেকে মন্দিরটির চূঁড়া পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ২৪ মিটার। দেয়ালের পুরুত্ব ৮৮ সে. মি.। দক্ষিণ দিকে মন্দিরের প্রবেশ পথ দাড়িয়ে আছে। যদিও পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে দু'টি জালি (Jeli) কাজ করা বন্দ্ধ প্রবেশ দ্বার ছিল। দু'টি দ্বারই এখন ভেঙ্গে যাবার সম্মুখীন এবং জালির কাজ করা অংশটুকু ভেঙ্গে গেছে। এগুলো উন্মুক্ত প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ভাবে গোলাকার শিখর প্যান্ডেনটিভের উপর নির্মিত। বাহ্যিকভাবে শিরাল নকশা বিশিষ্ট। কেবল শীর্ষদেশ কলস মোটিভযুক্ত সে মোটিভের নিম্নাংশে মার্লন নকশা্ দেখা যায়।

নির্মাণ কাঠামোতে চুন সুরকী ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে দরজার উপর এবং বাইরে নীচের অংশে কিছু দিন আগে সংস্কারের সময় সিমেন্ট প্লাস্টার (recent) আস্তরণ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আসল বা মূল রূপটি এখনও বিদ্যামান।

মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের কার্ণিশের নীচে দেবনাগরির ভাষায় শিলালিপি লিখা আছে। শিলালিপিটি প্লাস্টারের (plaster) এর উপর করা । এ লিপি মন্দির নির্মাণের সময় কাল নির্দেশ করে।

**দালান বাড়ি অথবা ঈসাঁ খাঁর বাড়িঃ**

সোনারগাঁও লোকশিল্প যাদুঘর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঈশাপুরা গ্রামে আমিনপুর ইউনিয়নে একটি পুরাতন বাড়ি স্থানীয় ভাবে দালানবাড়ি বা ঈসাখাঁর বাড়ি নামে পরিচিত। এ বাড়িতে প্রায় ১৫ মি. দূরত্বে দু'টি দ্বি-তলা দালান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাড়িটিতে স্থানীয় হিন্দু শাহ সরদার পরিবার ছিল। কিন্তু জনশ্রুতি অনুযায়ী, অবস্থানকালিন সময়ে ছোট সরদার বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। এখন উভয় ইমারত দৈনিক

ইত্তেফাকের সাংবাদিক শফিকুল কবির কিনে নিয়েছেন। উল্লেখ্য ক্রেতা এখানে বসবাস করেন না। অন্য একটি মুসলিম পরিবার বসবাস করেন। যদিও দক্ষিন দিকেরটি সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, ভেঙ্গে পড়েছে এবং বসবাসের অনুপযোগী। এ ইমারতের উল্লেযোগ্য অংশ সম্পূর্ণ ভাবে ১৯৮৫ সালে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় ধবংস হয়ে গেছে। এছাড়াও এ ইমারতে একটি বড় গর্ত দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় তৈরি হয়েছে। এ ইমারতগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ননা নিম্নে দেওয়া হলঃ

**উত্তর দিকের ইমারতঃ**

এটি দ্বিতীয় তল বিশিষ্ট আয়তকার ইমারত সমতল কাঠ ছাদ দ্বারা আবৃত। নীচ থেকে প্রথম তলার ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ৭ মিটার। দেয়ালের পুরুত্ব ৬৫ সি. মি.। এ ইমারতের প্রত্যেক তলায় ৬টি করে ১২টি কক্ষ। দালানের উত্তর পূর্ব কোণায় একটি সোপান শ্রেণি উপরতলায় এবং ছাদে উঠার জন্য ছিল বলেই বুঝা যায়। নীচ তলার ৬টি কক্ষের মধ্যে দু'টি কক্ষ আয়তাকার এবং উভয়টি একই রকম। এ কক্ষগুলোর প্রত্যেকটি বাইরের দিকে খিলানদ্বার রয়েছে। এগুলোর পাশের দেয়ালগুলো একেবারে পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে। প্রত্যেকটিতেই প্রতিদিনের সংযুক্ত কক্ষের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি করে প্রবেশ দ্বার রয়েছে। পূর্ব পশ্চিমের অন্য চারটি কক্ষে প্রায় একই সমান এবং একই রকম বৈশিষ্ট্যের। উভয় তলার ছাদ সমতল ভল্টে নির্মিত। ইমারতটির পেছনে এবং সামনে কার্ণিশ রয়েছে। এবং এখন পর্যন্ত সুরক্ষিত। ইমারতের অভ্যন্তরীণ অংশ খিলানবিশিষ্ট কুলঙ্গী এবং প্যানেল দিয়ে গঠিত। এবং যদিও বাইরে প্রবেশদ্বারগুলোর দু'দিকের প্রত্যেক দিকে বন্ধ খিলান দেখা যায়।

**দক্ষিণ দিকের ইমারতঃ**

দক্ষিণ মুখি এ ইমারত দ্বিতল এবং আয়তকার। ইমারতটির উচ্চতা নীচ (Plinth) থেকে ছাদ পর্যন্ত ৭ মিটার। বাইরের দিকে পূর্ব পশ্চিমে লম্বায় ১২.৪০ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে প্রস্থ ৭.৪০ মিটার। দেয়ালের পুরুত্ব ০.৭৫ মি.। নীচ তলায় ৬টি কক্ষ এবং উপর তলায় ৫টি কক্ষ। উপর তলার মধ্যবর্তী স্থানে ৬টি কক্ষের জায়গা এবং দক্ষিণের বাদিকে খোলা। উত্তর পূর্বে উপরের অংশে এবং উত্তর পশ্চিম কোণার বাহুগুলো দুইয়ের অধিক কক্ষের দু'টি সোপানশ্রেনী দ্বারা তাদের দক্ষিণ দিকে বিভক্ত। এ সোপানশ্রেণিগুলোর নীচে দু'টি গোপনীয় চেম্বার (chamber) রয়েছে। এ চেম্বারগুলো সম্ভবত মূল্যবান বস্তু রাখার জন্য নির্মিত এবং ব্যবহৃত হত। এ চেম্বারগুলোর ভিতরের কোণার কক্ষ থেকে নীচ দরজা পথ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। উপর থেকে একটি সিঁড়ি ছাদের উপরে উঠে গেছে। নীচে বিভিন্ন তলার আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হলঃ

**নীচ তলা (Ground floor)ঃ**

নীচ তলার ৬টি কক্ষের মধ্যে মধ্যবর্তী দু'টি কক্ষ বড়, প্রায় একই আকৃতির এবং আয়তকার পরিকল্পনা এবং একই রকম। এসকল কক্ষের প্রত্যেকটি কক্ষের বাইরের দিকে তিনটি করে খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ দ্বার রয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে পূর্ব ও পশ্চিমাংশের বিভক্তি করণ (Partition) দেয়ালে দুটি করে খিলান দ্বার রয়েছে। এবং দুয়ের অধিক খিলান দ্বার প্রত্যেকটির মধ্যবর্তী স্থানে দেখো যায়। ছাদটি ধ্বসে পড়েছে।

এ তলারই পশ্চিমাংশে দুটি কক্ষ আকারে ছোট এবং বর্গাকার। বর্তমানে সাদৃশ্য পূর্ণ অবয়বে বিদ্যমান। এসকল কক্ষের প্রত্যেকটিতে পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী একটি করে খিলান দ্বার রয়েছে এবং মধ্যবর্তী কক্ষগুলোর সাথে সংযুক্ত উত্তর পশ্চিম কোণার কক্ষটিও ছোট প্রায় বর্গাকার। এটির দু'টি খিলানদ্বার রয়েছে। একটি পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে এবং অন্যটি উত্তর দেয়ালের পশ্চিম কোণায় বাইরের সাথে এগুলোর যোগাযোগ বা সংযোগ রয়েছে। কক্ষটির দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় একটি গভীর খিলান কুলঙ্গী রয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব দিকের কোণায় কক্ষটি একটি সোপান শ্রেণি/সিঁড়ি রয়েছে উপর তলায় এবং ছাদে উঠার জন্য। সোপানশ্রেণিটির বাইরে এবং ভিতরে উভয় দিকে এবং পূর্ব পশ্চিমে দেয়ালের খিলানদ্বার গুলোর সাথে সংযোগ রয়েছে।

**উপর তলাঃ**

উপর তলায় ৫টি কক্ষ আছে, পূর্ব এবং পশ্চিমে দুটি করে। যদিও অন্য একটি কেন্দ্রিয় অংশের পিছনে দক্ষিণ দিকের সম্মুখ অংশের একটি উন্মুক্ত স্থান রয়েছে। পিছনের কেন্দ্রীয় কক্ষের দক্ষিণাংশের দেয়ালটি উন্মুক্ত অংশের সাথে এখনও বিদ্যামান। কিন্তু এটির মেঝে এবং উত্তাংশের দেয়াল এবং এ ইমারতের উত্তরের অংশে মধ্যবর্তী অংশ ইতিমধ্যে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিম দিকে দুটি প্রায় একই আকৃতির কক্ষ আছে এবং সেগুলো বর্তমানে একই রকম অবস্থায় রয়েছে। এদু'টি কক্ষে মধ্যবর্তী স্থানে একটি আয়তাকার গোপনীয় চেম্বার (Chamber) (২.৫০×৬০ সে. মি.) রয়েছে। দক্ষিণের কক্ষ থেকে চেম্বারে প্রবেশের জন্য ছোট একটি দরজা রয়েছে। একটি একই রকম আরেকটি চেম্বারের পূর্বদিকের কক্ষগুলোর মধ্যবর্তী স্থান রয়েছে।

উত্তর পূর্বদিকের উপরের অংশ এবং উত্তর পশ্চিমের কোণার কক্ষগুলো নীচু। উচ্চতা বিশিষ্ট প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী দু'য়ের অধিক কক্ষ নীচু ৬৮ সে: মি:, নীচ থেকে ছাদ পর্যন্ত উন্মুক্ত এবং তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত টেরেস (terrace) সহযোগে গঠিত। প্রত্যেকটি কক্ষের সম্মুখ দেয়ালে তিনটি করে উন্মুক্ত খিলান দ্বার এবং দক্ষিণ

দেয়ালের একের অধিক নীচু খিলানদ্বার রয়েছে এদিকে সোপানশ্রেণিও রয়েছে। এ সোপানশ্রেণির সিঁড়ি দিয়ে ছাদের উপরে উঠা যায়।

এ ইমারতের ভিতরে খিলান কুলঙ্গী (arched niches) এবং প্যানেল সারি রয়েছে। যদিও বাইরেও প্রবেশ পথের পাশে অংশর অন্ধ খিলান দ্বারা গঠিত। উভয় তলার ছাদই সমতল ভোল্টে বিশিষ্ট। এ ইমারতের হালকা বাকাঁন কার্ণিশটি সামান্য উঁচু হয়ে সামনে পিছনে বাকাঁ হয়ে নেমেছে। এ বৈশিষ্ট্যটির কোণার অংশটি ছাড়া সম্পূর্ণ অংশটি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট আকৃতির ইট, চুন, সুরকী, টাইলস কার্ণিশে ব্যবহার করা হয়েছে।

ছোট আকৃতির ইট চুন, সুরকী সমতল ঢালু ছাদ (vaulled), বাকান কার্ণিশ, খিলান কুলঙ্গী, প্যানেল ইত্যাদি বাংলায় মুঘল স্থাপত্যের প্রভাব নির্দেশ করে।

স্থানীয় ভাবে প্রচলিত আছে যে এ স্থানটি একসময় জঙ্গঁল এবং ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে বন্য প্রাণী এবং হিংস্র প্রাণী বাস করত, ডঃ জেমস ওয়াইজ, স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এ তথ্য দিয়েছিলেন। তারা এ এলাকা পরিদর্শন করে ছিলেন ১৮৭২ এবং ১৮৭৯-৮০ খ্রিষ্টাব্দে।

উপরের উল্লেখিত ইমারত দুটি সম্ভবত বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হত। এগুলো সিভিল (Civil) ইমারত। যদিও সোনারগাঁওয়ের অন্যান্য ইমারতগুলো ধর্মীয় ইমারত। এ জন্যই এ ইমারত দুটির অনেক ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে এবং সেজন্যই এগুলোর সংরক্ষণের জন্য এ্যান্টিকুইটির এ্যাক ১৯৬৪ এর অধিনে আনয়ন করা হয়। পুনঃ প্রবর্তন হয় (revised) ১৯৭৬ সালে। এ ইমারত দু'টি সম্ভবত উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। ম্যাপ নম্বর-

**তথ্য নির্দেশিকাঃ**


১. Ayesha Begum, 'Inscriptions'.
, A.B.M. Hossain (ed), *Sonargaon Panam,* Asiatic Society of Bangladesh, 1997, p-162
২. A.K.M Zakaria, *The Archeologeial Heritage of Bangladesh*, Md. Mosharraf Hossain (ed) Asiatic Society of Bangladesh, 2011, p-556
৩. Ahmed Hasan Danis, *op. cit.*, p-236
৪. *Archeologeial survey report-2005*
৫. *Ibid*
৬. *Ibid*
৭. *Ibid*

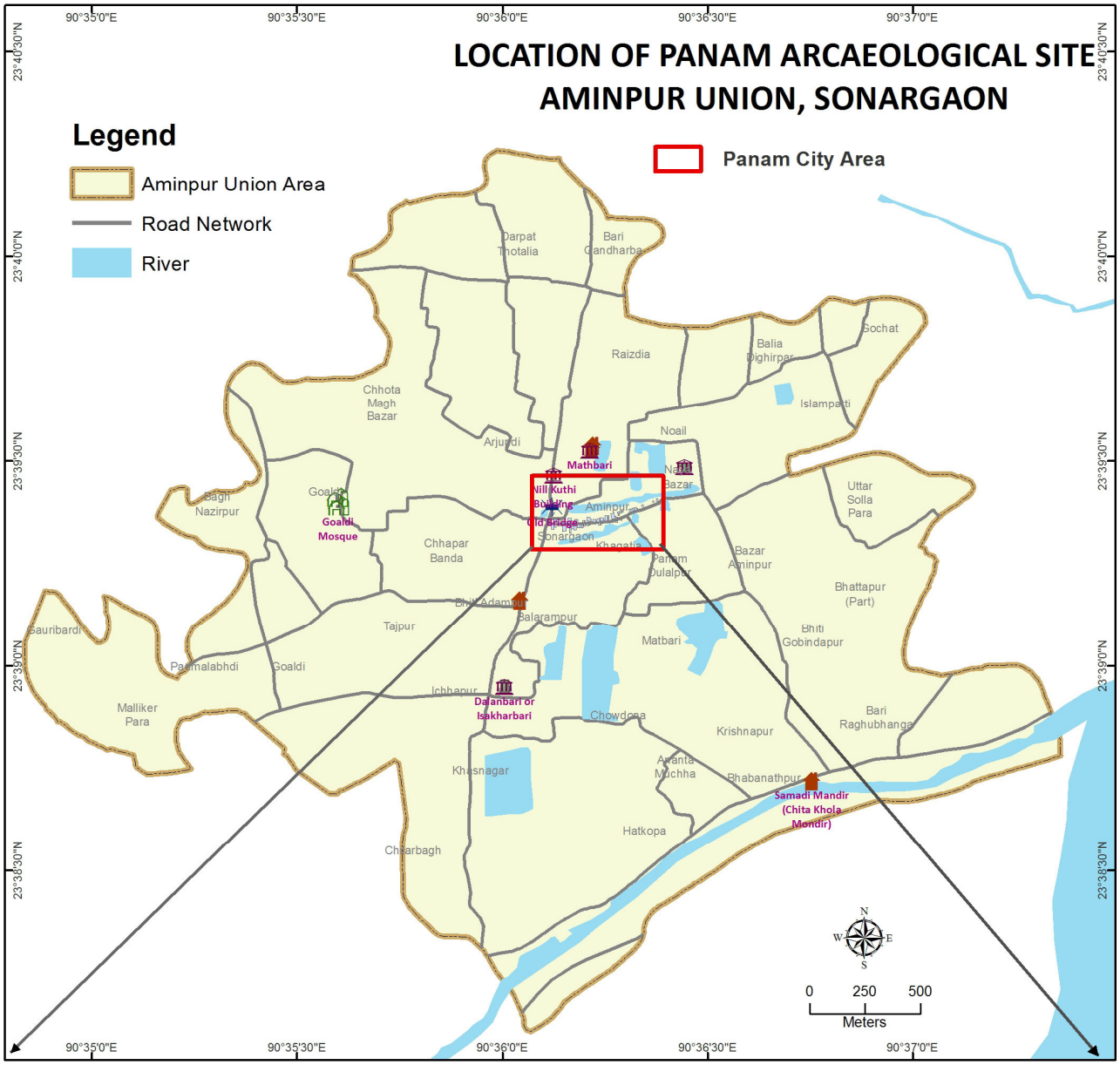


চিত্র ৫ঃ আমিনপুর ও পানাম নগরের মানচিত্র

# আমিনপুরের আলোক চিত্রাবলী

**চিত্র ৩.৬৮ঃ** আব্দুল হামিদ শাহী কর্তৃক নির্মিত মসজিদ

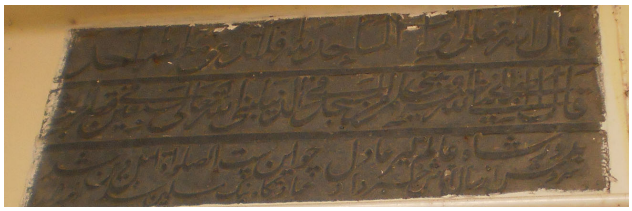

**চিত্র ৩.৬৯ঃ** মসজিদটির সম্মুখে কালো পাথরের উপর শিলালিপি

**চিত্র ৩.৭০ঃ** গোয়ালদি মসজিদ

**চিত্র ৩.৭১ঃ** অ্যারাবেস্কে অলংকৃত মিহরাব

**চিত্র ৩.৭২ঃ** গোয়ালদি মসজিদের টেরাকোটা অলংকরণ

**চিত্র ৩.৭৩ঃ** দুলালপুর গ্রামে নীল কুঠি

**চিত্র ৩.৭৪ঃ** ক্রোড়ি বাড়ি

**চিত্র ৩.৭৫ঃ** মঠ বাড়ির বৈঠক খানার সম্মুখ অংশ

**চিত্র ৩.৭৬ঃ** শিব মন্দির

**চিত্র ৩.৭৭ঃ** গ্রন্থগারের পিছনের অংশ

**চিত্র ৩.৭৮ঃ** আমিনপুরে রাস্তার পাশে নাম না জানা দ্বিতল দালান বাড়ি

**চিত্র ৩.৭৯ঃ** নাম না জানা দ্বিতল দালান বাড়ির ব্যতিক্রম ধর্মী খিলান

# চতুর্থ অধ্যায়
# অলংকরণ শৈলীর (গাত্রালংকার) মৌলিকত্ব ও প্রভাব

অলংকার মানেই আমরা বুঝি গায়ের 'গঁয়না'। যা দ্বারা সৌন্দর্য বর্ধন হয় বা যা সৌন্দর্য বর্ধনে যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়। অলংকার সাধারণত নারীরা ব্যবহার করে (হাতে, পায়ে, কানে, গলায়, নাকে, মাথায়) অনেক সময় পুরুষেরাও অলংকার ব্যবহার করে (যেমনঃ মুঘল আমলের শাসকেরা অলংকার ব্যবহার করত)। অপরদিকে অলংকরণ শব্দটির সাথে অলংকার শব্দটির খুব বেশি পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল বলা যায় অলংকরণ ইমারতের অলংকার অর্থাৎ ইমারতের সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহৃত হয়। আরও বলা যায় অলংকরণ হচ্ছে শিল্পবোধ। সেই শিল্পবোধ থেকেই শিল্পী তার মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজস্ব চিন্তা চেতনা থেকে, পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে অলংকরণ শিল্প সৃষ্টি করে। স্থাপত্য নির্মাণে এবং সৌন্দর্য বর্ধনে অলংকরণের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন যুগে স্থাপত্যের অলংকরণ প্রভাবেই এর সৌন্দর্য বাড়ে। এ অধ্যায়ের আলোচনা 'অলংকরণ (গাত্রালংকার) শৈলীর মৌলিকত্ব ও প্রভাব'। পানাম নগর স্থাপত্যের অসাধারণ অলংকরণ শৈলীর বর্ণনা করতে গিয়ে দেখা যায় এখানকার অলংকরণ শৈলীতে রুচিশীল স্থানীয় ও লোকজ উপাদান, উপকরণ ছাড়াও পূর্ববর্তী স্থাপত্য অলংকরণের বৈশিষ্ট্যাবলী অনুকরণ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাক মুঘল যুগ এবং মুঘল ছাড়াও বর্হিদেশীয় (ক্লাসিক্যাল, রোমান, গ্রিক) বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে নুতনত্বের সৃষ্টি করেছে নতুন একটি বৈশিষ্ট্যের।

পানাম নগরের বাড়িসমূহের অলংকরণে নর নারী ও শিশু মূর্তি (ভাস্কর্য) এর ব্যবহার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অলংকরণের মাঝে এমন ভাবে মিশে আছে যে ভাল করে অবলোকন না করলে বুঝা যায়না। বেশ কয়েকটি বাড়িতে নর, নারী, শিশু, পশু পাখি ও সাপের মূর্তি (ভাস্কর্য) দেখা যায়।

## ৪.১ নারী ও শিশু মূর্তি (ভাস্কর্য)ঃ

পানাম নগরের স্থাপত্য অলংকরণে নারী মূর্তির ব্যবহার দেখা যায়। ৪৩ নম্বর বাড়ি অর্থাৎ 'নিহারীকা হাউজ' নামে পরিচিত বাড়িটিতে হল ঘরের দেওয়ালের প্রতিটি খিলানের উপর নারী মূর্তির অলংকরণ নকশা দেখা যায়। এ নারী ও শিশু মূর্তির অলংকরণ নকশা যদি মেরী ও যীশুর বলে ধরে নেওয়া যায় তবে এর উৎস পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয়ান অথবা ঔপনিবেশিক বা ব্রিটিশ আমলের খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় চেতনা থেকে নেয়া হয়েছে বলা যায়।

বড় সর্দার বাড়িতে দক্ষিণ দিকের মূল ফটকের জোড় খিলানের প্লাস্টারের উপর নারী ও শিশু মূর্তি দেখা যায়। নারী ভাস্কর্যটি শাড়ী পরিহিত অবস্থায় বসে আছে। যেহেতু এটি শাড়ী পরিহিত অবস্থায় আছে তাই এ অলংকরণ ধরনটি নিঃসন্দেহে উপমহাদেশীয় বলা যায়। উপমহাদেশীয় এজন্য যে শাড়ী কেবল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রিলংকা, নেপাল, ভূটান ও মালেশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে পরিধান করা হয়। তবে

শাড়ী পড়ার ধরণ একেক দেশে একেক রকম। সেহেতু উক্ত নারী মূর্তির শাড়ী পরিধান অবস্থা দেখে মনে হয় এদেশীয়। অর্থাৎ বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা ধরণ। শিশু মূর্তি দুটি চিরন্তন স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, মনে হচ্ছে খেলা করছে। যা চিত্র-৪.১ এ প্রদর্শিত হল

বড় সর্দার বাড়ির প্রথম অংঙ্গনের পশ্চিম দিকে মন্দিরের বারান্দার দেয়ালের খিলানের উপর অলংকরণে নৃত্যরত নারী (চিত্র-৪.২) নারী মূর্তি দেখা যায়। গান ও নাচ হিন্দু ধর্মও সংস্কৃতির এবং দেব দেবীকে খুশি করার একটি বড় ও প্রধান অংশ। কাজেই এ অলংকরণ ধারণা অবশ্যই হিন্দুদের ধর্মীয় আবেশ ও এদেশীয় সংস্কৃতি থেকে এসেছে। এদেশীয় বিভিন্ন শিল্পীর শিল্পকর্ম থেকেও এধরনের মূর্ত ধারণা এসে থাকতে পারে বলেই ধরে নেওয়া যায়।

## ৪.২ মানব বা নর মূর্তি (ভাস্কর্য)ঃ

২ নম্বর বাড়ির দ্বিতীয় তলার খিলানের উপর অলংকরণে ফুল পাতার সাথে দুটি করে মানব মূর্তি বিমূর্ত ফুল পাতার অলংকরণের (অ্যারাবেস্কের) সাথে মূর্ত অলংকরণের সমন্বয় বলতে হয় (চিত্র-৪.৩ক)। এ ছাড়া ৮ নম্বর বাড়ির দ্বিতীয় তলার অলংকরণের উপর যেটুকু অলংকরণ অবশিষ্ট আছে তাতে মানব মূর্তি দেখা যায় এবং মানব মূর্তির উভয় পাশে ফুলদানী এবং ফুলদানী থেকে ফুল ঝুলে আছে সদৃশ নকশা দেখা যায়। অলংকরনে মানবরমুর্তির এ ধারণাটি বাড়ির মালিকের বা নির্মান কারীদের ধর্মীয় অনুভুতি থেকে(দেব-দেবী) এসেছে বলা যায়।

## ৪.৩ পশু পাখির আকৃতিঃ টিয়া (তোতা) পাখি, কাকাতুয়া ময়ূর আকৃতির অলংকরণ নকশাঃ

টিয়া ও ময়ূর কাকাতুয়া আকৃতির নকশা পানামের অনেক দালানের অলংকরণেই দেখা যায়। একসময় গ্রামীণ বাংলায় সবুজ গাছপালা ঘেরা অঞ্চলে খুব টিয়া পাখি দেখা যেত। টিয়াপাখির সৌন্দর্যে এবং আধো কথা বলার ক্ষমতা সবাইকে মুগ্ধ করে, এ দেশীয় বন্য পাখি আর ময়ূরের সৌন্দর্য বিশেষ করে পেখম তোলা ময়ূরের সৌন্দর্য ,কাকাতুয়া সবাইকে আকৃষ্ট করে। এ সৌন্দর্যবোধ থেকে কোনো রুচিশীল স্থাপত্য অলংকরণে বড় কাকাতুয়া,লেজওয়ালা টিয়া, পেখম তোলা ময়ূরের রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে পানামের ইমারতে। এগুলো শোভা বর্ধন করে আছে। ৫ নম্বর ইমারতের সম্মুখে ময়ূরের প্রতিকৃতি, ৬ নম্বর বাড়ির শীর্ষে পেডিমেন্টে ময়ূরের অলংকরণ দেখা যায়।৩৬ নম্বর ইমারতের ২য় তলার সম্মুখ অংশে খিলানের উপর (Spandril) অংশে কাকাতুয়া পাখির অলংকৃত নকশা দেখা যায় (চিত্র-৪.৪)। এছাড়াও বড় সর্দার বাড়ির পশ্চিম সদরের ২য় তলায় খিলানের উপর দুটি কবুতরের (চিত্র-৪.৪খ) প্রতিকৃতি দেখা যায়।ঔপনিবেশীক আমলের বিভিন্ন জমিদার বাড়িতে ও ধনাঠ্য ব্যবসায়িদের বাড়িতে অলংকরণ সজ্জায় বিশেষ করে সম্মুখ

অংশে সিংহ বাঘ, ঘোড়ার প্রতিকৃতি অলংকরণ সজ্জার উপকরণ হিসেবে দেখা যায়। এধরণের অলংকরণ সজ্জার ধারণা গ্রিক স্থাপত্য থেকেই এসেছ এবং স্থানীয় করণ হয়েছে।

## ৪.৪ ফনা তোলা সাপঃ

হিন্দুদের মনসা দেবী সর্প। সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একটি অংশ সর্প পূজা করে থাকে। তাই হয়তো পানামের কয়েকটি বাড়িতে ফনা তোলা সাপ প্লাস্টারের উপর রিলিফ করা অলংকরণ হিসেবে দেখা যায়। যেমন ৫ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে একটি ত্রিকোণাকার ফ্রেমের ভিতরে দু'টি ফনা তোলা সাপের আকৃতির নকশা হিসেবে দেখা যায়। যদিও নকশা কালের আবর্তে সময়ের ব্যবধানে খসে পড়ে অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে আছে (চিত্র-৪.৫)। এ বাড়ির নির্মাতার বিশ্বাসের প্রতীক এ সর্প নকশা।

## ৪.৫ ফুল লতাপাতার নকশা, জ্যামিতিক নকশা এবং আলপনা নকশার ব্যবহারঃ

পানাম নগর স্থাপত্য অলংকরণে যে ফুলের নকশার ব্যবহার করা হয়েছে তা অধিকাংশই স্থানীয় বা লোকজ উপাদান থেকে সংগ্রহ করা। ডালিয়া ফুল, পদ্ম ফুল, সন্ধ্যা মালতি ফুল, ধুতরা ফুল, সূর্যমুখী, গোলাপফুল, কলমীফুল, বাসকপাতা, বেতপাতা (চিত্র-৪.৬)। মুসলিম স্থাপত্যে ফুল লতা পাতা এবং জ্যামিতিক নকশা পাওয়া যায়। এগুলো যে বিমূর্ত অলংকরণে দেখা যায় তা অ্যারাবেস্ক (চিত্র-৪.৭) নামে পরিচিত। ইউরোপীয়রা মুসলিম অ্যারাবেস্কে মূর্ত বা আকৃতি মোটিভটি ব্যবহার করে নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিক আমলেও এ বৈশিষ্ট্যটি দেখতে পাই। পানাম নগরের স্থাপত্যেও এ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অ্যারাবেস্কের সাথে মূর্ত ও আকৃতি নকশার ব্যবহার করে সজ্জিত করা হয়েছে। তবে প্রাক মুঘল ও মুঘল যুগেও ঢাকার ও দেশের অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন স্থাপত্যে ইমারতে অ্যারাবেস্কের বা ফুল লতাপাতার ও জ্যামিতিক নকশার অলংকরণ দেখা যায়। যেমনঃ ঢাকার শস্খনীধি হাউজ, রূপলাল হাউজ ইত্যাদি। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলে এসব অলংকরণ মুঘল স্থাপত্য বা মুসলিম স্থাপত্যের অনুকরণেই করা হয়েছে বলা যায়।

পানাম নগরের ২ নম্বর বাড়ির নীচ তলার সম্মুখে খিলানের কি-স্টোনের উপর সরু শিরযুক্ত পাতার নকশা দেখে বেত গাছের পাতার মতই মনে হয় যা (চিত্র-৪.৮) এ প্রদর্শিত হল।

৩ নম্বর বাড়ির বিশেষ করে হল ঘরের খিলানের উপর স্প্যানড্রিলে (চিত্র-৪.৯), টেম্পেনামের নকশায় বাসক পাতার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

এছাড়া বড় সর্দার বাড়ির দক্ষিণ সদরে জোড়া খিলান দরজার জোড় খিলানের মাঝে স্প্যানিড্রিলে ফটকের ডান ও বাম দেয়ালে কার্ণিশের নীচে, বাড়ির পশ্চিম দিকের সম্মুখ অংশে, ভিতর বাড়িতেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয় ফুল লতাপাতার নকশার ব্যবহার হয়েছে।

৩ নম্বর, ৫ নম্বর ও ৯ নম্বর বাড়ির কার্ণিশের নীচে শাড়ীর পাড়ে যে নকশার ব্যবহার করেছে তা সম্পূর্ণভাবে এদেশীয় নকশা। সে নকশাগুলো পানামের স্থাপত্যে অনুকরণ করা হয়েছে বলা যায়। উপরে উল্লেখিত বাড়িসমূহের সম্মুখে রাস্তার পাশে, প্রবেশ পথে যেতে শাড়ীর পাড়ের মত নকশা দেখা যায়। ৫ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের বারান্দা পার হয়ে যে কক্ষটি রয়েছে তার সিলিং বা নিম্ন ছাদের মধ্যবর্তী অংশে বৃত্তের মধ্যে এবং কোণার দিকে রয়েছে জ্যামিতিক ফুলেল নকশা (চিত্র-৪.১০ক ও ৪.১০খ)। জ্যামিতিক নকশা নিতান্তই নিখুঁত, নির্মল, সুন্দর। একটি বৃত্তকে কেন্দ্র করে প্রথমে তিনটি/ চারটি বৃত্তে ভাগ করে তারপর বৃত্তের উপর দিয়ে লম্বালম্বি ও সমান্তরাল ভাবে ১৬টি ভাগে ভাগ করতে হয়েছে। এরপর প্রতিটি ভাগে একটি করে পাপড়ি অংকন করে প্রতিটি বৃত্তের মধ্যে একটি করে ফুল তৈরি হয়েছে। অপর একটি ফুলেল জ্যামিতিক নকশা বৃত্তটিকে ৮টি ভাগে ভাগ করে ৮টি পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও জ্যামিতিক নকশায় আছে বৃত্তাকার ডায়মন্ড আকৃতি, ত্রিভূজাকৃতি ও অষ্টকোণাকৃতির নির্ভুল, নিখুঁত আকৃতির আলাদা আলাদা নকশা। এগুলোর সমন্বয়েও সুন্দর জ্যামিতিক নকশা সৃষ্টি করা হয়েছে এখানে (চিত্র-৪.১১)। নির্ভুল, নিখুঁত নকশা দেখলেই আলাদাভাবে বুঝা এবং চেনা যায় যে এটি বিভিন্ন আকৃতির জ্যামিতিক নকশা।

৪৪ নম্বর বাড়ির নীচ তলার সম্মুখের হল ঘরটি বৃত্তাকার একটি নকশা প্লাস্টারে খোদাই করে রং দিয়ে করা হয়েছে (চিত্র-৪.১০গ)। এটি আল্পনা নকশাই বলা যায়। চালের গুড়া গুলিয়ে আলপনা নকশা অংকন করা হয়। এ দেশে বিভিন্ন উৎসবে, বিয়েসাদিতে, বিভিন্ন দিবস যেমনঃ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ বিভিন্ন পূজা-পার্বণে, বিয়েতে আলপনা নকশা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। উত্তর দক্ষিণে ছাদের ঢালু হওয়া অংশে নারিকেল পাতার মত প্লাস্টারের উপর রঙ দিয়ে করা হয়েছে আলপনা নকশাপ। এ নকশায় বনজ ফুল, ফল, পাতা, শাখা ব্যবহৃত হয়।

পানামে ডায়মন্ড আকৃতির নকশা জ্যামিতিক নকশাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আদৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটা বর্গকে কোণা করে তার ভিতর এবং চারকোণে চার পাপড়ির ফুল দিয়ে জ্যামিতিক নকশা সৃষ্টি হয়েছে। এ রূপ নকশা ৩৯ নম্বর বাড়ি বা বোর্ডিং হাউজের বাড়ির সম্মুখে দেওয়ালের কোণাগুলোকে সজ্জিত করেছে (চিত্র-৪.১২)।

একই নকশা বড় সর্দার বাড়ির প্রধান ফটকের উভয় পাশে দেখা যায়। ৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরে ও ১০ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশেও জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার দেখা যায় (চিত্র-৪.১৩)।

## ৪.৬ আনন্দ মোহন বাড়িঃ

আনন্দ মোহন বাড়িটি পোদ্দার বাড়ি নামে পরিচিত। একসময় জাঁকজমক ও জৌলসপূর্ণ অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল এ পোদ্দার বাড়ি। বর্তমানে এর মূল অংশের অলংকরণ ম্রীয়মান। তবুও এখন পর্যন্ত টিকে থাকা

অলংকরণ নকশায় বিভিন্ন ধরনের অলংকরণের আধিক্য লক্ষ করা যায়। খিলানের শীর্ষে, স্তম্ভের গাত্রে ও শীর্ষে এরকম ফুল লতাপাতার অলংকরণ দৃশ্যমান। এখানকার ফুল লতা পাতার রূপ বা আদল স্থানীয় বা লোকজ উৎস বা উপকরণ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমনঃ সন্ধ্যামালোতি ফুল, বাসক পাতা, পদ্ম, ধুতরাফুল, কলমিফুল ও লতা, ব্রাকেটের (বন্দনী) নীচে মতির মালার মত মালা ইত্যাদি। ছাদের কার্ণিশের নীচে ফুল লতা পাতা দিয়ে শাড়ীর পাড়ের মত বর্ডার নকশা করা। জ্যামিতিক নকশা দিয়েও বর্ডার নকশা করে সজ্জিত করা হয়েছে (চিত্র-৪.১৪)।

## ৪.৭ মসলিন ও জামদানী শাড়ীর অলংকরণের প্রভাব ঃ

এটা সর্বজন বিদিত যে বিমূর্ত ফুল লতা পাতা ও জ্যামিতিক (অ্যারাবেস্কে) নকশা মুসলিম স্থাপত্য ও চিত্রকলার অলংকরণ মোটিভে ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, সোনারগাঁও মধ্যযুগে মিহি মসলিন সূতি বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। মসলিনের উপর নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য লতা পাতার নকশা ছাড়াও নানা রকমের নকশা অংকিত আধুনিক জামদানী নকশার সাথে সে নকশার ধারাবাহিকতার সূত্র পাওয়া যায়। জামদানী শাড়ীর পাড়, আচল এবং জমিন বিশেষ ভাবে অলংকৃত হয়। পানামের ঔপনিবেশিক আমলের ইমারত এবং বসত বাড়িসমূহের অলংকরণে সেসব নকশার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মসলিন ও জামদানী শাড়ীর নকশার উৎস যেমন এদেশীয় লোকজ উপাদান তেমনি কিছু কিছু বর্হিদেশীয় প্রভাব ও লক্ষ করা যায় পানাম স্থাপত্য অলংকরণে। যেমন লোকজ উপাদান এর মধ্যে শাপলা ফুল, লতা, নয়ন তারা, কূল, গোলাপ ফুল, সন্ধ্যা মালুতি, গাঁদা ফুল, আমের পাতার নকশা, অন্যান্য বিমুর্ত নকশা। বর্হিদেশীয় প্রভাব যেমনঃ- বিভিন্ন আঙ্গুর লতা (চিত্র ৪.৮), উলেন কার্পেট, ভারতীয় কলকা নকশা ও বর্ডার নকশা ইত্যাদি।[১] পুরাতন যাদুঘর এবং বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক অফিস ভবন অর্থাৎ ৩ নম্বর বাড়ির দোতলার হল ঘরে জামদানী শাড়ীর হুবহু সুন্দর ফুল লতা, পাতা এবং জ্যামিতিক নকশা এখনও শোভা বর্ধন করে যা চিত্র-৪.১৩ তে দেখানো হয়েছে।

## ৪.৮ চিরন্তন সহজাত উপকরণ (নকশী কাঁথা)ঃ

বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য মহিলাদের তৈরি নকশী কাঁথা, গ্রামীণ বিভিন্ন অঞ্চলে পিঠা তৈরির সাজ (চিত্র-৪.১৫)। সাধারণত কাঁথায় ফুল পাতা, টিয়াপাখি, হাতি, মাছ, হাঁস, পেখম তোলা ময়ূর, ঘরবাড়ি, গরুর গাড়ি, কুলা, কলসী ইত্যাদি চিরন্তন সহজাত উপকরণগুলোর আকৃতি নকশা হিসেবে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। এসব কাঁথায় জ্যামিতিক নকশার সাহায্যে বৃত্তের মধ্যে ফুল, চারভাগের এক ভাগ বৃত্তাকার নকশা, কাঁথার চারিদিকে বর্ডার হিসেবে ঢেউ খেলানো লতা পাতা, ফুল গুচ্ছ, ত্রিভুজাকৃতির বা ডায়মন্ড আকৃতির একটির সাথে আরেকটি পরপর সংযুক্ত করেও আলপনা নকশা, জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার করে দৃষ্টি নন্দন ও মনোহর নকশা উপস্থাপন করা হয়। পানাম নগর স্থাপত্যের অলংকরণে অনেক ক্ষেত্রেই এসব নকশার

হুবহু উপাস্থাপন দেখা যায় (চিত্র-৪.১৩খ) । পিঠার ছাঁচ ব্যবহারে উপওে উল্লেখিত নকশা গুলো ব্যবহার করা হয় । আদিকাল থেকে আজও এর প্রচলন আছে ।

## ৪.৯ বিভিন্ন ধরনের খিলান এবং খিলানের উপরের অংশ এবং দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশের অলংকরণ নকশাঃ

পানাম নগরের স্থাপনাগুলেতে বিভিন্ন ধরনের খিলান যেমন অর্ধবৃত্তাকার (চিত্র-৩.৬২) বাহুখাজ বিশিষ্ট খিলান, ভ্যানিসিয়ান খিলান (চিত্র-৩.৬৪), দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান (চিত্র-৩.১৫খ), দ্বি-স্তর খিলান (চিত্র-৩.২৮), তিন খাজ বিশিষ্ট খিলান (চিত্র-৩.৩৭), চার স্তর বিশিষ্ট (চিত্র-৩.২৪) খিলানের ব্যবহার দেখা যায় । খিলানগুলোর উপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফুল লতাপাতা সজ্জিত করা আছে (চিত্র-৩.৫১, ৩.৫২) । এসব অলংকরণ নকশায় আছে প্রাণীর আকৃতি যেমনঃ মানুষ (চিত্র-৪.১), পশু, পাখি (চিত্র-৪.৪), বিষধর সর্প (চিত্র-৪.৫) । এছাড়া দু'খিলানের মধ্যবর্তী স্থানে (চিত্র ৪.১৬), দু'টি স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে দু/তিন স্তর বিশিষ্ট খিলানের স্তরগুলোর মধ্যবর্তী অংশে নানা ফুল লতাপাতার ও জ্যামিতিক নকশা স্টাকো বা প্লাস্টারের উপর অলংকরণ হিসাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । যেমন দেখা যায় ১ নম্বর বাড়ির হল ঘরে ত্রিপত্রী খিলান ও খিলানের মধ্যবর্তী অংশে রঙ্গিন মিনা করা অলংকরণ (চিত্র ৩.৫) । ৩৬ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে, খিলানের উপর খিলানের খাজে খাজে, দু'খিলানের মধ্যবর্তী অংশে বিভিন্ন ফুল লতাপাতা, ফুলের গুচ্ছ নকশা দিয়ে জ্যামিতিক নকশা লেজ ওয়ালা কাকাতুয়া পাখি দিয়ে অতি সুন্দর মনোমুগ্ধকর করে সজ্জিত করা ছিল । কংকালসার ইমারতটির এসব অলংকরণের এখন সামান্যই অবশিষ্টাংশ আছে । অর্ধবৃত্তাকার ও ভ্যানিসিয়ান খিলান রোমার স্থাপত্যেই বেশি দেখা যায় । চার কেন্দ্রিক মুঘল স্থাপত্যেই দেখা যায়, বাহুখাজ বিশিষ্ট খিলান (ইউরোপীয়), খিলানের উপর দু'খিলান, দু'স্তম্ভের মধ্যবর্তী অংশে এ ধরনের অলংকরণ ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন ইমারতে দেখা যায় । বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন বৈশিষ্টের সমন্বয়েই পানাম নগর স্থাপত্য অলংকৃত হয়েছিল ।

## ৪.১০ কি-স্টোন (খিলান চূড়া)ঃ

পানাম নগরের বেশ কিছু বাড়িতে খিলানের উপর কি স্টোন আকৃতির প্লস্টারের উপর নানা ভাবে সজ্জিত করা হয়েছে । কিছু কিছু কি-স্টোন সাদামাটা অলংকরণ বিহীন । কি-স্টোনের এ অলংকরণ উপমহাদেশের বিভিন্ন ইমারতে দেখা যায় । এ অলংকরণের ধারণা সম্ভবত ইউরোপীয় । অলংকরণের উপকরণ স্থানীয় বা

লোকজ উপকরণ। যেমন ২নম্বর বাড়ির প্রধান প্রবেশপথের খিলানের উপর কি-স্টোনের উপর নারিকেলপাতা ও বেতপাতার মত নকশা করা হয়েছে (চিত্র ৩.৮)। পানামে বেত গাছের আধিক্য এবং বেতের জিনিসের প্রচলন রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সোনারগাঁওয়ের গোল কান্দাইলে বেতের হাট বসে থাকে।

২৬ নম্বর বাড়ির কি-স্টোন সাদামাটা। ৩৩ নম্বর বাড়িরর উপর তলার সম্মুখ অংশ প্রধান খিলানের উপর কি-স্টোন ব্রিটিশ ক্রাউন এর মত নকশা (চিত্র ৩.২)। নীচ তলার প্রধান খিলানের কি-স্টোন একটি গোলাপ পাশে দু'টি কুড়ি নকশায় প্লাস্টারের উপর (চিত্র ৩.৩২)। অনান্য খিলানের উপর কি-স্টোনও নকশাকৃত। ৩৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশ চারটি খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথের উপর কি-স্টোন দু'ধরনের অলংকরণে সজ্জিত (চিত্র ৩.৪০, চিত্র ৪.১৭)। দু'টি ফুল পাতার নকশা অন্য দু'টি জালির কাজের মত নকশা। ব্রিটিশদের বয়ে আনা কি-স্টোনের এ বৈশিষ্ট্যটি ঔপনিবেশিক আমলের প্রায় প্রতিটি ইমারতেই দেখা যায়। তবে অলংকরণে স্থানীয় করণ করা হয়েছে।

### ৪.১১ বিভিন্ন ধরনের স্তম্ভ এবং স্তম্ভমূলঃ

স্তম্ভ একটি ইমারতের আবশ্যিক উপাদান। এয়াড়া স্থাপত্যে অলংকরণের উপকরণ হিসেবেও স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়। পানাম নগরের স্থাপত্যেসমূহে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষ, এবং স্তম্ভমূল অলংকরণের উপকরণ হিসেবে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের খিলান নির্মাণে বিভিন্ন রকমের বা আকৃতির স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ গোলাকার, মোটা, সরু, ডোরিক, আয়নিক, করেন্থীয়, দেয়ালের সাথে সংযুক্ত (চিত্র-৪.১৮)। আবার আলংকারিক উপকরণ হিসেবেও। বিভিন্ন ধরনের স্তম্ভ এবং বিশেষ করে স্তম্ভমূল, কলস ও ফুলদানী আকৃতির নকশা (চিত্র ৩.৫৩, ৩.৫৬), চৌকোণাকার, গোলাকার, আয়তকার স্তম্ভমূল (চিত্র ৩.৪০খ, ৩.৪০গ এবং ৪.১৯) এবং স্তম্ভেও প্লিন্থের বিচিত্র আকৃতি পানামের বাড়িসমূহের সৌন্দর্য অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

### ৪.১২ মোজাইক ও চিনিটিকরীঃ

পানামের ইমারতে ব্যবহার করা অধিকাংশ স্তম্ভে চিনিটিকরী নকশায় সজ্জিত (চিত্র ৩.৩৩খ)। আবার প্লাস্টার বিহীন স্তম্ভ লাল ইটের বাড়িতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৭, ৮, ৩৪, ৩২, ৪৩ নম্বর বাড়ি।

### ৪.১৩ লোহার স্তম্ভঃ

লোহার স্তম্ভের ব্যবহার দেখা যায় ১৬ নম্বর ও ৩৭ নম্বর বাড়িতে। লোহার স্তম্ভে ও কারুকার্য খচিত লোহার গ্রিল দ্বারা ব্যাতিক্রমী ভাবে ১৬ নম্বর ও ৩৭ নম্বর বাড়ি দুটি সজ্জিত করা হয়েছে (চিত্র ৩.২৩)।

**ডোরিকঃ** সৌন্দর্যবর্ধক ডোরিক বা শীরাল স্তম্ভের ব্যবহার দেখা যায় ২ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে (চিত্র ৩.৬)।

**আয়নিক স্তম্ভঃ** আয়নিক জোড়া স্তম্ভ রয়েছে ৫ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে (চিত্র ৪.১৮চ) ।

**জোড়া স্তম্ভঃ** পানামের বেশ কয়েকটা বাড়িতে জোড়া স্তম্ভ দেখা যায় । জোড়া ছাড়াও তিন/চারটি স্তম্ভ একত্র করে সৌন্দর্যের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে । যেমন বাড়ি নম্বর ১, আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি, ৯ নম্বর বাড়ি (চিত্র ৪.১৮ক ) ।

**করেন্থীয়ান স্তম্ভঃ**

পানামের বেশির ভাগ বাড়িতেই করেন্থীয়ান স্তম্ভ এবং স্তম্ভ শীর্ষ দেখা যায় । যেগুলো বাড়ির সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে । বাড়ি নম্বর ৩, ৪৩ এবং বড় সর্দার বাড়ি । এ ধরনের স্তম্ভ রোমান স্থাপত্যে দেখা যায় । ১ নম্বর বাড়ির হল ঘরের দক্ষিণে স্তম্ভ শীর্ষ অনেকটা অনুরুপ রোমান স্থাপত্যে দেখা যায় (চিত্র ৪.২০ক-খ) ।

**সংযুক্ত স্তম্ভঃ**

এ ধরনের স্তম্ভ মূলত আলংকারিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । এ স্তম্ভগুলো নীচ থেকে কার্ণিশের নীচ পর্যন্ত চলে গিয়েছে । উদাহরণ হিসাবে বাড়ি নম্বর ৩৯, আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির কথা উল্লেখ করা যায় ।

**গোল স্তম্ভঃ**

পানামের বাড়িতে গোলস্তম্ভ দেখা যায় । গোল স্তম্ভের মধ্যে আবার কিছু সরু স্তম্ভ, মোটা স্তম্ভ এবং জোড়া স্ত ম্ভও দেখা যায় । এদের বেশির ভাগের শীর্ষ করেন্থীয়ান, আবার কিছু কিছু আয়নিক । এগুলোর প্লিন্থ বা ভিত কলসাকৃতির উপর নির্মিত । স্তম্ভের আকৃতি, স্তম্ভশীর্ষ এবং স্তম্ভের ভিতের এ ভিন্নতা বাড়ির সৌন্দর্য বাহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে । বাড়ি নম্বর ৩ এ মোটা ও সরু দু'ধরনের করেন্থীয়ান শীর্ষ সম্বলিত স্তম্ভ রয়েছে ।

**আয়তাকার ভিতের উপর স্তম্ভঃ**

পানামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে আয়তাকার ভিতের উপর স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে । আয়তাকার ভিত আবার অনেক বাড়িতেই বিভিন্ন নকশাদ্বারা বিশেষ করে বিভিন্ন আকৃতির জ্যামিতিক নকশা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে । যেমন বাড়ি নম্বর ৩ এ আয়তাকার অংশে বর্গাকৃতির নকশা, কয়েকটি পাপড়ি বিশিষ্ট ফুলের নকশা দেখতে পাই ।

## ৪.১৪ কলসী ও ফুলদানী, পাতিল আকৃতির স্তম্ভ মূলঃ

কুলা, কলসী, জগ, ফুলদানী ইত্যাদি বিভিন্ন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার্য জিনিসগুলোর অলংকরণে দেখা যায় পানামের স্থাপত্যে । নিত্য দিনের ব্যবহার্য ছাড়াও এসব উপকরণ হিন্দুদের পূজার সময় ব্যবহার হয় । পানামের স্থাপত্যগুলোর অধিকাংশ স্তম্ভের নিচের (Plinth) অংশ কলশীর মত । অনেক ক্ষেত্রে ফুলদানীর মত । আনন্দমোহেন পোদ্দার বাড়িতে দোতালার স্তম্ভগুলোর নিচের অংশ কলশীর মত, আবার সুন্দর ফুলদানীর মতও দেখা যায় (চিত্র ৩.৫৩) । এছাড়াও ৩নং বাড়ির সম্মুখ অংশের স্তম্ভের নীচে পাতিলের মত (চিত্র ৪.২১ক) যা কলসা মোটিভ হিসাবে প্রচলিত, ৩৯ নম্বর বা বর্ডিং হাউজের উপর তলার স্তম্ভের নীচে

পাতিলের মত নকশা দেখাযায়। ৫ নম্বর ইমারতের অভ্যন্তরীণ বাড়িতে পূজার মঞ্চে যে স্তম্ভগুলো রয়েছে সেগুলোর স্তম্ভমূল কলসীর মত (চিত্র ৪.২১খ)। গ্রামীণ বাংলায় বিশেষ কোনো উৎসবের দিনে বিশেষ করে বিয়ে শাদী কিংবা পূজা পার্বণে কলসীকে সুন্দর করে নকশা দ্বারা অলংকৃত করে ২টি কলসী দুদিকে দিয়ে কলসীর উপর কলা গাছ দিয়ে উৎসবের প্রবেশ তোরন তৈরি করা হয়। এ ধারণা থেকেই সম্ভবত কলসী ভিত্তির উপর স্তম্ভ নির্মাণ প্রচলন হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।[২] রোমান স্থাপত্যের স্তম্ভ মূলেও কলশীর মত নকশা দেখা যায় ।বাংলার এবং ভারতীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাথে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে এভাবে নতুন একটি স্থাপত্য রীতির জন্ম হয়েছিল পানাম স্থাপত্য নির্মাণ কালে (চিত্র ৪.২০ক)।

## ৪.১৫ সম্মুখ দেওয়ালের প্লাস্টারে, বর্গাকুতির, আয়তাকৃতির, যোগ বা গুণ চিহ্নের মত আকৃতির নকশা এবং বাড়ির ছাদ ও কার্ণিশে ছন বা বাঁশের ঘরের মত বাঁকা কার্ণিশের ব্যবহার ঃ

বাঁশ আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য। বাঁশ দিয়ে সাধারণত গ্রামাঞ্চলের ঘরবাড়ি বানানো হয়। বাঁশের ছাউনী, বেড়া ইত্যাদি দেওয়া হয়। এছাড়াও বাঁশ দিয়ে নানা ধরণের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন:- চালুন, কুলা, মাছ ধরার চাঁই, খলই ইত্যাদি তৈরি করা হয়। তাছাড়া সোনারগাঁও এর গোলাকান্দাইলের মেলা বাঁশ ও কাঠের সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত। বাঁশ দিয়ে বেতী বানানো হয়। এছাড়া বাঁশের বেড়া পাতলা করে বাঁশ কেটে করা হয়। এই বেড়াতে বা বাঁশের পাতলা বা মোটা বেতিগুলো অনেক সময় আয়তকার বা বর্গাকৃতির করে আবার অনেক সময় কোণাকৃতির বা ডায়মন্ড ও ক্রস আকৃতির করে করা হয়। কাজেই এ বাঁশ ব্যবহারের বিভিন্ন ধরন দেশীয় স্থাপত্যে এবং অলংকরণে প্রভাব ফেলে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে ষাট গম্বুজ মসজিদের সিলিং এ ও কদম রসুল মসজিদে বাঁশের ফালির অলংকরণ আছে (চিত্র ৪.২২)। এছাড়া অবশ্যই বলা যায় আধুনিক কালের মূল্যবান ও দর্শনীয় ইমারতসমূহের পূর্বসূরী বাঁশ এবং বাঁশের গুনগত মানের জন্যই বিভিন্ন চালা রীতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। চালা রীতিই যে বাংলার নিজস্ব লোকজস্থাপত্য এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায়।[৩] ৫ নম্বর বাড়ির নীচ তলার সম্মুখ দেওয়ালের উপর সম্পূর্ণ অংশ গ্রামীণ বাংলার বাঁশের বেড়ার মত করে নকশা করা হয়েছে (চিত্র ৩.১৫ক)। এধরনের অলংকরণ পুরাতন বিভিন্ন মসজিদ, মন্দিরে ও সমাধিতে দেখা যায়। যেমন ঢাকা লালবাগ দুর্গ, পরিবিবির সমাধি।[৪]

এছাড়া ৩৯ নম্বর বাড়ি, বড় সর্দার বাড়ির সম্মুখ অংশে ডায়মন্ড আকৃতির জ্যামিতিক নকশা এবং ডায়মন্ড আকৃতির মধ্যে চার পাপড়ী বিশিষ্ট নকশা বাঁশের বেড়ার ধারণার সাথে টেরাকোটার প্রভাব ও আধুনিকতার ছোয়ায় নতুনত্বের সৃষ্টি করে একঘেয়েমী দূর করেছে। বাঁশ ও ছন দিয়েই গ্রামাঞ্চলে সব কুড়ে ঘর বা পূর্ণ কুটিরগুলো দো'চালা করে নির্মাণ করা হয়। আর বাংলার চিরন্তন, সহজ, সরল চিত্রটি স্থাপত্যে প্রভাব

ফেলেছে। বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বকীয়তা ও স্থানীয় প্রভাবের ফলে উদ্ভুত বাকাঁ কার্ণিশ (চিত্র ৪.২৩ক)।[৫]

বাংলাদেশের অসংখ্য মসজিদ মাজার পরবর্তীকালে মন্দিরে বাকা কার্ণিশের ব্যবহার দেখা যায়। এ স্থাপত্য কীর্তিকে 'Bambo style' বলা হয়।[৬] বিশেষ করে সুলতানী আমলেই প্রথম বাঁশ নির্মিত ঘরগুলোর বাঁকা কার্নিশের মত কার্ণিশসহ দো-চালা (চিত্র ৪.২৩খ), চৌচালা ছাদের প্রচলন দেখা যায়। প্রথম উদাহরণ হিসেবে পান্ডুয়ার একলাখী সমাধির বাকাঁ কার্ণিশে বাংলা ঘরের নুয়ে পড়া চালের নকশা পাওয়া যায় (১৪৩২)। মুঘল আমলেও এ বৈশিষ্ট্যসহ চৌচালা ছাদের বেশি ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে সোনারগাঁও এর দানেশমন্দের মাজারের নাম উল্লেখ করা যায়।

পরবর্তী ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্যেও এ বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার হয়। যেমন ধনবাড়ির জমিদারদের কাচারি বাড়ির ছাদের উপর দোচালা আকৃতির অংশ।

ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত পানাম নগরের স্থাপত্যগুলোতে পূর্ববতী আমলের চৌচালা ও দো-চালা ছাদ বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়। ১৩ নম্বর বাড়ির পিছন দিকে এক তলার উপর আলাদা ভাবে চৌচালা ছাদ দিয়ে একটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছিল (চিত্র ৩.২১)। ৪১ নম্বর বাড়িতে দোচালা আকৃতির একটি কক্ষ দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র ৩.৩০)। এছাড়া মেঝেতে বর্গাকৃতির ও ডায়মন্ড আকৃতির নকশা দেখা যায়। এ নকশার আদলটি সম্ভবত বাঁশের নকশা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এধরনের মেঝের সজ্জা পানামসহ ঔপনিবেশিক আমলের প্রায় ইমারতেই দেখা যায়। পানামের ৩ নম্বর বাড়ির বারান্দায়, ৫ নম্বর বাড়িতে, ১১ নম্বর বাড়িতে ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি বাড়িতে সাদা-কালো বর্গাকৃতির ও ডায়মন্ড আকৃতির মেঝের সজ্জা দেখা যায়।

## ৪.১৬ প্লিন্থ (Plinth) এবং ড্যাডো (dado) তে জ্যামিতিক নকশাঃ

মেঝেসহ ড্যাডো, বিশেষ করে প্লিন্থে (Plinth) বর্গাকৃতির পাঁচ পাঁপড়ি বিশিষ্ট নকশা দেখা যায়। ৩৯ নম্বর বাড়ি, ৩৩ নম্বর বাড়ি বা কাশীনাথ ভবনের বাড়ির সম্মুখে মাটি থেকে মেঝে পর্যন্ত যে উচ্চতাটুকু (গ্রামাঞ্চলে মাটি বা টিনের ঘরে থাকে, তাকে ডোয়া বলা হয়) (চিত্র ৩.৩৩) সে অংশটুকু এবং এ অংশটুকুতে উঠার জন্য যে ৩/৪ ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়িগুলো রয়েছে সেগুলো ত্রিভূজাকৃতির ও বর্গাকৃতির নকশা দিয়ে সজ্জিত করা। একটি বাড়ির ড্যাডো, প্লিন্থ বাড়ির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গরিমা, মূল্যবোধ বা স্বকীয়তা বহন করে। অনেক অঞ্চলে এ অংশ টুকু ভিটা নামেও পরিচিত।[৭]

### ত্রিভূজাকৃতির (পেডিমেন্ট) নকশাঃ

পানামের স্থাপত্যে গ্রিক সভ্যতার ঐতিহ্য বহনকারী এ পেডিমেন্ট যুগযুগ ধরে স্থাপত্যের গরিমা ঘোষণা করে। ত্রিভূজাকৃতির নকশা ত্রিত্ববাদের প্রতীক (যীশু)। পেডিমেন্ট সাধারণত গির্জা স্থাপত্যে বেশি ব্যবহৃত হয়। বাংলাাদের ষাট গম্বুজ মসজিদের পুরাতন চিত্রে দামেস্ক মসজিদের মত কার্ণিশের মাঝামাঝি অংশে এ

রূপ দেখা যায়। ঔপনিবেশিক আমলে ধর্মীয় ইমারত ছাড়াও বিভিন্ন স্থাপত্যে বিশেষ করে জমিদারদের ও অর্থশালী ব্যবসায়ীদের আবাসিক প্রধান বভনের সম্মুখ অংশের উপরের মধ্যবর্তী অংশে এ পেডিমেন্ট পাওয়া যায়। খ্রিষ্টানরা তাদের ত্রিত্ববাদ প্রকাশের জন্য ত্রিভূজাকৃতি বা পেডিমেন্ট ব্যবহার করলেও এদেশীয় আবাসিক স্থাপত্য নির্মাণকারীরা তাদের স্থাপত্য অলংকরণ সজ্জায় পেডিমেন্ট নকশা করেছেন পাশ্চাত্যের প্রভাবে। উদাহরণ হিসেবে রাজশাহীর তাহিরপুর প্রাসাদের (১৮৯৭) নীচ তলার প্রবেশ পথের উপর এবং ২য় তলার উভয় পাশে জানালার উপর ত্রি-কোণাকার পেডিমেন্ট নকশা দেখা যায় (চিত্র ৪.২৪)। প্রাসাদ বা বাড়ি নির্মাণকারীরা এ পেডিমেন্ট ব্যবহার করে সমসাময়িক কালের স্থাপত্য ঐতিহ্যর স্বাক্ষর হিসাবে এবং ইংরেজ স্থাপত্য অলংকরণ উপাদান হিসেবেও এরূপ নির্মাণ শৈলী ব্যবহার করেছিল।

পানামের ১ নম্বর বাড়ির ছাদের সম্মুখ অংশে উপর ডান কোণায় মোটা স্তম্ভের উপর তিনটি পেডিমেন্ট দেখা যায় (চিত্র ৩.১)। ৫ নম্বর বাড়িতে, ৬ নম্বর বাড়ির শীর্ষে, ২৪ নম্বর বাড়িতে, ২১ নম্বর (চিত্র ৩.২৫) ও ২২ নম্বর বাড়িতে (চিত্র ৩.২৬) এ পেডিমেন্ট অলংকরণ সজ্জা দেখা যায়। তবে এ অলংকরণ সজ্জায় ইমারতের আকৃকি বিশেষ এরকিছু স্থানীয়করণ করা হয়েছে। যেমনঃ ৯ নম্বর বাড়িতে দু'দিকের ত্রি-কোণ ছাড়াও মধ্যবর্তীটির ত্রি-কোণের উপরের কোণটাকে ভেদ করে একটি ফুলসহ ফুলদানী নকশা শোভা পাচ্ছে (ছবি )। ৫ নম্বর বাড়িতে সম্পূর্ণ অংশের ত্রি-কোণের উপর কোণ না হয়ে নীচের দুদিকে বেড়ে গেছে। দেখে মনে হয় ফনা তোলা সাপ। ঢাকার 'রোজ গার্ডেন' এর উপর তলার সম্মুখ অংশের দুটি উৎগত অংশের উপর তলার ছাদের কার্ণিশের নীচে এধরনের অলংকরণ দেখা যায়। ২০ নম্বর ও ২১ নম্বর বাড়িতে অলংকরণে ত্রি-কোণ আকৃতির নকশাটির উপরের কোণটির স্থলে তিনটি ঢেউ বা বাঁকের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মধ্যবর্তী অংশ বিভিন্ন অলংকরণে সজ্জিত করা হয়েছে(চিত্র নং-২৬)। ৪২ নম্বর বাড়িটি একটি সাদামাটা একতলা বাড়ি, কিন্তু এ বাড়ির সম্মুখ অংশে প্রায় ৫/৬টি ত্রিকোণাকার পেডিমেন্ট রয়েছে (চিত্র ৩.৪৪)।

## ৪.১৭ কুলঙ্গী নকশাঃ

কুলঙ্গী নকশা সাধারণত সকল ধর্মীয় স্থাপত্যে দেখা যায়। পাল আমল থেকে ইমারত অলংকরণে কুলঙ্গীর ব্যবহার পাওয়া যায়। পাহাড়পুর বিহারে কুলঙ্গী দেখা যায়। প্রাচীন কাল থেকে এ স্থাপত্য ঐতিহ্য সকল ইমারতে বা ইমারত অলংকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে। মধ্যযুগের সকল মসজিদ ও মন্দিরে এমনকি অন্যান্য ইমারতে কুলঙ্গী পাওয়া যায়। মুঘল আমলের পলেস্তরা সময়েও কুলঙ্গী ছিল। অলংকরণের ক্ষেত্রে কুলঙ্গী, লতাপাতা ও ফুলের নকশা ছিল।[৮]

ঔপনিবেশিক আমলে মুঘল আমলর অলংকরণের প্রভাবে পানাম নগরের বাড়িসমূহের মধ্যে কয়েকটি বাড়িতে কুলঙ্গী নকশা দেখা যায়। ৩৬ নম্বর বাড়ির উপর তলার প্রতিটি খিলানের পাশে দুটি করে স্তম্ভ উপরে উঠে গেছে। এ স্তম্ভ গুলোর ক্যাপিটাল বা স্তম্ভ শীর্ষ থেকে কার্ণিশ পর্যন্ত স্তম্ভের মাঝের অংশ টুক ফাঁকা

কুলঙ্গীর মত (চিত্র ৩.৩৭) । পানামের বিশেষত্ব এখানে এই যে এ কুলঙ্গীগুলো বিভিন্ন ফুলদানী বা ফুলের টব দিয়ে ভরাট করা । যেমনঃ- ফুলের টব, একেক পাশে একেক রকম, ফুল লতাপাতা দিয়ে টব বা ফুলদানী সজ্জিত করণ করা হয়েছে । যদিও বেশির ভাগ অলংকরণই খসে পড়েছে বিধায় সঠিক সৌন্দর্য অনুধাবন করা কঠিন ।

সম্পূর্ণ অংশটুকু বর্গের ভিতর চার পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল দিয়ে নিখুঁত ভাবে সজ্জিত করা হয়েছে । এছাড়াও ৩৪ নম্বর লাল ইটের বাড়িটির সম্মুখ অংশে খিলানের পাশে মেকি স্তম্ভের মধ্যবর্তী অংশ ফেমাকৃতির এবং অগভীর কুলঙ্গী সদৃশ । ১০ নম্বর ও ২৭ নম্বর বাড়িটিতে উপর তলা (২য় তলা) (চিত্র ৩.২৯), ক্রোড়িবাড়িতে তে মধ্যবর্তী খিলানের পার্শ্ব কুলঙ্গী দিয়ে সজ্জিত করা ।এছাড়া বাড়ির অভ্যন্তরীণ অংশে প্রায় প্রতিটি কক্ষে ও সিঁড়ির পাশে কুলঙ্গী দেখা যায় ।

## ৪.১৮ স্টাকো অলংকরণঃ

স্থাপত্য অলংকরণের মাধ্যম হিসেবে স্টাক্কো ( Stucco) আবিস্কৃত হয়েছিল । স্টাক্কো উন্নতমানের আস্তরন সহযোগে (Plaster) চুন বালির কাজ। "A fine quality of plaster ---- used as an economical medium for the modeling of external features ( of a building ) in lieu of stone.[৯] ইমারতের বাইরের দেওয়াল এবং কখনও ফাসাদকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সজ্জিত করার জন্য স্টাক্কো আস্তরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় । স্টাক্কো সজ্জায় বালি, পানি এবং সুরকি সিমেন্টর মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় । স্টাক্কোর উৎস মেসেপটেমীয়াসহ প্রাচীন প্রাচ্য (oriental) বিশ্ব । ভারতে মুঘল ইমারতসমূহ অলংকরণের সময় পারস্য দেশীয় স্টাকো অলংকরণ রীতি ব্যবহৃত হয়েছে । সেই সময় থেকে উপমহাদেশের ইমারতে এর প্রচলন অব্যাহত আছে । পানামেও বড় সর্দার বাড়ি (৩.৬২ও চিত্র ৪.১), আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি, ৩৯ নম্বর বাড়ি সহ প্রায় বেশি সংখ্যক বাড়িই স্টাক্কো দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে ।

অলংকরণে টেরাকাটার প্রভাব উল্লেখ না করলেই নয় । পোড়ামাটির ফলকে টেরাকাটার উন্নত রূপই প্লাস্টারের উপর স্টাকো অলংকরণ বা আধুনিক যুগের ব্যবহার বিভিন্ন ধরনের টাইলস । এ রকম নকশা ৩৯ নম্বর বাড়ির দেয়ালে কোণাগুলোতে রয়েছে (চিত্র ৪.১২ ) । বড় সর্দার বাড়ির দক্ষিণ সদরে দেয়ালের কোনগুলোতে দেখা যায় (চিত্র ৩.৫৬) ।

উৎকৃষ্ট গ্রামীণ শিল্পবোধের পরিচায়ক পোড়া মাটির ফলক মুসলিম ও হিন্দু ইমারতে বিশেষ করে মসজিদ ও মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে । এর প্রাচীন ঐতিহ্য দেখা যায়-পাহাড়পুর, ময়নামতি ও মহাস্থানগড়ে । এসমস্ত ফলক বাংলায় লোকশিল্পবোধের পরিচায়ক । এসব ফলকের মধ্যে অর্ধফোটা ফুল বিভিন্ন দেব দেবীর, হাতী, ঘোড়া, ময়ুর, রাশিচক্র, রাজারাণী ও হরিণ ইত্যাদি দেখা যায় ।

বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশার বিভিন্ন যেসব আকৃতি দেখা পাওয়া যায় এসব জ্যামিতিক নকশার, ফুলেল মোটিভ লতাপাতা বিভিন্ন বিমূর্ত মোটিভ সুলতানী যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায়। যেমন আদিনা মসজিদে, বাঘা মসজিদে। কান্তজির মন্দিরে রামায়নের মূর্ত প্রতীক দিয়ে বুঝানো হয়েছে।

ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত ঢাকার কার্জন হল, শংখনিধি হাউজ, রূপলাল হাউজ প্রভৃতি ইমারত ছাড়াও ঢাকার বাইরেও সারা দেশে বিভিন্ন ইমারতে স্টাক্কোর ব্যবহার দেখা যায়।

## ৪.১৯ চিনিটিকরী নকশাঃ

চিনামাটির বাসনের টুকরা দিয়ে ইমারত গাত্র অলংকরণ রীতিই চিনিটিকরী নামে পরিচিত। পানামের অধিকাংশ ইমারত অলংকরণেই চিনিটিকরী ব্যবহার করা হয়েছে। ১ নম্বর দালানের হল ঘরটি উত্তর দিকের দেওয়ালে খিলান, স্তম্ভ, খিলানের উপর অপূর্ব সুন্দর চিনি**টিকরী**র অলংকরণ নকশা শোভা বর্ধণ করছে। ৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরটি, ৩৯ নম্বর বাড়িটি, ৩৩ বাড়ি বা কাশিনাথ ভবনটি চিনিটিকরীর অলংকরণ সজ্জায় সজ্জিত।[১০] বড় সর্দার বাড়ি, আনন্দমোহন পোদ্দার বাড়ি প্রভৃতি বাড়ির স্তম্ভসমূহে দড়ির মত প্যাচিয়ে উঠা অলংকরণে 'চিনিটিকরী' ব্যবহার করা হয়েছে এবং অপূর্ব রূপ ফুটিয়ে রেখেছে।

## ৪.২০ ফুলের গুচ্ছ নকশাঃ

অলংকরণের এ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় ও লোকজ উপকরণের সমন্বয়ে করা হয়েছে। কুসুম ফুল, সূর্যমুখী ফুল, গাদা ফুল, জবা ফুল, ঝুমকো ফুল ইত্যাদি ফুল দিয়ে গুচ্ছ তৈরি করে অলংকরণ নকশায় সজ্জিত করা হয়েছে। পানামের কয়েকটি বাড়িতে এ অলংকরণ নকশা দেখা যায়, যেমনঃ- ১০ নম্বর, ২৭ নম্বর বাড়ির, ৩৬ নম্বর বাড়ির সম্মুখ খিলানের উপর এ ধরনের গুচ্ছ অলংকরণ শোভা বর্ধন করছে। ( চিত্র ৩.২৮, ৩.৩৭) এ বৈশিষ্ট্যটি পানামের ঔপনিবেশিক আমলের বিশেষ উপাদান ।

## ৪.২১ শাড়ীর পাড়ের মত বর্ডার নকশাঃ

পানামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল কাপড়ের ব্যবসায়ী সূতি বস্ত্র ও মসলিন প্রস্তুতকারক। স্থানীয় উপকরণ ও দেশীয় চিন্তা ধারণা থেকে শাড়ীর পাড়ের নকশা প্রস্তুত করা হয়। সে চিন্তা চেতনাকে কাজে লাগিয়ে ইমারত অলংকরণ করা হয়েছে। পানামের ইমারত অলংকরণ সজ্জায় স্থানীয় উপকরণ বা ধারনা প্রসূত বর্ডার নকশা বা শাড়ীর পাড়ের মত নকশা উল্লেখযোগ্য। ১ নম্বর বাড়ির হল ঘরের কার্ণিশের নীচে (চিত্র ৩.৯), ৩ নম্বর বাড়ির, ৫ নম্বর বাড়ির সম্মখ অংশে (চিত্র ৩.১৭) ও ৩০ নম্বর বাড়ির সম্মখ অংশে (চিত্র ৩.৩৪) শাড়ীর পাড়ের মত বর্ডার নকশা রয়েছে। ৪৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরে শাড়ীর পাড়ের মত বর্ডার নকশা আছে।

এছাড়া আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি (চিত্র ৩.৫০), বড় সর্দার বাড়িসহ (চিত্র ৩.৬২) কয়েকটি বাড়িতে এরকম নকশার অলংকরণ দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন বাড়িতে জ্যামিতিক নকশার বর্ডার যেমন ডায়মন্ড আকৃতির, ত্রি-কোণাকৃতির, বর্গের মধ্যে ফুল বিভিন্ন স্ক্রল (Scrol) ইত্যাদির মাধ্যমে অলংকৃত করা হয়েছে। আর শাড়ীর পাড়েও এধরনের জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার আছে।

## ৪.২২ রঙ্গীন কাঁচ ও টালির জানালাঃ

পানাম নগরের বেশ কয়েকটি বাড়িতে বিশেষ করে হল ঘর সম্বলিত (১ নম্বর , ২ নম্বর ও ৩ নম্বর বাড়ি (চিত্র ৩.১২)) জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িসমূহতে জানালার অলংকরণ সজ্জায় রঙ্গীন কাঁচের জানালা বা clerestory জানালার ব্যবহার দেখা যায়। এটি অবশ্যই বর্হিদেশীয় অলংকরণ বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশদের আনা এ বৈশিষ্ট্যটি ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্যে দেখা যায়। নাটোরের রাণী ভবানির প্রাসাদটির কেন্দ্রীয় হল ঘরটির ছাদ সংলগ্ন ১৮টি রঙিন কাচের জানালার (clerestory) ব্যবহার, রুপলাল হাউজেও এ ধরনের রঙ্গিন কাঁচের জানালা অলংকরণ সজ্জায় দেখা যায়।

## ৪.২৩ লাল ইটের বাড়িঃ

পানাম নগরের বেশ কয়েকটি বাড়ি প্লাস্টার বিহীন লাল ইটের তৈরি। ঔপনিবেশিক আমলে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে লাল ইটের তৈরি ইমারত নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে এসময়ে বিভিন্ন রাষ্টীয় অফিস ভবন, বাসস্থান নির্মাণে একটি বিশেষ স্টাইল অনুসরণ করা হত, বিশেষ অনুভূতির উদ্রেক কারী এ সৌন্দর্যবোধটি বাংলাদেশে ব্রিটিশ স্থাপত্যে ফুটে আছে।

রাষ্টীয় ইমারত বৈশিষ্টাবলী স্থানীয় জমিদারগণকে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদর্শনের নিমিত্তে ব্যবহার করতে উৎসাহী করেছে। তাদের বাসগৃহে যথেষ্ট আরাম আয়েশের ব্যবস্থা থাকতো। আর দেশের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী অথবা ধনাঢ্য ব্যাক্তিরা যারা নিজেকে জমিদারদের সমপর্যায়ের মনে করতেন এবং তাদের মত প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য ইমারত নির্মাণ করতেন তারা সমসাময়িক স্থাপত্য বৈশিষ্টাবলী বা আকৃতি অনুসরণ করতেন । পানাম নগরের ধনাঢ্য ব্যাক্তিদের ইমারতে তাই জমিদারদের ইমারত নির্মাণশৈলী খুজে পাওয়া যায়। তারই প্রমাণ পানামের লাল ইটের তৈরি ও অন্যান্য প্রাসাদসম ইমারতসমূহ। লাল ইটের তৈরি বাড়িগুলোর সম্মুখ অংশে কোনো অলংকরণ না থাকলেও অভ্যন্তরে রয়েছে নানা অলংকরণ। বাইরে লাল ইটের ব্যবহারই একটি বিশেষ রকম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে। পানামের ৬ নম্বর বাড়ি, ৩৪ নম্বর (চিত্র ৩.৩৫), ৩২ নম্বর (চিত্র ৩.৩১), ৪৩ নম্বর বাড়ি (চিত্র ৩.৪৫), রূপলাল হাউজ লাল ইটের তৈরি। ঔপনিবেশিক আমলের লাল ইটের ইমারতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্জন হল, নর্থব্রুক হল। এখানে উল্লেখ্য যে সুলতানী আমলের মুসলিম ইমারতগুলো লাল ইটে নির্মিত হত।

## ৪.২৪ বারান্দাঃ

পানাম নগরের অধিকাংশ বাড়িতেই বিশেষ করে সম্মুখ অংশে লম্বা বারান্দা এবং গাড়ি বারান্দা দেখা য়ায়। বারান্দা সাধারণত প্রয়োজনের চেয়ে বাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যই নির্মাণ করা হয়। তাই বলা যায় পানামের বেশির ভাগ বাড়িতেই সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে। লাল ইটের বাড়িসমূহ বারান্দার সম্মুখ অংশ বিভিন্ন ভাবে অলংকৃত। বিভিন্ন প্রকার স্তম্ভ, খিলানের ব্যবহার, ফুল লতাপাতা দিয়ে অলংকৃত করে আবার লোহার গ্রিল দিয়েও সজ্জিত করা হয়েছে। দু' একটি বাড়িতে লোহার স্তম্ভ ও সাথে লোহার গ্রিল দ্বারা বারান্দা সজ্জিত করা হয়েছে।

ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা স্থাপত্যের অনুসরণে আলীপুরের (আঃ ১৭৭৬) একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। স্থাপত্যরত্ন হিসেবে খ্যাত হেস্টিংস এর এ বাড়ি একটি কেন্দ্রীয় হল ঘর, দু'পাশে দু'টি সংযোগ কক্ষ এবং শকট বা গাড়ী বারান্দা নিয়ে গঠিত ছিল। উল্লেখ্য যে স্থাপত্যে 'বাংলো' বা 'বারান্দা' এ দু'টি শব্দ এ সময় থেকেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করে এবং ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের পরিচায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যা (চিত্র ৩.৬, ৩.৯, ৩.১৮, ৩.২৩, ও ৩.৩৫ প্রদর্শিত)।[১০]

(ছবিঃ গাড়ী বারান্দা লম্বা বারান্দা ঝুল বারান্দা)

## ৪.২৫ লোহার গ্রিল (বিভিন্ন নকশা সম্বলিত) দ্বারা সজ্জিত করণঃ

পানাম নগরের ইমারতসমূহ স্টাকো চিনিটিকরী, ফুললতা পাতার নকশা, জ্যামিতিক নকশা; ভাস্কর্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত করা ছাড়াও সুন্দর সুন্দর নকশাকৃত লোহার গ্রিল দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। বারান্দার রেলিং হিসেবে, খিলানের টিম্পেনামে, হল ঘরের উভয় পাশে, জানালাগুলোতে নকশাকৃত লোহার গ্রিল দেখা যায়। দু'একটি বাড়ি ছাড়া গ্রিল দ্বারা সজ্জিত করণ এ বৈশিষ্ট্যটি পানামের প্রায় প্রতিটি ইমারতেই দেখা যায় (চিত্র ৩.৪০চ)। অন্যান্য ঔপনিবেশিক আমলের নির্মিত বাড়িতেও গ্রিল অলংকরণ নকশা পাওয়া যায়।

## ৪.২৬ মহিলাদের অলংকার সদৃশ নকশাঃ

অলংকার প্রিয়তা নারীসুলভ বৈশিষ্ট অলংকার অঙ্গসজ্জা বাড়ায়। অঙ্গ সজ্জায় মাথা ও কপালের জন্য সিঁথিপাটি, টিকলী, শিববন্ধ, চৌবন্দী, নাকের জন্য নোলক, নথ, বোলক, নাকচাবি, নাকমাহি, বিজলী ফুল, নাকফুল, কানের জন্য কাশফুল, মাকড়ি, কানপাশা, ঝুমকা, টপ, মকর, কানবারা, কুন্ডলী, গলার জন্য হাঁসুলী, হার, মাদুলী, তাবিজ, পাঁচনরী, সাতনরী, বাজুর জন্য কলসী, অনন্ত, কাটাবাজ, তাগড়া, বাম হাতের জন্য বয়লা (বালা), বেতল, রংফুল, কংকন, বাউবালা, রুলি, চুড়ি, কোমরের জন্য বিছা, তারাহার, চন্দ্রহার, কোমরদানী, মেঘলা, কাঞ্চী, পায়ের জন্য খাড়ু বাক, মল, মুল্লতোড়া, নূপূর, পাতামল, সর্প আকৃতিতে বাজুবন্দ।

আর পানাম নগরের অনেক ইমারতেই মহিলাদের উপরে উল্লেখিত অনেক অলংকার সদৃশ নকশা দেখা যায়। যেমন ৫ নম্বর, ৯ নম্বর ইমারতের সম্মুখ অংশে মহিলাদের গলার নেকলেস ও কানের দুলের মত নকশা দেখা যায়৩৯ নম্বর ইমারতে। ইমারতে গলার মাদুলী,হার, হাঁসলী (চিত্র ৩.৪০জ) সাথে কানের দুল, অলংকার সদৃশ নকশা দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ইমারতে যে প্যাচান (Scrol) সুক্ষ্ম নকশা (জ্যামিতিক নকশা সদৃশ) পায়ের মলের মত ও কোমরের বিছা হারের সদৃশ নকশা দেখা যায়। যেমনঃ- আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়িতে কার্ণিশের নীচে, বড় সর্দার বাড়ির সম্মুখ প্রবেশ তোরণে(চিত্র-৪.৭), অঙ্গনে ,৩৩ নম্বর বাড়ি (কাশিনাথ ভবন (চিত্র-৩.৩৪), ৩৯ নম্বর বাড়িতে (চিত্র-৩.৪০জ), ৪৩ নম্বর বাড়িতে হল ঘরের চারিদিকে বাড়িতে এ নকশা দেখা যায়।

এছাড়া ইমারত গাত্রে বা জানালায় অনেক সময় জালির কাজ দেখা যায়। অলংকার নির্মাণের ক্ষেত্রেও ফিলিগ্রী বা জালির কাজের ব্যবহার হয়ে থাকে। মুঘল আমলে পাথর ও মার্বেল জালির কাজের অলংকরণ দেখা যায়। যেমন লালরাগ দুর্গে পরিবিবির মাজারে (১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ) দেখা যায়। ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন ইমারতের অলংকরণের জালির কাজের ব্যবহার মুঘলদের অনুকরণেই করা হয়েছিল। পানামের নারী অঙ্গসজ্জা সুলভ অলংকার নারী মূর্তি বা দেবী সজ্জার রূপ কিনা বলার সুযোগ আছে।

## ৪.২৭ দেয়ালের কোণায় অলংকরণঃ

পানাম নগরের বাড়িগুলোর অলংকরণে আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তা হচ্ছে বেশ কয়েকটি বাড়িতে দেয়ালের কোণায় অলংকরণ ,দেওয়ালের কোণার এ অলংকরণ অতি সুক্ষ্ম এবং সুন্দর জ্যামিতিক অলংকরণ। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ৩৯ নম্বর বাড়ির (বোর্ডিং হাউজ) (চিত্র ৩.৪০জ-৩.৪০ট), বড় সর্দার বাড়ির (চিত্র ৩.৫৬), ১০ নম্বর বাড়িতে সম্মুখ দেয়ালের কোণায় দেখা যায়।

মাটির ঘরগুলো বিশেষ করে বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের মাটির ঘর বিভিন্ন রকম আল্পনা নকশা করে সজ্জিত করা দেখা যায়। বিভিন্ন ইমারতে ও ইমারতের কোণায় সজ্জিতকরণ সম্ভবত এসব মাটির ঘরের অলংকরণের ধারণা থেকে এসেছে।

এছাড়া ইমারতের কোণগুলো মজবুত করে ইটের গাঁথুনীর হরাইজন্টাল (horizontal) ব্যান্ড দ্বারা রক্ষিত। বিভিন্ন আকৃতির ইট ব্যবহার করে দেয়ালের কোনগুলো মজবুত গাধুনী দেওয়া হয়েছে। ১ নম্বর বাড়ি, ২ নম্বর বাড়ি, ৩ নম্বর বাড়ি, ৪৩ নম্বর বাড়ি, বড় সর্দার বাড়ি পানামের বেশির ভাগ বাড়িতেই বিভিন্ন আকৃতির ইট দেয়ালের কোনগুলোতে ব্যবহার করে মজবুত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইটের সাহায্যে কোণার এ সংরক্ষণ পদ্ধতি ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য।

## ৪.২৮ দণ্ড নকশাঃ

পানামসহ ঔপনিবেশিক আমলের প্রায় বাড়িতেই দন্ত নকশা দেখা যায়। পানামের ৪৩ নম্বর বাড়িতে, ৩৭ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে, বড় নর্দার বাড়িতে এ নকশা দেখা যায় (চিত্র ৩.৩৭)। দন্ত নকশা বা আয়নিক করিন্থীয়ান বিশেষ করে ডোরিক কার্ণিশেবেশি দেখা যায়।

## ৪.২৯ পিয়ট্রাডুরাঃ

এটি হচ্ছে ফুলেল নকশার প্রস্তরে মোজাইক। এ ধরনের অপূর্ব নকশার ব্যবহার হয়েছে পানামের দু একটি বাড়িতে। যেমন ১ নম্বর বাড়ির কেন্দ্রীয় হল ঘরে (নাচ ঘর ছিল বলে উল্লেখ করা যায়)। এ ধরনের নকশা মুঘল সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যসমূহে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের অলংকরণ মুঘলদের অনুকরণে করা হয়েছে বা মুঘল স্থাপত্য অলংকরণের প্রভাবে স্থানীয় করণ করা হয়েছে (চিত্র ৩.৫)।

## ৪.৩০ অলংকরণবিহীন কিছু বাড়িঃ

পানামের বাড়িগুলোর মধ্যে কিছু সাদামাটা অলংকরণবিহীন বাড়ি রয়েছে। এর মধ্যে ১১ নম্বর,৩৫ নম্বর ও ৪০ ,৪১ নম্বর৪২(ক) ,৪৭,৪৮ নম্বর বাড়ি (চিত্র-৩.৪১,৩.৪২,৩.৪৩(ক)।

## ৪.৩১ ইমারত নির্মাণে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা নকশা অনুসরণ ও অনুকরণঃ

একটি রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ভাবে নির্মিত পানাম নগরের বাড়িসমূহ। এ বিশেষ বৈশিষ্টটি পুরান ঢাকার শাঁখারী বাজার এলাকায় নির্মিত সারিবদ্ধ বাড়িগুলো ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও দেখা যায় না। শাঁখারী বাজার এলাকাটি ব্যবসায়ীদের এলাকা। এছাড়াও যেসকল বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হল ইমারতসমূহ দু'তিনটি তিন তলা বাড়ি ছাড়া বাকী বাড়িগুলো দ্বি-তল ও এক তল বিশিষ্ট্য। বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ক) মধ্যবর্তী (কেন্দ্রীয়) অঙ্গন সম্বলিত। খ) মধ্যবর্তী (কেন্দ্রীয়) হল ঘর সম্বলিত ধরন। গ) সমন্বিত ধরন এবং আরেকটি ধরনের দু'একটি বাড়ি দেখা যায় তা হল মৈশ্রশৈলীর বাড়ি।

## ৪.৩২ কেন্দ্রীয় হল ঘর সম্বলিত বাড়িঃ

কেন্দ্রীয় হল ঘরের ধারণা এদেশে রোমান গির্জা স্থাপত্য থেকে এসেছে বলে মনে হয়। কেননা গির্জাগুলোতে ঠিক এধরণের হল ঘরেই দেখা যায়। (চিত্র নং ৪.২৫) ।হল ঘরের দু'পাশে খিলান সারির পিছনে করিডোর এবং উপরে খিলান সারিসহ ঝুল বারান্দা। পানাম নগর ১ নম্বর ,৩নম্বর ৯নম্বর ৩৯ নম্বর,৪৩নম্বরসহ দেশের জমিদার বাড়ির সেই সময়ের অভিজাত শ্রেণীর বাড়িসমূহে এ ধরনের হল ঘর বা নাচ ঘর দেখা যায়

## ৪.৩৩ কেন্দ্রীয় উঠান (অঙ্গন)ঃ

এধরণের নির্মাণ পরিকল্পনা এদেশের গ্রাম বাংলায় প্রচলিত উঠান। কেন্দ্রীয় সনাতন ঘরবাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা হতে উদ্ভূত।[১২] কেন্দ্রীয় এ উঠানকে কেন্দ্র করেই ইমারতের কক্ষ বিন্যাস পরিকল্পনা করা হয়।

কক্ষসমূহ উঠানমুখী করে নির্মিত। কক্ষসমূহের সম্মুখে উঠানকে ঘিরে চারিদিকে উন্মুক্ত খিলানপথ সম্বলিত বারান্দায় ঘেরা। উঠানসমূহ আকাশের দিকে উন্মুক্ত। এই বারান্দা ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে প্রবেশের সংযোগ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বারান্দার সম্মুখ অংশ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে অলংকৃত। ৩ নম্বর,৩২নম্বর,৩৩নম্বর,৩৪নম্বর বাড়িসমূহ, বড় সর্দার বাড়ি,আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি কেন্দ্রীয় উঠান সম্বলিত। ভারতের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল যেমন Ztv, স্টার জলসা ইত্যাদিতে বিভিন্ন সিরিয়ালগুলোতে বাড়ি দেখান হয় তার মধ্যে কেন্দ্রীয় উঠান সম্মলিত বাড়িও দেখা যায়। দেখে বুঝা যায় এগুলো ঔপনিবেশিক আমলের বাড়ি। যেমন স্টার জলসার মা সিরিয়ালের প্রধান বাড়িটি।

## ৪.৩৪ মিশ্রশৈলীর বাড়ি

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বাংলার মিশ্র রীতি অট্টালিকাগুচ্ছ বাংলার ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ স্থাপত্য অবলম্বনে ভারতে বিকাশ লাভ করেছিল।[১৩] । ওপনিবেশিক শক্তির প্রতীক হিসেবে এধরনের মিশ্র স্থাপত্য আদর্শ বিকাশমান ঔপনিবেশিক শহর এলাকার বেসামরিক লাইন ও পুলিশ লাইনে বহু সংখ্যক নির্মিত হয়েছিল। একটি বিরাট চত্বরের কেন্দ্রস্থলে একতল অথবা দ্বিতল বিশিষ্ট প্রধান ইমারত নির্মাণ করে তার চারিদিকে ফুল ও ফল ফলালির বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত করা এধরণের স্থাপত্য শৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য। মূল ইমারত হতে কিছু দূরে আনুষাঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম ও গৃহস্থালী কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত পরিচারকদের আবাসন সুবিধাসহ থাকে কিছু অন্যান্য স্থাপনা। এ ধরণের গার্হস্থ স্থাপত্যের আদর্শ এদেশে সহজলভ্য হওয়ায় ধনাঢ্য বণিক শ্রেণীর কাছে এ ধরণের স্থাপত্য শৈলী বিশেষ ভাবে গুরুত্ব লাভ করে। সুতরাং পানামের নির্মিত সকল মিশ্রশৈলীর বাড়ির গৃহের ভূমি নকশা তৈরিতে একাধিক অঙ্গনের উপস্থিতি এক বিশেষ নিয়ম হিসেবে পরিলক্ষিতে হয়।[১৪]

পরিশেষে বলা যায় পানমের বাড়ির মালিকেরা যে ব্যবসার সাথেই জড়িত থাকুননা কেন বাড়ি নির্মাণ কারিগরেরা স্থানীয় বা বর্হিদেশীয় স্থাপত্য প্রভাব, নিজস্ব চিন্তা চেতনা মিলিয়ে বিভিন্ন অলংকরণ নকশা সমৃদ্ধ সজ্জা দিয়ে বাড়ি সজ্জিত করে তাদের সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও সুরুচির পরিচয় দিয়েছে। সে সাথে ইমারত গাত্রে অলংকরণ নকশার সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে। ইমারতসমূহকে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টি নন্দন করেছে। বাংলার স্থাপত্য ইতিহাসে এ ইমারতসমূহ খুবই গুরুত্ব বহন করে।

## তথ্য নির্দেশিকাঃ


১. Parveen Ahmed *Muslin and Jamdani – Through the Ages* 'the Journal of Bangladesh National Museum- no. 4. January – June – 2005, Director General, Bangladesh National Museum, Shahbag, Dhaka, Bangladesh [p-45-46]

২. Shikoa Nazneen, 'Local and regional sources that might guide the Aesthetics in Panam Ornamentation; A hypothesis', Ashit banal paul (ed.) *The Jahangirnagar Review, part-C*, Vol. xxii, 2010, p-259

৩. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি* পত্রিকা, ১৯৮১, পৃঃ ১-৪০

৪. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাচ্য দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, বুক চয়েজ ২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা পৃঃ ৭৯

৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৯

৬. প্রাগুক্ত

৭. Shikoa Nazneen, Op. Sit. p-262

৮. Ahmed Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal Dhaka* 1961, p-173

৯. Bainter Fleher; *A History of Architecture* 19th ed. (Reprint) Delhi, CB. S published and Distributors. 1992, p-154

১০. অভিসন্দর্ভেও তয় অধ্যায় পৃ:৬৬

১১. এ. বি. এম হোসেন, '*আধুনিক যুগ, ঔপনিবেশিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য-২*' এ.বি.এম হোসেন (সম্পা) *স্থাপত্য*, *৩য় খন্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি-২০০৭-পৃ: ৩৩৯-৪০

১২. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৮২

১৩. A. H. Imamuddin –*Sonargaon-Panam*, (A. B. M. Husain-ed.) Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka-1997– p-127

১৪. Ibid-

১৫. ৪.১,(খ),৪.৬, ৪.১৫ ৪.২০,৪.২২,৪২৩(ক ,খ) নম্বও চিত্রের উৎসঃ ১.Gardner's Art through the ages, Harcourt, Brace, and world, Inc. New York, Chicago, San Francisto, Atlanta, Fifth Ed. 1970, pp-274-275, 312, 313, 317,
২.হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পৃ: ৭৯,৪৭৮
৩.সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাচ্য দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, পৃ: ৬১,৬২,১৫০

# ৪র্থ অধ্যায়ের আলোক চিত্রাবলী

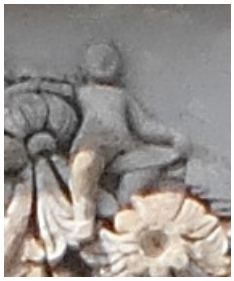

**চিত্র ৪.১ঃ** (ক) বড় সর্দার বাড়ির প্রধান খিলানের স্প্যানড্রিলের অলংকরণে উপবিষ্ট শাড়ী পরিহিত নারী ও শিশুর মূর্তি (খ) এদেশীয় শাড়ী পরিহিত রমণী (হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য পৃ:৭৯)

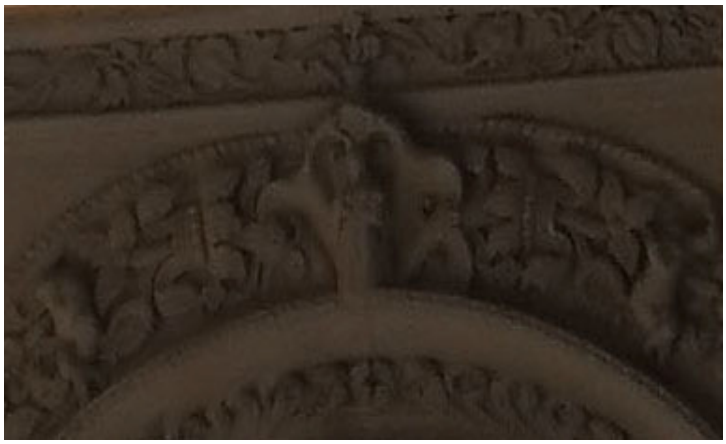

**চিত্র ৪.২ঃ** (ক) বড় সর্দার বাড়ির পূর্ব দিকের বারান্দায় (কৃষ্ণ মন্দির) খিলানের স্প্যানড্রিলের নিত্যরত রমণী (খ) নিত্যরত রমণী (হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য পৃ:৪৭৮)

ক

খ

**চিত্র ৪.৩ঃ** (ক) দুই নম্বর (খ) ৮নম্বর বাড়ির খিলানের স্প্যানড্রিলের ফুল পাতার উপর মানব মূর্তি

ক

খ

**চিত্র ৪.৪ঃ (ক)** বড় সর্দার বাড়ির পাশ্চম সদরের খিলানের স্প্যানড্রিলে কবুতরের প্রতিকৃতি (খ) ৩৬ নম্বর বাড়ির দ্বিতীয় তলায় দুই খিলানের মাঝে অলংকরণে কাকাতুয়া প্রতিকৃতি

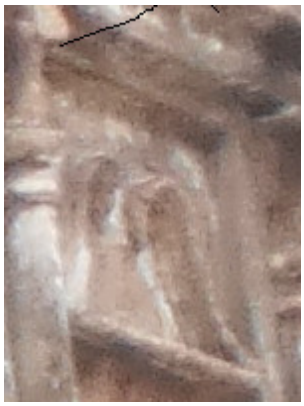

চিত্র ৪.৫ঃ ৫ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের অলংকরণে সর্পাকৃতির নকশা

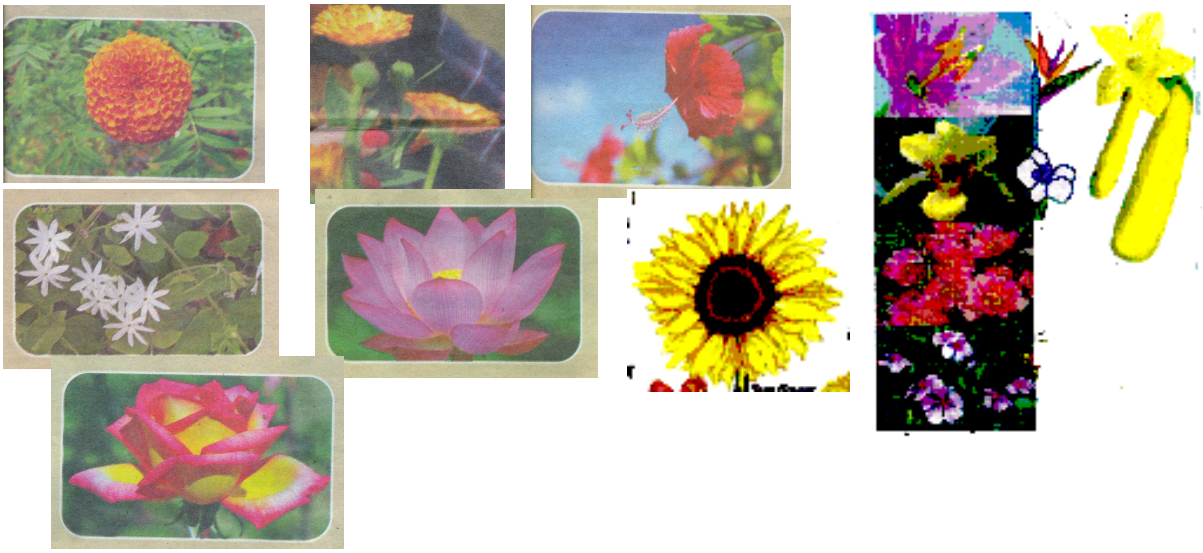

**চিত্র ৪.৬ঃ** পানাম নগরে স্থাপত্য অলংকরণে বিভিন্ন স্থানীয় ফুল (Encyclopedia of the world p-164)

**চিত্র ৪.৭ঃ** স্থানীয় ফুল পাতা দিয়ে অ্যারাবেস্ক ও জ্যামিতিক নকশা

চিত্র ৪.৮ঃ বর্হিদেশীয় আঙ্গুর লতাপাতা এবং দেশীয় বেত পাতার নকশা

**চিত্র ৪.৯ঃ** ৩ নম্বর বাড়ির স্প্যানড্রিলের নকশায় বাসক পাতার ব্যবহার

ক খ গ

**চিত্র ৪.১০ঃ** ৫ ও ১০ নম্বর বাড়ির সিলিং এ জ্যামিতিক নকশা এবং ৪৪ নম্বর বাড়ির সিলিং এ বৃত্তাকার আল্পনা নকশা

**চিত্র ৪.১১ঃ** বিভিন্ন আকৃতির জ্যামিতিক নকশা

**চিত্র ৪.১২ঃ** ৩৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখের কোণাগুলোতে বিভন্ন আকৃতির জ্যামিতিক নকশা

ক খ গ

**চিত্র ৪.১৩ঃ** (ক, খ) ৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরে জামদানী শাড়ি (গ) ১০ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে প্লাস্টারের উপর জ্যামিতিক নকশার মত জামদানী শাড়ির নকশার ব্যবহার

২য় তলার কার্ণিশের নীচের চিত্র

নীচ তলার কার্ণিশের নীচের চিত্র

**চিত্র ৪.১৪ঃ** আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির ছাদের কার্ণিশের নীচে স্থানীয় ফুল লতা পাতা দিয়ে ব্রাকেট নকশা ও শাড়ীর পাড়ের মত বর্ডার নকশা ও জ্যামিতিক নকশা দিয়েও বর্ডার নকশা ।

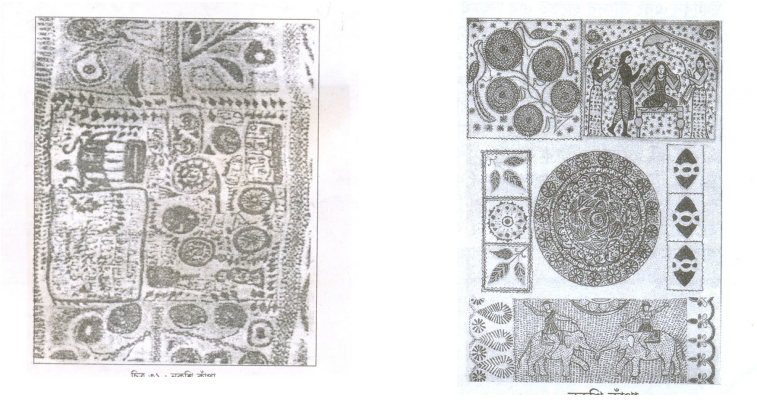

**চিত্র ৪.১৫ঃ চিরন্তন সহজাত উপকরণে** নকশী কাঁথা (প্রা: দে: সা:ঐ: পৃ১৫০)

**চিত্র ৪.১৬ঃ** ৩৬ নম্বর বাড়ির উপর তলায় দু'খিলানের মধ্যবর্তী অলংকৃত অংশ

**চিত্র ৪.১৭ঃ** ৩৯ নম্বর বাড়িরর সম্মুখ অংশের নীচতলার মধ্যবর্তী খিলানের উপর কি-স্টোন নকশা

ক

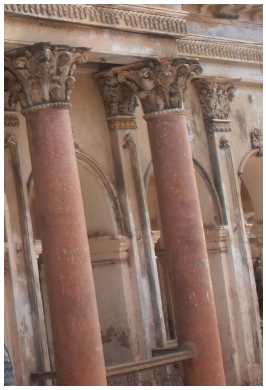

খ

গ

ঘ

ঙ

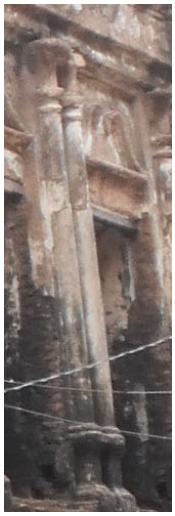

চ

**চিত্র ৪.১৮ঃ** (ক) সরু মোটা গোল স্তম্ভ (খ) করেন্থীয় স্তম্ভ (৩ নম্বর বাড়ি ) (গ) ডোরিক স্তম্ভ (৩৯ নম্বর বাড়ি ) (ঘ) লাল ইটের মোটা গোল স্তম্ভ (৪৩ নম্বর বাড়ি (ঙ) সংযুক্ত করেন্থীয় স্তম্ভ (আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি ) (চ) ৫ নম্বর বাড়ির আয়নিক স্তম্ভ

**চিত্র ৪.১৯ঃ** আয়তকার ভিতের উপর বর্গাকার বা ডায়মন্ড আকৃতির নকশা

ক

খ

**চিত্র ৪.২০ঃ** (ক) রোমান স্থাপত্যের ব্যবহৃত স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষ, স্তম্ভমূল, অর্ধবৃত্তাকার খিলান (Gardner's Art through the ages p-275) গ্রন্থ থেকে সংযোজিত (খ) ১ নম্বর বাড়ির হল ঘরের স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষ

পাতিলের মত স্তম্ভ মূল

ক

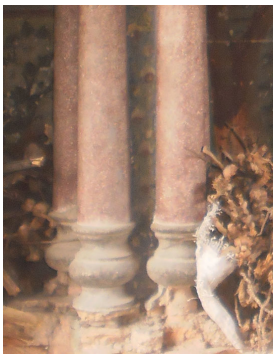

খ

**চিত্র ৪.২১ঃ** (ক) ৩নং বাড়ির সম্মুখ অংশের স্তম্ভের নীচে পাতিলের মত নকশা যা কলসা মোটিভ হিসাবে প্রচলিত (খ) ৫ নম্বর ইমারতের পূজার মঞ্চে কলসীর মত স্তম্ভমূল

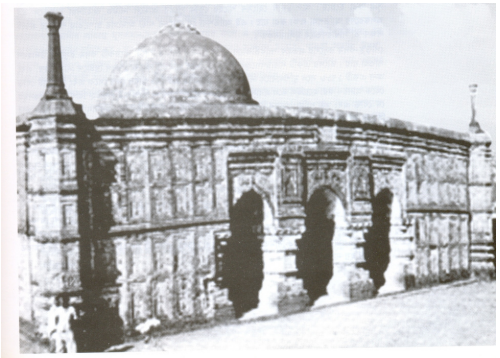

**চিত্র ৪.২২ঃ** কদম রসুল মসজিদে বাঁশের ফালির অনুকরণে অলংকরণ

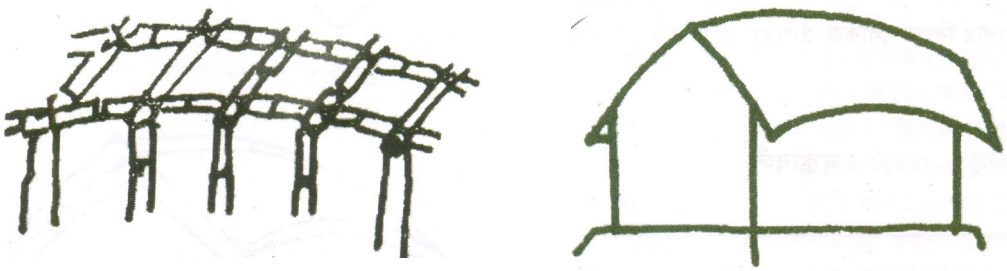

**চিত্র ৪.২৩ঃ** (ক) বাঁশের চালা (প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্য পৃ: ৬১) (খ) দোচালা আকৃতির ঘর

**চিত্র ৪.২৪ঃ** রাজশাহীর তাহিরপুর প্রাসাদের ত্রি-কোণাকার পেডিমেন্ট নকশা (স্থাপত্য পৃঃ ৪৫৬)

ক

খ

**চিত্র ৪.২৫ঃ** (ক) রোমান গির্জা (A.T.A p-313 (খ) ১ নম্বর বাড়ির হল ঘরের চিত্র

৯ নম্বর ও ৪৩ নম্বর হল ঘরের চিত্র

# পঞ্চম অধ্যায়
# পানাম নগর স্থাপনার সাথে কয়েকটি সমসাময়িক নির্বাচিত স্থাপনার তুলনামূলক আলোচনা

ঔপনিবেশিক আমল আমল বলতে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কাল পর্বকে বুঝায়। ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত সকল স্থাপনাই ঔপনিবেশিক স্থাপত্য হিসাবে পরিচিত। ইংরেজ ও ভারতীয় নির্মাণ শৈলীর মিশ্রণে এ স্থাপত্য নির্মিত।[১] সময়কাল অনুসারে বলা যায় যে পানাম নগর স্থাপনাসমূহ ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত। অপরদিকে সমসাময়িক স্থাপনা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সময়ের পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কাছাকাছি সময়ে নির্মিত স্থাপনাগুলো একই সময়ের বলে ধরা হয়।

ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত বাংলার ভবনসমূহের স্থাপত্য শৈলী ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলী দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত। এসময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশাসনিক ভবন ইউরোপ থেকে আসা নকশাবিদ কর্তৃক নির্মিত হয়।[২] এছাড়াও ঔপনিবেশিক আমলে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাসাদ, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বাংলো, কুঠি, সেতুসহ বিভিন্ন রকমের স্থাপত্য নির্মিত হয়।

আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয় হচ্ছে সমসাময়িক স্থাপনার সাথে পানাম নগরের স্থাপনার তুলনামূলক আলোচনা। অর্থাৎ পানাম নগরের সমসাময়িক কালে ঢাকাসহ সারাদেশে যেসকল স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল তন্মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি স্থাপনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে গির্জা, বাংলো, কুঠি, আলোচিত হয়নি।

সমসাময়িক নির্বাচিত স্থাপনাসমূহ আলোচনা করার পূর্বে ঔপনিবেশিক ও পানাম নগর স্থাপনার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

## ৫.১ ঔপনিবেশিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যঃ

১। আধুনিক ইউরোপীয় নির্মাণ-উপকরণ ও শৈলীর ব্যাপক প্রয়োগ এবং বিস্তার দেখা যায় ঔপনিবেশিক আমলে। এ সময় বরিশাল থেকে রংপুর, চট্টলা থেকে শ্রীহট্ট, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও যশোর সবর্ত্রই প্রায় একই ধরণের ইমারত নির্মিত হয়েছে।[৩]

২। লাল ইটের বা লাল রঙের এসব ইমারতে বড় পিলার ও গম্বুজের ব্যবহার পাওয় যায়। বঙ্গভঙ্গ সময়কালীন ইমারত যথাঃ- ঢাকার হাইকোর্ট ভবন, বঙ্গভবন, কার্জন হল, চামেলী ভবন এবং পরবর্তীকালের ভবনগুলো স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের উজ্জল উদাহরণ।[৪]

৩। এ যুগের খিলানগুলো অর্ধ বৃত্তাকার বা গোলাকৃতির।

৪ । ঔপনিবেশিক যুগের ইমারতসমূহে রেনেঁসা পরবর্তী (জর্জিয়ান শৈলী) বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় । রেনেঁসা পরবর্তী শৈলীর বৈশিষ্ট্য হল সিঁড়িঘরটি বর্গাকার বা আয়তাকার ভবনের মাঝে থাকত এর দু'পাশে থাকতো সমান সংখ্যক কক্ষ ।[৫]

৫ । স্থাপত্যের বিভিন্ন উপাদান সম্মুখ দেয়ালে সমরূপভাবে আরোপিত হয়েছে ।

৬ । লাল রঙের ইট, ছত্রীযুক্ত গম্বুজ, প্রক্ষিপ্ত ছাদ (eaven) ব্রাকেট, অশ্বখুরাকৃতি ও খাঁজ খিলানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবে যুক্ত ।[৬]

৭ । ধ্রুপদী স্তম্ভ, উঁচু ড্রাম উঁচুভিত ও বিন্যস্ত জানালা, সম্মুখ পেডিমেন্ট, অর্ধবৃত্তাকার খিলান, সিঁড়ি, প্রধান ব্লকের কেন্দ্রে হল ও একে ঘিরে অন্যান্য কক্ষ এসব ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য বাংলার স্থাপত্যে প্রতিফলিত হয়েছে ।[৭]

৮ । অশ্বখুরাকৃতির ও খাঁজ খিলান ঔপনিবেশিক আমলের বৈশিষ্ট্য । যদিও বহুপূর্বে এ সব বৈশিষ্ট্য মুসলিম স্থাপত্যে অনুসৃত হয়েছে ।

৯ । অলংকরণে টেরাকোটার পরিবর্তে স্টাকো (পলেস্তরার কাজ) ব্যবহার শুরু হয় । এছাড়া চিনিটিকরীর ব্যবহার পূর্বের তুলনায় ব্যপকভাবে গৃহীত হতে থাকে । মুসলমানদের নিজস্ব অলংকরণ শৈলী ফুল লতাপাতার সাথে ভাস্কর্যের ব্যবহার হয় ।

১০ । বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইউরোপীয়ান বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্থাপত্যগুলো ক্ষমতা ও দাম্ভিকতার পরিচয় বহন করে । এগুলো মজবুতও বটে ।

১১ । ঔপনিবেশিক রীতির অধিকাংশ ইমারতের নির্মাণ উপকরণ ইট, চুন, সুরকী, লৌহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বেত ও কৃষ্ণ পাথরের ব্যবহারও দেখা যায় । উপরের আবরণ পলেস্তরায় ঢাকা অথবা রঞ্জিত, অতি অল্প ক্ষেত্রেই মেঝের জন্য মার্বেল পাথর ব্যবহৃত হয়েছে ।

১২ । বাসগৃহ ও প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে কতগুলো পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে । যেমনঃ (১) মধ্যবর্তী অঙ্গন (উঠান) সম্বলিত বাসগৃহ, (২) হলঘর সম্বলিত বাসগৃহ, (৩) সমন্বিত ধরণের বাসগৃহ । এছাড়া মিশ্রশৈলীর গৃহ (মধ্যবর্তী উঠান এবং হল ঘর সম্বলিত) দেখা যায় ।[৮]

১৩ । কোন কোন বাসগৃহে গাড়ি বারান্দা, ঝুল বারান্দা, বর্ধিত বারান্দার ব্যবহারও দেখা যায় ।

১৪ । নকশায় অলংকৃত বন্ধনী (bracket), লোহার গ্রিল (grill), রঙ্গিন কাচ ব্যবহত হয়েছে ।

১৫ । নিরাপত্তার জন্য প্রাসাদ বা বাসগৃহের চারিদিকে পরিখা খনন করা হত কিংবা পুকুর খনন করা হত ।

## ৫.২ পানাম নগরের স্থাপনার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যঃ

ঔপনিবেশিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাথে পানাম নগরের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের দু'একটি ব্যতিক্রমী দিক ছাড়া তেমন পার্থক্য নেই । নীচে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১। পানাম নগর স্থাপত্যর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার ইমারতগুলো একটি রাস্তার উভয় দিকে সারি বদ্ধভাবে নির্মিত, কোথাও পরস্পর বিছিন্ন পুরানো স্থাপত্য ঐতিহ্য খুজতে গেলে এরকম একই জায়গায় দালান-কৌঠা খুঁজে পাওয়া যায় না।

২। দালানগুলো দ্বি-তলা এবং ত্রি-তলা বিশিষ্ট। কোনো কোনো দালান এক তলা বিশিষ্ট।

৩। এগুলোর অধিকাংশই আয়তকার এবং উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত।

৪। ইমারতগুলোর অবয়ব এবং নমুনায় বেশ কয়েকটি সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন- গঠনের অনুরূপতা এবং খিলানদ্বার পথের সাদৃশ্য, বারান্দা, ঝুল বারান্দা বা অলিন্দ, উন্মুক্ত গ্যালারী, দেউরী সংযোজন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় উঠার সিঁড়ির ধরণ, আকৃতি, অভ্যন্তরীণ করিডোর, কক্ষ বিন্যাসের অনুরূপতা, সংযুক্ত বাড়িতে যাতায়াতের জন্য উক্ত করিডোরের অনুরূপতা, দেউরী বা গাড়ি বারান্দা সংযোজনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫। ইমারতগুলোর শীর্ষ অলংকৃত। ছাদ প্রাচীর বা রেলিং অভিক্ষিপ্ত। কার্ণিশ ইমারত গঠন কাঠামোর সাথে চমৎকার ভাবে মানানসই।

৬। ইমারত সজ্জিতকরণ ব্যবস্থা ইউরোপীয় এবং স্থানীয় নকশা সমন্বয়ে করা। ইমারতের বেষ্টনি প্রাচীর, অন্দর অঙ্গনে প্রবেশ পথ অভ্যন্তরীণ হলঘর সমূহ ব্যাপকভাবে অলংকৃত এবং বর্হিভাগ অলংকরণে স্থানীয় 'চিনিটিকরীর' (চিনা মাটির বাসনের টুকরা) ও স্টাকোর ব্যবহার দেখা যায়। খিলান ও ছাদের মধ্যবর্তী স্থান ব্যপকভাবে অলংকৃত।

৭। কোনো কোনো ইমারতের প্রান্ত দেয়ালসমূহের প্রান্তভাগ ধারগুলোতে বিশেষ ধরনের অলংকরণ সমৃদ্ধ।

৮। ইমারতের প্রবেশপথের অলংকরণে জাকজমকপূর্ণ, এর সাথে তুলনা করলে পার্শ্বের ও পশ্চাতের দেয়ালগাত্র এবং অন্যান্য প্রবেশপথসমূহ অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে ও অলংকরণ বিহীন।

৯। পানামের ইমারতসমূহ ইট নির্মিত। ইমারতের বর্হিভাগের গাঁথুনীর উপযোগী করে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন আকৃতির ইট। যেমন গোলাকার, খিলানাকার, কৌণিক, অর্ধবৃত্তাকার বক্র রেখা ইত্যাদি।

১০। ইমারতের দেয়াল ৫০-৭০ সে: মি: পুরু।[৯]

১১। ছাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চুনসুরকী এবং কাঠের কড়ি বর্গার সমন্বয়ে সিলিং এর উপর স্থাপিত।

১২। প্রায় সব ইমারতেই অঙ্গ সজ্জার উপকরণ হিসেবে কাঠের দরজা, জানালার অনুকরণে প্লাস্টারের তৈরি কৃত্রিম দরজা ও জানালা ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঢালাই লোহার তৈরি ব্রাকেট, ভেন্টিলেটার জানালার গ্রিল, রেলিং এবং পিলপা বা গোলস্তম্ভ।

১৩। বাড়িগুলোর পিছন দিকে খাল, পুকুরঘাট ইন্দারার অবস্থান থেকে বুঝা যায় যে, সন্নিহিত বাড়িগুলোর বাসিন্দারা যৌথভাবে বাড়ির পশ্চাতভাগের সুবিধাদি ভোগ করত।

১৪ । উঁচু ভিত ও বারান্দা বাড়ির সাথে রাস্তার দূরত্ব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে এবং বাড়ির ভিতর থেকে রাস্তা পর্যন্ত চলাচলের ব্যবস্থা ছিল ।

১৫ । ইমারত নির্মাণ শৈলী বিভিন্ন প্রকার । যেমনঃ-

ক) মধ্যবর্তী উঠান (অঙ্গন) সমন্বিত বাড়ি । খ) মধ্যবর্তী হলঘর সমন্বিত বাড়ি । গ) সমন্বিত ধরণ ।

এ ছাড়া মিশ্র শৈলীর (অঙ্গন এবং হলঘর সমন্বিত) বাড়িও দেখা যায় ।

## ৫.৩ তুলনামূলক আলোচনা

পানাম নগরের বাড়ি বা স্থাপনাগুলো ছিল ধনাঢ্য ব্যাবসায়ীদের বসত বাটি ।[১০] এগুলোর সমকালিন জমিদারদের নির্মিত প্রাসাদের সাথে নির্মাণগত ও স্থাপত্যিক বিশিষ্ট্যের দিক থেকে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় । নিম্নে এ ধরণের কয়েকটি বাড়ি বা স্থাপনার তুলনামূলক আলোচনা করা হল ।

### ৫.৩.১ ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদঃ

ধনবাড়ি নামক জায়গাটি বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানার অর্ন্তগত । একসময় মধুপুরের অংশ ধনবাড়ি জমিদার পরিবারের সম্পত্তি ছিল এবং ফলদা নগরী ছিল ধনবাড়ির রাজধানী, ফলদা নগরী বর্তমানে বিলুপ্ত হলেও ধনবাড়ি এলাকা এখনও সুপরিচিত ।[১১] ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদ দৃষ্টিন্দন মসজিদের শিলালিপি অনুযায়ী এটি নবাব হাসান আলী চৌধুরী কর্তৃক ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় । অর্থাৎ জমিদার বাড়িটি উক্ত সময়ের পূর্বে কিংবা সমসাময়িক সময়ে নির্মিত হয়েছে বলে ধরে নিলে ধনবাড়ির জমিদারদের প্রাসাদটি ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত । এখানে বলা চলে যে ফলদায় ইমারত নির্মিত হয়েছিল বলে এ স্থান নগর হিসাবে পরিচিত ছিল । কালক্রমে তা বিলুপ্ত হয়ে যায় ।[১২]

এছাড়া ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এবং অলংকরণ শৈলীর বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান । পানাম নগর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যেরও অলংকরণ শৈলীর সাথে ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদের স্থাপত্য ও অলংকরণ শৈলীর বেশ কয়েকটি সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায় । যেমন একতলা এ বাড়িটির মূল ভবনে প্রবেশের জন্য বড় অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথের অনুরূপ *প্রবেশ পথ* পানামের ৪৩ নম্বর, ৪২ নম্বর বাড়িতে দেখা যায় (চিত্র ৫.১) ।

মূল প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা যে বারান্দাটি তা মূলত *আবৃত বারান্দা* এবং অভ্যর্থনা কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত । বারান্দার সম্মুখ অংশ অর্ধবৃত্তাকার খিলান বিশিষ্ট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । এ ধরনের বারান্দা পানামেও দেখা যায় । যেমন ৫ নম্বর, ৮ নম্বর, ৪৪ নম্বর ইত্যাদি বাড়িতে ।

ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদে ব্যবহৃত করিন্থীয় স্তম্ভ পানাম নগরের বাড়িতেও দেখা যায় ।

এ জমিদার বাড়িতে ব্যবহৃত বহুখাঁজ বিশিষ্ট *খিলান* মূলত ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য। পানামসহ ঔপনিবেশিক আমলের অধিকাংশ ইমারতে এর ব্যবহার দেখা যায়। পানামের ৩৬ নম্বর ২৮ নম্বর বাড়িতে এই খিলানের ব্যবহার হয়েছে (চিত্র ৫.২)।।

এ জমিদার বাড়ির কাচারি বাড়ির ছাদের উপর বাংলা স্থাপত্যের দোচালা বিশিষ্ট কুড়েঘর আকৃতির একটি চমৎকার ছাউনি এর বিশেষ বৈশিষ্ট।[১৩] এ অংশটি করিন্থীয় স্তম্ভ সম্বলিত বাহুখাজ বিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উপর স্থাপিত এবং লতাপাতার ফুলের নকশায় অলংকৃত। এরকম বৈশিষ্ট্য পানামের ১৩ নম্বর বাড়ির ভিতর বাড়িতে ২য় তলাতে, ৪১ নম্বর বাড়িতে ২য় তলাতে দেখা যায় (চিত্র ৫.৩)।

নির্মাণ উপকরণও প্রায় একই রকম। ইট, বালি, সুরকি, কাঠের বর্গা ও লোহার বর্গার উপর ছাদ নির্মিত।

*অলংকরণের* ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে যেমনঃ- শাড়ির পাড়ের মত ফুলেল লতাপাতা সম্বলিত নকশা, বর্ডার নকশা দণ্ড নকশার ব্যবহার। স্টাকো অলংকরণও এখানে দেখা যায়।

ধনবাড়ি জমিদার প্রাসাদের মূল ভবন, কাচারি ভবন বিশেষ করে মসজিদে *চিনি টিকরীর* দ্বারা অপূর্ব সুন্দর অলংকরণ করা হয়েছে। পানামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে- *'চিনি টিকরীর'* অলংকরণ দেখা যায়। ১ নম্বর, ৩ নম্বর, ৩৩ নম্বর, ৩৯ নম্বর, সর্দার বাড়ি ইত্যাদি বাড়িতে *'চিনি টিকরীর'* অলংকরণ দেখা যায়। এ সজ্জিতকরণ নকশাকে অ্যারাবেস্ক নকশার সাথে তুলনা করা চলে (চিত্র ৫.৪)।।[১৪]

এ জমিদার বাড়ির মূল ভবনের সম্মুখ অংশে খিলানগুলোর উপর অলংকরণ, কাচারী বাড়ির খিলানগুরোর উপর *স্টাকো অলংকরণ* নকশার মত নকশা পানামের বেশির ভাগ বাড়িতেই দেখা যায়। যেমন বড় সর্দার বাড়ি, আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ি, ৩৯ নম্বর বাড়ি।

প্রধান অঙ্গঁনের খিলানগুলোর উপর, কার্ণিশের নীচে, পোদ্দার বাড়ির মধ্যবর্তী উঠানের চারিদিকে বারান্দার খিলানগুলোর উপর কার্ণিশের নীচে, ২য় তলায় খিলানগুলোর উপর কার্ণিশের নীচে সবত্রই *স্টাকোর অলংকরণ* নকশা দেখা যায় (চিত্র ৫.৫)।।

কাচারী বাড়ির সম্মুখ অংশে কার্ণিশের নীচে দন্ত নকশার পরে লতাপাতার প্যাচানো *শাড়ির পাড়ের* মত নকশা রয়েছে। *শাড়ির পাড়ের* মত বর্ডার নকশা পানাম নগরের ১ নম্বর, ৩ নম্বর, ৪৩ নম্বর ইত্যাদি বাড়িতে দেখা যায়।

১ নম্বর বাড়ির হল ঘরের চারিদিকে রঙ্গিন ফুল লতা-পাতার পাড় নকশা, ৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরের চারিদিকে রঙ্গিন ফুল লতা-পাতার *শাড়ির পাড়* নকশা, ৫ নম্বর বাড়ি ও ৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে *শাড়ির পাড়* নকশা এবং ৪৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরের চারিদিকে রঙ্গিন *শাড়ির পাড়* নকশা দেখা যায়।

এ জমিদার বাড়িতে কাচারী বাড়ির সম্মুখ অংশে কার্ণিশের নীচে *দন্ত নকশা* বর্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপ দন্ত নকশার ব্যবহার বর্ডার হিসেবে পানাম নগরের ৩৭ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে কার্ণিশের

নীচে বড় সর্দার বাড়ি, নিহারিকা হাউজের হল ঘরের কার্ণিশের নীচে দেখা যায়। সর্দার বাড়ি, আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়িতে আছে।

ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদের মূল ভবনে, কাচারী ভবনের মেঝে *সাদা কালো* মার্বেল এর ব্যবহার করা হয়েছে। *সাদা কালো মার্বেলের* ব্যবহার পানাম নগরের ৫ নম্বর বাড়ির সম্মুখে অভ্যর্থনা কক্ষের মেঝে, ৬ নম্বর বাড়ির নিচতলার বারান্দায়, ও ১১ নম্বর বাড়ির মেঝেতে ব্যবহার করা আছে।

ঔপনিবেশিক আমলে জমিদার বাড়িগুলোর ছিল চারিদিকে পুকুর *বা পরিখা নির্মাণ* করার প্রচলন ছিল। এ জমিদার বাড়িতেও পূর্বদিকে একটি পুকুর আছে।

## ৫.৩.২ ময়মনসিংহের রাজবাড়িঃ

১৯০৫-১৯১১ খিষ্টাব্দে নির্মিত এই প্রাসাদটির নির্মাতা মুক্তাগাছার জমিদার শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর নামানুসারে 'শশীলজ' নামে পরিচিত। শহরের কেন্দ্রস্থলে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই রাজবাড়িটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সুরক্ষিত। বিশাল এ জমিদার বাড়িটি পানাম নগরের বাড়িগুলোর সমসাময়িক সময়ে নির্মিত এবং স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যপূর্ণ।

শশীলজের মত (পানামসহ) ঔপনিবেশিক আমলের বেশির ভাগ ভবনই বিশেষ করে প্রাসাদসমূহ আয়তাকার।

এ রাজবাড়িটির মূল ভবনের সম্মুখে ত্রি-কোণাকার নকশাকৃত *পেডিমেন্ট* সম্বলিত গাড়ি বারান্দা সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এ *পেডিমেন্ট* নকশা ইউরোপীয় এবং খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের* প্রতীক।[১৫] ঔপনিবেশিক আমলে

পেডিমেন্ট আলংকারিক নকশা এবং সৌন্দর্য বর্ধক হিসেবে প্রায় অধিকাংশ ইমারতেই ব্যবহৃত হয়। পানাম নগর স্থাপত্যে ইমারত গাত্রে পলেস্তরায় কর্তিত অলংকরণ নকশা হিসেবে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমনঃ ৫ নম্বর, ৯ নম্বর, ২০ নম্বর, ২১ নম্বর, ২৩ নম্বর, ৪২ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে অলংকরণ নকশা (চিত্র ৫.৬)।

শশীলজের গাড়ি বারান্দা পার হলেই অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথটির অনুরূপ প্রবেশ পথ পানামের ২ নম্বর, ৪২ নম্বর, ৪৩ নম্বর, বাড়ি ও বড় সর্দার বাড়িতে দেখা যায়।

খিলানের অর্ধবৃত্তের উপর *কি-স্টোন* আকৃতির নকশাটি পানামসহ ঔপনিবেশিক আমলের অনেক স্থাপত্যেই দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কি-স্টোনটি নকশাকৃত থাকে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নকশাহীন অবস্থায় দেখা যায়। শশীলজে নকশা ছাড়া কি-স্টোন দেখা যায়। পানামের ৩৩ নম্বর বাড়ির নীচ তলাতে ২৬ নম্বর বাড়িতে নকশাছাড়া দেখা যায় (চিত্র ৫.৭)।

*হাসনাবাদের ফাদার জ্যোতি গোমেজের কাছ থেকে জানা গেছে যে, এ ত্রিকোণাকার অংশটি হচ্ছে খ্রিষ্টানদের 'symbol of Trinity'অর্থাৎ ত্রি-তত্ববাদের প্রতীক। অর্থাৎ ঈশ্বর এক আর মানব চরিত্র যীশুপুত্র ঈশ্বর আর শান্তির নাম পবিত্র আত্মা।

কক্ষ বিন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলে জমিদারদের প্রাসাদ ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও অভিজাতদের বাড়িগুলোর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে বড় হল ঘর (নাচঘর) কেন্দ্রিক বাড়িগুলোতে। ময়মনসিংহের রাজবাড়িটি অনেক বড়। এখানে হল ঘরের সংখ্যাও বেশি। পানাম নগরের বেশ কয়েকটি বাড়ি হল ঘর কেন্দ্রিক, বড় হল ঘরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে কক্ষের বিন্যাস নিয়ে গঠিত। ময়মনসিংহের রাজবাড়িটিতে তিনটি হল ঘর রয়েছে। একটি হল ঘরের মেঝে কাঠের, অপর দু'টি সাদা কালো মার্বেল পাথরের। পানামের অনেক বাড়িতেই সাদা কালো মার্বেল এর ব্যবহার দেখা যায়। তবে সাদা কালো মার্বেলের মেঝে বিশেষ হল ঘর হল ১ নম্বর, ৩ নম্বর, ৩৭ নম্বর, ৪৩ নম্বর বাড়িতে বিশেষ হলঘরগুলোতে দেখা যায় (চিত্র ৫.৮)।

ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে ব্যবহৃত ডোরিক, করেন্থীয় স্তম্ভ, রঙ্গিন কাঁচের জানালা (clerestory window) ব্যবহার পানামের স্থাপত্যেও দেখা যায়। ১ নম্বর বাড়িতে ডরিক স্তম্ভ এবং করেন্থীয় স্তম্ভ, রঙিন কাচের জানালা পানামের ১ নম্বর ও তিন নম্বর বাড়িতে দেখা যায়।

অলংকরণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। যেমনঃ ফুল লতাপাতার বর্ডার নকশা, সাদা কালো মার্বেল পাথরের ব্যবহার বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা বিশেষ করে মেঝে অলংকরণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়। যেমন পানামের ৬, ১১ নম্বর বাড়ি।

এছাড়া দন্ত নকশা দেখা যায় এ রাজবাড়ির সম্মুখ অংশে কার্ণিশের নীচের অলংকরণ সজ্জায়। পানামেও দেখা যায় বড় সর্দার বাড়িতে।

ময়মনসিংহের রাজবাড়িতেই কেবল নয় ঔপনিবেশিক আমলের বেশির ভাগ বাড়িতেই *গ্রিল অলংকরণ* নকশার ব্যবহার দেখা যায়। পানামেও বেশির ভাগ বাড়িতেই *গ্রিল নকশা* দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। যেমনঃ ২ নম্বর বাড়ির সম্মুখে বারান্দায়। ১ নম্বর বাড়িতে হল ঘরের উপরে আলো প্রবেশের জন্য (clerestory) রঙ্গিন কাচের জানালায়। ৩ নম্বর বাড়ির সম্মুখে নীচ তলা, উপর তলার বারান্দায়। রঙ্গিন কাচের জানালায়। ৮ নম্বর, ৩৩ নম্বর ইত্যাদি প্রায় সব বাড়িতেই বিভিন্ন নকশার *গ্রিল অলংকরণ* রয়েছে।

রাজবাড়িটিতে ঔপনিবেশিক আমলের আধিপত্যবাদের প্রতীক *লাল ইটের* ব্যবহার দেখা যায়। প্লাস্টারবিহীন লাল ইটের ব্যবহার পানামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে যেমন পানামের ৬, ৭, ৩৪, ৪২, ৪৩ নম্বর বাড়িতে দেখা যায়।

ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে ঔপনিবেশিক আমলের রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়িগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য *পুকুরের* অবস্থানও বয়েছে বাড়ির পিছনে। আরও রয়েছে *'জল তুঙ্গী'* বা 'মহিলাদের ঘাট'।[১৬]

পানামের বাড়িগুলোতে পাশাপাশি যৌথ ভাবে ব্যবহার করা যায় এমন ভাবে পুকুর, ইন্দারা নির্মাণ করা হয়েছিল। এরকম কয়েকটি পুকুর এবং ইঁদারা পানামে এখনও রয়েছে। তবে কয়েকটি ইন্দারা অব্যবহৃত

অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া পুকুর এবং ইন্দারা সংলগ্ন মহিলাদের স্নান ও কাপড় বদলানোর যে ব্যবস্থা ছিল তা কয়েকটিবাড়ির পিছনে ভগ্নাবশেষ দেখে অনুমান করা যায়।

*নির্মাণ উপকরণের* ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য খুঁজে পওয়া যায়। যেমনঃ কাঠের কড়িবর্গা, লোহারবর্গা এ রাজবাড়িতে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন হয়েছে পানামে।

### ৫.৩.৩ নাটোরের রাজবাড়িঃ

সমগ্র বাংলার জমিদারদের ইতিহাসে গুটি কতক বৃহত্তর জমিদার বাড়ির মধ্যে উত্তর বঙ্গের নাটোর জমিদার বাড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কামদেবের পুত্র রামজীবন ও রঘুনন্দন। রামজীবন ছিলেন নাটোর জমিদারের প্রথম জমিদার। তদীয় পুত্র বধু রাণী ভবানী (রামকান্তের স্ত্রী) ছিলেন একজন প্রথিতযশা মহারাণী। ১৭৭৮ সালে নাটোর জমিদারিতে দুটি তরফের সৃষ্টি হয়। রাজা রামকৃষ্ণের জৈষ্ঠ্যপুত্র বিশ্বনাথের বংশ ধরের বড় তরফ কনিষ্ঠ পুত্র শিবনাথের বংশধরেরা ছোট তরফ নামে পরিচিত। জমিদারি লাভের পর রামজীবন নাটোর জেলা শহরে রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। প্রায় ৫০.৪২ একর জমির উপর এ রাজ বাড়িটি নির্মিত। রাজ বাড়ির চারি ধার বিশাল পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত।[১৭]

বড় তরফ ও ছোট তরফ মিলিয়ে রাজবাড়িটিতে মোট ৯টি লৌকিক ইমারত রয়েছে। এরমধ্যে বেশির ভাগই ধবংস প্রাপ্ত। কেবল মাত্র পূর্ণ অবয়বে বিদ্যমান ৪টি ইমারতের মধ্যে একটি মূল ভবনের সাথে সাদৃশ্যমূলক আলোচনা করা হল।

### ৫.৩.৩.১ নাটোর রাজবাড়ি (বড় তরফ)ঃ

একতলা বিশিষ্ট এই প্রাসাদটি উত্তর-দক্ষিণে আয়তাকার এবং হলঘর সম্বলিত। পানামের উল্লেখযোগ্য এবং জাঁকজমক পূর্ণ ইমারতগুলো দ্বিতল বিশিষ্ট এবং হলঘর সম্বলিত। তারপরও এই প্রাসাদটির সাথে পানামের কোনো কোনো বাড়ির সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ৩ নম্বর বাড়িটি, উত্তর-দক্ষিণে আয়তাকার হলঘর সম্বলিত এবং হলঘরকে কেন্দ্র করে কক্ষগুলো বিন্যাসিত।

এ প্রাসাদের চারিদিকে *বারান্দা* রয়েছে। পানামের বেশির ভাগ বাড়িতেই বারান্দা তবে চারিদিকে নয়। কোনো বাড়িতে সামনে ও পিছনের দিকে বারান্দা রয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে কেবল সামনের দিকেই বারান্দা, (গাড়ি বারান্দা, অবিক্ষিপ্ত পাঁচ, ঝুল বারান্দা) রয়েছে। তবে এ প্রাসাদের দক্ষিণ বারান্দার সাথে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত গাড়ি বারান্দা রয়েছে। পানামের কয়েবটি বাড়িতে মূল বারান্দার উভয় পাশে গাড়ি বারান্দা রয়েছে। যেমন:- ৩৪ নম্বর বাড়ি, ১০ নম্বর বাড়ি (চিত্র ৫.৯)।

এ প্রাসাদের মূল প্রবেশপথটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত। উভয় পাশে চারকোণ ভিতের উপর করিন্থীয় শীর্ষ সম্বলিত গোল মোটা স্তম্ভ রয়েছে। এধরণের অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ পানামের ৪৩ নম্বর বাড়ি এবং ৪১ নম্বর বাড়িতে দেখা যায়। তবে উভয় পাশে স্তম্ভ করেন্থীয় নয়, ইটের গোল স্তম্ভ (Entry

column)। বড় সর্দার বাড়ির দক্ষিণ সদরের মূল প্রবেশপথটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বলিত এবং উভয়পাশে করিন্থীয় এবং সংযুক্ত স্তম্ভ রয়েছে (চিত্র ৫.১০)।

ইটোরের এ প্রাসাদে হলঘরে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য দেয়ালের উপরিভাগে ভেনিসিয়ান খিলান বিশিষ্ট জানালা ও *জানালয়া রঙ্গিন কাচ* রয়েছে। এ ধরনের রঙ্গিন কাচের জানালা পানামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে যেমন- ১ নম্বর বাড়ির হল ঘরের পশ্চিম দিকে তিনটি, ৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরের দক্ষিণ দিকে তিনটি, কাশিনাথ ভবনে দেখা যায় (চিত্র ৫.১১)।

নাটোর রাজবাড়ির প্রাসাদের মেঝে ও বারান্দার মেঝে *সাদা কালো মার্বেলে* সজ্জিত। পানামের অনেকগুলো বাড়ি সাদা কালো মার্বেলে সজ্জিত করা। ৩ নম্বর বাড়ির সম্মুখের বারান্দার মেঝে সাদাকালো মার্বেলে সজ্জিত। ৫ নম্বর বাড়ির সম্মুখে আবৃত বারান্দা সদৃশ্য অভ্যর্থনা কক্ষের মেঝে, ২১ নম্বর বাড়ির মেঝে, ১৭ ও ৩৭ নম্বর বাড়ির বারান্দাসহ মেঝে সাদাকালো মার্বেলের ব্যবহার দেখা যায়।

পেডিমেন্ট (ত্রিকোণাকার) খ্রিষ্টানদের পবিত্র এ বৈশিষ্ট্যটি ঔপনিবেশিক আমলে উপমহাদেশের প্রায় সব স্থাপত্যেই আলংকারিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ প্রাসাদও এর ব্যাতিক্রম নয়। প্রাসাদটির সম্মুখের মধ্যবর্তী এরং উভয়পর্শ্বে গাড়ি বারান্দার উপর এ আকৃতি দেখা যায়। মধ্যবর্তী গাড়ি বারান্দাটি করিন্থীয়ান স্তম্ভসারি এবং অর্ধবৃত্তাকার খিলানের সারি উপর নির্মিত। এই বৈশিষ্ট্যটি প্রচলিত ধ্রুপদি রোমান বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[১৮] এছাড়া সম্মুখের উভয় পাশে অবিক্ষিপ্ত পোর্চের উপর রয়েছে ত্রিকোণাকার পেডিমেন্ট। এর এরকম পেডিমেন্ট নকশা পানামনগরের স্থাপত্যে রয়েছে তবে অবিক্ষিপ্ত ভাবে নয় কেবল সংযুক্ত নকশা হিসেবে। যেমনঃ ৫ নম্বর বাড়ির দ্বি-তলার সম্মুখ অংশে, ৬ নম্বর বাড়ির শীর্ষ, ৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশে।

অলংকরণের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য রয়েছে। এই প্রাসাদের সম্পূর্ণ সম্মুখ অংশ অত্যন্ত সুন্দর রুচিশীল জ্যামিতিক এবং ফুলের নকশায় অলংকরণ করা। এরকম জ্যামিতিক এবং ফুলেল নকশার সমন্বয়ে অলংকরণ পানামের সর্দার বাড়িতে, ৫ নম্বর, ৩৯ নম্বর বাড়িতে দেখা যায়। নাটোরের রাজবাড়ি (বড় তরফের) মূল ভবনের অভ্যন্তরীণ অংশের অলংকরণও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এখানে রং তুলিতে আঁকা পেঁচানো লতাপাতা ও ফুলদানী সম্বলিত পাড় নকশা দৃশ্যমান। এ ধরণের রঙ তুলিতে আঁকা অলংকরণ নকশা পানামে অল্প দেখা যায়। সর্দার বাড়ির ২য় অঙ্গনের চারিদিকে ঘেরা বারান্দায় রংতুলিতে আঁকা প্যাচানো ফুল লতাপাতার ও ফুলের গুচ্ছ নকশায় সজ্জিত করণ দেখা যায়। কেবল ৪৪ নম্বর বাড়ির বারান্দা সদৃশ হল ঘরের ছাদে আঁকা নকশা আছে। তাকে আলপনানকশা বলা যায় (চিত্র ৫.১২)।।

নাটোরের রাজবাড়ির পিছনে বারান্দায় আঙ্গুর পাতা (acanthus scroll) ও নগ্ন ক্লাসিক্যাল (Classical) নারীমূর্তি রয়েছে। এ ধরনের মূর্তি পানামের ৬ নম্বর বাড়ির প্লাস্টারের উপর বড় সর্দার বাড়ির সম্মুখ অংশের

অর্ধবৃত্তাকার প্রবেশপথের উপর, অভ্যন্তরীণ অংশে উন্মুক্ত অঙ্গনের ডানে কৃষ্ণ মন্দিরের খিলান অলংকরণে নারী মূর্তি ভাস্কর্য রূপে দেখা যায়। তবে কোনটিই নগ্ন নয়।

এ প্রাসাদের সম্মুখ অংশের উভয় দিকে এবং কেন্দ্রীয় হল ঘরের ছাদের চারিদিকে মার্লন বা পদ্ম পত্র সম্বলিত নকশা প্রাসাদের শোভা বর্ধন করছে। এরকম মার্লন নকশা পানামের বড় সর্দার বাড়ি সম্মুখের গাড়ি বারান্দা পিছনে উভয় দিক ছাদের উপর, কেন্দ্রীয় অংশের ছাদের উপর ও মার্লন নকশার ছাদ প্রাচীর (parapet) রয়েছে। ৩৪ নম্বর বাড়ির ছাদ প্রাচীরেও মার্লন নকশা রয়েছে।

পানাম নগরের বাড়িগুলোর পিছনে পুকুরর মত এই রাজবাড়িতে বেশ কয়েকটি পুকুর রয়েছে।

প্রাসাদের সম্মুখে কর্ণারের স্তম্ভে যে ধরণের মোল্ডিং নকশা দেখা যায় সে রকম নকশা বাংলার সুলতানী আমলের ইমারতে দেখা যায়। পানাম নগরে এধরণের স্তম্ভ ২ নম্বর দালান, ক্রোড়ি বাড়িতে দেখা যায়। নির্মাণ উপকরণের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন চুন, ইট, বালি, মর্টার, মার্বেল।

### ৫.৩.৩.২ ছোট তরফঃ

এ প্রাসাদটির বড় তরফের মূল প্রাসাদ ভবনের মত একতলা বিশিষ্ট (চিত্র-৫.১৩) এবং কেন্দ্রীয় হল ঘরকে কেন্দ্র করে ছোট বড় কক্ষের বিন্যাস। পানাম নগরের হল ঘর কেন্দ্রিক বাড়িগুলো দ্বিতল বিশিষ্ট এবং হল ঘরকে কেন্দ্র করে নাটোরের বড় তরফ ও ছোট তরফের প্রাসাদের অনুরূপ কক্ষের বিন্যাস দেখা যায়। যেমন ৬ নম্বর বাড়ি, ৩৯ নম্বর বাড়ি, ৪৩ নম্বর বাড়ি ।

এ প্রাসাদের সাথে পানামের বাড়িগুলোর সাথে যে বিষয়টির বেশি সাদৃশ্য তা হল অলংকরণের ক্ষেত্রে। বন্ধনী (braket) ইমারতের কার্ণিশের সারিবদ্দ ভাবে স্থাপিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দনী (braket) এবং তার নীচে একটি প্রশস্ত টানা পাড় নকশা রয়েছে। পাড় নকশাটি পলেস্তরায় করা একটি করে ফুল একটি করে নারী মূর্তি এবং প্যাঁচানো লতা পাতায় শোভিত। এধরনের পাড় নকশা এবং প্যাঁচানো লতাপাতার নকশা এবং নারী মূর্তি পানামে দেখা যায়। যেমন ৪৩ নম্বর বাড়ি বা নিহারীকা হাউজে। হল ঘরের খিলানগুলোর উপর। ছবি সর্দার বাড়ির দক্ষিণে সদরের প্রধান প্রবেশপথের উপর, সর্দার বাড়ির প্রধান আঙ্গিনার মন্দিরের অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উপর ফুল লতাপাতার পাড় নকশার মত নকশা পানামের প্রায় অনেক বাড়িতেই আছে। যেমন ১ নম্বর, ৩ নম্বর বাড়ির হল ঘরের কার্ণিশের নীচে, ৫ নম্বর ও ৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখে কার্ণিশের নীচে, ৩৩ নম্বর (কাশিনাথ ভবন) ৩৬ নম্বর বাড়ির সম্মুখে কার্নিশের নীচে, ৪৩ নম্বর বাড়িতে হল ঘরের কার্ণিশের নীচে, আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির কার্ণিশের নীচে দেখা যায় (চিত্র-৫.১৪)।

বারান্দার সম্মুখস্থ খিলান ও চারকোণায় কক্ষসমূহের বর্হিমুখী প্রবেশপথ গুলোর খিলানের উপর ভাগ অলংকরণ হিসেবে পলেস্তরায় করা কারুকার্য খচিত বন্ধনী পট্রি (Key stone)দ্বারা সজ্জিত। এসব কি-স্টোনে একটি করে ঋষি বা সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি রয়েছে। এ ধরনের ঋষি সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি পানামে নেই,

তবে কি-স্টোনে অলংকরণ আছে। যেমন- ১ নম্বর বাড়ির খিলানের উপর স্টাকো অলংকরণে মানব মূর্তি আছে এবং নীচ তলার খিলানের কি-স্টোনে বেতপাতার মত নকশা রয়েছে (চিত্র ৫.১৫)। কাশিনাথ ভবনের নীচতলার খিলানের কি-স্টোনে ফুলের নকশা দ্বারা শোভিত। সাদামাটা অলংকরণ বিহীন কি-স্টোন বেশ কয়েকটি বাড়িতে দেখা যায়।

তাছাড়া নাটোরের এই প্রাসাদে কোন কোন খিলানের অলংকরণে প্যাঁচানো লতাপাতার মধ্যে পাখির প্রতিকৃতি রয়েছে। খিলানের উপর প্যাঁচানো লতাপাতার মধ্যে পাখির প্রতিকৃতি বড় সর্দার বাড়ির পশ্চিম সদরের ২য় তলার খিলানের উপর দেখা যায়। আরও দেখা যায় ৩৬ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের ২য় তলার খিলানের উপর। নাটোরের এই প্রাসাদে করেন্থীয় স্তম্ভ শীর্ষ দেখা যায়। এই ধরণের স্তম্ভ শীর্ষ পানামের প্রায় বেশির ভাগ বাড়িতেই দেখা যায় (চিত্র ৫.১৬)।

এছাড়াও ছোট তরফের বাড়ির সম্মুখ অংশে গাড়ি বারান্দার উপর ছাদের প্যারাপেট বা ছাদ প্রাচীর চুন বালির সংমিশ্রণে রাজকীয় পদমর্যাদা সূচক মেডেল আকৃতির প্রতীক নকশার পাশ দিয়ে উপস্থিত প্যাচানো নকশার উপর একটি সুদর্শনা নারী এবং উভয় পাশে অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি রয়েছে। এ ধরণের প্যাচানো লতাপাতা ও মানব মূর্তি সম্বলিত অলংকরণ ক্লাসিক্যাল গ্রিক স্থাপত্যে ব্যাবহৃত হতে দেখা যায়। প্রায় এ ধরণের অলংকরণ নকশা পানামের বড় সর্দার বাড়িতে, প্রধান আঙ্গিনায় কৃষ্ণ মন্দিরের অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উপর, দুপাশে (স্প্যানড্রিল) লতাপাতার মাঝে নৃত্যরত ও অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি দেখা যায়।

নাটোরের এ রাজবাড়িটির সম্মুখ অংশে প্যারাপেট এবং প্যারাপেটের উপর প্যারাপেট Rusticated block পানামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে আছে। তবে বড় সর্দার বাড়িটি সদৃশ্যপূর্ণ (চিত্র ৫.১৭)।

## ৫.৪ রূপলাল হাউজঃ

উনিশ শতকের প্রথম দিকে দুই ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ভাই রূপলাল দাস এবং রঘুনাথ ছবি সদৃশ রূপলাল হাউজ ইমারতটি নির্মাণ করেন। পুরান ঢাকার ফরাশগঞ্জে বাকল্যান্ড বাঁধের অদূরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে প্রায় ৩০০ ফুট বিস্তৃত এ ইমারতটি অবস্থিত।

উনিশ শতকে রূপলালের পিতামহ অত্র এলাকার একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। পুরান ঢাকায় তাদের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। রঘুনাথ ও রূপলাল নিকটবর্তী আহসান মঞ্জিলের সমকক্ষ করে একটি ইমারত নির্মাণের উদ্দ্যোগ নেন। ইমারতটি রাস্তামুখী করে নির্মাণ করা হয়। ইমারতটি ইংরেজি আকৃতির U মত হলেও মধ্যবর্তী প্রক্ষিপ্ত অংশে একটি গাড়ী বারান্দা থাকায় ইংরেজি E আকৃতির মত দেখায়।

দ্বি-তল ইমারতটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পশ্চিম ব্লকের বৃহৎদাকার অংশটি রূপলাল দাস কর্তৃক এবং অপর অংশটি রঘুনাথ দাস কর্তৃক ভোগদখলকৃত ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন অবৈধ দখলদারদের এবং বিভিন্ন মসলা ও সব্জির পাইকারী ব্যবসায়ীদের আড়ত গড়ে উঠেছে এখানে।

মূল ভবনটি তিনটি অংশে বিভক্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এর পশ্চিমদিকের অংশটি উত্তর দিকে বর্ধিত করা। বর্ধিত অংশের উত্তর প্রান্তে নির্মিত রাজকীয় প্রবেশ পথ। প্রবেশপথটি ছয়টি করিন্থীয় ও শিবাল স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত এবং প্রবেশ পথটির ঠিক উপরে ত্রিকোণাকার পেডিমেন্ট নির্মিত হয়েছে (চিত্র ৫.১৮)। এ ধরণের করিন্থীয় শিরাল বা ডরিক (Doric) স্তম্ভ পানামে ১ নম্বর, ৩ নম্বর বাড়িতে ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র ৫.১৯)।

বাড়িটির পশ্চিম অংশ অঙ্গন কেন্দ্রিক। অঙ্গনের চারপাশ ঘিরে কক্ষের বিন্যাস এবং সারিবদ্ধভাবে নির্মিত কক্ষগুলোর সামনে টানা বারান্দা। এ ধরণের অঙ্গন কেন্দ্রিক কক্ষগুলো বিন্যাস এবং টানা বারান্দা পানামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে দেখা যায়। যেমন: ৩২ নম্বর, ৩৬ নম্বর বাড়ি (কাশিনাথ ভবন)।

এই বাড়িটির পশ্চিম-দক্ষিণ পূর্বকোণ এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে দোতলায় উঠার জন্য তিনটি *সিঁড়ি* পথ। পানাম নগরের বাড়িগুলো যেহেতু দ্বি-তল ও ত্রি-তল বিশিষ্ট সেহেতু উপরে উঠার জন্য এই বাড়ির অনুরূপ একাধিক সিঁড়িপথ দেখা যায়।

গোল করিন্থীয়ান স্তম্ভ এবং ইটের আয়তাকার পিলারের (স্তম্ভের) উপর অর্ধবৃত্তাকার ও তিন খাজঁ বিশিষ্ট খিলান রয়েছে। এ ধরণের অর্ধবৃত্তাকার খিলান পানামের প্রায় সব বাড়িতেই দেখা যায়। তিন-খাঁজ বিশিষ্ট খিলান কয়েকটি বাড়িতে দেখা যায়। যেমন: ৩৪ নম্বর বাড়ির নীচ তলার উভয় পাশে জানালার উপর তিন খাঁজ বিশিষ্ট খিলান।

উপনিবেশিক আমলের বা তার পূর্ববর্তী আমলের যে সকল বাড়ি এখনো বিদ্যমান আছে তার মধ্যে রূপপলাল হাউজ বেশ অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। বাড়িটি সম্ভবত অনেকবার সংস্কার করা, রং করা বা প্লাস্টার করা হয়েছে। কাজেই পূর্বেকার অলংকরণ কতটুকু বিদ্যমান তা বলা দুষ্কর। তবে বর্তমানে যেটুকু বিদ্যমান তার মধ্যে দন্ত নকশা, সামান্য ফুল লতাপাতার অলংকরণ, ডোরিক স্তম্ভেও উপর বড় পেডিমেন্ট এবং এই অংশের উভয় পাশে জানালার উপর পেডিমেন্ট আকৃতির ফ্রেমের মধ্যে লতাপাতার নকশা, অর্ধ বৃত্তাকার, ভেনিসিয়ান খিলানের ব্যবহার, কোনো কোনো খিলানের কি-স্টোনের উপর অলংকরণ এবং জানালায় রঙ্গিন কাচের ব্যবহার করে অলংকৃত করা বলে মনে হয় এবং সেগুলো দৃশ্যমান (চিত্র ৫.২০)।[১৯] এ সকল বৈশিষ্ট্য পানামের প্রায় বাড়িতেই আছে। ইট, চুন, সুরকি, কড়ি কাঠি ও লোহার বর্গা, সাদা কালো ও লাল পাথরের ব্যবহার করে ইমারতটি নির্মিত। পানামের ইমারত নির্মাণে এসব উপকরণই ব্যবহৃত হয়েছে।

রূপলাল হাউজটি যেমন বণিকদের বাড়ি তেমনি পানামের বাড়িগুলোও বণিক শ্রেণীর বাড়ি। রূপলাল হাউজ এবং পানাম নগরের বাড়ির তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলা যায় সমসাময়িক অথবা কিছুটা পূর্ববতী সময়ে নির্মিত জমিদার বাড়ির সাথে পানাম নগরের ইমারতগুলোর মিল পাওয়া গেলেও রূপলাল

হাউজের সাথে স্থাপত্যিক দিক থেকে পানাম নগরের ইমারতসমূহের বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমনঃ আয়তকার দ্বিতল অবয়ব, অঙ্গঁন কেন্দ্রিক কক্ষের বিন্যাস, সারিবদ্ধ কক্ষের সম্মুখে টানা বারান্দা, দ্বিতল ও ত্রিতলে উঠার তিনচারটি সিঁড়ি পথ, করিন্থীয় স্তম্ভের ও অর্ধবৃত্তাকার, ত্রি-খাঁজ ও ভেনিসিয়ান খিলানের ব্যবহার (চিত্র ৫.২১), গ্রিল অলংকরণ (চিত্র ৫.২২), মেঝে অলংকরণ (চিত্র ৫.২৩), নির্মাণ উপকরণেও মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে।

সমসাময়িক স্থাপত্যের সাথে পানাম নগর স্থাপত্যের এবং মুঘল পরবর্তী বা প্রাক ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে এ বিষয়টি চিহ্নিত হয় যে, এসব স্থাপত্যের অবয়ব এবং স্থাপত্যের বাহ্যিক অলংকরণে যথেষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। নির্মাণ উপকরণ এবং অলংকরণ উপকরণের মাধ্যেও যথেষ্ঠ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বর্তমান উপস্থাপনায় ধনবাড়ির প্রাসাদ (টাঙ্গাইল) ময়মনসিংহ রাজবাড়ি (ময়মনসিংহ), নাটোর রাজবাড়ি (রাজশাহী) বড় তরফের প্রধান ভবনটি এবং রূপলাল হাউজ (ঢাকা) স্থাপত্যের সাথে পানাম স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ধনবাড়ির স্থাপত্য এবং ময়মনসিংহ রাজবাড়ি স্থাপত্য পানাম নগর স্থাপত্যের সমসাময়িক কালে নির্মিত কিন্তু নাটোরের রাজবাড়ি, বড় তরফ এবং রূপলাল হাউজ উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে নির্মিত। উপনিবেশিক আমলের পূর্ববর্তী শতকের স্থাপত্যের প্রভাব নির্ণয়ের বা বুঝার জন্যই এ তিনটি স্থাপনার আলোচনা করা হয়েছে।

এসব স্থাপত্যসমূহের মধ্যে যেসব স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায় তা হল আয়তাকার বড় ভবন এবং একতলা  বিশিষ্ট, সম্মুখে বড় অর্ধবৃত্তাকার প্রবেশপথ যুক্ত ইমারগুলোর সম্মুখে গাড়ি বারান্দা বা পোর্চ, পেডিমেন্ট নকশা, করিন্থীয়ান স্তম্ভ, ডরিক স্তম্ভ, অর্ধবৃত্তাকার বহুখাঁজবিশিষ্ট, তিনখাঁজবিশিষ্ট খিলান, উচু ভিত, রঙ্গিন কাচের জানালা, হলঘর ও মধ্যবর্তী অঙ্গন (উঠান) কে কেন্দ্র করে কক্ষের বিন্যাস। তবে রাজপ্রাসাদ বা জমিদার বাড়িগুলো একতলা বিশিষ্ট। অলংকরণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমনঃ পেঁচানো লতাপাতার 'অ্যারাবেস্ক' নকশা, জ্যামিতিক নকশা, লতাপাতার সাথে মানব ভাস্কর্যসহ নকশা, দন্ত নকশা, 'চিনিটিকরী' নকশা, পলেস্তরায় খোদাই করা বা স্টাকো নকশা, সাদা কালো মার্বেল পাথরের ব্যবহার, দোচালা আকৃতির কিয়স্ক বা ছত্রী ঔপনিবেশিক আমলের ও প্রাক ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য। অলংকরণের ক্ষেত্রে দু'একটি ব্যাতিক্রমি বৈশিষ্ট্য ছাড়া প্রায় সব ইমারতে একই রকম বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়। এছাড়াও যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হলো চারিদিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত কিংবা বড় পুকুরের অবস্থান। উপরের আলোচনা থেকে আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যে, ঔপনিবেশিক আমলে জমিদার শ্রেণি পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য জীবন ধারায় অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করতেন। তাদের নির্মিত স্থাপত্য ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হত। এসব জমিদারদের এবং সেই সাথে ব্রিটিশদের অনুসরণ

করতেন অভিজাত শ্রেণি এবং ধণাঢ্য ব্যবসায়ী শ্রেণি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তন করার পর জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ায় জমিদারদের মালিকানা বদল হয়ে যায় এবং মূলত ঐসব জমিদারীর মালিক হন অভিজাত শ্রেণি এবং ধনী বণিকশ্রেণি । এদেরকে পরবর্তীসময়ে 'বেনিয়া' বলা হয়।[২০] এসব নতুন জমিদারদের মাঝে আচরণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং সেই সাথে তাদের তৈরি নতুন স্থাপত্য ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আরো উল্লেখ্যযোগ্য যে, সে সময়ে ধনীব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণির নির্মিত স্থাপত্যের মধ্যে যে পার্থক্যটি বেশি পরিলক্ষিত হয়, তা হলো মূল জমিদারদের তৈরি প্রাসাদসমূহ ছিল বিশাল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশাল চত্বর বিশিষ্ট জমিদার বাড়িতে থাকত বিশাল মূল ভবন, কাচারী বাড়ি, মসজিদ (মুসলমান জমিদাদের ক্ষেত্রে), মন্দির (হিন্দু জমিদারদের ক্ষেত্রে), নাচঘর। সম্ভবত একাধিক ভবন নির্মাণের বা আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকায় ভবনগুলো একতলা বিশিষ্ট এবং একাধিক হতো। কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণির অথবা নতুন জমিদাদের বাড়িগুলো আর্থিক স্বচ্ছলতার তারতম্যের কারণে ভবনগুলোর বিশালতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। এছাড়াও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একাধিক ভবনের বদলে দ্বিতল ও ত্রিতল ভবনই বেশি দেখা যায়। যেমনটি দেখা যায় পানাম নগরের ব্যবসায়ীদের নির্মিত বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে। রূপলাল হাউজ ও বণিক বা ব্যবসায়ীদের নির্মিত বাড়ি, তবে পানাম নগরের বাড়িগুলোর যে ব্যাতিক্রমী বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে, একটি মাত্র রাস্তার উভয় পাশে সারিবদ্ধভাবে গড়ে উঠা ইমারত। এরকম কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় পুরানো ঢাকার শাখারী বাজার এলাকায় গড়ে উঠা বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে। এখানকার বেশিরভাগ বাড়ির মালিকও স্থানীয় ব্যবসায়ী।

**তথ্য নিদেশিকাঃ**


১. এ. বি. এম হোসেন, 'আধুনিক যুগ-ঔপনিবেশিক স্থাপত্য-২', এ. বি. এম হোসেন (সম্পাঃ) *স্থাপত্য ৩য় খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা-২০০৭, পৃঃ ৩৩৭

২. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, 'স্থাপত্য-১২' সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা), *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি-২০০৭-পৃ-৩৬৩

৩. *প্রাগুক্ত*

৪. *প্রাগুক্ত*

৫. Nazimuddin Ahmed, 'Archacogical Legacis of Bangladesh', John Sandy (ed), *Building of the British Raj,* University Press, 1986-p 25

৬. পারভীন হাসান, 'স্থাপত্য শিল্প (ঔপনিবেশিক যুগ)' সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), *বাংলা পিডিয়া* খণ্ড-১০, (ঢাকা-২০০৩) পৃ: ৩৮১।

৭. Nazimuddin Ahmed, *op-sit* p 25

৮. A.H.M. Imamuddin, 'colonial Architeeture', A.B.M. Hossain (ed), *Sonargaon Panam*, Asiatic Society of Bangladesh 1999, p-123.

৯. *Ibid,* p-121.

১০. Nazimuddin Ahmed, 'Panam', *Panamnagon in Sonargaon*, Rasheda Ahmed corinese. 2007, p-25 ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ।

১১. খন্দকার আব্দুর রহিম, টাঙ্গাইল ইতিহাস, ১ম ও ২য় খন্ড, যমুনা প্রকাশনী, টাঙ্গাইল, ১৯৭৭, পৃ-১৮৭

১২. হাবিবা খাতুন, সাক্ষাতকার ৩.৩.২০১৩ ইং

১৩. Nazimuddin Ahmed 'Feudal Palaces' *Building of the British Raj*, John Sanday (ed) University Press, 1986, p -97-99

১৪. নূর-উন-নেসা, 'ধনবাড়ির ইতিহাস ও ঐতিহ্য', ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা), *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, বত্রিশ বর্ষ প্রথম তৃতীয় সংখ্যা, ১৪০৫, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, পৃ-৩৭.
১৫. নূর-উন-নেসা, ঢাকার গির্জা স্থাপত্য সপ্তদশ-উনবিংশ শতাব্দী, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০১, পৃ-২
১৬. ক্ষেত্র জরিপ -২০১২
১৭. এ.বি.এম. হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫৭
১৮. Nazimuddin Ahmed, *op-sit*, p-105
১৯. ক্ষেত্র জরিপ (২০১৩)
২০. Nazimuddin Ahmed, *op-sit*, p -25

# সমসাময়িক কয়েকটি নির্বাচিত স্থাপনার সাথে পানাম নগরের স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা

## চিত্রাবলী

## ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদ

অর্ধবৃত্ত বা বড়অর্ধবৃত্তাকার খিলান সম্বিলিত প্রধান প্রবেশ পথ

ক

খ

গ

**চিত্র ৫.১ঃ (ক) ধনবাড়ির জমিদার প্রাসাদের** বড়অর্ধবৃত্ত সম্বিলিত প্রধান প্রবেশ পথ (খ) বড় সর্দার বাড়ি ও প্রধান প্রবেশ পথ (গ) ৪৩ নম্বর বাড়ির প্রধান পবেশ পথ

### বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান

ক

খ

গ

**চিত্র ৫.২ঃ** (ক) পানামের ৩৬ নম্বর বাড়ির বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান (খ ) পানামের ২৭ নম্বর বাড়ির বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান (গ) ধন বাড়ির কাচাারি বাড়ির বহু খাজ বিশিষ্ট খিলান

## দোচালা আকৃতির অংশ

ক

খ

গ

**চিত্র ৫.৩ঃ** (ক) পানামের ১৩ নম্বর বাড়ির দোচালা আকৃতির অংশ (খ) ধন বাড়ির কাচারি বাড়ির উপর দোচালা আকৃতির অংশ (গ) পানামের ৩১ নম্বর বাড়ির দোচালা আকৃতির অংশ

## চিনি টিকরী অলংকরণ

ক

খ

গ

**চিত্র ৫.৪ঃ** (ক) চিনির টিকরি অলংকরণে ডোরা কাটা রীতিতে দড়ির মত পেঁচিয়ে উপরের দিকে উঠানো স্তম্ভ (খ) ধনবাড়ির মসজিদের চিনির টিকরি অলংকরণ (গ) বড় সর্দার বাড়ির চিনির টিকরি অলংকরণে

## স্টাকো অলংকরণ

ক

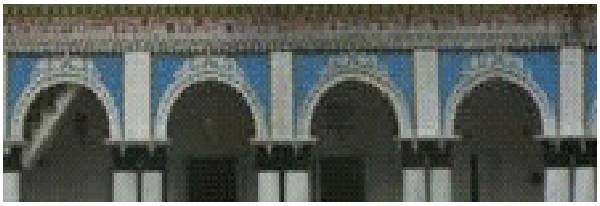

খ গ

**চিত্র ৫.৫ঃ** (ক) সর্দার বাড়ির স্টাকো অলংকরণ (খ) ধন বাড়ির জমিদারদের কাচারি বাড়ির স্টাকো অলংকরণ (গ) ৩৯ নম্বর বাড়ির স্টাকো অলংকরণ

# ময়মনসিংহের রাজবাড়ি

## পেডিমেন্ট নকশা

ক

খ

গ

ঘ

**চিত্র ৫.৬ঃ (ক)** ময়মনসিংহের (শশি লজ) রাজ বাড়ির সম্মুখ অংশের পেডিমেন্ট নকশা (খ) পানামের ৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের পেডিমেন্ট অকৃতির নকশা (গ) ৬ নম্বর বাড়ির শীর্ষে অলংকৃত পেডিমেন্ট (ঘ) রূপলাল হাউজের সম্মুখ অংশের পেডিমেন্ট অকৃতির নকশা

## অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও কিস্টোন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ

ক

খ

গ

**চিত্র ৫.৭ঃ** (ক) ময়মনসিংহের (শশি লজ) রাজ বাড়ির অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও কিস্টোন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ (খ) পানামের ২ নম্বর বাড়ির খিলান ও কিস্টোন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ (গ) ৩৩ নম্বর বাড়ির অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও কিস্টোন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ

## মেঝে অলংকরণ

ক

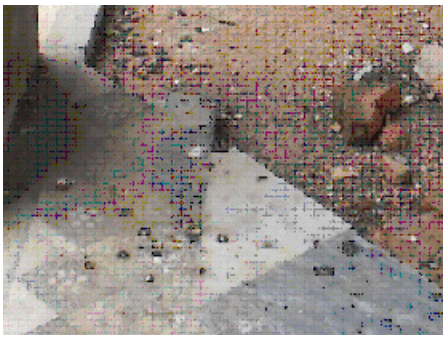


খ

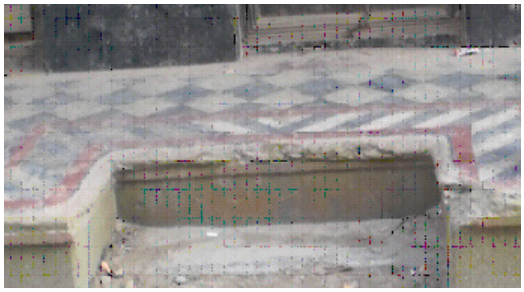


গ

**চিত্র ৫.৮ঃ (ক) ময়মনসিংহের (শশি লজ) রাজ বাড়ির** মেঝে অলংকরণে সাদা কালো পাথর ব্যবহার করে জ্যামিতিক নকশা (খ) পানামের ৫ নম্বর বাড়ির **পূজা ঘরের** মেঝে অলংকরণে সাদা কালো পাথর ব্যবহার করে জ্যামিতিক নকশা (গ) পানামের ৯ নম্বর বাড়ির **সম্মুখ অংশের বারান্দার অলংকরণ**

## নাটোরের রাজবাড়ি (বড় তরফ)

### গাড়ি বরান্দা

ক খ গ

**চিত্র ৫.৯ঃ** (ক) **নাটোরের রাজবাড়ির (বড় তরফ) সম্মুখ অংশের গাড়ি বারান্দা (খ)** পানামের ৩৪ নম্বর বাড়ির **সম্মুখ অংশের গাড়ি বারান্দা (গ) ১০** নম্বর বাড়ির **সম্মুখ অংশের গাড়ি বারান্দা**

### অর্ধবৃত্তাকার খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ ও করিন্থীয় মোটা স্তম্ভের উপর ঝুল বারান্দা

ক খ গ

**চিত্র ৫.১০ঃ** (ক) পানামের ২ নম্বর (খ) ৪২ নম্বর (গ) নাটোরের রাজরাড়ির সম্মুখ অংশের ঝুল বারান্দা

### রঙ্গিন কাচের জানালা

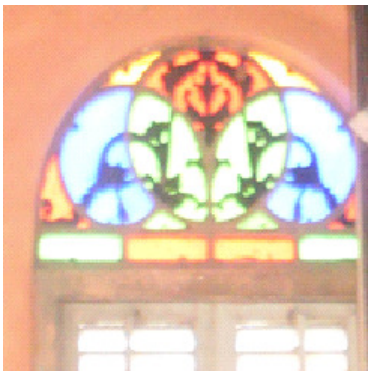

ক খ

**চিত্র ৫.১১ঃ** (ক) নাটোরের রাজবাড়ির হলঘরের রঙ্গিন কাচের জানালা (খ) পানামের ৩ নম্বর বাড়ির হলঘরের রঙ্গিন কাচের জানালা

## রঙ্গিন আলপনা নকশা

ক



খ



গ

**চিত্র ৫.১২ঃ** (ক) নাটোরের বড় তরফের হলঘরের অভ্যন্তরে চারিদিকে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশায় শাড়ীর পাড়ের মত দুসারি রঙ তুলিতে আঁকা রঙ্গিন বর্ডার নকশা (খ) বড় সর্দার বাড়ির দ্বিতীয় অঙ্গনের চারিদিকের কক্ষসমূহের সম্মুখে ফুল লতাপাতার রঙ্গিন আলপনা নকশা (গ) পানামের ৪৪ নম্বর বাড়ির সিলিং এর উপর ও পাশে রঙ্গিন আলপনা নকশা

## নাটোরের রাজরাড়ি (ছোট তরফ)

**চিত্র ৫.১৩ঃ** ছোট তরফের বাধা সম্মুখ অংশ

## বর্ডার নকশা

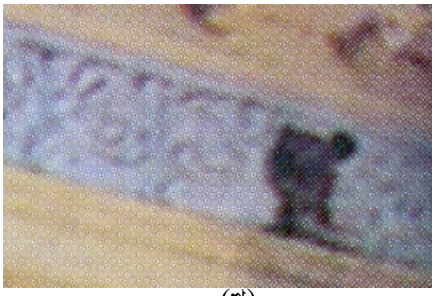



(ক)



(খ)

**চিত্র ৫.১৪ঃ** (ক) পানামের আনন্দ মোহন পোদ্দার বাড়ির পূর্ব দিকের কার্ণিশের নীচে বর্ডার নকশা (খ) নাটরের রাজবাড়ির (ছোট তরফ) কার্ণিশের নীচে স্টাকো অলংকৃত বর্ডার নকশা

## মানব মূর্তি

ক

খ

**চিত্র ৫.১৫ঃ** (ক) অর্ধবৃত্তাকার খিলানের স্প্যানড্রিলের উপর লতাপাতার নকশার মাঝে মানব মুর্তি (মাথা) (খ) পানাম নগরের ২ নম্বর বাড়ির উপর তলায় খিলানের স্প্যানড্রিলে ফুল পাতার মাঝে মানব মুর্তি

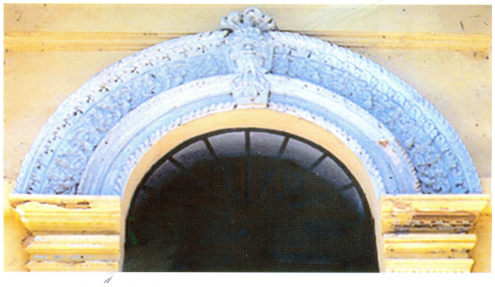

গ

ঘ

**চিত্র ৫.১৫ঃ** (গ) অর্ধবৃত্তাকার খিলানের স্প্যানড্রিলে স্টাক্কোর লতাপাতার অলংকরণের মাঝে মানব মুর্তি (ঘ) বড় সর্দার বাড়ির খিলানের স্প্যানড্রিলে স্টাক্কোর ফুল লতাপাতার অলংকরণের মাঝে নারী ও শিশুর মুর্তি (ভাস্কর্য)

## করেন্থীয়ান স্তম্ভ শীর্ষ

ক

খ

**চিত্র ৫.১৬ঃ** (ক) না: রা: বা: দেয়ালের সাথে সংযুক্ত স্বম্ভের করেন্থীয় শীর্ষ (খ) পানামের ৩ নম্বর বাড়ির দেয়ালের সংযুক্ত স্তম্ভ শীর্ষ মানব

**প্যারাপ্টের উপর প্যারাপেট বা Rusticated block**

ক খ

**চিত্র ৫.১৭ঃ** (ক) অলংকৃত প্যারাপেটের উপর অলংকৃত 'Rusticated block' (খ) বড় সর্দার বাড়ির পশ্চিম সদয়ের প্যারাপেটের উপর Rusticated block

**চিত্র ৫.১৭ঃ** (গ) ৩৪ নম্বর বাড়ির অলংকৃত প্যারাপেট

# রূপলাল হাউজ

## পেডিমেন্ট

ক

খ

গ

**চিত্র ৫.১৮ঃ** (ক) পেডিমেন্ট যুক্ত রূপলাল হাউজ (খ) পানামের ৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখ অংশের (গ) পানামের ২২ নম্বর বাড়ির পেডিমেন্ট আকৃতি এবং পেডিমেন্টের স্থানীয় করণ আকৃতি

ক

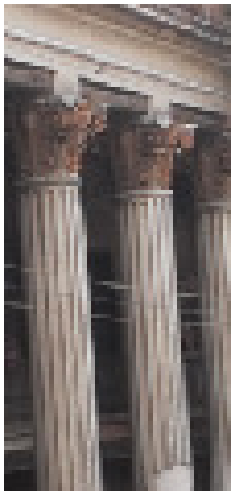

খ

গ

**চিত্র ৫.১৯ঃ** (ক) রূপলাল হাউজের ডোরিক স্তম্ভ (খ) রূপলাল ডরিক করিন্থীয়ান স্তম্ভ (গ) পানামের ২ নম্বর বাড়ির ডরিক করিন্থীয়ান স্তম্ভ

## রঙ্গিন কাচের জানালা

ক

খ

**চিত্র ৫.২০ঃ** (ক) রূপলাল হাউজের রঙ্গিন কাচের জানালা (খ) পানামের বাড়িতে রঙ্গিন কাচের জানালা

## বিভিন্ন রকমের খিলান

ক

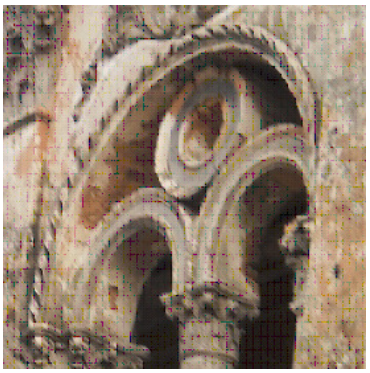
খ

গ

ঘ

**চিত্র ৫.২১ঃ** (ক) রূপলাল হাউজের ভ্যানেসিয়ান খিলান (খ) পানামের ২ নম্বর বাড়ির ভ্যানেসিয়ান খিলান (গ) রূপলাল হাউজের তিন খাজ বিশিষ্ট খিলান (ঘ) পানামের ৩৪ নম্বর বাড়ির তিন খাজ বিশিষ্ট খিলান

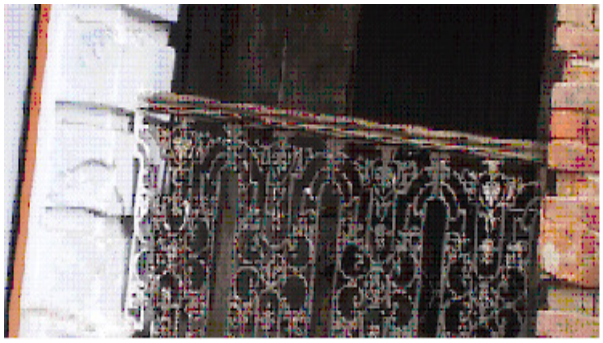

ক

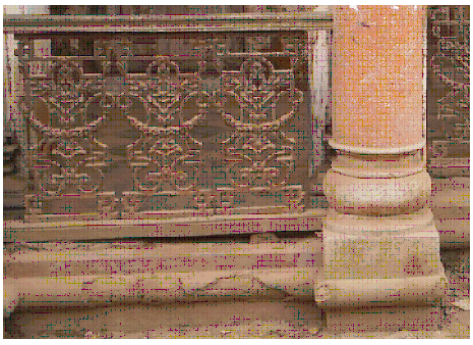

খ

**চিত্র ৫.২২ঃ** (ক) রূপলাল হাউজের গ্রিল অলংকরণ (খ) পানামের গ্রিল অলংকরণ (গ) চিত্র নং ৩.৪০চ

## মেঝে অলংকরণ

ক

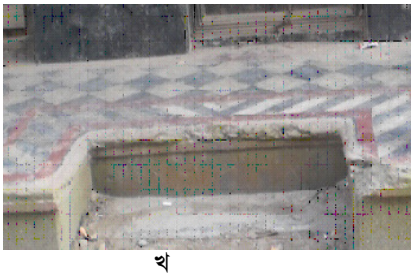

খ

**চিত্র ৫.২৩ঃ** (ক) রূপলাল হাউজের মেঝে অলংকরণে সাদা লাল নীল পাথরের বর্গকৃতির নকশা (খ) রূপলাল হাউজের মেঝে অলংকরণের সাথে পানামের ৩৭ নম্বর বাড়ির সাদৃশ্য পূর্ণ মেঝে অলংকরণে

# ষষ্ঠ অধ্যায়
## উপসংহার

সোনারগাঁ দক্ষিণ পূর্ব বাংলার মুসলিম ও মুসলিমপূর্ব যুগের রাজধানী ও বন্দর নগরী ছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকে এর ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয় যায়। ঢাকার অদূরে অবস্থিত রাজধানী সোনারগাঁয়ের কাছে তিনটি নগরের নাম পাওয়া গেছে বড় নগর (সাদিপুর/আজমপুর), খাস নগর (ইছাপুর) এবং পানাম নগর (আমিনপুর)।[১]

বড় নগর এলাকাটি মুসলিম স্থাপত্যের চিহ্ন বহন করে। ঐতিহাসিক ভাবে খাসনগর এলাকায় স্থাপত্যের চিহ্ন পাওয়া যায়না।কিন্তু বর্তমানে সেখানে ছোট সর্দার বাড়ির অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[২] পানাম নগর স্থাপত্যে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের চিহ্ন বয়ে চলেছে।[৩] মুঘল যুগের সোনারগাঁ সুতিকাপড় ও সুক্ষমিহি কাপড়ের তথা মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। মুঘল যুগের সোনারগাঁওয়ের পরিধি ছিল ২৪ বর্গ মাইল। বর্তমান উপজেলা সোনারগাঁ এর পরিধিও তাই।[৪] বণিক শ্রেণির যাতায়াত ও তাদের নিরাপদ বসবাসের সূত্র ধরে বর্হিবাণিজ্যের সাথে যোগাযোগের কারণে পানাম গ্রামের একটি অংশে পানাম নগর গড়ে ওঠে।[৫] ঈসাখাঁর সময় সোনারগাঁ বন্দরের পরিবর্তে ঈসাখাঁর আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়।[৬] মুঘল যুগের শেষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সোনারগাঁ বন্দরের গৌরব দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়। মেঘনার তীরে শ্রীপুর বন্দরের কথা ইউরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনায় পওয়া যায়।[৭] (রালফ ফিচ) নদী ভাঙ্গনের কারণে শ্রীপুর বন্দর বিলুপ্ত হয়ে যায়। শ্রীপুরের পর পরবর্তীতে সতের শতক ও আঠার শতকে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের উত্থান হয় ।

পর্যটক ফ্রান্সিস (১৮০৭-১৪), জেমস টেলর (১৮৪০) এবং আরও অনেক পর্যটক সংকীর্ণ একটি রাস্তার দু'ধারে ইট নির্মিত দ্বি-তল এবং ত্রি-তল ইমারত বেষ্টিত পানাম নগরের কথা লিখেছেন এবং সোনারগাঁ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ঘন জঙ্গলে আবৃত এবং গ্রামে পরিণত।[৮] উনিশ শতকের এসব পর্যটকদের মন্ত ব্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় পানাম শহরটি উনিশ শতকের পূর্বে গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ তারা যখন পানাম নগরকে দেখেছেন তখন সেখানে ইমারত নির্মিত দেখেছেন। জেমস টেলর পানামকে সোনারগাঁয়ের প্রাচীন শহর বলেছেন।[৯] স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা পানাম গ্রামে ও বর্হিবাণিজ্যে অংশ গ্রহনকারী বণিকরা পানামে নগরে বসবাস করত। গ্রামের নামে অর্থাৎ পানাম নামে এক খিলান বিশিষ্ট একটি সেতু দিয়ে নগর যুক্ত হয়েছিল। ধ্বংস প্রাপ্ত সেতু ও ইমারত রাজী সে সব চিহ্ন বহন করে।[১০]

ভৌগলিক বৈশিষ্টের কারণে পানাম প্রাকৃতিক জলধারা বেষ্টিত একটি সুরক্ষিত স্থান। পানাম নগরে পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, প্রহরী সমেত তোরণ দ্বার দ্বারা আরো সুরক্ষিত একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে গড়ে তুলা হয়েছিল। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশাখাঁ শাহবাজ খানের সাথে পরাজিত হয়ে রাজধানী কাটরাবো ছেড়ে সোনারগাঁও এ এসে প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত পানামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কোন ইমারতের চিহ্ন না

থাকলেও পানামের কাছাকাছি ইছাপাড়া গ্রাম ও ক্রোড়িবাড়ি ঈসাখাঁর সমসাময়িক বলেই ধরে নেয়া যায়।[১১] ১৮৪০ পাইনামের (পানাম) খুব কাছেই কয়েকটি মসজিদ ও অট্টালিকা ধ্বংসাবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে।[১২] বর্তমানে সেগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত। এছাড়া পানাম থেকে এক মাইলের কম দূরত্বে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এক দূর্গম স্থানে ঐতিহাসিক অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও ছিল।[১৩] বর্তমানে নেই। বিলীন হয়ে যাওয়া ইমারতরাজি প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের।

ঈশাখাঁর পর মুসাখাঁর (১৬১১) শাসনাবসানের পর ঢাকা মুঘল রাজধানী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ পানাম গ্রাম শুধু বণিকদের ব্যবহারে রয়ে যায়। যেহেতু সোনারগাঁও বহুকাল ধরে বন্দর নগরী এবং ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র ছিল, মসলিনসহ তাঁতবস্ত্র ও সুতী বস্ত্র উৎপাদনের জন্য জগৎ বিখ্যাত ছিল সেহেতু বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বণিক বা ব্যবসায়ী শ্রেণির আগমন স্বাভাবিক বিষয় ছিল। যুক্তিযুক্ত কারণে ধনাঢ্য বণিক শ্রেণি নিজেদের প্রয়োজনে নিরাপত্তা সম্বলিত অত্র এলাকাকে বেছে নিয়ে আবাসস্থল গড়ে তোলে। জীবনযাপনের জন্য প্রযোজনীয় হাট, আরত গড়ে উঠে, নিরাপত্তা বজায় থাকে। নগরসুলভ জাঁকজমকতা বুঝানোর জন্য পানাম নগর নাম পায়।[১৪] এসময় শ্রীপুর বন্দর সোনারগাঁ বন্দরের স্থলাবিষিক্ত হয়। মেঘনার ভাঙ্গনের ফলে আজ সে বন্দর কালের গর্ভে নিমজ্জিত।

পানামে দেশীয়, বর্হিদেশীয় বণিকদের আগমনের প্রমাণ আমরা পাই। সে সূত্র ধরে বিক্রমপুরে (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ) এক সময় বস্ত্র শিল্পে উন্নত ছিল।[১৫] আলোচিত রামপালের পানাম ও তার আশে পাশের গ্রামবাসিরা ব্রিটিশ আমলে বস্ত্রশিল্পের অবনতির কালে তাদের নিজেস্ব পেশা ধরে রাখতে সেসময় মসলিন ও অন্যান্য কাপরের জন্য জগৎ বিখ্যাত সোনারগাঁয়ে চলে আসে। সোনারগাঁ আড়ং এর তাঁতখানা পানামে[১৬] থাকায় বিভিন্ন স্থানের বণিকগোষ্ঠি সুরক্ষিত পানামে ও কিছু সংখ্যক আমিনপুরের আশেপাশে এসে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে বণিকগোষ্ঠিরাই বিাভন্ন নাগরিক সুবিধা সম্বিলিত পানামের নগর বা শহর নামকরণ করে।[১৭]

একটি সংকীর্ণ রাস্তার দু'ধারে ত্রি-তল, দ্বি-তল ও একতলা বিশিষ্ট বিদ্যমান বাড়িসমূহের অবশিষ্ট সন তারিখ দেখে এবং জেমস টেলর সহ বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় বাড়িসমূহ কয়েকটি মুঘল যুগের শেষ অধ্যায়ের বা নবাবি আমলের। অতএব এগুলো প্রাক ঔপনিবেশিক আমলের (নবাবী আমলের)।[১৮] বিশেষ করে ৫ নম্বর বাড়িটি ত্রিতল। নির্মাণ তারিখটি ১২-২। ১২ সংখ্যার পরে মাঝের একটি সংখ্যা নেই। তারিখ বিশ্লেষনে এ ইমারতটিই পানামের বিদ্যামান ইমারতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন।[১৯] এছাড়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র বিশ্লেষণেও বুঝা যায় বাড়িটি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের (জেমস টেলর) পূর্বে কোন এক সময় নির্মিত।[২০] উল্লেখ্য যে ৫ নম্বর বাড়ি এবং ১০ নম্বর বাড়ি দু'টি পানাম নগরের ইমারতসমূহের মধ্যে ত্রি-তল বিশিষ্ট এবং স্থাপত্যিক ও অলংকারিক ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। এ ইমারত দু'টিকে সমসাময়িক বলা যায়।[২১] এছাড়াও ২৭ নম্বর ও ৩৬ নম্বর বাড়িটি একইরকম। ভগ্নদশা এবং অলংকরণের

অবশিষ্টাংশ দেখে মনে হয় প্রায় একই সময়ে নির্মিত। দু'টি বাড়িই নীচ তলার অংশ ইটের কংকালে পরিণত হয়েছে। এ বাড়ি দু'টি ৫ নম্বর বাড়ির সমসাময়িক। এছাড়া চিনিরটিকরি অলংকরণের অনুপস্থিতি প্রমান কওে যে ইমারতসমূহ আঠার শতকের শেষে অথবা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত হয়েছে।[২২]

পানামের কয়েকটি ইমারতে যে সকল সন তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ৩ নম্বর বাড়িতে ১৩১৬ (১৯০৮), ৩৩ নম্বর বাড়ি বা কাশিনাথ ভবন ১৩০৫ (১৮৯৭)। উল্লেখ্য যে বাংলা সনের পাশাপাশি বাড়িসমূহতে যে ইংরেজি সনের উল্লেখ রয়েছে তা সঠিক নয়।

এছাড়া যে সনটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় তা হল বড় সর্দার বাড়িতে উল্লেখিত সন। যেটি এ যাবৎ কোন লিখিত তথ্যে, গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়নি। স্থানটি এতটাই বিবর্ণ ও মলিন হয়ে গেছে যে, সকল গবেষকদের নজর এড়িয়ে গেছে। সনটি হল ১৩৩-। শেষের অংকটি অস্পষ্ট তবে মনে হয় অংকটি শূন্য (০)। ১৩৩০ হলে বাংলা ১৯২২।[২২] অর্থাৎ কিছু সংখ্যক ইমারকত প্রাক-ঔপনিবেশকি এবং বেশিরভাগ ইমারতসমূহই ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত হয়েছিল।[২৪]

এছাড়া বাড়িসমূহের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যর বা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ যোগ্য হলএকটি রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে নিমিত বিশেষ করে একটি বাড়ির দেয়ালের সাথে আরেকটিবাড়ি নির্মাণ।এছাড়া প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি বা দুটি কড়িডোর,সিড়ি ,গুপ্ত করিডোড়, ছোট ছোট একই ধরণের ঝুল বারান্দা, দোচলা আকৃতির অংশ,লোহার স্তম্ব ও লোহার ঝালর/গ্রিল দেওয়া ব্যতিক্রম দুটি বাড়ি ,প্রায় সব বাড়িতেই একই ধরণের ফুলে সজ্জিত বন্ধনি।

বলা হয়ে থাকেপানাম নগরের ইমারতসমূহ একটি রাস্তাকে কেন্দ্র করে উভয় পাশে গড়ে উঠে ছিল। তবে এমনটি হতে পাড়ে পানাম বাজার নির্মাণের পর বাজারের ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ রাস্তাকে কেন্দ্র করেই দু'ধারে বাড়ি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে লিখিত কোন তথ্য যোগার করা সম্ভব হয়নি।

পানামনগরের সমসাময়িক আমিনপুরের বেশ কিছু স্থাপনা এ অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্থাপনাসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় বেশিরভাগ স্থাপনাই মন্দির (শিব মন্দির, সমাধি মন্দির)। মঠ, নীল কুঠি, ক্রোড়িবাড়ি সেতু অল্প কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বাড়ি (দোচালা দালান বাড়ি ঈসা খাঁর দালান বাড়ি ও নাম না জানা দালান বা ইমারত)।

এসব স্থাপনার আলোচনা করতে গিয়ে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তাহল বণিক শ্রেণি কেবল পানামেই বসবাস করতেন না এর আশেপাশেও বসবাস করতেন। যদিও আমিনপুরের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দালানের সন্ধান পাওয়া গেছে, সে ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে বণিক শ্রেণির বসত বাড়িসমূহ বেশির ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। স্থাপনাসমূহের নাম জানতে এবং সনাক্ত করণে Archeological Survey Report অনুযায়ী করতে কিছুটা সহজ হয়েছে। দুএকটি ইমারত সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে বর্তমানে পানামের ভিতর

দিয়ে নতুন তৈরি ব্রীজ দিয়ে পার হয়ে রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলে একটি ভগ্ন প্রায় দি-তল ইমারত নজরে পরে । স্থানীয় বৃদ্ধাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী এর প্রকৃত মালিক কলিকাতায় বসবাস করত এবং পূজা পর্বনে এখানে আসত। পানামের ধনাঢ্য বণিকদের সম্পর্কে এ রকমই প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগ্ন প্রায় এ স্থাপনাটির বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় এ বাড়িটি পানাম নগরে বসতি গড়ে উঠার সমকালীন। অর্থাৎ পানামের আশেপাশেও বণিকরা বসবাস করত। আরো জানা যায় পূজার সময় পূজা হত পানাম নগরের কালী মন্দিরে অর্থাৎ বর্তমান ১৮ নম্বর বাড়ি। এ মন্দিরে পূজার সময়কীর্তন গাইতো এবং রাস্তা দিয়ে ঢোল বাজিয়ে *হরে কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম* বলে বলে প্রদক্ষিণ করত। এসব বাড়ির অলংকরণে মুসলিম শাসনামলের বিমূর্ত অলংকরণের সাথে বিভিন্ন ভাস্কর্যের সংযোজন করা হয়েছে।

পানামের স্থাপনাসমূহে পূর্ববর্তী টেরাকাটার পরিবর্তে স্টাকো অলংকরণই স্থান দখল করে নিয়েছে। সেই সাথে চিনি টিকরীর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। একই সাথে মোজাইক, পোরসেলেইন, পিয়াট্টাডোরা, লাল ইটের বিভিন্ন আকৃতির ইটের ব্যবহার অলংকরণকে সম্মৃদ্ধ করেছে।[২৫] অলংকরণে স্থানীয় ফুল সন্ধ্যা মালতি,কলমি ফুল, ডালিম ফুল, গাদা, সূর্যমূখী, ধূতরা ফুল, লতাপাতার জ্যামিতিক নকশা, অ্যারাবেস্কের, মূর্ত নকশা, আলপনা, জ্যামিতিক নকশার বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন ফুলের একক মোটিভ, কুলুঙ্গী নকশা, মহিলাদের অলংকার সদৃশ নকশা, জালি নকশা, মসলিন ও জামদানী শাড়ির নকশা সদৃশ অলংকরণ, এছাড়া ব্যবহারিক গৃহস্থালির উপকরণ যেমন কলসী, জগ, কুলা, ফুলদানী, বাটি, নকশী কাঁথা, পিঠার ছাঁচ, পাখি, মাছ, সাপ, বাঁশের ফালি ব্যবহারের অনুকরণে নকশা, দো-চালা নকশা অলংকরণে বিধৃত হয়েছে।[২৬]

এছাড়া ইউরোপীয় স্থাপত্যের অনুকরণে ধ্রুপদী অলংকরণে করেন্থীয়, ডোরিক, আয়নিক স্তম্ভ, পেডিমেন্ট, দন্ত নকশা, অ্যাকান্থাস স্ক্রল ইমারত অলংকরণকে মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী করেছে। সেই সাথে একঘেয়েমী দূর হয়েছে। ইউরোপীয় কায়দায় ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে অলংকরণসমূহ সমৃদ্ধ হয়েছে।

পানাম নগরের সাথে সমসাময়িক কয়েকটি নির্বাচিত স্থাপনার (ধনবাড়ি, ময়মনসিংহের রাজবাড়ি, নাটরের রাজবাড়ি, বড় তরফ, ছোট তরফ, রূপলাল হাইজ) তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় বিদ্যমান নির্বাচিত স্থাপনা সমূহের বৈশিষ্ট্য ও ভগ্ন ক্ষয়ে যাওয়া পানাম নগরের স্থাপত্য আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে রূপলাল হাইজ এবং নাটরের জমিদার বাড়ি দু'টি পানাম নগর নির্মিত স্থাপনাগুলোর সময়কাল থেকে কিছু সময় পূর্বে অর্থাৎ প্রাক ঔপনিবেশিক আমলের (নবাবী আমলের)। ধনবাড়ির জমিদার বাড়ি, ময়মনসিংহের রাজবাড়ি ঔপনিবেশিক আমলের। ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য হিসেবে পানাম নগরের স্থাপত্যের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য উক্ত স্থাপনাসমূহের সাথে পানাম স্থাপনার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত স্থাপত্যসমূহের সাথে পানাম স্থাপত্যের অবকাঠমোগত বৈশিষ্ট্য এবং অলংকরণ বৈশিষ্ট্যের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিটি আমলের স্থাপত্যই (সুলতানী-মুঘল, ঔপনিবেশিক, আধুনিক) নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, উপাদান, উপকরণ বহন করে। নিজ নিজ যুগের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। স্বগৌরবে অস্তিত্ব জাহির করে। প্রতিটি নতুন ইমারতে পুরাতন বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ হওয়ায় নুতন একটি কৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে। সুলতানী, মুঘল এবং পরবতী স্থানীয় অলংকরণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্রিটিশদের বয়ে আনা বৈশিষ্ট্যের সমন্নয়েই গড়ে উঠেছিল পানামনগর স্থাপত্য। তাই পানাম নগর স্থাপত্য ইন্দো-ব্রিটিশ রীতি হিসেবে আখ্যায়িত।[২৭] আবার মিশ্ররীতি বা ঔপনিবেশিক রীতি হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২৮] ঔপনিবেশিক রীতি একটি সম্ভ্রান্ত রীতি হিসেবে সর্বজন গৃহিত।

সমসাময়িক স্থাপনাগুলোর সাথে তুলনামূলক আলোচনায় সাদৃশ্য দেখা যায় যে এগুলো উঁচু ভিতের উপর নির্মিত আয়তকার বড় ভবন, একতলা ভবন, সম্মুখে বড় অর্ধবৃত্তাকার প্রবেশপথ যুক্ত, প্রবেশ তোরণ বা গাড়ি বারান্দায় পোর্চ পেডিমেন্ট নকশা, করিন্থীয়ান স্তম্ভ, ডোরিক স্তম্ভ, অর্ধবৃত্তাকার বহুখাজবিশিষ্ট অথবা তিনখাজ বিশিষ্ট খিলান, রঙ্গিন কাচের জানালা, হলঘর ও মধ্যবর্তী উঠানকে কেন্দ্র করে চারিদিকে কক্ষের বিন্যাস। তবে রাজপ্রাসাদ বা জমিদার বাড়িসমূহ একতলা বিশিষ্ট্য। চারিদিকে খোলা অঙ্গন।

অলংকরণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমনঃ পেচ্যানো লতাপাতার অ্যারাবেস্ক 'নকশা', জ্যামিতিক নকশা, লতাপাতার সাথে মানব ভাস্কর্য সহ নকশা, দন্ত নকশা 'চিনি টিকরী' নকশা, পলেস্তরায় খোদাই করা বা স্টাকো, সাদা কালো মার্বেল পাথরের ব্যবহার, দোচালা আকৃতির কিয়স্ক বা ছত্রী ঔপনিবেশিক আমলের ও প্রাক ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য। অলংকরণের ক্ষেত্রে দু'একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছাড়া প্রায় সব ইমারত একই রকম। ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের সাথে আছে দেশজ ঔষধি গাছের পাতা, রঙ প্রস্তুতে ব্যবহৃত ফুল। এছাড়া ইমারত নির্মাণের স্থান চারিদিক দিয়ে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত কিংবা এগুলোর পিছনের দিকে বড় পুকুরের অবস্থান। পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্ভূত হলেও নিশ্চিত ভাবে দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল অধিকাংশ জমিদার বাড়িতে ও ধনাঢ্য ব্যাক্তিদের বাড়িতে। ১টি মধ্যবর্তী উঠান এবং অপরটি বড় পুকুরের অবস্থান। এ দুটি বৈশিষ্ট্যেকে উপমহাদেশীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। এ বৈশিষ্ট্যেগুলোর উপস্থিতির ক্ষেত্রেই দৃঢ ভাবে বলা যায় মধ্যবর্তী উঠান এবং উঠানকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বারান্দা এবং তার পিছনের কক্ষের বিন্নাস, এতে করে আলো বাতাসের প্রাচুর্য বাড়ির পরিবেশকে নির্মল এবং সতেজ রাখত। অপরদিকে গাছপালা ঘেরা জমিদার বাড়িসমূহে পুকুরের অবস্থান বাড়ির পরিবেশ ও আবহাওয়া আরও বেশি নির্মল পরিশুদ্ধ করে দিত। এসব কথা বিবেচনা করেই সেসময়ের জমিদারদ শ্রেণি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন ধনাঢ্য ব্যাক্তিদের বাড়িসমূহে উক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ দেখা যায়।

ইমারতসমূহ প্রমাণ করে যে ঔপনিবেশিক আমলে জমিদার শ্রেণি পাশ্চাত্য ভারধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন (নারী ভাস্কর্যসহ অন্যান্য ভাস্কর্য) এবং পাশ্চাত্য জীবনধারায় অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করতেন (খ্রিস্টান ধর্মীয় মনোভাব)। স্থাপত্য সমূহ প্রমাণ করে যে সনাতন বা বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত বণিক শ্রেণি ধর্মীয আচার আচরণ

চর্চাকরণে সমসাময়িক জমিদারদের ইমারত  অলংকরণ পানাম নগর ইমারতের মত। পানামের ধনাঢ্য বণিক শ্রেণি স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক ব্যবসায়ী ছিল বলে জৌলসপূর্ণ জীবন যাপন করত। এছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পর জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ায় জমিদারীর মালিকানা বদল হয়ে যায় এবং মূলত ঐসব জমিদারীর মালিক হন অভিজাত শ্রেণি এবং ধনী বণিক শ্রেণি। এসব নতুন জমিদারদের মধ্যে আচরণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। (পরবর্তীতে এদেরকে বেনিয়া বলে)।[২৯] স্থাপত্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

উপরে আরো বলা হয়েছে যে, জমিদারদের তৈরি প্রাসাদসমূহ ছিল বিশাল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশাল চত্বর বিশিষ্ট জমিদার ভবনে থাকত বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে একাধিক ভবন। সম্ভবত একাধিক ভবন নির্মাণের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকায় ভবনগুলো একতলা বিশিষ্ট এবং একাধিক হতো। কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী এবং অভিজাত শ্রেণির অথবা নতুন জমিদারদের বাড়িসমূহ আর্থিক স্বচ্ছলতার তারতম্যের কারণে ভবনগুলোর বিশালতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া একাধিক ভবনের বদলে দ্বি-তল ও ত্রি তল ভবনই বেশী দেখা যায়। পানাম নগরের ব্যবসায়ীদের নির্মিত ইমারতসমূহ এর সাক্ষ্য বহন করে। রূপলাল হাউজও বণিক বা ব্যবসায়ীদের নির্মিত বাড়ি, তবে পানাম নগরের ইমারতসমূহের ব্যাতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এখানে অনুপস্থিত। পানাম নগর স্থাপনারসাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায় পুরনো ঢাকার শাখারী বাজার এলাকায়। এখানকার এসব বাড়ির মালিকও স্থানীয় ব্যবসায়ী।

পানাম নগর স্থাপত্যের গাত্রালংকারে বা শৈল্পিক প্রকরণ বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করা গেছে যে, প্রশাসন সম্পর্কিত ব্রিটিশ শাসকদের নির্দেশে নির্মিত স্থাপনাসমূহে অলংকরণ খুব কম। কার্জন হল ব্রিটিশ আমলে ইমারত, লাল ইটের  উজ্জল ইমারতটি মূঘল খিলান সহ খুবই আকর্ষণীয়। পানাম নগর স্থাপনা এবং ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপনার অলংকলরণ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে যে, ব্রিটিশরা ইউরোপীয় এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তাদের ইমারত নির্মাণ করেছেন। কিন্তু গাত্রালংকারের বেলায় প্রশাসনিক ভবনসমূহ ছিল অলংকরণ বিহীন, তবে উজ্জল ও আর্কর্ষণীয় দেশীয় জমিদার, ধনাঢ্যব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণি  ব্রিটিশ চিন্তায় প্রভাবিত হলেও স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে, স্থাপত্য অলংকরণে তারা দেশীয় এবং বর্হিদেশীয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে বৈচিত্র এনেছে। প্রাচ্য অলংকরণ রীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বর্তমানে টিকে থাকা স্থাপনা গুলোতে এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঢাকার রোজ গার্ডেন। ঔপনিবেশিক প্রভাবে প্রভাবিত পানাম নগরের স্থাপনাসমূহে মালিকেরা ঔপনিবেশিক সম্ভ্রান্ত রীতির সাথে তাদের শৈল্পিক, রোমান্টিক, শিল্পবোধ, সহ ইমারত অলংকৃত করে রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছে। বিশ্বময়তার আবেশ তৈরি হয়েছে সেখানে। সে সাথে তাদের নির্মিত স্থাপনাসমূহ ছিল তাদের নিজেস্ব আর্থিক স্বচ্ছলতা, ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রকাশের মাধ্যম। সর্বোপরি এসব কিছুর পিছনে এবং তাদের এ স্থাপত্য নির্মাণ এবং অলংকরণের বিভিন্ন বৈচিত্র আনার ক্ষেত্রে সর্বোত সহযোগীতা করেছে স্থানীয় লোকশিল্পীবৃন্দ। তারাই

ফলপ্রশ্রু করেছে বিভিন্ন অলংকরণ মোটিফ কৌশল অবলম্বন করে। তাদের সুক্ষ কর্ম দক্ষতা, সুরুচি নিপূনতা (রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী এবং পরিকল্পনাকারীরা) ইমারতকে করেছে প্রাচ্য দেশীয় শিল্পরসে পরিপূর্ণ। আজও কোন কোন ইতিহাসবিদ এবং শিল্পামোদী পানাম নগর স্থাপনসমূহের মালিকদের মত তাদের নিজস্ব ভবনে ঔপনিবেশিক সম্ভ্রান্ত রীতিটি সংযুক্ত করে তাদের রুচিবোধের পরিচয় দেয় ।

**তথ্য নির্দেশিকাঃ**

১ Habiba Khatun, 'Unexplored Sites and Objects' A.B.M. Husain (ed), *Sonargaon – Panam.* A.S.B.-1997, P-173
২ বর্তমান অভিসন্দভের ২য় অধ্যায়, পৃ.১০
৩ A.B.M. Husain, 'Preface' *op-cit*, p-XI
৪ *Ibid*
৫ ২য় অধ্যায়, পৃ,১১
৬ হাবিবা খাতুন, হুসনে জাহান লীনা, *'ঈশা খাঁ- সমকালিন ইতিহাস*, কাটাবন, ঢাকা-২০০০
৭ উদ্বৃত, James Taylor, *A sketch of Topography and statistics of Dacca*, Asiatic Society *of* Bangladesh (new edition 2010) p-79
৮ James Taylor, *op. cit.* p-79
৯ *Ibid,.*
১০ হাবিবা খাতুন ,বুড়িগঙ্গাঁনদীর উত্তর তীরে আগত অভিবাসীদের প্রাচীনতা প্রসঙ্গ, *ইতিহাস পত্রিকা*, ১ম দ্বি-বাষিক সম্মেলন; ২০১৪, পৃ-২১
১১ James Taylor, *op cit.* p-79
১২ অভিসন্দর্ভের ২য় অধ্যায় 'পানাম নগর নামকরণ' পৃ:২১
১৩ James Taylor, *op cit*. p-79
১৪ *প্রাগুক্ত* পৃ .২১
১৫ *প্রাগুক্ত*
১৬ আব্দুল করিম, *ঢাকায় মসলিন*, ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৬৫, পৃঃ৬২.
১৭ *পূর্বোক্ত*, পৃ:২১
১৮ অভিসন্দর্ভের ৩য় অধ্যায়,পৃ.৬৬
১৯ *প্রাগুক্ত*
২০ *প্রাগুক্ত*
২১ *প্রাগুক্ত*
২২ *প্রাগুক্ত*
২৩ পূর্বোক্ত
২৪ A.B.M. Husain, 'Preface' *op-cit*, p-XI
২৫ তৃতীয় অধ্যায়,পৃ.৬৬
২৬ *প্রাগুক্ত*,পৃ.৬৭
২৭ Aysha Begum, 'Ornamentation' *op cit*. p-146
২৮ Nazimuddin Ahmed, *op cit*., p-25
২৯ *Ibid*

# Biblighaphy

## English Book


Abdul karim, A social history of the muslim in Bengal (down to AD 538) second revised edition Chittagaong, 1985

Abdul karim, *Corpus of the Arabic and Persian inscriptions of Bengal* (1992)

Abdul karim, *Corpus of the Muslim coins of Bengal, Dacca,* Asiatic Society of Pakistan, 1960

Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal* (c, 750-1200 AD), The Asiatic Society of Pakistas, Dacca, 1967

A.B.M Hossain (ed)- *Sonargaon Panam*, Asiatic Society of Bangladesh,Dhaka-1997.

A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal Dhaka*, 1961

AKM Zakariah, The *Archeological Heritage of Bangladesh*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2001.

Alexander cunnigham, *Archeological Survey of India, Report of Tour in Bihar and Bengal in 1879-80,* Vol-Xv (calcutta, 1888)

Banister Fletcher, *History of Architecture* 19th ed (Reprint); Delhi, CBS publishers and Distributors 1992.

Charles D' oyly: *Antiquities of Dacca* (Lond-1830)

David. M. Rob J. J. Garrison, *Art in the Western world*. New york' Harper Brothers Publishers Ltd. 1953.

Dinash Chandra, G*limpse of Bengal life*

Enamul Haque, *Historic city of Dhaka' Evolution and Possibility*, A Catalogue published by Bangladesh National Museum, Dhaka, 1989.

F. B. Bradly Birt '*Sonargaon*, *The Romance of an Eastern Capital*, London.

Gardner's *Art through the ages*, Harcourt, Brace, and World, Inc. New York, Chicago, San Francisto, Atlanta, Fifth Ed. 1970

George Michell, *The Islamic Heritage of Bengal* UNESCO, (Paris 1984)

Habiba Khatun, *Iqlim Sonargaon*, Academic press and Publisher Library, Dhaka, 2006.

H. Spate, India and Pakistan. *A General and Regional Geography*. 2nd ed, Methuen 2 co. Ltd. (London-1957)

I. H. Korishi, *The Muslim community of Indo Pakistan Subcontinent*.

James Taylor, *A Sketch of Topography and statistics of Dacca*, Calcatta military Orphan press-(1840), Asiatic Society New Edition 2010.

J. Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture*, Votill, (New Delhi, 2nd edition-1912) Lirst Pub: in 1876 in London.

J.N. Sarker (ed), *History of Bengal*, vol. 11, Dhaka University, 1948

Jatindra Mohon, Roy, *Dhakar Itihasha*, 2-volumes, Srisharhi Mohon Roy, Kabi Ratna, (Calcutta-1322 Bangabda)

Jatindra Nath, Gupta, *Vikrampur Ilihasha,* Bhattacharya and sons, (Calcutta, 1316. B.S.)

Khandkar Alamgir-*Sultanate Architecture of Bengal*, New Delhi, India-2011

M.S. Dimand- *A Handbook of Muhammaden Art*. (London.1983)

Muhammad Hazizullah Khan, *Teracotta Ornamentation in the Muslim Architecture of Bengal*, Dhaka Asiatic Society of Bangladesh,1988

Nazimuddin Ahmed, *Buildings of the British Raj*. University Press Limited, 1986

Nazimuddin Ahmed, *Discover the Monuments of Bangladesh* (Dhaka 1981)
Nazimuddin Ahmed-*Islamic Heritage of Bangladesh* (Dhaka. 1982)
Nazimuddin Ahmed- *Panam Nagor in Sonargoan*-South Setauket, USA, 2009, p-24
Nazimuddin Ahmen, Syed Mahmudul Hasan, *Islamic Art*, VOL-1, Novel Publishing Houne, Dhaka-2007.
Nihar Ranjan Roy. *Banglar Nod & Nodiin Bengal Culcatta*, 1932
Percy Brown, *Indian Architecture Islamic Period*. 6th Reprit-Bombay-1975.
R.C. Majumder, '*History of Bengal* Vol-1. Hindu Period (University of Dacca, 2nd. Impression. 1963)
Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal* vol, IV (Rajshahi 1960)
Sharif Uddin Ahmed, *Dacca; a Study in Urban History and Development*.
Shukhmaya Mukhospadhaya-*Bangal Itihasher Duso Bacher*, Shadhin Sultander annal, 3rd Edition (Cutctla-1980)

## অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

### ইংরেজী

Habiba Khatun, *Sonargaon , Its History and Monauments* (1338-1608 A.D) Department of Islamic History and Culture, University of Dhaka-1987.
Faruque Ahmed Ullah Khan. *Study of colonial Architecture in Bangladesh*. Dhaka Univercity, July-1999.

### বাংলা

নূর-উন-নেসা, *ঢাকার গির্জা স্থাপত্যঃ সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর-২০০১,
**ফওজিয়া করিম, *নারায়ণগঞ্জের স্থাপত্য (সুলতানী ও মুঘল)*, এমফিল থিসিস, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, পৃঃ৯**

### Journal

Enamul Haque (ed) *Journal of Bengal Art,* I, C, S, B (The Jnternational Centre, For Studly of Bengail Art Dhaka, Bangladesh, Vol -3, 1998
H. Beveridge, In Isa khan ,*Journal of Asiatic Soceity of Bengal*, No.1 1904
James wise, On the Barah Bhuyas of Eastarn Bengal, *Journal of the Asiatic Society of Bengal* Vol, XL111, part-1-History, Literature 2 c. No, 111, 1874.
James wise, *Notes on Sonargaon Eastern Bengal*.Journal of Asiatic Soceity of Bengal, vol-XV11 Calcutta, 1874,

### বাংলা বই

আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪ ইং
আব্দুল করিম, *'ঢাকাই মসলিন'* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা নগর যাদুঘর-১৯৬৫, পৃঃ ৬২ ।
আব্দুল করিম , *বাংলার ইতিহাস- সুলতানী আমল জাতীয় গ্রন্থ* প্রকাশনা ৬৭ প্যারিচাদ বোড-১৯৯৯ ।
——— *মোঘল আমল*, প্রথম খন্ড ইন্সিটিটিউড অব বাংলাদেশ ষ্ট্যাডিজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী জানুয়ারী-১৯৯২ ।
এ, কে, এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রা ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংরার সমাজ সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯ ।
এ, কে, এম শাহওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, নভেল পাবলিশিং হাইস বাংলা বাজার, ঢাকা-২০০৯ ।
এম মোফাখ্খারুল ইসলাম (সম্পাঃ) *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল (২য় খন্ড) অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি-২০১২ ।
ওয়াকিল আহমেদ, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার-১৯৬৮
গোলাম মুবশিদ, *হাজার বছরের বাংঙ্গালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-২০০৬ ।
জয়নুল আবেদীন খান, *বিক্রমপুরের দিঘি*- পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ-২০১২ ।
জয়নুল আবেদীন খান, *বিক্রমপুরের বিখ্যাত রাজবাড়ির মঠ*- পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ-২০১২ ।

জেমস ওয়াইজ এম.ভি. *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*, বর্ণ ও পেশার বিবরন ( ১ম, ২ে, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)
নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, কলকাতা ১৩৫৯ (বাংলা)
নীহারঞ্জণ রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, শুধাংশুশেখর দে*, দে' জ পাবলিশিং কলকাতা -১৩৫৯ ।
প্রতিভা বসু, *জীবনের জলছবি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, ১৪০০ বাংলা ।
পনের শতক উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ।
*ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবহার মূল্যায়ন কমিটি*, বাংলাদেশ ভূমি মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, বি, জি, প্রেম-১১৮৯ ।
মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতির ইতিহাস*- বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৮২ ।
মুনতাসীর মামুন, *ভূমিকা সম্পাদনা ও টিকা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ২০০২, (মূল অনুবাদ ফজলুল করিম)
মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান*, ১৯৭৭ ।
মোঃ রেজাউল করিম, (সম্পা:) *সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান*, রহমান গ্রপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, ঢাকা-১৯৯৩ ।
মুন্সী রহমান আল তায়েশা, *তারিখ- ই- ঢাকা (১৯১০)* ডক্টর *আ, ম, ম, শরফুদ্দীন অনুদিত*) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হিজরী পনর শতক উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত
মির্জা নাথন, *বাহারিস্তানী গাইবী*, বাংলা একাডেমী
যোগেন্দ্র স্তপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্কারন*, কলকাতা ১৯৯৮ ইং ১৪০৫ বাংলা ।
রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খন্ড)*, দেজ পাবলিশিং কলিকাতা-১৯৮৮)
রামেশচন্দ মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস প্রাচীনযুগ* ।
রামেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ) জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-২০১০.
রামেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, কলিকাতা, ১৯৯৮ ।
শামসুদ্দোহা চৌধুরী, *সোনারগাঁয়ের ইতিহাস*, আবির বকুল, বাংলা বাজার, ঢাকা-২০১০ ।
শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা-ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ধানমন্ডি, ঢাকা, ২০০১ ।
শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা কোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি -২০১২ ।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ঘাস ফুল নদী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ: ঢাকা-২০০৮ ।
শ্রী যোতীন্দ্র মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস* ৩৮/৪ বাংলা বাজার ঢাকা০১১০০ (২০০৭) প্রথম সংস্কার ১৩১৯
শ্রী হিমাংশু মোহন চট্রপাধ্যায় সংকলিত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস* ১ম, ২য় খন্ড, বিক্রমপুর প্রতিভা কার্যালয় হইতে শ্রীদয়াময় চট্রপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা-১৮৫৯ ।
স্যার চার্লস ডায়লী- *ঢাকার প্রাচীন নির্দশন মাসুদ* (সম্পা:) একাডেমিক এ্যান্ড পালিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা? (সন)
সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাচ্যদেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বুক চয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৭ ।
সিরাজুল ইসলাম (সম্পা:) *বাংলা পিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি-২০০৩ ।
সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা:), *প্রত্নতাত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৭ ।
সুযময় মুখোপধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী ৬৭ প্যারিচাদ রোড ঢাকা-১১০০, ২০০০
স্বরুপচন্দ্র রায়, *সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস*, কলিকাতা, ললিত মোহন দাস-১৮৯১ ।
হাবিবা খাতুন, ... .. .., *ঈসা খাঁঃ সমকালীন ইতিহাস*, কাটাবন, ২০০০ ।

## পত্রিকা ও খবরের কাগজ

আমার জীবন- বেড়ানো , *আমার দেশ*, সোমবার ২৬ এপ্রিল-২০১০ ।
আবু খালেক মোঃ খাদেমুল হক, *ইতিহাস: ত্রিশ বছরের রচনাসূচি*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা-১৯৯৮ ।
মমতাজুর রহমান তরফদার অজয় রায় (সম্পা:),*ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা* দ্বাবিংশ বর্ষ ২য় ৩য় সংখ্যা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা ,১৩০৫,

সালাউদ্দীন আহমেদ ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা:) *ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*- অষ্টবিংশতি বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা১৪০১

'শুধুই ঢাকা', *কালের কণ্ঠ*, শনিবার ২৪ জুলাই ২০১০ ।

ঢাকা নগরীতে ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশ ও সুখবাস ভাষীদের অবদান *,দৈনিক আজকলের খবর* - বুধবার, ৪ঠা এপিল-২০১২.